কোরাণ শরিফ।

তৃতীয় ভাগ।

(সূরা কসস হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত।)

"তফ্‌সির হোসেনী" ও শাহ্ অবদোল্ কাদেরের "তফ্‌সির"

অবলম্বন করিয়া টীকা লিখিত।

"পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য"।

কলিকাতা।

৭২ নং অপার সারকুলার রোড।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২।

মূল্য ২॥০ মাত্র।

সুরা কসস *।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

৮৮ আয়ত, ৯ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাসম্মা †। ১। এই আয়ত সকল উজ্জ্বল গ্রন্থের হয়। ২। তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) যাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে সেই সম্প্রদায়ের নিমিত্ত আমি মুসা ও ফেরওণের বৃত্তান্ত যথাযথ পাঠ করিতেছি। ৩। নিশ্চয় ফেরওণ পৃথিবীতে গর্ব্বিত হইয়াছিল ও তাহার অধিবাসীদিগকে দলে বিভক্ত করিয়াছিল, সে তাহাদের এক দলকে দুর্ব্বল জানিত, তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে বধ করিত ও তাহাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখিত, নিশ্চয় সে উপপ্লবকারীদিগের (একজন) ছিল ‡। ৪। যাহা-

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† "তাসম্মা" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের ত, এই বর্ণের অর্থ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থের উপাসনা না করিয়া জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রাখা, স, এই বর্ণের অর্থ পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় ঐশ্বরিক কোন গূঢ়তত্ত্ব পাপীদিগের নিকটে প্রকাশ পাওয়া, ম, এই বর্ণের অর্থ সমুদায় মনুষ্যের মনোরথ সিদ্ধিবিষয়ে পরমেশ্বরের উপকার সাধন। এইরূপ অন্য প্রকার অর্থও হইয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ ফেরওণ যে দলকে দুর্ব্বল জানিয়া উৎপীড়ন করিত তাহারা বনি এস্রায়িল।

দিগকে পৃথিবীতে হীনবল করা হইয়াছিল আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে উপকার করিব ও তাহাদিগকে অগ্রণী করিব এবং তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিব এই ইচ্ছা করিতেছিলাম। ৫। + এবং তাহাদিগকে ধরাতলে ক্ষমতা দান করিব এবং ফেরওণ ও (মন্ত্রী) হামান এবং উভয়ের সৈন্য দলকে যাহাদিগ হইতে তাহারা যে ভয় পাইতেছিল তাহা দেখাইব (এই ইচ্ছা করিতেছিলাম) *। ৬। এবং আমি মুসার জননীর প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে তুমি ইহাকে স্তন্যদান কর, অনন্তর যখন তাহার সম্বন্ধে ভয় পাও তখন তুমি তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমার প্রতি পুনঃপ্রেরণ করিব এবং তাহাকে প্রেরিত পুরুষদিগের (একজন) করিব †। ৭। অনন্তর ফেরওণের স্বগণ

---

* অর্থাৎ ফেরওণ ও তাহার অনুগত মন্ত্রী হামান এবং তাহাদের অনুগামী সৈন্যগণ বনি এস্রায়িলের যোগে রাজত্বের লোপ ও আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল। যে সময়ে সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা এ বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়। তাহারা দেখিল যে, বনিএস্রায়িল আনন্দ উল্লাসে সাগর সমুত্তীর্ণ হইল। তখন বুঝিতে পারিল যে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করার জন্য তাহারা হত ও পরাভূত হইল এবং দুঃখী উৎপীড়িত লোকেরা সিদ্ধকাম, বিজয়ী ও উন্নত হইল।

† ফেরওণ নিজের অনুগত মেসরের আদিম জাতি কিব্‌তি লোকদিগকে এস্রায়িলবংশীয়া গর্ভবতী নারীদিগের সম্বন্ধে এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল যে,কোন নারী পুত্র প্রসব করিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহারা তাহার সেই সন্তানকে মারিয়া ফেলে। কাবেলা নাম্নী এক কিব্‌তি স্ত্রী মুসার মাতার প্রতি প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল। প্রসবের সময় সে উপস্থিত হয়, তখন সদ্যোজাত মুসার রূপ লাবণ্য দেখিয়া কাবেলা মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই শিশুর প্রতি তাহার মনে অত্যন্ত স্নেহের সঞ্চার হয়। সে মুসাজননীকে অভয় দান করিয়া বলে "তুমি চিন্তা করিও না, আমি এ বিষয় প্রকাশ

তাহাকে উঠাইয়া লইল যেন সে তাহাদের জন্য (পরিণামে) শত্রু ও শোকজনক হয়, নিশ্চয় ফেরওণ ও হামান এবং তাহাদের সেনাদল অপরাধ করিতেছিল *। ৮। ফেরওণের স্ত্রী বলিল (এই বালক) তোমার ও আমার নয়নের তৃপ্তি, ইহাকে হত্যা করিও না, সম্ভব যে এ আমাদিগের উপকার করিবে, অথবা

করিব না, অন্য প্রহরীদিগকে বলিব যে মৃত কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে ভূগর্ভে নিহিত করা গিয়াছে; কিন্তু সাবধান, তুমি আপন আত্মীয় স্বগণ কাহাকেও এই সন্তান দেখাইবে না। এতদনুসারে মুসাজননী মূসাকে তিনমাস কি ততোধিক সময় গোপনে রাখিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে ফেরওণের অনুচরগণ হত্যা করিবার জন্য এস্রায়িল বংশীয় শিশুর বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে, তখন এক সূত্রধর দ্বারা সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যে শিশু মূসাকে স্থাপন পূর্ব্বক আবরণে আবৃত করিয়া নীলনদে বিসর্জ্জন করিলেন। ফেরওণের এক কন্যার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বক্তারা বলিয়াছিল যে অমুক দিবস নীলনদের স্রোতে এক শিশু ভাসিয়া আসিবে, তাহার মুখরস সংস্পর্শে এই রোগের উপশম হইবে। নির্দ্দিষ্টদিনে ফেরওণ ও তাহার পত্নী ও কন্যা এবং কতিপয় অন্তঃপুরচারী কিঙ্কর নীল নদের তটে উপস্থিত হইয়া উক্ত শিশুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহারা সেই সিন্দুক জলের উপরে ভাসিতেছে দেখিতে পাইল। ফেরওণ উহা উঠাইবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিল। (ত, হো,)

* সিন্দুকের আবরণ উদ্ঘাটিত হইলে সকলে মূসাকে দেখিতে পাইল। দর্শকদিগের মনে তাঁহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইল, ফেরওণ ভাবিতে লাগিল যে এই বালকের প্রাণ কেমন করিয়া রক্ষা পাইল? ভবিষ্যদ্বক্তারা যে বালকের কথা বলিয়া থাকে এ বা সেই বালক? ফেওণের পত্নী তাহাকে বলিল "আমি জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে অমুক রজনীতে ফেরওণের সম্বন্ধে যে ভয় ছিল তাহা বিদূরিত হইয়াছে, তুমি এই শিশুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না, ইহা দ্বারা আপন কন্যার চিকিৎসা করিব।" অনন্তর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখরস গ্রহণ করিয়া কন্যার যে স্থানে কুষ্ঠ হইয়াছিল তাহাতে লেপন করিল, তৎক্ষণাৎ রোগ দূর হইল। (ত, হো,)

আমরা ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব, এবং তাহারা (প্রকৃত অবস্থা) জানিতেছিল না। ৯। এবং মুসাজননীর অন্তর (ধৈর্য্য) শূন্য হইয়া গেল, নিশ্চয় সে তাহা প্রকাশ করিতে উদ্যত ছিল, যদি আমি তাহার অন্তরে বন্ধন না রাখিতাম যে সে বিশ্বাসী দিগের (এক জন) হয় তবে সে (প্রকাশ করিত) *। ১০। এবং সে তাহার (মুসার) ভগিনীকে বলিল "তুমি তাহার পশ্চাতে যাও" অনন্তর দূর হইতে সে তাহাকে দেখিতেছিল এবং তাহারা (ইহা) জানিতেছিল না। ১১। ইতিপূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে আমি স্তন্যদাত্রীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে (মুসার ভগিনী) বলিল "তোমাদের জন্য ইহার তত্ত্বাবধান করে এমন গৃহস্থের প্রতি কি তোমাদিগকে পথ দেখাইব? এবং তাহারা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে †। ১২। পরে তাহাকে

---

* যখন মুসাজননী শ্রবণ করিলেন যে মুসা ফেরওণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তখন তিনি অধৈর্য্য হইয়া গেলেন, বালকের বৃত্তান্ত ফেরওণের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহাকে বধ করিও না এরূপ বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিতেছেন আমি তাহাকে উহা করিতে দেই নাই। (ত, হো,)

† মুসার ভগিনীর নাম কল্সুম, তিনি ফেরওণের নিকটে যাইয়া এরূপ বলিলেন। ফেরওণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল "তুমি যাও ধাত্রী লইয়া আইস। তখন কল্সুম মাতাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, সেই সময়ে মুসা ফেরওণের ক্রোড়ে ছিলেন। তিনি অন্য কোন ধাত্রীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়া স্তন্য পান করিতে ছিলেন না। যখন তাঁহাকে মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করা হইল, তখন আগ্রহ সহকারে, তিনি তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ফেরওণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে যে এ বালক তোমার স্তন্যপানে ঈদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিল?" তিনি বলিলেন "আমি এরূপ একজন স্ত্রীলোক যে আমার গাত্রে সুগন্ধি আছে ও আমার স্তন্য অত্যন্ত মিষ্ট ও সুস্বাদু, যে কোন বালক আমার নিকটে আইসে আমার স্তনদুগ্ধ আগ্রহের সহিত পান করে।" ইহা শুনিয়া ফেরওণ বেতন

আমি তাহার মাতার প্রতি প্রত্যর্পণ করিলাম যেন তাহার চক্ষু শীতল হয় ও সে শোক না করে এবং যেন জানে যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অবগত নহে। ১৩। (র, ১)

এবং যখন সে আপন যৌবনসীমায় উপস্থিত হইল ও সুগঠিত হইয়া উঠিল তখন আমি তাহাকে জ্ঞান ও কৌশল দান করিলাম, এবং এইরূপে আমি হিতকারী লোকদিগকে পুরস্কার দান করিয়া থাকি। ১৪। এবং (একদা) সে নগরে তাহার অধিবাসী-দিগের অনবধানতার সময়ে প্রবেশ করিল, তখন সে তথায় দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বিবাদ করার অবস্থায় প্রাপ্ত হইল, এই একজন তাহার দলের এবং এই শত্রুদিগের (অন্য এক জন) ছিল, অনন্তর যে ব্যক্তি তাহার দলের ছিল সে, যে ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের ছিল তাহার সম্বন্ধে তাহার (মুসার) নিকটে অভিযোগ করিল, পরে মুসা তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিল, অনন্তর তাহার প্রতি (জীবন) শেষ করিল, বলিল, "ইহা শয়তানের ক্রিয়ার (অন্ত-র্গত) নিশ্চয় সে স্পষ্ট বিপথগামী শত্রু"। ১৫। বলিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আপন জীবনের প্রতি অত্যা-চার করিয়াছি, অনন্তর আমাকে ক্ষমা কর;" পরে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৬। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে দান করিয়াছ

নির্দ্ধারণ করিয়া মুসাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল এবং বলিল "ইহাকে আপন গৃহে লইয়া যাও, প্রতি সপ্তাহে এক দিন আমার নিকটে আনয়ন করিও।" তখন মুস জননী মুসাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দে গৃহে চলিয়া আসিলেন ঈশ্বরের অঙ্গীকার পূর্ণ হইল। (ত, হো,)

তদনুরোধে অনন্তর আমি কখন অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না"। ১৭। পরে সে সভয়ে বিপদ প্রতীক্ষা করত নগরে রাত্রি প্রভাত করিল। অনন্তর যে ব্যক্তি গত কল্য তাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল হঠাৎ সে (পুনর্ব্বার) তাহাকে ডাকিতে লাগিল, মুসা তাহাকে বলিল "নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট বিপথগামী"। ১৮। অনন্তর যখন সে ইচ্ছা করিল, যে ব্যক্তি তাহাদের দুই জনের শত্রু তাহাকে আক্রমণ করে তখন সে (শত্রু) বলিল "হে মুসা, গত কল্য যেমন তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে তদ্রূপ কি আমাকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা কর,? তুমি পৃথিবীতে উৎপীড়ক হইবে বৈ ইচ্ছা কর না এবং তুমি ইচ্ছা করিতেছ না যে সদ্ভাব সংস্থাপকদিগের (একজন) হও"। ১৯। এবং নগরের প্রান্ত হইতে একব্যক্তি দৌড়িয়া উপস্থিত হইল, সে বলিল "হে মুসা, নিশ্চয় প্রধান পুরুষগণ তোমর সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে যে তোমাকে বধ করিবে, অতএব তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের (একজন)" । ২০। অন্তরে সে তথা হইতে (বিপদ) প্রতীক্ষা করতঃ সভয়ে বহির্গত হইল, সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, অত্যাচারী দল হইলে আমাকে রক্ষা কর"। ২১। (র, ২,)

এবং যখন সে মদয়ন নগরেরদিকে যাত্রা করিল তখন বলিল আমার প্রতিপালক হইতে আশা করি যে তিনি আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করিবেন *। ২২। এবং যখন সে মদয়নের জলের

* মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন, তিনি আপন নামানুসারে মদয়ন নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মেসর হইতে এই নগর আটদিনের পথ অন্তর। মুসা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মদয়নের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে পাথেয় কিছুই ছিল না। আট দিন ক্রমাগত বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

নিকটে উপস্থিত হইল তখন তদুপরি একদল লোক প্রাপ্ত হইল যে তাহারা (পশুযূথকে) জলপান করাইতেছে, এবং তাহাদের নিম্ন ভূমিতে দুই নারীকে পাইল যে তাহারা পশুদলকে তাড়াইতেছে, সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের অবস্থা কি?" তাহারা বলিল "যে পর্য্যন্ত (না) পশুপালগণ পশুদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যায় সে পর্য্যন্ত আমরা জলপান করাই না এবং আমাদিগের পিতা মহাবৃদ্ধ" *। ২৩। অনন্তর সে তাহাদের অনুরোধে (তাহাদের

---

* মুসা মদয়নে যে জলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন উহা নগরের প্রান্তস্থিত এক কূপ ছিল। তিনি সেখানে আসিয়া দেখেন যে কয়েকজন পশুপালক মেষযূথকে জলপান করাইতেছে, দুইটি কন্যা কতকগুলি পশুসহ নিম্ন ভূমিতে দণ্ডায়মান আছে। তিনি তাহাদের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল "এখানে আমরা পশুযূথকে জলপান করাইতে আসিয়াছি, পশুপালকগণ আপন আপন পশুকে জলপান করাইয়া চলিয়া গেলে আমরা সেই পানাবশিষ্ট জল স্বীয় গো মেষদিগকে পান করাইরা থাকি, যেহেতু কূপ হইতে জল তুলিয়া দেয় আমাদের এরূপ সহায় কেহ নাই। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। সেই দুই কন্যা মদয়ন নিবাসী শোয়ব নামক সাধু পুরুষের ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম সফুরা কনিষ্ঠের নাম সফিরা। মুসা তাহাদের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মেষপালকদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন তোমরা এই দুঃখিনী কন্যাদিগকে কেন ক্লেশ দাও, প্রথমতঃ তাহাদের পশুযূথকে জলপান করিতে দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে তাহারা শীঘ্র গৃহে চলিয়া যাইতে পারে। পশুপালকগণ বলিল আমরা তাহাদিগকে জল যোগাইতে পারি না, যদি তুমি সক্ষম হও এস জল তুলিয়া দেও। তৎক্ষণাৎ মুসা তাহাদের নিকটে আসিলেন। মেষপালকগণ তাঁহার দৃঢ় বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। যে ডোল যোগে দশ জন বলবান্ পুরুষ কূপ হইতে জল তুলিত; মুসাদেব আট দিন অনাহার সত্ত্বে একাকী তদ্দ্বারা জল তুলিয়া উক্ত দুই ভগিনীর মেষাদি পশুকে পান করাইলেন। কেহ কেহ বলেন অপর একটী কূপের মুখে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক স্থাপিত ছিল, চল্লিশ জন লোকে তাহা সরাইতে পারিত। তিনি যাইয়া

পশুযূথকে) জলপান করাইল, তৎপর ছায়ার দিকে ফিরিয়া আসিল। পরে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যাহা কিছু কল্যাণ প্রেরণ করিয়াছ আমি তাহারই ভিক্ষুক"। ২৪। অবশেষে তাহাদের একজন সলজ্জগতিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল "তুমি যে আমাদের অনুরোধে জলপান করাইয়াছ তোমাকে তাহার পুরস্কার দান করিতে নিশ্চয় আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, অনন্তর সে যখন তাহার (শোয়বের) নিকটে আসিল ও তাহার নিকটে বৃত্তান্ত বর্ণন করিল তখন সে বলিল "ভয় করিও না, তুমি অত্যাচারীদল হইতে উদ্ধার পাইয়াছ" *। ২৫। কন্যাদ্বয়ের এক জন বলিল "হে আমার পিতঃ, তাহাকে তুমি ভৃত্য করিয়া রাখ, নিশ্চয় তুমি যে ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত করিবে সে উত্তম বলবান্ বিশ্বস্ত পুরুষ" †। ২৬। সে বলিল "একান্ত আমি ইচ্ছা করি যে, আমার এক কন্যাকে এই অঙ্গীকারে তোমার সঙ্গে বিবাহ দি যে তুমি আট বৎসর আমার দাসত্ব করিবে, অনন্তর যদি তুমি দশবৎসর

একাকী তাহা সরাইয়া যে ডোল যোগে চল্লিশ জনে জল তুলিত তদ্দ্বারা জল তুলিয়া কন্যা দ্বয়ের পশুযূথকে পান করাইলেন (ত, হো,)

* কন্যাদ্বয় সে দিন শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের পিতা শোয়ব সত্বর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিশেষ বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইলেন। তখন শোয়ব সফুরাকে বলিলেন তুমি যাইয়া সেই দয়াল পুরুষকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া আইস। তদনুসারে সাফুরা যাইয়া তাঁহাকে সাদরে সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন। (ত, হো,)

† কথিত আছে, শোয়ব কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তুমি তাহার শক্তি ও বিশ্বস্ততা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে? সফুরা বলিলেন দশ জনে যে ডোল টানিয়া তোলে সে তাহা একাকী তুলিয়াছে ও আমার প্রতি অত্যন্ত ভাল বাসা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতেই বুঝিয়াছি সে অতিশয় বিশ্বস্ত ও বলবান্। (ত, হো,)

পূর্ণ কর তবে তোমার নিকট হইতে (প্রচুর) হইল, এবং আমি ইচ্ছা করি না যে তোমাকে ক্লেশ দান করি, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে অবশ্য তুমি আমাকে সাধুদিগের (এক জন) প্রাপ্ত হইবে।” ২৭। সে বলিল “তোমার ও আমার মধ্যে এই (অঙ্গীকার) হইল, আমি এই দুই নির্দ্দিষ্ট কালের যে কোন একটি পূর্ণ করিব, পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না, এবং আমরা যাহা বলিতেছি ঈশ্বর তৎসম্বন্ধে সহায় *। ২৮। (র, ৩,)

অনন্তর যখন মুসা নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ করিয়া আপন পরিজন সহ যাত্রা করিল তখন তুর গিরির দিকে অগ্নি দর্শন করিল, সে আপন পরিজনকে বলিল “তোমারা বিলম্ব কর নিশ্চয় আমি অনল দর্শন করিতেছি, ভরসা করি যে আমি তথা হইতে তোমাদের নিকটে কোন (পথিকের) সংবাদ অথবা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড আনয়ন করিব, হয় তো তোমরা উত্তাপ লাভ করিবে”। ২৯। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল তখন দক্ষিণ প্রান্তরের প্রান্ত হইতে কল্যাণযুক্ত ভূমিস্থিত বৃক্ষ হইতে ধ্বনি হইল “হে মুসা, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বর। ৩০। + এবং এই যে তুমি আপন যষ্টি নিক্ষেপ কর ;” অনন্তর যখন সে তাহাকে দেখিল যে নড়িতেছে যেন উহা সর্প, সে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইল ও ফিরিল না ; (আমি বলিলাম) “হে মুসা, অগ্রসর হও, ভয় করিও না,

---

* পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না অর্থাৎ আট বৎসর বা দশ বৎসর তোমার ভৃত্য হইয়া পশু চরাইব, কিন্তু ইতোধিক কাল সেবা প্রত্যাশা করিয়া আমার ভার্য্যাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিবে না। আমাদের কার্য্য আমরা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম তিনি সাক্ষী রহিলেন, তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে সাহায্য করিবেন। (ত, হো,)

নিশ্চয় তুমি বিশ্বস্ত পুরুষদিগের (এক জন)। ৩১। তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গ্রীবাদেশে লইয়া যাও তাহাতে উহা কলঙ্কশূন্য শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, এবং ভয়ে আপন বাহুকে তুমি নিজের-দিকে (বক্ষে) সংযুক্ত কর, * অনন্তর ফেরওণ ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে তোমার প্রতিপালকের এই দুই নিদর্শন ;” নিশ্চয় তাহারা দুর্ব্বৃত্ত দল ছিল। ৩২। সে বলিল “হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের এক জনকে হত্যা করিয়াছি, অনন্তর ভয় পাইতেছি যে আমাকে (বা) তাহারা বধ করে। ৩৩। এবং আমার ভ্রাতা হারুণ সে বাগিন্দ্রিয় অনুসারে আমা অপেক্ষা অধিক মিষ্টভাষী, অতএব তাহাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমার সত্যতা প্রতিপাদন করিবে, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে তাহারা আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে”। ৩৪। তিনি বলিলেন “অবশ্য আমি তোমার বাহুকে তোমার ভ্রাতা দ্বারা দৃঢ় করিব, এবং তোমাদের দুই জনকে বিজয় দান করিব, অনন্তর তাহারা আমার নিদর্শন সকলের জন্য (উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের দিকে পহুঁছিতে পারিবে না, তোমরা দুই জন ও যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা বিজয়ী হইবে”। ৩৫। অবশেষে যখন মুসা আমার উজ্জ্বল নির্শন সকল সহ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল “ইহা বাঁধা ইন্দ্রজাল বৈ নহে, আমরা আপন পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষদিগের সময়ে ইহা শুনিতে পাই নাই”। ৩৬। এবং মুসা বলিল “আমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে, যে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ আনয়ন করিয়াছে এবং পরলৌকিক আলয় যাহার হইবে,

---

* অর্থাৎ তুমি ভীত হইও তাহা হইলে সান্ত্বনা পাইবে। (ত,হো,)

বিশেষ জানেন, নিশ্চয় অত্যাচারী লোকেরা উদ্ধার পায় না”। ৩৭। ফেরওণ বলিল “হে প্রধান পুরুষগণ, আমি জানি না, যে, আমা ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে, অনন্তর, হে হামান, মৃত্তিকার উপর অগ্নি উদ্দীপন কর, পরে আমার জন্য এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর, ভরসা যে আমি মুসার উপাস্যের দিকে আরোহণ করিব, নিশ্চয় আমি তাহাকে এক জন মিথ্যাবাদী মনে করি।” । ৩৮। এবং সে ও তাহার সেনাদল পৃথিবীতে অন্যায়রূপে অহঙ্কার করিল এবং মনে করিল যে আমাদের দিকে ইহাদের ফিরিয়া আসা হইবে না। ৩৯। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলাম, পরে তাহাদিগকে নদীতে ফেলিয়া দিলাম, অবশেষে দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কেমন হইল।৪০। এবং তাহাদিগকে আমি অগ্রণী করিলাম যে তাহারা নরকাগ্নিরদিকে (লোকদিগকে) আহ্বান করিতেছিল, কেয়ামতের দিনে তাহাদিগকে সাহায্য দান করা হইবে না। ৪১। এবং এই সংসারে আমি অভিসম্পাত তাহাদের পশ্চাৎ আনয়ন করিয়াছিলাম এবং কেয়ামতের দিন তাহারা তাড়িত লোকদিগের (অন্তর্গত) হইবে। ৪২। (র, ৪)

এবং পূর্ব্বতন যুগের অধিবাসীদিগকে বিনাশ করিলে পর আমি সত্য সত্যই মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, উহা লোকদিগের জন্য প্রমাণ ও উপদেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ হইয়াছে, ভরসা যে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৪৩। এবং যখন আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ সম্পাদন করিয়াছিলাম, তখন তুমি (হে মোহম্মদ,) পশ্চিম প্রদেশে ছিলে না, এবং তুমি সাক্ষীদিগের (এক জন) ছিলে না। ৪৪। + কিন্তু আমি (মুসার পরে) অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর তাহাদের উপরে জীবন দীর্ঘ

হইয়াছে, এবং তুমি মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অধিবাসী ছিলে না যে তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করিতে, কিন্তু আমি (বার্ত্তাবাহকের) প্রেরক ছিলাম, *। ৪৫। এবং যখন আমি ডাকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্ব্বতের দিকে ছিলে না, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহক্রমে (সমাগত প্রত্যাদেশে) তোমার পূর্ব্বে যাহাদের নিকটে কোন ভয় প্রদর্শক উপস্থিত হয় নাই তুমি সেই দলকে যেন ভয় প্রদর্শন কর, হয় তো তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে †। ৪৬। এবং যদি ইহা না হইত যে তাহা-

---

* মুসার পরবর্ত্তী সম্প্রদায়সকলের উপরে জীবন দীর্ঘ হইয়াছে ইহার অর্থ, তাহাদের পর বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, নানা প্রাকৃতিক ঘটনাতে তাহাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদের সম্বন্ধে লোকের কিছুই অভিজ্ঞতা নাই। আমি তোমাকে, হে মোহম্মদ, সেই সকল লোকের বৃত্তান্ত নূতন ভাবে রটনা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি, তাহাতে লোকে বুঝিতে পারিবে যে প্রত্যাদেশের সাহায্য ব্যতীত এ প্রকার সংবাদ কেহ প্রচার করিতে পারে না। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে মুসা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রভো, তওরয়তে কতকগুলি লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার বিষয় পাঠ করিতেছি, কাহারা সেই সকল লোক? তাহাতে ঈশ্বর উত্তর করিলেন যে, উহারা আমার সখা মোহম্মদের মণ্ডলী। ইহা শ্রবণে মুসার ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাদিগকে দেখেন। ঈশ্বর বলিলেন, এইক্ষণ তাহাদের প্রকাশের সময় নয়। যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তাঁহাদিগের শব্দ তোমাকে শুনাইতেছি। এই বলিয়া তিনি "হে মোহম্মদীয় মণ্ডলী" বলিয়া ডাকিলেন, তাহাতে তাঁহারা পিতৃকটিদেশ হইতে "উপস্থিত আছি" বলিয়া উত্তর করিলেন। যখন পরমেশ্বর মুসাকে তাঁহাদের শব্দ শ্রবণ করাইলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেন না যে কিছু উপহার না পাইয়া তাঁহারা ফিরিয়া যান। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমার নিকটে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি, ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি। হজরতের অনুরোধে তাঁহার মণ্ডলীর এরূপ গৌরব সম্পাদিত হইয়াছে, সুতরাং পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন যে,

দের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কোন বিপদ উপস্থিত হয় (তাহা হইলে তাহারা কোন কথা বলিত না) অবশেষে তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, কেন তুমি আমাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর নাই, তাহা হইলে আমরা তোমার নিদর্শন সকলের অনুসরণ করিতাম, এবং বিশ্বাসীদিগের (অন্তর্ভূত) হইতাম * । ৪৭। অনন্তর যখন আমার নিকট হইতে সত্য উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল "মুসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ কেন (এই প্রেরিত পুরুষকে) দেওয়া হইল না ?" পূর্ব্বে যাহা মুসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কি তাহারা বিদ্রোহী হয় নাই ? তাহারা বলিয়াছিল "পরস্পর সাহায্যকারী (মুসা ও হারুণ) দুই ঐন্দ্রজালিক ;" এবং বলিয়াছিল "নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দী", †। ৪৮। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) অনন্তর তোমরা ঈশ্বরের

যে সময়ে আমি তোমার মণ্ডলীকে ডাকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্ব্বতে ছিলে না। (ত, হো,)

* "তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল" অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে পুত্তলিকার পূজা আদি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। শাস্তি প্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহারা তর্ক করিতেছিল যে স্বর্গীয় বার্ত্তাহারক আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেন নাই, আমাদের দোষ নাই। ঈশ্বর বলিতেছেন যে একান্তই আমি তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে কোরেশ লোকেরা ইহুদিদিগের নিকটে হজরতের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। ইহুদিগণ তাঁহার প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া বলে যে তওরয়ত গ্রন্থে আমরা তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। পৌত্তলিক কোরেশগণ তওরয়তকেও অগ্রাহ্য করিয়া বলে, যদি মোহম্মদ পেগাম্বর তবে কেন মুসা যেরূপ হস্তে জ্যোতিঃপ্রকাশ যষ্টিকে অজগরে পরিণত করা ইত্যাদি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিল সেইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া সে করিতে পারে না। (ত, হো,)

নিকট হইতে এমন এক গ্রন্থ উপস্থিত কর যাহা সেই দুই জন অপেক্ষা অধিকতর পথপ্রদর্শক হইবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমি তাহার (সেই গ্রন্থের) অনুসরণ করিব। ৪৯। অনন্তর যদি তাহারা তোমাকে গ্রাহ্য না করে তবে জানিও তাহারা আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইহা বৈ নহে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন ব্যতীত আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিপথগামী কে আছে? নিশ্চয় পরমেশ্বর অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৫০। (র,৫)

এবং সত্য সত্যই তাহাদের জন্য আমি ক্রমশঃ বচন (কোরাণ) উপস্থিত করিয়াছি, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। ৫১। ইহার (কোরাণের) পূর্ব্বে যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে *। ৫২। যখন তাহাদের নিকটে পাঠ হয় তাহারা বলে আমরা ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) সত্য, নিশ্চয় আমরা ইহার (অবতরণের) পূর্ব্বেই মোসলমান ছিলাম। ৫৩। তাহারাই যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে ও শুভ দ্বারা অশুভকে দূর করিতেছে এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহা ব্যয় করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে দুই বার পুরস্কার দেওয়া যাইবে †। ৫৪।

---

* এক দল ইহুদী হজরতের নিকটে আসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়তের অবতারণা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কতক জন অগ্নি উপাসক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে এই উক্তি হইয়াছে।

† অগ্নি উপাসকগণ এস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাস প্রকাশ করিলে পর আবু জোহল ও

এবং তাহারা যখন অনর্থক বিষয় শ্রবণ করে তখন তাহা হইতে বিমুখ হয়, এবং বলে "আমাদের জন্য আমাদের ক্রিয়া সকল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ক্রিয়া সকল রহিয়াছে, তোমাদের প্রতি সলাম হউক, আমরা মূর্খদিগকে চাহি না" *। ৫৫। নিশ্চয় তুমি যাহাকে প্রেম করিয়া থাক তাহাকে পথ প্রদর্শন কর না, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তিনি পথপ্রাপ্তদিকে উত্তম জ্ঞাত †। ৫৬। তাহারা বলিয়াছে "যদি আমরা তোমার সঙ্গে উপদেশের অনুসরণ করি তবে আমরা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইব ;" আমি কি তাহাদিগকে

তাহার অনুচরগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত কটূক্তি করে, তাহাতে তাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলে যে, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন, তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন। এস্থলে পরমেশ্বর তাহাদের বর্ণনা করিতেছেন। (ত, হো)

* অর্থাৎ কপট লোকদিগের কটূক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসী লোকেরা বলে, আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের ফলাফল, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের ফলাফল, আমরা তোমাদের নিরর্থক কথার উত্তর দান করিতে ইচ্ছা করি না, তোমাদিগকে সলাম করিতেছি। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, হজরত আপন পিতৃব্য আবু তালেবকে এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বলিতেছিলেন যে, পিতৃব্য, তুমি কলেমা উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পাপক্ষমার অনুরোধ করিতে পারিব। আবু তালেব বলেন, বৎস, তুমি যথার্থ বলিতেছ, কিন্তু এই মুমূর্ষু কালে আমি কোরেশ লোকদিগের ভৎর্সনা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। পরে আবু তালেব মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কলেমা উচ্চারণ করেন। ঈশ্বর হজরতকে বলিতেছেন যে, আমি আবু তালেব দ্বারা কলেমা উচ্চারণ করাইয়া তোমাকে আনন্দিত করিয়াছি। তুমি কাহারও পথ প্রদর্শক নও, ঈশ্বরই একমাত্র পথপ্রদর্শক। (ত, হো,)

শান্তির আলয় মক্কায় স্থান দান করি নাই, যথায় আমার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে প্রেরিত হইয়া থাকে? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৫৭। আপন জীবনে অবাধ্য হইয়াছে এমন গ্রামবাসীদিগের অনেককে আমি বিনাশ করিয়াছি, পরে এই তাহাদিগের বাসস্থান, তাহাদের পরে (এস্থানে) অল্প লোক বৈ বসতি করে নাই, এবং আমি উত্তরাধিকারী হইয়াছি। ৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ) কোন গ্রামের বিনাশকারী হন নাই যে পর্য্যন্ত (না) তিনি তাহার প্রধান নগরে তাহাদের (নগর বাসীদিগের) নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করিতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আমি কোন গ্রামের সংহারক হই নাই তাহার অধিবাসিগণ অত্যাচারী হওয়া ব্যতীত। ৫৯। এবং যে কিছু বস্তু তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ফলভোগ ও তাহারই শোভা এবং যাহা ঈশ্বরের নিকটে উহা শুভ ও নিত্য, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না? ৬০। (র, ৬)

অনন্তর যাহার সঙ্গে আমি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করিয়াছি পরে সে কি যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ফলভোগী করিয়াছি তাহার ন্যায় উহা লাভ করিবে? তৎপর কেয়ামতের দিনে সে সমুপস্থিত লোক দিগের (এক জন) হইবে*। ৬১।

---

* মহাত্মা আলি ও হম্‌জা আবু জোহলের সঙ্গে, কেহ কেহ বলেন ইয়াসরের পুত্র এমার মগ্নয়রার পুত্র অলিদের সঙ্গে, ধর্ম্মসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যাহাদিগকে আমি পরলোকে স্বর্গবাসী ও ইহলোকে বিজয়ী করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি সেই আলি ওহম্‌জা অথবা এমার কি সেই সকল লোকের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যাহাদিগের জন্য ইহ পরলোকে দুঃখ ক্লেশ পরাজয় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। "তৎপর

এবং (স্মরণ কর) যে দিবস তাহাদিগকে তিনি ডাকিবেন, পরে বলিবেন "তোমরা যাহাদিগকে ভাবিতেছিলে আমার সেই অংশিগণ কোথায়?" ৬২। যাহাদিগের প্রতি (শাস্তির) বাক্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, ইহারাই যাহাদিগকে আমরা বিপথগামী করিয়াছি, আপনারা যেমন পথভ্রান্ত হইয়াছি তদ্রূপ ইহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছি, (এইক্ষণ) তোমার অভিমুখে (ইহাদিগ হইতে) বিমুখ হইতেছি, ইহারা আমাদিগকে অর্চ্চনা করিত না" *। ৬৩। এবং বলা হইবে যে আপন অংশীদিগকে তোমরা আহ্বান কর;" অনন্তর তাহাদিগকে তাহারা ডাকিবে, পরে তাহাদিগের (আহ্বান) তাহারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং শাস্তি অবলোকন করিবে, হায়! তাহারা যদি পথ প্রাপ্ত হইত। ৬৪। এবং (স্মরণ কর) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিবেন, পরে বলিবেন "তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগকে কি উত্তর দান করিয়াছ?" ৬৫। অনন্তর সে দিবস তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্ব সকল তমসাচ্ছন্ন হইবে, পরে তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিবে না †। ৬৬। অবশেষে যে ব্যক্তি

কেয়ামতের দিনে সে সমুপস্থিত লোকদিগের এক জন হইবে;" অর্থাৎ শাস্তি গ্রহণের জন্য আবু জোহল অথবা অলিদ কেয়ামতের দিনে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরগণ বলিবে যে ইহারা আমাদিগকে অর্চ্চনা করিত না, বরং আপন প্রবৃত্তির পূজা করিত। (ত, হো,)

† "পরে তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিবে না" অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কাফেরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগের কথায় কি উত্তর দান করিয়াছ? তখন ভয়ে তাহারা প্রেরিত পুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা

অনুতাপ করিবে, এবং বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিবে, পরে আশা যে তাহারা বিমুক্ত হইবে। ৬৭। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) যাহা ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করেন, ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য ক্ষমতা নাই; পরমেশ্বরেরই পবিত্রতা, এবং তাহারা যাহাকে অংশী করে তিনি তাহা অপেক্ষা উন্নত *। ৬৮। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা জানেন। ৬৯। এবং তিনিই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, ইহ পরলোকে তাঁহারই প্রশংসা, এবং তাঁহারই আদেশ ও তাঁহার দিকেই তোমরা প্রতিগমনকারী হইবে। ৭০। তুমি জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত রজনী স্থায়ী করেন ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকটে জ্যোতি উপস্থিত করে? অনন্তর তোমরা কি শ্রবণ করিতেছ না? ৭১। তুমি জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত দিবাকে স্থায়ী করেন, ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকটে রজনী আনয়ন করে যে তাহাতে তোমরা

ভুলিয়া যাইবে, প্রমাণ যুক্তি সকল বিস্মৃত হইবে এবং আমি কি উত্তর দান করিব এরূপ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কোন হেতু ও প্রতিবন্ধক তাহার বাধা দিতে পারে না, তাঁহারই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই বিধি প্রচারের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন। আবু জোহল ও অলিদ প্রভৃতি কোন কাফেরের ক্ষমতা নাই যে কাহাকে প্রেরিতত্ব পদে বরণ করে। (ত, হো,)

বিশ্রাম লাভ করিবে? অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না? ৭২। এবং তিনি আপন কৃপানুসারে তোমাদের জন্য রজনী ও দিবা সৃজন করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাতে আরাম লাভ কর ও যেন তাঁহার প্রসাদে জীবিকা অন্বেষণ কর এবং সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ৭৩। এবং (স্মরণ কর) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিবেন ও পরে বলিবেন যাহাদিগকে তোমরা ভাবিতেছিলে আমার সেই অংশিগণ কোথায়? ৭৪। এবং প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে আমি সাক্ষী বাহির করিয়া লইব, পরে বলিব তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, অনন্তর তাহারা জানিবে যে ঈশ্বরের পক্ষেই সত্য আছে, এবং তাহারা যাহা (যে অসত্য) বান্ধিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ৭৫। (র, ৭)

নিশ্চয় কারুণ মুসার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল পরে সে তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে আমি এই পরিমাণ ধনপুঞ্জ দান করিয়াছিলাম যে তাহার কুঞ্জিকা সকল এক দল বলবান্ লোকের ভারবহ হইত, (স্মরণ কর) যখন তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিল "তুমি আমোদ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর আমোদকারীদিগকে প্রেম করেন না *। ৭৬। পরমেশ্বর পার-

---

* মুসার সময়ে কারুণ নামক একজন মহা ধনশালী লোক ছিল, তাহার ধনাধার সকলের কুঞ্জিকা এতাধিক ছিল যে চল্লিশ জন বলবান্ লোকের পক্ষে গুরুভার ছিল। কেহ কেহ বলেন যাটটি উষ্ট্র কুঞ্জিকাপুঞ্জ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সহস্রগুণ চারি লক্ষ ও চল্লিশ সহস্র ভাণ্ডার রজত কাঞ্চনে পূর্ণ ছিল। "ঈশ্বর আমোদকারীদিগকে প্রেম করেন না" অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তি দ্বারা যাহারা আমোদ করে ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না। (ত, হো,)

লৌকিক গৃহের যাহা তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে (কল্যাণ) অন্বেষণ করিতে থাক, ও সংসারের আপন অংশ তুমি ভুলিও না, এবং ঈশ্বর তোমার প্রতি যেমন হিত সাধন করিয়াছেন তুমি তদ্রূপ হিতসাধন কর ও জগতে উপপ্লব অন্বেষণ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর উপপ্লবকারীদিগকে প্রেম করেন না" *। ।৭৭। সে বলিল "আমার সন্নিধানে যে জ্ঞান আছে তজ্জন্য এই (ধন) আমাকে দেওয়া হইয়াছে ইহা বৈ নহে;" সে কি জানে না যে পরমেশ্বর তাহার পূর্ব্বে অনেক দলকে যে শক্তি অনুসারে তাহা অপেক্ষা প্রবলতর ও জনতা অনুসারে অধিকতর ছিল নিশ্চয় বিনাশ করিয়াছেন, অপরাধিগণ আপন অপরাধ যোগে জিজ্ঞাসিত হইবে না †। ৭৮। অনন্তর সে আপন সজ্জাতে (সজ্জিত হইয়া) স্বজাতির নিকটে বাহির হইল, যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল তাহারা বলিল "হায়, কারুণকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তদ্রূপ যদি আমাদের হইত! নিশ্চয় সে মহাভাগ্যশীল" ‡। ৭৯। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে

---

* অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তুমি আপন ধন ব্যয় কর, "সংসারের আপন অংশ তুমি ভুলিও না" অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থানের সময়ে তোমার অংশ কোকন (শবাচ্ছাদন) মাত্র থাকিবে, তাহা তুমি ভুলিও না, সেই অবস্থাকে চিন্তা করিও, ধনৈশ্বর্য্যে অহঙ্কারী হইও না। (ত,হো,)

† "অপরাধিগণ আপন অপরাধ যোগে জিজ্ঞাসিত হইবে না" অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাদের মুখ দেখিয়াই চিনিয়া লইবেন, কেয়ামতের দিন তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবেন না, তিনি সমুদায় জানেন। তখন অগণ্য পাপী নরকে যাইবে। (ত, হো,)

‡ কারণ শনিবার দিন স্বজাতির নিকটে বাহির হইয়াছিল, সে শুভ্র উষ্ট্রোপরি স্বর্ণময় আসনে বিচিত্র লোহিত বসনে আচ্ছাদিত হইয়া উপবিষ্ট ছিল। এই

তাহারা বলিল "তোমাদের প্রতি আক্ষেপ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার জন্যই ঈশ্বরের উত্তম পুরস্কার আছে, এবং সহিষ্ণু লোকদিগকে বৈ ইহা শিক্ষা দেওয়া হয় না"। ৮০। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার গৃহকে ভূমিতে প্রোথিত করিলাম, পরে ঈশ্বর ব্যতীত তাহার জন্য কোন দল ছিল না যে তাহাকে সাহায্য দান করে, এবং সে প্রতিশোধকারী-দিগের (এক জন) ছিল না *। ৮১। এবং যাহারা তাহার পদ

ভাবে চারি সহস্র লোক কেহ কেহ বলেন নব্বই সহস্র লোক উষ্ট্রারোহণে তাহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিল। উষ্ট্রারূঢ়া লোহিতবসনা সুসজ্জিতা সহস্র কিঙ্করী তাহার সঙ্গে ছিল। (ত, হো)

* মুসাদেবের প্রতি কারুণের ভয়ানক হিংসা ও শত্রুতা ছিল, অনুক্ষণ সে তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। সকলে ধর্ম্মার্থ দান করিবে ঈশ্বরের এই আদেশ মুসার প্রতি অবতীর্ণ হইল। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে কারুণকে বলিলেন যে প্রত্যেক সহস্র মুদ্রায় তোমাকে এক মুদ্রা দান করিতে হইবে। কারুণ হিসাব করিয়া দেখিল যে তাহাতে প্রচুর মুদ্রা হস্তচ্যুত হয়, তখন কৃপণতা তাহাকে বাধা দিল। সে কতিপয় বনি এস্রায়িলকে ডাকিয়া বলিল, মুসা যখন যাহা বলিয়াছে তোমরা তাহা পালন করিয়াছ, এইক্ষণ দেখিলে তোমাদের ধনসম্পত্তি হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তাহারা কহিল তুমি আমাদের দলপতি, তুমি কি আজ্ঞা কর? সে বলিল আমি ইচ্ছা করি যে, তাহাকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত ও লজ্জিত করিব, তাহা হইলে অপর লোকে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। অনন্তর সে সব্‌জা নাম্নী এক ব্যভিচারিণী নারীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া এই অঙ্গীকারে বদ্ধ করিল যে, সে সাধারণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিবে যে মুসা তাহার সঙ্গে ব্যাভিচার করিয়াছে। পর দিন মুসা দেব কারুণের সাক্ষাতে এরূপ নিষেধ বিধি প্রচার করিতেছিলেন যে, যে ব্যক্তি চুরি করিবে তাহার হস্ত-চ্ছেদন করা যাইবে, যে জন ব্যভিচার করিবে, অবিবাহিত হইলে তাহাকে বেত্রা-ঘাতে আহত ও বিবাহিত হইলে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করা হইবে। এই কথা শুনি-

কামনা করিতেছিল তাহারা পর দিন প্রত্যূষে আগমন করিল, বলিতে লাগিল "আশ্চর্য্য যে ঈশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে

য়াই কারূণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, যদি তোমার এই অপরাধ হয় তবে কেমন হইবে। মুসা বলিলেন, হাঁ আমি অপরাধী হইলেও এই শাস্তি পাইব। কারুণ বলিল, এস্রায়িল বংশায় লোকেরা মনে করিতেছে যে তুমি অমুক নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছ। মুসা বলিলেন, ঈশ্বরের আশ্রয় লইতেছি, এ কি ভয়ানক কথা, তুমি সেই স্ত্রীকে উপস্থিত কর। তৎপর সব্‌জা সভায় উপস্থিত হইল, মুসা বলিলেন, সেই ঈশ্বরের শপথ, যিনি সাগরকে বিভক্ত ও তওরয়ত অবতারণ করিয়াছেন, যথার্থ বলিও। তখন ঈশ্বরের প্রতি নারীর ভয় জন্মিল, সে বলিল দেব, এই কারুণ তোমার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করিবার জন্য বহুমুদ্রা আমাকে উৎকোচ দিয়াছে, আমি ঘোর কলঙ্কিনী পাপীয়সী, আমি কেমন করিয়া তোমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিব। এই দেখ কারুণের মোহরাঙ্কিত মুদ্রা পূর্ণ দুই মুদ্রাধার আমার নিকটে আছে। এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মুদ্রাধারে কারুণের মোহর দেখিয়া তাহার প্রতারণা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল। তখন মুসা দেব ভূমিতলে মস্তক স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভুর নিকটে কারুণের সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, মৃত্তিকাকে তোমার আজ্ঞাধীন করিলাম, তুমি যাহা বলিবে সে তাহা পালন করিবে। তখন মুসা বলিলেন, হে লোক সকল, ফেরওণের প্রতি আমি যেমন প্রেরিত হইয়াছিলাম, তদ্রূপ কারুণের প্রতিও প্রেরিত হইয়াছি। যাহারা কারুণের সঙ্গে আছে তাহাদিগকে বল যেন স্বস্থানে স্থির থাকে এবং যাহারা আমার সঙ্গে আছে তাহারা এক পার্শ্বে চলিয়া যাউক। সমুদায় বনি এস্রায়িল সভাস্থল হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, দুই জন মাত্র কারুণের সঙ্গে স্থিতি করিল। তখন মুসা ভূমিকে বলিলেন তুমি ইহাদিগকে গ্রাস কর। তৎক্ষণাৎ ভূমি তাহাদের চরণ জানু পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কোন ফল দর্শিল না। মুসা বলিতেছিলেন, যে ইহাদিগকে গ্রহণ কর, তৎপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের কটিদেশ ও গ্রীবা পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। তাহারা অনেক ক্রন্দন ও বিলাপ করিল, কিছুই ফল হইল না। পরে সর্ব্বাঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অবশেষে মুসার ইচ্ছানুসারে কারুণের সমুদায় গৃহ অট্টালিকা ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। (ত, হো,)

ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি জীবিকা উন্মুক্ত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, যদি আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর হিত সাধন না করিতেন, তবে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে প্রোথিত করিতেন, আশ্চর্য্য যে ধর্ম্মবিদ্বেষিগণ উদ্ধার পাইবে না”। ৮২। (র, ৮)

এই পারলৌকিক আলয়, যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপদ্রব আকাঙ্ক্ষা করে না আমি তাহাদের জন্য ইহা নির্দ্ধারণ করিতেছি, এবং ধর্ম্মভীরুদিগের জন্যই (শুভ) পরিণাম *। ৮৩। যে ব্যক্তি শুভ আনয়ন করে পরে তাহার জন্য তদপেক্ষা মঙ্গল হয় এবং যাহারা অশুভ আনয়ন করে, অনন্তর সেই অশুভ কারীদিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল তদনুরূপ বৈ বিনিময় দেওয়া যাইবে না †। ৮৪। নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কোরাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অবশ্য তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্ত্তন ভূমির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মালোক সহ আসিয়াছে ও যে জন স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে, তুমি বল আমার প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জানেন ‡। ৮৫। এবং তোমার প্রতিপালকের কৃপা ব্যতীত তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারিত হইবে তুমি আশা করিতেছিলে না, অনন্তর তুমি কখন কাফেরদিগের সাহায্যকারী

---

* যাঁহারা শুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ মানবীয় ভাব হইতে যাঁহাদের আত্মা মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়াছে, যাঁহারা এই নরলোকে উচ্চতার অভিলাষী নহেন, অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে চাহেন না, এক মাত্র ঈশ্বরেতে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রাখিয়া অন্য কিছুরই প্রতি আকৃষ্ট নহেন, ইহলোক পরলোক বিশ্বাধিপতির হস্তে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই এই পারলৌকিক প্রসন্নতার আলয়। (ত, হো,)

† যে ব্যক্তি শুভ কর্ম্ম করে সে তাহার দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে, যে জন পাপ করে সে তাহার অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

‡ এই আয়ত মদিনা প্রস্থানের সময় অবতীর্ণ হয়। পরমেশ্বর হজরতকে

হইও না। ৮৬। এবং তোমার প্রতি অবতারিত হওয়ার পরে ঈশ্বরের নিদর্শন সকল হইতে তোমাকে তাহারা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না, এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে তুমি (লোক-দিগকে) আহ্বান করিতে থাক, ও তুমি অংশিবাদীদিগের এক জন হইও না। ৮৭। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরকে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন সমুদায় বস্তুই বিনশ্বর, তাঁহারই আদেশ, ও তাঁহার দিকেই তোমরা প্রতিগমন করিবে। ৮৮। (র, ৯)

সান্ত্বনা দান করিয়া বলেন যে তুমি পুনর্ব্বার মক্কাতে আসিতে পারিবে। তাহাতে পূর্ণ জয় লাভ করিয়া সুন্দররূপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। (ত, শা,)

সুরা অন্‌কবুত *।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

৬৯ আয়ত, ৭ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বর সুক্ষ্ম ও মহিমান্বিত †। ১। লোকে কি মনে করে যে তাহারা আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম যে বলিয়া থাকে তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে, এবং তাহারা পরীক্ষিত হইবে না ‡। ২।

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "আলম্মা" পদের আ, ল, ম, এই তিন বর্ণের সাঙ্কেতিক তিন অর্থ ঈশ্বর সূক্ষ্ম ও মহিমান্বিত। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে আমি ঈশ্বর, আমার সেবাতে অভিনিবিষ্ট হও, আমি সূক্ষ্ম, আমার অর্চ্চনায় প্রেমের ত্রুটি করিও না; আমি মহিমান্বিত, অন্য কাহাকে মহিমান্বিত করিও না। (ত, হো)

‡ অর্থাৎ আমি বিশ্বাসী হইয়াছি এই বলিয়া লোকে কি মনে করে যে শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি বিষয়ে তাহারা পরীক্ষিত হইবে না, বা ধন ও জীবনে কিম্বা নির্ব্বাসন ও ধর্ম্মযুদ্ধেতে পরীক্ষিত হইবে না? এই আয়তের উদাহরণ স্থল মক্কানিবাসী কতিপয় মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে স্বদেশ ও স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। যে সকল মুসলমান মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন তাঁহারা মদিনা হইতে মক্কানগরস্থিত উক্ত মুসলমানদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে মক্কায় অবস্থান করিলে তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিবে না, শীঘ্র মদিনায় চলিয়া আইস। তৎপর কেহ কেহ মদিনা প্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কাফের লোকেরা সংবাদ পাইয়া

এবং সত্য সত্যই তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, অনন্তর যাহারা সত্য বলে একান্তই ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রকাশ করিবেন এবং মিথ্যাবাদীদিগকে একান্তই প্রকাশ করিবেন *। ৩। যাহারা অধর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা কি মনে করে যে মন্দ বিষয়ে তাহারা আদেশ করে উহা আমার উপর জয়লাভ করিবে? ৪। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের আশা রাখে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বরের (সম্মিলনে) নির্দ্ধারিত কাল (তাহাদের নিকটে) উপস্থিত হইবে, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৫। এবং যে ব্যক্তি জেহাদ করে অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য জেহাদ করিয়া থাকে ইহা বৈ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের (সেবা সম্বন্ধে) নিষ্কাম। ৬ এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম্ম করিয়াছে একান্তই আমি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপরাধ সকল দূর করিব, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল একান্তই আমি তাহার

তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আইসে। তখন পরমেশ্বর তাহাদের সান্ত্বনার জন্য এই আয়ত প্রেরণ করেন, যথা তোমাদের মনে করা উচিত নয় যে বিপদ পরীক্ষায় আক্রমণ ব্যতীত ধর্ম্মবল প্রকৃতভাবে উপার্জ্জিত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, হজরত ওমরের মহজ্জা নামক এক দাস বদরের যুদ্ধে এমার হজরমীর শরাঘাতে নিহত হইয়াছিল। হজরত প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন যে এ ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বিশ্বাসীদিগের অগ্রগামী হইবে। মহজ্জার পিতা মাতা তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আকুল হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে।

তখন পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিলেন যে, পরীক্ষা বিপদ্ ভিন্ন বিশ্বাসানুসারে কোন কার্য্য সাধন হইতে পারে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পরমেশ্বর সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এই দুই দলকে লোকের নিকটে প্রকাশ করিবেন, অথবা তাহাদিগকে সত্যাচরণ ও অসত্যাচরণের জন্য পুরস্কার ও শাস্তিবিধান করিবেন। (ত, হো,)

অত্যুত্তম পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিব *। ৭। এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আমি মনুষ্যকে আদেশ করিয়াছি, এবং যদি তাহারা তোমার সম্বন্ধে চেষ্টা করে যে বস্তুতে (ঈশ্বরত্বে) তোমার জ্ঞান নাই আমার সঙ্গে তুমি তাহার অংশী স্থাপন কর তবে তাহাদিগের আজ্ঞা পালন করিও না, আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে তদ্বিষয়ে আমি (কেয়ামতে) তোমাদিগকে সংবাদ দান করিব †। ৮। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে একান্তই আমি তাহাদিগকে সাধুমণ্ডলীতে প্রবেশ করাইব। ৯। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ আছে যে বলিয়া থাকে "আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি" অনন্তর যখন তাহারা ঈশ্বরের পথে উৎপীড়িত হয় তখন লোকের প্রপীড়নকে পরমেশ্বরের শাস্তিস্বরূপ গণ্য করে, এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে (হে মোহম্মদ) আনুকূল্য উপস্থিত হয় তবে বলিয়া থাকে "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম" জগদ্বাসীদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর কি তাহার উত্তম জ্ঞাতা নহেন ‡? ১০। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে তাহাদের বিশ্বাসের গুণে আমি তাহাদিগের সৎক্রিয়ার প্রচুর পুরস্কার দান করিব, এবং পাপ ক্ষমা করিব। (ত, শা,)

† কথিত আছে যখন আবু ওকাসের পুত্র সাদ এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার মাতা আবুসুফিয়ানের কন্যা হমনা শপথ করিয়া পুত্রকে বলিল যে পর্য্যন্ত না তুমি মোহম্মদের ধর্ম্মপরিত্যাগ কর সে পর্য্যন্ত আমি সূর্য্যোত্তাপ হইতে ছায়ার আশ্রয় লইবনা, কিছুই আহার করিব না। সাদ হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয় নিবেদন করেন তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যেমন ঈশ্বরের শাস্তিভয়ে অধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তদ্রূপ কপট লোকেরা প্রপীড়িত হইয়া লোকভয়ে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কখন

করিয়াছে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন এবং নিশ্চয় তিনি কপটদিগকে জ্ঞাত আছেন। ১১। এবং কাফের লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছে যে "তোমরা আমাদিগের পথের অনুসরণ কর, এবং সম্ভবতঃ আমরা তোমাদের অপরাধ সকল বহন করিব" এবং তাহারা তাহাদিগের অপরাধের কিঞ্চিন্মাত্র বহনকারী নহে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ১২। এবং একান্তই তাহারা আপন ভার ও আপন ভারের সঙ্গে (অন্যের) ভার বহন করিবে, তাহারা যে অসত্য বলিতেছিল কেয়ামতের দিনে একান্তই তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে *। ১৩। র, ১ এবং সত্য সত্যই আমি নুহাকে তাহার মণ্ডলীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে তাহাদিগের মধ্যে নয় শত পঞ্চাশ বৎসর স্থিতি করিয়াছিল, পরে জলপ্লাবন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যাচারী ছিল †। ১৪। অবশেষে আমি তাহাকে ও নৌকাধিরূঢ়

যুদ্ধে জয়লাভ হইলে লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশ পাইবার উদ্দেশ্যে বলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে সমরে যোগ দিয়াছিলাম। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে কপট লোকেরা আপনাদের অপরাধের ভারের সঙ্গে যাহাদিগকে তাহারা বিপথগামী করিয়াছে তাহাদের অপরাধের ভারও বহন করিবে। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে মহাপুরুষ নুহা চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রেরিতত্ব পদ লাভ করিয়া নয় শত পঞ্চাশ বৎসর সাধারণের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। জলপ্লাবনের পর ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে যে সহস্রাধিক চারি শত বৎসর নুহার বয়ঃক্রম ছিল, কেহ কেহ বলেন তিনি এতদপেক্ষা অধিককাল জীবিত ছিলেন। এই আয়ত হজরতের সান্ত্বনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, যেহেতু নুহা নয় শত পঞ্চাশ বৎসর দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন তিনি যখন এতাধিক কাল অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তখন হজরতকেও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। (ত, হো,)

লোক দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে (নৌকাকে) জগতের জন্য এক নিদর্শন করিয়াছিলাম। ১৫। এবং এব্রাহিমকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম) যখন সে আপন মণ্ডলীকে বলিল "তোমরা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা কর ও তাঁহাকে ভয় করিতে থাক, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ। ১৬। তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রতিমা সকলকে অর্চ্চনা কর ও অসত্য রচনা করিয়া থাক ইহা বৈ নহে, নিশ্চয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা যাহা-দিগকে অর্চ্চনা কর তাহারা তোমাদিগকে জীবিকা দানে সমর্থ নহে, অনন্তর তোমরা ঈশ্বরের নিকটে জীবিকা অন্বেষণ করিতে থাক ও তাঁহাকে অর্চ্চনা কর এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও, তাঁহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ১৭। এবং যদি তোমরা (হে লোক সকল) অসত্যারোপ কর তবে (জানিও) নিশ্চয় তোমা-দের পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলী সকলও অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার বৈ (অন্য কার্য্য) নহে *। ১৮। তাহারা কি দেখে নাই ঈশ্বর কেমন করিয়া প্রথম সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎপর তিনি তাহা পুনর্ব্বার করিবেন? নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ১৯। তুমি বল (হে মোহ-ম্মদ) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক পরে দেখ কেমন করিয়া তিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর ঈশ্বর সেই সৃষ্টিকে

---

* প্রেরিত পুরুষ নুহা ও লুদ ও সালেহের প্রতি তাঁহাদের সম্প্রদায় অসত্যা-রোপ করিয়াছিল, তাহাদেয় অসত্যারোপে উক্ত প্রেরিত পুরুষদিগের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং তাহারাই আপন আপন দুশ্চেষ্টার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল, সকলে ঐহিক পারত্রিক শাস্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব অসত্যারোপে ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ হজরত মোহম্মদের কি অনিষ্ট হইতে পারে। (ত, হো,)

পুনর্ব্বার সৃজন করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী *। ২০। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন দয়া করিবেন, এবং তাঁহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ২১। এবং তোমরা (হে লোকসকল) পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে ঈশ্বরের পরাভবকারী নও এবং ঈশ্বর ভিন্ন তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ২২। র ২।

এবং যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকল ও তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারাই আমার দয়াতে নিরাশ হইয়াছে এবং তাহারাই, যে তাহাদের জন্য ক্লেশকর শাস্তি আছে। ২৩। অনন্তর তাহার (এব্রাহিমের) সম্প্রদায়ের "তাহাকে বধ কর অথবা তাহাকে দগ্ধ কর" বলা ভিন্ন উত্তর ছিল না, পরে পরমেশ্বর তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসিদলের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ২৪। এবং সে বলিয়াছিল তোমরা আপনাদের মধ্যে পার্থিব জীবনের প্রতি প্রেম থাকা বশতঃ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রতিমা সকলকে গ্রহণ করিয়াছ ইহা বৈ

* ন্যায়ানুসারে ঈশ্বর কর্ত্তৃক শাস্তি দান ও তাঁহার প্রসন্নতায় তৎকর্ত্তৃক দয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাকে আপন সন্নিধান হইতে দূর করিয়া থাকেন, যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। বস্তুতঃ দুশ্চরিত্রতার জন্য শাস্তি ও সচ্চরিত্রতার জন্য কৃপা বিতরণ হয়। কোন কোন সাধক বলেন যে সংসারাসক্তি ও সংসারবিরাগ বা লোভ ও সহিষ্ণুতা কিম্বা স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্মবিধির অধীনতা অথবা আন্তরিক বিক্ষিপ্তি ও আন্তরিক যোগ অনুসারে শাস্তি ও করুণা প্রকাশ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

নহে, তৎপর পুনরুত্থানের দিন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অগ্রাহ্য করিবে ও তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিবে, এবং তোমাদের বাসভুমি অগ্নি হইবে ও তোমাদের জন্য সাহায্য-কারী নাই। ২৫। অনন্তর তাহার সম্বন্ধে লুত বিশ্বাস স্থাপন করিল, এবং সে বলিল " নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের অভি-মুখে দেশত্যাগকারী, নিশ্চয় তিনি বিজেতা ও বিজ্ঞাতা" *। ২৬। এবং তাহাকে আমি এস্‌হাক ও ইয়কুব (পুত্রদ্বয়) দান ও তাহার বংশের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, এবং ইহ-লোকে তাহাকে তাহার পুরস্কার দিয়াছি ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের (একজন) †। ২৭ এবং লুতকে (প্রেরণ করিয়া-

* যখন মহাপুরুষ এব্রাহিম পাষণ্ড রাজা নম্‌রুদ কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দগ্ধ হইলেন না তখন তাঁহার ভাগিনেয় লুত (কেহ কেহ বলেন লুত ভ্রাতুপুত্র ছিলেন) ও পিতৃব্য কন্যা সারা তাঁহার প্রেরিতত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। এব্রাহিম লুত ও সারাকে বলিয়াছিলেন যে আমি ঈশ্বরোদ্দেশে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। তিনি বিদেশে যাত্রা করিলে লুত সারাও তাঁহার সঙ্গী হন। তাঁহারা প্রথমতঃ নজরান নামক স্থানে আগমন করেন, তৎপর শামদেশে উপস্থিত হন। এব্রাহিম ফল্‌সতিনে (পেল-ষ্টাইনে) অবস্থিতি করেন, লুত মওতফকা নামক স্থানে চলিয়া যান। এব্রাহিম সারার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, হাজেরা নাম্নী এক কন্যা সারার পরিচারিকা ছিলেন, পরে তাঁহাকেও এব্রাহিম পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এব্রাহিমের পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে হাজেরার গর্ভে এক পুত্র হয় তাঁহার নাম এস্মায়িল। যখন মহাপুরুষ এব্রাহিমের একশত বার বৎসর বা এক শত বিশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন ঈশ্বর প্রসাদে তিনি এস্‌হাক নামক পুত্র লাভ করেন। (ত, হো,)

† ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি এব্রাহিমের বৃদ্ধাবস্থায় তাহার বৃদ্ধা পত্নীর গর্ভে পুত্রসন্তান প্রদান করিয়াছি। তাঁহারই বংশে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে পাঠাইয়াছি ও ধর্ম্মগ্রন্থ দান করিয়াছি এবং তাহাকে সকলের প্রিয় ও আদরণীয়

ছিলাম) যখন সে আপন দলকে বলিল " নিশ্চয় তোমরা দুষ্কর্ম্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্ব্বে জগদ্বাসী কোন লোক করে নাই, তোমরা কি (কামভাবে) পুরুষদিগের নিকটে উপস্থিত হও ও পথে দস্যুবৃত্তি কর ? ২৮ + এবং আপনাদের সভাতে তোমরা অবৈধ কর্ম্ম করিয়া থাক ? অনন্তর তাহার দলের যদি তুমি সত্যবাদীদিগের (একজন) হও তবে ঈশ্বরের শাস্তি আমাদের নিকটে আনয়ন কর " বলা ভিন্ন উত্তর ছিল না *। ২৯। সে বলিল " হে আমার প্রতিপালক, বিপ্লবকারী দলের উপরে আমাকে তুমি সাহায্য দান কর।" ৩০। (র, ৩)

এবং যখন আমার প্রেরিত পুরুষগণ এব্রাহিমের নিকটে সুসমাচার সহ উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল তখন নিশ্চয় আমরা এই এই গ্রামনিবাসীদিগের হত্যাকারী, নিশ্চয়ই "ইহার

করিয়াছি। তাহার সঙ্গে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ সম্বন্ধ। এব্রাহিম অত্যন্ত আতিথেয় ছিলেন, জীবদ্দশায় তিনি অতিথিশালার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন। কথিত আছে সেই অতিথিশালা এইক্ষণও বিদ্যমান। সাধারণ লোক তাহাতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই ইহলোকে পুরস্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (ত, হো,)

* " আপনাদের সভাতে তোমরা অবৈধকর্ম্ম করিয়া থাক " অর্থাৎ তোমরা সভাস্থলে এমন কুক্রিয়া সকল কর যাহা জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোকদিগের নিকটে নিতান্ত ঘৃণিত। যথা গালিদান, লজ্জাজনক বিষয় লইয়া আমোদ করা, সিষ দেওয়া, পরস্পরের প্রতি ঢিল ছুড়িয়া ফেলা, সুরা পান করা, গীতবাদ্য করা এবং পরিব্রাজকদিগকে উপহাস করা ইত্যাদি। লুত বলিলেন, এ সকল দুষ্কর্ম্ম তোমরা করিয়া থাক এ জন্য তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তাহারা কহিল এ সমস্ত কার্য্য আমরা পরিত্যাগ করিব না, তুমি যদি সত্যবাদী হও, ও যদি ঈশ্বর থাকে এবং তুমি তাহার প্রেরিত হও তবে ঈশ্বরকে বল শাস্তি প্রেরণ করে। (ত, হো,)

অধিবাসিগণ অত্যাচারী হয়। ৩১। সে কহিল "নিশ্চয় তথায় লুত আছে;" তাহারা বলিল "তথায় যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা উত্তম জ্ঞাত, তাহাকে ও তাহার ভার্য্যা ব্যতীত তাহার পরিজনকে একান্তই আমরা রক্ষা করিব, সে (নারী) অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে থাকিবে *। ৩২। এবং যখন আমার প্রেরিত পুরুষগণ লুতের নিকটে আগমন করিল তখন সে আক্রমণের ভয়ে তাহাদের জন্য দুঃখিত হইল ও তাহাদের জন্য অন্তরে সঙ্কুচিত হইল, এবং তাহারা বলিল "ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, নিশ্চয় আমরা তোমার ও তোমার ভার্য্যা ব্যতীত তোমার পরিজনের রক্ষক হইব, সে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে থাকিবে। ৩৩। নিশ্চয় আমরা তাহারা যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছে তজ্জন্য এই গ্রামবাসীদিগের উপরে আকাশ হইতে শাস্তির অবতারণকারী। ৩৪। এবং সত্য সত্যই আমি জ্ঞান রাখে এমন দলের জন্য উহার উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়াছি †। ৩৫। এবং মদয়নবাসীদিগের দিকে তাহাদের ভ্রাতা শোঅয়বকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম), অনন্তর সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে থাক ও অন্তিম দিবসের প্রতি আশা রাখ এবং

* অর্থাৎ যখন এই গ্রামে ঈশ্বর শাস্তি প্রেরণ করিবেন তখন লুত স্বজনবর্গ সহ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবেন, কেবল তাঁহার স্ত্রী তথায় সেই দুরাচার লোকদিগের মধ্যে বাস করিবে ও তাহাদের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (ত, হো,)

† তথাকার উজ্জ্বল নিদর্শন, স্থানের দুরবস্থা ও জনশূন্যতা এবং তথায় যে মণ্ডলাকার কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ও নীল জল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা। লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর কৃষ্ণ প্রস্তর বর্ষণ হইয়াছিল। (ত, হো,)

ধরাতলে উপপ্লবকারিরূপে ভ্রমণ করিও না।” ৩৬। পরে তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, অনন্তর তাহাদিগকে ভূমিকম্প আক্রমণ করিল, অবশেষে তাহারা আপনাদের গৃহে প্রত্যুষে জানুর উপরে মৃত পড়িয়া রহিল। ৩৭। এবং আদ ও সমুদ জাতিকে (আমি সংহার করিয়াছিলাম) এবং নিশ্চিত তোমাদের জন্য তাহাদিগের কোন কোন গৃহ প্রকাশিত আছে, এবং শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের ক্রিয়াসকলকে সজ্জিত করিয়াছিল, অনন্তর তাহাদিগকে (ধর্ম্ম) পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, এবং তাহারা (সমুদায়ের) দর্শক ছিল *। ৩৮। এবং কারুণ ও ফেরওণ ও হামানকে (সংহার করিয়াছি) এবং সত্য সত্যই মুসা তাহাদের নিকটে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা পৃথিবীতে গর্ব্ব করিল, এবং অগ্রসর হইল না। ৩৯। অনন্তর প্রত্যেককে আমি তাহার অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলাম, পরে তাহাদের কেহ ছিল যে তাহার প্রতি আমি প্রস্তর বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম, ও তাহাদিগের কেহ ছিল যে তাহাকে ঘোর নিনাদ আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগের কেহ ছিল যে তাহাকে আমি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিলাম, ও তাহাদের কেহ ছিল যে আমি জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এবং ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন (এরূপ) ছিলেন না, কিন্তু তাহারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৪০। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া

* অর্থাৎ হেজাজ ও এয়মন দেশে ভ্রমণ করিলে তাহাদের আলয়ের চিহ্ন ও শাস্তির লক্ষণ দেখিতে পাইবে। "তাহারা দর্শক ছিল" অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগকে চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী চতুর মনে করিত, এদিকে প্রেরিত মহাপুরুষের বাক্যকে মূল্যহীন বলিয়া জানিত। (ত, হো,)

(অন্যকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা উর্ণনাভের অবস্থার তুল্য, সে গৃহ (জাল) রচনা করে, এবং নিশ্চয় উর্ণনাভের আলয় আলয় সকলের মধ্যে ক্ষীণতর, যদি তাহারা জানিত (উত্তম ছিল) *। ৪১। নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যে কোন পদার্থকে আহ্বান করে, তাহা জানেন, এবং তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। ৪২। এবং এই দৃষ্টান্ত সকল, ইহাকে আমি মানব মণ্ডলীর জন্য বর্ণন করিলাম, জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত ইহা বুঝে না। ৪৩। ঈশ্বর সত্যভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন আছে। ৪৪। (র,৪)

তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ) গ্রন্থের যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে তুমি তাহা পাঠ করিতে থাক এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় উপাসনা দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে নিবারণ করে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহত্তম কার্য্য, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন †। ৪৫। এবং গ্রন্থাধিকারীর

* অর্থাৎ তাহাদিগের ধর্ম্ম উর্ণনাভের গৃহের ন্যায় অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, তাহাদের সেই ধর্ম্ম দ্বারা কোনরূপ স্থায়ী উপকার হয় না। বহরোল্ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, উর্ণনাভ উর্ণা বিকীর্ণ করিয়া আপনার জন্য কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ও আপন হস্ত পদের উপর বন্ধন স্থাপন করে। কাফের লোকেরা যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রবৃত্তির অর্চ্চনায় ও সংসারিক প্রেমে এবং শয়তানের আজ্ঞা পালনে রত হয় তাহাতে শৃঙ্খলে বদ্ধ ও বিপদে জড়িত হইয়া থাকে, তাহাদের আর রক্ষার উপায় থাকে না, পরিণামে ভয়ানক শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ মানবীয় প্রবৃত্তিকে উর্ণনাভের জালের ন্যায় অবিশ্বাস্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে এক যুবক হজরতের সঙ্গে সামাজিক উপাসনায় যোগ দান করিত, এ দিকে কোন শাস্ত্রবিরুদ্ধ অবৈধ কর্ম্ম ছিল না যাহা সে করিত না। যখন

সঙ্গে যাহা উত্তম তদ্রূপ (প্রণালী) ব্যতীত তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে ব্যতীত তোমরা বিরোধ করিও না, এবং বল (হে মুসলমানগণ) যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং আমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর এক ও আমরা তাঁহারই অনুগত। ৪৬। এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ) গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, অবশেষে যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, এবং ইহাদিগের কেহ আছে যে ইহার প্রতি বিশ্বাস রাখে ও ধর্ম্মবিদ্বেষগণ ব্যতীত (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে না। ৪৭। এবং তুমি ইহার পূর্ব্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলে না, ও আপন দক্ষিণ হস্তে তাহা লিখিতেছিলে না, তখন অবশ্য মিথ্যাবাদিগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছে †। ৪৮। বরং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের হৃদয়

এ বিষয় হজরতের নিকটে ব্যক্ত হইল তখন তিনি বলিলেন নমাজ দুষ্ক্রিয়া হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত রাখে, আশা যে তাহার নমাজ তাহাকে সাধু করিয়া তুলিবে। কিয়দ্দিন পরেই সেই যুবকের অনুতাপ হয়, হজরতের সে একজন বিষয়বিরাগী ধর্ম্মবন্ধু হইয়া উঠে। হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নমাজ পরিত্যাগ না করে সে দুষ্কর্ম্মশীল হইলেও নমাজের প্রসাদাৎ অন্ততঃ তাহার দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে না। "ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহত্তম কার্য্য" অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার বিষয় স্মরণ করা অপেক্ষা ঈশ্বরকে স্মরণ করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। যেহেতু তাঁহাকে স্মরণ করা তপস্যা, অন্য কিছু স্মরণ তপস্যা নয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ লোকে এরূপ সন্দেহ করিত যে হজরত যে সকল কথা বলেন তাহা হয়তো প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এ দিকে তিনি তো কখন শিক্ষকের নিকটে উপবিষ্ট হন নাই, ও হস্তে লেখনী ধারণ করেন নাই। (ত, শা,)

মধ্যে ইহা (কোরাণ) উজ্জ্বল নিদর্শনপুঞ্জ হয়, অত্যাচারিগণ ভিন্ন (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে না * । ৪৯। এবং তাহারা বলিয়াছে " তাহার প্রতি কেন নিদর্শন সকল তাহার প্রতিপালক হইতে অবতারিত হয় নাই ? " তুমি বল (হে মোহম্মদ) " ঈশ্বরের নিকটে নিদর্শনাবলী ইহা বৈ নহে, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক ইহা বৈ নহে। " ৫০। আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি তাহাদের নিকটে যে পড়া হইয়া থাকে ইহা তাহাদিগকে কি লাভ দর্শায় নাই ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দয়া ও উপদেশ আছে। ৫১। (র, ৫)

তুমি বল (হে মোহম্মদ) আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তিনি তাহা জানেন, এবং যাহারা অসত্যের প্রতি বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের বিরোধী হইয়াছে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ৫২। এবং তাহারা তোমার নিকটে শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে, যদি নির্দ্ধারিত সময় না থাকিত তবে অবশ্য তাহাদের নিকটে শাস্তি উপস্থিত হইত, এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট (শাস্তি) অকস্মাৎ সমুপস্থিত হইবে ও তাহারা জানিতে পাইবে না। ৫৩। তাহারা তোমার নিকটে শীঘ্র শাস্তি চাহিতেছে, নিশ্চয় নরক ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের আবেষ্টনকারী। ৫৪। (স্মরণ কর) যে দিন শাস্তি তাহাদিগের উপর হইতে ও

* অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ কাহার নিকটে লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, স্বর্গ হইতে এসকল কথা তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং লিপি ব্যতিরেকে ইহা লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রমাণরূপে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইবে। (ত, শা,)

তাহাদের পদতল হইতে তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিবে এবং বলিবে "তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহা আস্বাদন কর।" ৫৫। হে আমার দাসগণ! যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, নিশ্চয় আমার ক্ষেত্র প্রশস্ত আছে, * অনন্তর আমাকেই অর্চ্চনা করিতে থাক। ৫৬। প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু (রস) আস্বাদনকারী, তৎপর আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ৫৭। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে আমি অবশ্য তাহাদিগকে স্বর্গের প্রাসাদোপরি স্থান দান করিব, তাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহারা তথায় স্থায়ী হইবে, কর্ম্মীদিগেরও যাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে ও আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে তাহাদের উত্তম পুরস্কার আছে। ৫৮। ৫৯। কত স্থলচর জন্তু আছে যে সে আপন জীবিকা বহন করে না, ঈশ্বর তাহাকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করেন এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা †। ৬০। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর কে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছে এবং চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়মিত রাখিয়াছে? অবশ্য তাহারা বলিবে পর-

---

* অর্থাৎ পৃথিবী বিস্তীর্ণা, তোমরা ভয় বিপদের স্থান হইতে নিরাপদ ভূমিতে চলিয়া যাও। (ত, হো,)

† অনেক জন্তু আছে যে স্বীয় জীবিকা বহন করিতে সক্ষম নহে, তাহারা জীবিকা সংগ্রহ করে না। জন্তুবর্গের মধ্যে মনুষ্য মূষিক ও পিপীলিকাই শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে। কি আকাশবিহারী পক্ষী কি বনচর পশু, কি মৎস্যাদি জলচর জীব প্রায় জন্তুই আপনাদের খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে না। (ত, হো,)

যেশ্বর, অনন্তর তাহারা কোথায় পরিচালিত হইতেছে *। ৬১। পরমেশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা উন্মুক্ত ও তাহার জন্য সঙ্কীর্ণ করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ †। ৬২। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে প্রশ্ন কর কে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর সজীব করিয়া থাকেন? অবশ্য তাহারা বলিবে ঈশ্বর, তুমি বল ঈশ্বরেরই প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশ বুঝিতেছে না। ৬৩। (র, ৬)

এবং এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া কৌতুক বৈ নহে, এবং নিশ্চয় পারত্রিক আলয়ই সেই জীবন, যদি তাহারা জানিত (ভাল ছিল) । ৬৪। অনন্তর যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিয়া আহ্বান করিয়া থাকে, পরে যখন তাহাদিগকে আমি ভূমির দিকে উদ্ধার করি তখন অকস্মাৎ তাহারা অংশী স্থাপন করে। ৬৫। + তাহাতে আমি যাহা দান করিয়াছি তৎপ্রতি কৃতঘ্ন হয় ও তাহাতে (সাংসারিক জীবনের) ফলভোগী হইয়া থাকে, অনন্তর অবশ্য তাহারা জানিতে পাইবে। ৬৬। তাহারা কি দেখে নাই যে আমি কাবার চতুঃসীমাবর্ত্তী স্থানকে নিরাপদ করিয়াছি, এবং লোক সকল তাহাদের পার্শ্বদেশ হইতে

---

* "তাহারা কোথায় পরিচালিত হইতেছে" অর্থাৎ সত্যপথ ও একত্ববাদ হইতে কেন মুখ ফিরাইতেছে ও অসত্যপথে ধাবিত হইতেছে? (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন একবার প্রচুর জীবিকা দান করেন, পুনর্ব্বার জীবিকা খর্ব্ব করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

অপহৃত হয়? * অনন্তর তাহারা কি অসত্যকে বিশ্বাস করিতেছে ও ঈশ্বরের দাসের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতেছে? ৬৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে অথবা সত্যের প্রতি যখন তাহা উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নরকলোকে কি ধর্ম্মদ্রোহিগণের জন্য কোন স্থান নাই? ৬৮। এবং যাহারা আমার পথে সাধনা করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বীয় পথ প্রদর্শন করিব, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারী লোকদিগের সঙ্গে থাকেন। ৬৯। (র, ৭)

---

* "লোক সকল তাহাদের পার্শ্বদেশ হইতে অপহৃত হয়" অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার বাহিরে মক্কাবাসীদিগের পার্শ্বে পথিকদিগকে দস্যুগণ হত্যা করে ও ধরিয়া লইয়া যায়। (ত, হো,)

সুরা রুম *।

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

৬০ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বর জেব্রিলযোগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছেন †। ১। নিকটতর ভূমিতে রুমজাতি পরাজিত হইল, এবং তাহারা আপন পরাজয়ের পর অবশ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে জয়লাভ করিবে, পূর্ব্বে ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা (প্রধান) এবং সেই দিন বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের আনুকূল্যে আহ্লাদিত হইবে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তিনি পরাক্রান্ত দয়ালু ‡। ২+৩+৪+৫+ ঈশ্বরের অঙ্গীকার,

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† ঈশ্বর জেব্রিল যোগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছেন" "আলম্মা" পদের বর্ণত্রয়ের এই অন্যতর সাঙ্কেতিক অর্থ।

‡ রুমীয় জাতির উপর পারস্য জাতি আরবের নিকটবর্ত্তী রুম রাজ্যের অন্তর্গত আরদন ও ফলসতিন নামক স্থানে বা কশকরে কিংবা বসরার নিকটবর্ত্তী স্থানে জয় লাভ করিয়াছিল। পরাস্যাধিপতি পরবেজ, সহরিয়ার ও ফরখান নামক আপন সেনাপতি দ্বয়কে অগণ্য সৈন্য সামন্ত সহ রুমরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত কোন কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন, রুমীয় জাতি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের নবম বৎসরে এই সংবাদ মক্কায় প্রচার হয়। তাহাতে মক্কার কাফের

ঈশ্বর স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জানিতেছে না। ৬। তাহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য বিষয় জানে ও তাহারা আপন পরকালে অজ্ঞান। ৬। তাহারা কি আপন অন্তরে ভাবে না যে ঈশ্বর সত্যভাবে ও নির্দ্দিষ্টকালে বৈ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সৃজন করেন

লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া "বিশ্বাসী লোকদিগকে বলিয়াছিল যে তোমরা ও ঈসায়ী লোকেরা গ্রন্থাধিকারী, আমরা ও পারস্য জাতি ধর্ম্মগ্রন্থবিহীন মূর্খ, রুমের উপর পারস্যের জয় লাভ হওয়াতে আমরা স্থির করিয়াছি যে তোমাদের উপরও আমাদিগের জয়লাভ হইবে।" আবুবেকরসদ্দিক এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর পৌত্তলিকদিগকে বলিলেন যে "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে কতিপয় বৎসরের মধ্যে রুমীয় জাতি পারস্য দেশীয় লোকের উপর বিজয়ী হইবে।' তখন খলফের পুত্র আবি বলিল "তাহা কখন হইবে না, আমি তিন বৎসরের জন্য দশটি উষ্ট্র তোমার নিকটে বন্ধক রাখিতেছি, যদি ইহা সত্য হয় উষ্ট্র সকল তোমার হইবে।" আবুবেকর এই বৃত্তান্ত হজরতের নিকটে নিবেদন করিলেন। হজরত বলিলেন "তিনবৎসর ও নয় বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা হইবে, তুমি যাও. আবির সঙ্গে সময় ও দানের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থির করিয়া লও।"তখন আবুবেকর ফিরিয়া আসিয়া নয় বৎসর অঙ্গীকারে আবি হইতে শত উষ্ট্র বন্ধক রাখিলেন। তাহা উভয়ের স্বীকৃত এক জন জামিনের নিকটে গচ্ছিত রহিল। যে দিবস বদরের সংগ্রামে মোসলমানগণ কাফেরদিগের উপর জয়লাভ করিলেন সেই দিবস পারসিকদিগের উপরে রুমীয় জাতীর জয়লাভের সংবাদ পঁহুছিল। হোদয়বেয়ার যুদ্ধের দিন এই সংবাদ সুনিশ্চিত হয়। তখন আবুবেকর সদ্দিক এক শত উষ্ট্র অঙ্গীকারানুসারে আবি হইতে গ্রহণ করেন। ওহদ নামক স্থানের সমরে আবি কোন মোসলমান সেনার হস্তে নিহত হয়। হজরতের আজ্ঞা ক্রমে আবুবেকর উক্ত উষ্ট্র সকল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করেন। "পূর্ব্বে ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা" অর্থাৎ প্রথমে পারস্য জাতির পরে রুমীয় জাতির জয়লাভ সকল সময়েই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হইয়াছে। সমুদায় ক্রিয়া তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর অন্তর্গত। কশফোল্ আস্রারে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব ও পর আদিম ও

নাই ? * নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর অধিকাংশ আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ৭। ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই, তবে ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে দেখুক, ইহাদের অপেক্ষা তাহারা বলেতে দৃঢ়তর ছিল, এবং তাহারা পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়াছিল, ইহারা যত তাহা আবাদ করিয়াছে, তদপেক্ষা তাহারা তাহা অধিক আবাদ করিয়াছিল, ও তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদের নিকটে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর ঈশ্বর যে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন এরূপ ছিলেন না, কিন্তু তাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ৮। তৎপর যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম মন্দ হইল, যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তৎসম্বন্ধে উপ-

নিত্যকাল; এ উভয়কালে আজ্ঞা প্রচারের অধিকার ঈশ্বরেরই, তিনিই উভয়ের অধিপতি"। সেই দিন বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের অনুকূল্যে আহ্লাদিত হইবে" অর্থাৎ কোন কোন ধর্ম্মদ্রোহী অপর কোন ধর্ম্মদ্রোহী দলের উপর জয়লাভ করিয়া তাহার বহুসংখ্যক লোককে নির্ম্মূল করে, ইহাই বিশ্বাসীদিগের হর্ষের কারণ। এইরূপ ঘটনা হয় যে শহরিয়ার ও ফরখান রুমরাজ্যের অন্তর্গত কতিপয় প্রদেশে জয়লাভ করিলে পর পরবেজ কোন স্বার্থপর লোকের কুমন্ত্রণায় উভয় সেনাপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ইচ্ছা করেন যে একজনকে অন্য জনদ্বারা নিহত করেন। তাঁহারা ইহা অবগত হইয়া সবিশেষ রুম সম্রাট্‌কে জ্ঞাপন করেন এবং ঈসায়ী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রুমীয় সৈন্যের অধিনায়ক হন, পরে পারস্যজাতিকে পরাভূত করিয়া পারস্য রাজ্যের অনেক দেশ অধিকার করেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের ক্রিয়াসম্বন্ধে এক আরম্ভ ও এক শেষ আছে, কি মনুষ্য কি দেবতা কি বৃক্ষাদি সকলই এই নিয়মের অধীন। আকাশে পৃথিব্যাদি গ্রহের পরিভ্রমণেও এক একটী সময় নির্দ্ধারিত আছে, যথা মাস, বর্ষাদি।

হাস করিতেছিল *। ৯। পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টি করেন, তৎপর তাহা পুনর্ব্বার করিয়া থাকেন, তৎপর তাহার দিকে তোমরা প্রতি-গমন করিবে। ১০। (র, ১)

এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সে দিবস অপরাধি-গণ নিরাশ হইয়া থাকিবে। ১১। এবং তাহাদের জন্য তাহাদিগের অংশিগণ পাপ ক্ষমার জন্য অনুরোধকারী হইবে না, ও তাহারা আপন অংশিদিগের প্রতি অবিশ্বাসী হইবে। ১২ এবং যে দিন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ১৩। অনন্তর কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে, পরে তাহারা উদ্যানে আনন্দিত হইবে †। ১৪। এবং

সমুদায় জগতে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক বস্তুর যে আরম্ভ ও শেষ তাহা ক্রীড়া নহে, ইহার মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে, তাহা পরলোকে বোধগম্য হইবে। (ত,শা)

* অর্থাৎ এক জাতির যে বিষয়ে যে শাস্তি হইয়াছে, অন্য সকলেরও সেই বিষয়ে সেই শাস্তি হইবে। একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু পরিগণিত হয়, একের শাস্তিতে অন্যের শাস্তি গণনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে দুষ্ক্রিয়ার জন্য যাহাদের যে শাস্তি হইয়াছে এই ক্ষণও সেই রূপ দুষ্কর্ম্মের জন্য লোকের তদ্রূপ শাস্তি হইবে। (ত, শা,)

† যে উদ্যানে পুষ্প সকল বিকশিত পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত পুনরু-ত্থানের পর সাধুপুরুষেরা তথায় বাস করিবেন। তাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত সম্পদ-শালী ও গৌরবান্বিত হইবেন। সুমধুর সঙ্গীত সুধা তাঁহাদের কর্ণে বর্ষিত হইবে। ঈশ্বরপ্রেমিকগণ সুললিত স্বরে ঈশ্বরের স্তুতিবন্দনার সঙ্গীত করিবেন। পরমেশ্বর বলিবেন " হে দাউদ, তোমার প্রতি প্রদত্ত জবুর গ্রন্থ হইতে তুমি আমার সুমধুর স্তোত্র গান কর, হে মুসা, তুমি তওরয়ত পাঠ কর, হে ঈসা, ইঞ্জিল পাঠে প্রবৃত্ত হও, হে কল্পবৃক্ষ, তুমি মনোহর স্বরে আমার বন্দনাসঙ্গীত করিতে থাক, হে এস্রাফিল, তুমি কোরাণ পাঠ কর।" কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে এস্রাফিলের সুমধুর স্বরের

কিন্তু যাহারা ধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন ও পরলোকের সাক্ষাৎকারের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে পরে তাহারাই শাস্তির মধ্যে আনীত হইবে।.১৫। অনন্তর যখন তোমরা সায়ংকালে আগমন কর ও যখন প্রাতঃকালে আগমন কর, তখন ঈশ্বরেরই পবিত্রতা *।১৬। এবং স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে, পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে তাঁহারই প্রশংসা। ১৭ এবং তিনি মৃত হইতে জীবিতকে ও জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন ও ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, এইরূপে তোমরা (কবর হইতে) বহিষ্কৃত হইবে †। ১৮। (র, ২)

এবং তাঁহার নিদর্শনের মধ্যে ইহা হয় যে তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর অকস্মাৎ তোমরা মনুষ্য (হইয়া স্থানে স্থানে) বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে। ১৯। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে ইহা হয় যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভার্য্যাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও এবং তোমাদিগের মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদিগের নিমিত্ত

নিকটে সকল দেবতার স্বর পরাস্ত হইবে, তখন সমুদায় দেবতা নীরব হইয়া তাহা শ্রবণ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শনের পরে সেই বন্দনা সঙ্গীত অপেক্ষা স্বর্গলোকে মিষ্টতর সামগ্রী অন্য কিছুই হইবে না। (ত, হো,)

* "অনন্তর যখন তোমরা সায়ংকালে আগমন কর ও প্রাতঃকালে আগমন কর তখন ঈশ্বরেরই পবিত্রতা।" ইহার অর্থ এই যে তোমরা যখন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নমাজে প্রবৃত্ত হও তখন ঈশ্বরের পবিত্রতা স্মরণ করিও।(ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর পুনরুত্থানের সময় মৃতকে জীবিত করেন, পৃথিবীতে জীবিত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, তিনি দগ্ধ মরু তুল্য ভূমিকে বারিবর্ষণ দ্বারা সতেজ করিয়া তাহা হইতে বৃক্ষলতাদি উৎপাদন করেন।

নিদর্শন সকল আছে। ২০ এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ সকল সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানীদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে *। ২১। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে রজনীতে ও দিবাভাগে তোমাদিগের নিদ্রা ও তাঁহার কৃপানুসারে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ করা, নিশ্চয় ইহার মধ্যে শ্রোতৃবর্গের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ২২। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে তিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভাত্মক বিদ্যুৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন † ও আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর তদ্দারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ২৩। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে ইহা হয় যে স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরে যখন তিনি তোমাদিগকে সাধারণ আহ্বানে আহ্বান করিবেন, তখন অকস্মাৎ তোমরা (ভূগর্ভ হইতে) বহির্গত হইবে। ২৪। এবং স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যে কিছু আছে তাহা তাঁহারই ও সমুদায় তাঁহারই আজ্ঞাবহ। ২৫। এবং তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎপর তাহা পুনরায় করেন এবং ইহা

---

* পৃথিবীর সমুদায় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ৭২ টী মূলভাষা। এক পিতা মাতা আদম ও হবা হইতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। তথাপি কৃষ্ণ শ্বেত পীত লোহিতাদি বর্ণের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের শারীরিক গঠন ও আকৃতিতে নানাপ্রকার ভিন্নতা আছে। কোন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অনুরূপ নহে। ইহা একটী ঈশ্বরের নিদর্শন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেখিয়া পথিকগণ বজ্রপাতের ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, এবং অচিরে বারি বর্ষণে ভূমি উর্ব্বরা হইবে ভাবিয়া লোকের লোভ হয়। (ত,হো)

তাঁহার সম্বন্ধে সহজ, এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁহারই উন্নতভাব, ও তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২৬। (র, ৩)

তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদের জীবনের (অবস্থা) হইতে দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (দাসগণ) কি তোমাদিগকে আমি যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের কোন অংশী হইয়া থাকে? অনন্তর তোমরা কি (তাহাদের সঙ্গে) সে বিষয়ে তুল্য? তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাক, যেমন আপন জাতিকে ভয় কর, বুদ্ধিমান্ দলের জন্য এইরূপে ঈশ্বর আয়ত সকল বর্ণন করিয়া থাকেন *। ২৭। বরং অত্যাচারী লোকেরা জ্ঞানাভাবে আপন ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াছে, ঈশ্বর যাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন, অনন্তর কে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। ২৮। অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ) বিশুদ্ধরূপে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে আপন আননকে প্রতিষ্ঠিত রাখ,

---

* অর্থাৎ প্রভু কি দাসদিগকে স্বীয় ধনসম্পত্তিতে অংশী করিয়া থাকে যে দাসগণ তাহাতে স্বত্ব ও স্বামিত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়? তোমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমরা তোমাদিগের দাসগণের সঙ্গে এক প্রকার স্বত্ববান্ নও, তোমরা যেমন তাহাতে স্বামিত্ব স্থাপন কর তাহারা তাহার কিছুই পারে না। "তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাক যেমন আপন জাতিকে ভয় কর।" অর্থাৎ তোমরা আপন যথার্থ অংশীদিগ হইতে যেরূপ ভীত হইয়া থাক যে পাছে বা তাহারা সম্পত্তির উপরে একান্ত ক্ষমতা বিস্তার করে তদ্রূপ এ বিষয়ে দাসদিগকে ভয় করিয়া থাক। যখন হজরত এই আয়ত প্রধান প্রধান কোরেশের নিকটে পাঠ করিলেন তখন তাহারা একবাক্যে বলিল "দাস প্রভুর তুল্য ইহা কখন হইতে পারে না"। তাহাতে হজরত বলিলেন "তোমরা দাসদিগকে আপন ধনে অংশী করিতে প্রস্তুত নও, এমন অবস্থায় ঈশ্বরের ভৃত্য সৃষ্ট বস্তুদিগকে কেমন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অংশী করিতে চাও"। (ত হো,)

ঈশ্বরের ধর্ম্মের (অনুসরণ কর) সেই (ধর্ম্ম) যাহার উপর তিনি লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হয় না, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না * ।২৯। + তোমরা তাঁহার দিকে উন্মুখীন হও ও তাঁহা হইতে ভীত হও এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ,তোমরা অংশিবাদীদিগের যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে ও যাহারা দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের (অন্তর্গত) হইও না, প্রত্যেক দল তাহাদের নিকটে যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট †। ৩০ + ৩১। এবং যখন লোকদিগকে দুঃখ আক্রমণ করে তাহারা আপন প্রতিপালককে তাঁহার দিকে উন্মুখীন হইয়া আহ্বান করিয়া থাকে, তৎপর যখন তিনি তাহাদিগকে আপনার দয়া আস্বাদন করান তখন অকস্মাৎ তাহাদের এক দল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন করে। ৩২ ।+তাহাতে আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহারা তৎপ্রতি কৃতঘ্ন হয়, অনন্তর তোমরা ভোগ করিতে থাক, পরে সত্বর

---

* এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, উৎপত্তিকাল হইতে সমুদায় মনুষ্য সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন তুমি যে ধর্ম্মের সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছ তাহার উপযুক্ত হও। "ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন হয় না" অর্থাৎ যাহার উপরে পরমেশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না। (ত, হো,)

† এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অংশীবাদিগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কেহ প্রতিমা পূজা করে কেহ নক্ষত্রের কেহ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে। ইহুদী ও ঈসায়ী সম্প্রদায় প্রত্যেকে দলে দলে বিভক্ত। মোসলমানদিগের মধ্যেও নানা নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়া খারেজা ও রাফেজা প্রভৃতি সম্প্রদায় হইয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন তোমরা সেরূপ হইও না। এক এক দল আপন আপন মত ও সংকীর্ণ ধর্ম্মকে ভাল বলে ও তাহাতেই সন্তুষ্ট। (ত, হো,)

জানিতে পাইবে। ৩৩। আমি কি তাহাদিগের প্রতি কোন প্রমাণ প্রেরণ করিয়াছি যে পরে উহা যাহাকে তাহারা অংশী করিয়াছে তৎসম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করিবে? ৩৪। এবং যখন মানবমণ্ডলীকে আমি কৃপা আস্বাদন করিতে দেই তখন তাহাতে তাহারা আহ্লাদিত হয় এবং যদি তাহাদিগের নিকটে বিপদ্ উপস্থিত হয় যাহা তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে * তবে অকস্মাৎ তাহারা নিরাশ হইয়া থাকে। ৩৫। তাহারা কি দেখিতেছে না যে ঈশ্বর যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৩৬। অনন্তর তুমি স্বজনকে ও নির্ধনকে এবং পরিব্রাজককে তাহার স্বত্ব প্রদান কর, যাহারা ঈশ্বরের আনন আকাঙ্ক্ষা করে ইহা তাহাদের জন্য কল্যাণ, এবং তাহারা পরিত্রাণ পাইবে। ৩৭। এবং তোমরা যাহা লোকের ধন বৃদ্ধি করিতে কুসীদরূপে দান কর পরে তাহা ঈশ্বরের নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং ঈশ্বরের আননের আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা জকাত (ধর্ম্মার্থ দান) রূপে দিয়া থাক অনন্তর ইহারাই (তোমরাই) তাহারা যে দ্বিগুণকারী। ৩৮। সেই পরমেশ্বর যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; তৎপর তোমাদিগকে জীবিকা দিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণহরণ করিয়া থাকেন, তাহার পরে তোমাদিগকে জীবিত করেন, তোমাদিগের অংশীদিগের মধ্যে কেহ কি আছে যে ইহার কিছু করিয়া

* "যদি তাহাদের নিকটে বিপদ উপস্থিত হয়, যাহা তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে।" অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার শাস্তিস্বরূপ যদি বিপদ উপস্থিত হয়।

থাকে? তাঁহারই পবিত্রতা এবং তাহারা যাহাকে অংশী করে তিনি তাহা হইতে উন্নত। ৩৯। (র, ৪)

মনুষ্যের হস্ত যাহা (যে পাপ) উপার্জ্জন করিয়াছিল তজ্জন্য প্রান্তরে ও সাগরে উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল যেন তাহারা যে আচরণ করিয়াছে তাহার কোন (ফল) তাহাদিগকে আস্বাদন করিতে দেওয়া হয়, হয়তো তাহারা ফিরিয়া আসিবে *। ৪০। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক, পরে দেখ যাহারা পূর্ব্বে ছিল তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ অংশিবাদী ছিল। ৪১। অনন্তর ঈশ্বর হইতে যাহার প্রতিরোধ নাই সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে তুমি সত্যধর্ম্মের প্রতি আপন আননকে স্থাপন কর, সেই দিনে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ৪২। যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে অনন্তর তাহার প্রতিই তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতা, এবং যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে অনন্তর তাহারা আপন জীবনের জন্য (সুখের আলয়) প্রসারণ করিয়া থাকে। ৪৩। + তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি আপন করুণাগুণে পুরস্কার দান করিবেন, নিশ্চয় তিনি ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করেন না। ৪৪। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে তিনি বায়ুপুঞ্জকে সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেন এবং তাহাতে তিনি তোমা-

---

* দুর্ভিক্ষ ঝটিকা জলপ্লাবন ইত্যাদি দ্বারা গ্রাম নগরাদির উচ্ছেদ হওয়া প্রান্তরে উপপ্লব, এবং জলমগ্নাদি হওয়া সাগরে উপপ্লব। আদ ও সামুদ জাতি ও ফেরঔণ প্রভৃতি দুরাত্মা লোকেরা আপন পাপের জন্য তদ্রূপ উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল। (ত, হো)

দিগকে স্বীয় কৃপা আস্বাদন করান ও তাহাতে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে নৌকা সকল চালিত হয় ও তাহাতে তোমরা তাঁহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে *। ৪৫। এবং সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জাতির নিকটে প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহারা প্রমাণ সকল সহ তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যাহারা অপরাধ করিয়াছিল আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, বিশ্বাসীদিগকে সাহায্য করা আমার সম্বন্ধে বিহিত ছিল। ৪৬। সেই ঈশ্বর যিনি বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘকে উন্নয়ন করে, পরে তিনি তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা করেন আকাশে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তাহাকে খণ্ড খণ্ড করেন, পরে তুমি দেখিতে পাও যে তাহার ভিতর হইতে বারিবিন্দুসকল বহির্গত হয়, অনন্তর যখন তিনি আপন দাসদিগের যাহাদিগের প্রতি ইচ্ছা করেন, তাহা পহুছাইয়া দেন, তখন হঠাৎ তাহারা আহ্লাদিত হয়। ৪৭। এবং নিশ্চিত তাহারা ইতিপূর্ব্বে, ও তাহাদের প্রতি (বারি) বর্ষণ করার পূর্ব্বে নিরাশ ছিল। ৪৮। অনন্তর তুমি ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, তিনি কেমন করিয়া ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, নিশ্চয় ইহা যে

---

* উত্তরানিল ও দক্ষিণানিল বারিবর্ষণের সংবাদ দান করিয়া থাকে; অর্থাৎ এইরূপ বায়ু প্রবাহিত হওয়ার পরই বৃষ্টি হয়। তাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় জীবগণের উপজীবিকা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা হয় ইত্যাদি। (ত, হো,)

তিনি মৃতসঞ্জীবনকারী, এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী * । ৪৯। এবং যদি আমি (এমন) কোন বায়ু প্রেরণ করি, পরে (তদ্দারা) তাহারা তাহাকে (শস্যক্ষেত্রকে) পীর্ণ দেখিতে পায়, তবে অবশ্য তৎপর তাহারা কৃতঘ্ন হইবে। ৫০। অনন্তর যখন তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া বিমুখ হয়, তখন সেই মৃতলোকদিগকে ও বধিরদিগকে তুমি আহ্বান শ্রবণ করাইও না। ৫১। এবং তুমি অন্ধদিগকে তাহাদের পথভ্রান্তি হইতে পথপ্রদর্শক নও, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে বৈ (উপদেশ) শুনাইতেছ না, অনন্তর তাহারাই মোসলমান। ৫২। (র, ৫)

সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদিগকে দুর্ব্বলতা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর অশক্তির পরে শক্তি দিয়াছেন, তৎপর শক্তির পরে দুর্ব্বলতা ও বার্দ্ধক্য বিধান করিয়াছেন, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সৃজন করিয়া থাকেন, এবং তিনি জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান্। ৫৩। এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস পাপী লোকেরা শপথ করিবে, (বলিবে) যে তাহারা ক্ষণকাল বৈ (পৃথিবীতে) স্থিতি করে নাই, এইরূপ তাহারা (সত্য পথ হইতে) ফিরিয়া যায়। ৫৪। ৫৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা বলিবে যে, সত্য সত্যই তোমরা

* ভূমি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার অর্থ, ভূমি শুষ্ক ও ফলশস্যাদিবিহীন হওয়ার পর, বারিবর্ষণে উর্ব্বরতা লাভ করিয়া ফলশস্যশালিনী হওয়া। বাহ্যে ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন বৃষ্টি, যেহেতু তাহাতে জীবের উপজীবিকা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, আন্তরিক কৃপার নিদর্শন ঈশ্বর স্মরণ, তাহাতে অন্তর জীবন লাভ করে। (ত, হো,)

ঐশ্বরিকগ্রন্থানুসারে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত স্থিতি করিয়াছ, অনন্তর ইহাই পুনরুত্থানের দিন, কিন্তু তোমরা জানিতেছ না। ৫৬। অনন্তর সে দিবস অত্যাচারীদিগকে তাহাদের ক্ষমাপ্রার্থনা উপকার করিবে না এবং তাহাদের নিকটে অনুতাপ চাওয়া হইবে না। ৫৭। এবং সত্য সত্যই আমি এই কোরাণে মানবমণ্ডলীর জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি, এবং যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের নিকটে কোন নির্শন উপস্থিত কর যাহারা ধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বলিবে, যে তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ নও। ৫৮। এইরূপ পরমেশ্বর অজ্ঞানীলোকদিগের অন্তরে মোহর বদ্ধ করিয়া থাকেন। ৫৯। অনন্তর তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, এবং যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা তোমাকে লঘু করিতে পারিবে না *। ।৬০। (র, ৬)

---

* অর্থাৎ অবিশ্বাসী পাষণ্ড লোকদিগের শীঘ্র শাস্তি হয় এজন্য তুমি প্রার্থনা করিও না। শাস্তির কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে। (ত, হো,)

সুরা লোক্‌মান * ।

একত্রিংশ অধ্যায়।

৩৪ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।) আমি ঈশ্বর সমুদায়গুণের স্বামী, ক্ষমা ও কল্যাণের আকর †। ১। বিজ্ঞানময় (ঈশ্বরের) গ্রন্থের এই নিদর্শন সকল ২। + (ইহা) হিতকারীলোকদিগের জন্য বিধি ও দয়া স্বরূপ। ৩। যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে, এই ইহারাই আপন প্রতি-পালকের বিধির উপরে আছে এবং ইহারাই তাহারা যে মুক্ত হইবে। ৪ + ৫। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিতে আমোদজনক আখ্যায়িকা ক্রয় করে এবং তাহাকে (ঈশ্বরের পথকে) উপহাস করিয়া থাকে, ইহারাই ইহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে। ‡। ৬। যখন তাহার নিকটে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "আলম্‌" এই সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ "আমি ঈশ্বর সমুদায় গুণের স্বামী," ইত্যাদি। (ত, হো,)

‡ হারেসের পুত্র নসর বাণিজ্য উপলক্ষে পারস্য দেশে গিয়াছিল, সে তথা হইতে রোস্তম ও আসফন্দিয়ারের আখ্যায়িকা ক্রয় করিয়া আনিয়া কোরেশ লোক-দিগের সভাস্থলে পাঠ করিতেছিল, কোরেশগণ সুবিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য রোস্তম ও

আমার আয়ত পঠিত হয়, তখন সে অহঙ্কার প্রযুক্ত বিমুখ হইয়া থাকে, যেন সে তাহা শ্রবণ করে নাই, যেন তাহার কর্ণে গুরুভার আছে, অতএব তুমি তাহাকে ক্লেশ কর শাস্তির সংবাদ দান কর। *। ৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে, তাহাদের জন্যই সম্পদের স্বর্গ লোক সকল আছে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য এবং তিনি বিজেতা বিজ্ঞানময়। ৮ + ৯। তোমরা যাহা দেখিতেছ এই নভোমণ্ডলকে তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে (বা) বিচলিত করে এই জন্য তিনি পৃথিবীতে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিয়াছেন, এবং তথায় সর্ব্ববিধ পশু সঞ্চারিত রাখিয়াছেন ও তিনি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, পরে তথায় (ভূমিতে) আমি সকল প্রকার (উত্তম বস্তু শস্যাদি) উৎপাদন করিয়াছি। ১০। এই ঈশ্বরের

সম্রাট্ এস্ফন্দিয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হয়, তাহারা গর্ব্ব করিয়া পরস্পর বলিতে থাকে, যে যদি মোহম্মদ আদ ও সমুদের বীরত্বের বৃত্তান্ত এবং দাউদ ও সোলয়মানের রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ আমাদের নিকটে প্রচার করে, আমরা পারস্যদেশের রাজাদিগের বিপুল রাজ্য সম্পত্তির বিষয় বলিব। এতদুপলক্ষেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। এস্থলে ঈশ্বরের পথ কোরাণ। কোরাণেই আদ, সমুদ ও দাউদ, সোলয়মানের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। "ইহাদের জন্য দুর্গতি জনক শাস্তি আছে" অর্থাৎ ইহলোকে ইহাদের শাস্তি দাসত্ব ও হত্যা এবং পরলোকে ক্লেশ ও অপমান হইবে। কোরেশ লোকেরা সুগায়িকা দাসী ক্রয় করিয়া আনিয়া সঙ্গীত করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া লোকে হজরতের প্রচারিত সুসমাচার শ্রবণে বিরত থাকিত। কেহ কেহ বলেন তাহাদের সম্বন্ধেই এই আয়ত প্রেরিত হইয়াছে। (ত, হো,)

* যে ব্যক্তি আমোদজনক আখ্যায়িকা ক্রয় করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে।

সৃষ্টি, অবশেষে তুমি আমাকে দেখাও তিনি ব্যতীত যাহারা, তাহারা কি বস্তু সৃজন করিয়াছে, বরং তাহারা স্পষ্ট পথ ভ্রান্তির মধ্যে অত্যাচারী। ১১। (র, ১)।

এবং সত্য সত্যই আমি লোক্‌মানকে বিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি (এবং তাহাকে বলিয়াছি) যে তুমি ঈশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয় অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হয় ইহা বৈ নহে, এবং যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয় তবে (জানিও) নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত *। ১২।

---

* লোক্‌মানের জীবনসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রেরিত বলিয়াছেন, কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক লোকমান্ (হকিম) বৈজ্ঞানিক পুরুষই ছিলেন। মহাপুরুষ দাউদের রাজ্যাধিকার কালে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ইয়ুনুসের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি ও কোনসম্ভ্রান্ত লোকের দাস ছিলেন। তিনি পশুপাল চরাইতেন বা সূচীজীবী কিংবা ভাস্করের কার্য্য করিতেন। এক দিন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার সময়ে কয়েক জন স্বর্গীয় দূত তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, আমরা ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গীয় দূত, তোমাকে পৃথিবীতে আধিপত্য প্রদান করিতেছি। তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে থাক। লোক্‌মান বলিলেন, যদি প্রভু পরমেশ্বরের এরূপ দৃঢ় আদেশ হইয়া থাকে তবে তাহা আমার শিরোধার্য্য। আমার এই প্রার্থনা যে, এই কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে আমাকে সাহায্য করুন। স্বর্গীয় দূতগণ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করিলেন। কথিত আছে, দশ সহস্র নীতি, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ উক্তি লোক্‌মান দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। একদা এস্রায়িল বংশীয় এক জন প্রধান পুরুষ লোকমানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বহুলোক তাঁহাকে ঘেরিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ও তিনি উত্তর দিতেছেন। তখন সেই সম্ভ্রান্ত লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, লোক্‌মান তুমি এরূপ উচ্চপদ কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইলে?

এবং স্মরণ কর যখন লোক্মান আপন পুত্রকে বলিল এবং সে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিল “ হে আমার ক্ষুদ্র পুত্র, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না নিশ্চয় অংশিত্ব গুরুতর দোষ। ১৩। এবং আমি মানবমণ্ডলীকে তাহার পিতা মাতা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাকে তাহার মাতা শ্রান্তির পর শ্রান্তির অবস্থায় বহন করিয়াছে, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাহার স্তন্যচ্যুতি হয় (তাহাকে পুনর্ব্বার উপদেশ করিয়াছিলাম) যে তুমি আমাকে ও আপন পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দেও, আমার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন। ১৪। এবং যে বস্তুসম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই যদি তাহারা আমার সঙ্গে তাহাকে অংশী করিতে তোমাকে অনুরোধ করে, তবে তুমি তাহাদিগের অনুগত হইও না, তুমি সংসারে বিধিমতে তাহাদিগের সঙ্গ কর, এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার পথানুসরণ কর, তৎপর আমার দিকে তোমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন, তোমরা যাহা করিতেছ পরে তোমাদিগকে তাহা জানাইব *। ১৫। (লোকমান বলিল) হে আমার শিশুপুত্র

তিনি বলিলেন, সত্য কথা বলিয়া ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া এবং স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাহা লাভ করিয়াছি। কথিত আছে, একদা লোকমানের দাসত্বকালে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অন্য কতিপয় দাসের সহিত ফল আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে পাঠাইয়াছিলেন। দাসগণ ফল সকল পথে ভক্ষণ করিয়া লোক্মানের প্রতি দোষারোপ করে, প্রভু তাহাতে ক্রুদ্ধ হন। লোক্মান বলেন যে, ইহারা আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতেছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিষয়ে সত্যাসত্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? লোক্মান কহিলেন, আমাদের সকলকে তুমি উষ্ণজল পান করাইয়া প্রান্তরে দৌড়িতে আদেশ কর, তাহা হইলে বমন হইবে। তখন যে ব্যক্তি ফল বমন করিবে সেই ফলভোজী চোর স্থির হইবে। (ত, হো,)

*। সাদ ও কাস নামক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আয়ত সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এরূপ

নিশ্চয় তাহা (ক্ষুদ্র বস্তু) যদি শর্ষপ কণিকা পরিমাণও হয় পরে তাহা প্রস্তরে বা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার মধ্যে স্থিতি করে তথাপি ঈশ্বর উহাকে উপস্থিত করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ। ১৬। হে আমার শিশুপুত্র, তুমি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, বৈধ বিষয়ে আদেশ কর ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিতে থাক যাহা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় ইহা মহৎ কার্য্য। ১৭। এবং লোকের সম্বন্ধে তুমি মুখ ফিরাইও না * এবং ভূমিতলে বিলাসের ভাবে পরিভ্রমণ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর বিলাসী অভিমানী লোকদিগকে প্রেম করেন না। ১৮। আপন গতিসম্বন্ধে মধ্যপথ অবলম্বন কর, আপন ধ্বনিকে নিম্ন কর, নিশ্চয় গর্দ্দভের শব্দ কুৎসিত শব্দ †।১৯। (র,২)

অন্‌কবুত স্বরাতেও উল্লেখ হইয়া গিয়াছে। অংশিবাদিতার অবৈধতা প্রদর্শনার্থ লোক্‌মানের আখ্যায়িকার সঙ্গে এই উপদেশের যোগ হইয়াছে। কথিত আছে যে সাদ এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সাদের মাতা তিন দিন অন্ন জল গ্রহণে বিরত ছিল। কাষ্ঠ খণ্ড প্রবেশ দ্বারা বলপূর্ব্বক মুখ ব্যাদান করাইয়া তাহাকে জল পান করান হইয়াছিল। সাদ বলিয়াছিলেন, যদি মাতার সত্তরটি আত্মা হয়, একটি একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সত্তরটি আত্মা মৃত্যুমুখে পড়ে, তথাপি আমি এস্‌লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিত বাধ্য নহি। (ত, হো,)

* "লোকের সম্বন্ধে তুমি মুখ ফিরাইও না;" অর্থাৎ অহঙ্কার করিয়া তুমি কাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না। বরং বিনম্র ভাবে লোকদিগকে সমাদর করিও। (ত, হো,)

† উচ্চধ্বনিতে কোন প্রকার পৌরুষ নাই। গর্দ্দভের তারস্বর অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও লোকের বিরক্তকর। আরবের পৌত্তলিকগণ উচ্চশব্দে গর্ব্বপ্রকাশ করিত, এই আয়ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ। হজরত কোমল শব্দকে ভাল বাসিতেন, উচ্চশব্দকে ঘৃণা করিতেন। ইঞ্জিলে উক্ত হইয়াছে যে, আমার দাস-

তোমরা কি দেখ নাই যে আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে পরমেশ্বর তাহা তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন, ও আপন বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পদ তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে জ্ঞান ব্যতিরেকে ও ধর্ম্মালোক ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া থাকে *। ২০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তোমরা তাহার অনুসরণ কর;" তাহারা বলে "বরং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে বিষয়ে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব;" শয়তান যদি তাহাদিগকে নরকদণ্ডের দিকে আহ্বান করে তাহারা কি (অনুসরণ করিবে?)। ২১। এবং যে ব্যক্তি আপন আননকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করে ও যে ব্যক্তি হিতকারী, অবশেষে নিশ্চয় সে দৃঢ় হস্তাবলম্বনকে ধারণ করে এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকলের পরিণাম। ২২। এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে পরে তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতা তোমাকে (হে মোহম্মদ,) বিষাদিত করিবে না, আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন, তাহারা যাহা করিয়াছে পরে আমি তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিব (শাস্তি দিব) নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয় সকলের তত্ত্বজ্ঞ। ২৩। আমি তাহাদিগকে (পৃথিবীতে) অল্প ভোগ করিতে দিব তৎপর কঠিন শাস্তিতে

দিগকে বল, তাহারা মৃদু বাক্যে যেন প্রার্থনা করে, আমি তাহা শুনিতে পাইব। তাহাদের অন্তরে যাহা আছে আমি তাহা জানিতে পাই। (ত, হো,)

* বাহ্যিক সম্পদ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রিয় সামগ্রী আন্তরিক সম্পদ, স্বর্গীয় দূতদিগের আনুকূল্যে এই বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পদ্‌বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। (ত, হো,)

তাহাদিগকে নিপীড়িত করিব। ২৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর "কে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছে?" অবশ্য তাহারা বলিবে ঈশ্বর; তুমি বল "ঈশ্বরেরই প্রশংসা;" বরং তাহাদের অধিকাংশ (তাহা) বুঝে না। ২৫। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনি নিষ্কাম ও প্রশংসিত। ২৬। এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয় তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয় তথাপি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা সমাপ্ত হয় না, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়। ২৭। এক ব্যক্তির তুল্য বৈ তোমাদিগের সৃজন ও তোমাদিগের সমুত্থাপন নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা *। ২৮। তুমি কি দেখ নাই (হে মোহম্মদ,) যে ঈশ্বর দিবাতে রাত্রি উপস্থিত করেন এবং রাত্রিতে দিবা আনয়ন করেন? এবং তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে অধিকৃত করিয়াছেন, প্রত্যেকে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে চলিয়া থাকে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তোমরা যাহা করিতেছ তাহার জ্ঞাতা। ২৯। ইহা একারণে যে ঈশ্বর তিনিই সত্য এবং একারণে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা

---

* এক ব্যক্তির তুল্য বৈ তোমাদের সৃজন ও তোমাদের সমুত্থাপন নহে," অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কাহার সাহায্য গ্রহণ বা যন্ত্রের প্রয়োজন করে না। তিনি "হউক" এই মাত্র উক্তিতে লক্ষ লক্ষ জগৎ সৃজন করেন। লক্ষ লক্ষ জীবের সৃষ্টি তাঁহার সম্বন্ধে এক জনকে সৃষ্টি করার ন্যায় সহজ। মৃত লোকদিগকে সজীব করিয়া সমুত্থাপন করিতেও তাঁহার কোন আয়োজন উদ্যোগের আবশ্যক করে না। বরং তিনি এস্রাফিল নামক স্বর্গীয় দূতকে এই আদেশ করিবেন যে তুমি বল যেন সকলে কবর হইতে বাহির হয়, এস্রাফিলের এক আহ্বানে সমুদায় লোক কবর হইতে বহির্গত হইবে। (ত, তো,)

যাহাকে আহ্বান করে তাহা অসত্য এবং এ কারণে যে পরমেশ্বর তিনি উন্নত মহান্। ৩০। [র, ৩]

তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বরের প্রসাদে পোত সকল তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতে সাগরে চলিয়া থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক সহিষ্ণু কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৩১। এবং যখন চন্দ্রাতপের ন্যায় তরঙ্গ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, তখন তাহারা তাঁহার [ঈশ্বরের] জন্য ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরকে আহ্বান করিতে থাকে; অনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে স্থলের অভিমুখে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাই তখন তাহাদের কেহ মধ্যপথাবলম্বী হয়, এবং অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ধর্ম্মদ্রোহিগণ ব্যতীত [কেহ] আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে না। ৩২। হে লোক সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, এবং যে দিবস কোন পিতা আপন পুত্রের [শাস্তি] ফিরাইবে না এবং পুত্র স্বীয় পিতার [শাস্তির] কিছুই খণ্ডনকারী হইবে না, তোমরা সেই দিবসকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বরের [শাস্তির] অঙ্গীকার সত্য, অনন্তর যেন পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণা না করে এবং প্রবঞ্চক [শয়তান] যেন ঈশ্বরসম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত না করে * । ৩৩। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটেই কেয়ামতের জ্ঞান আছে, এবং তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন ও গর্ভে যাহা থাকে তিনি তাহা জানেন

---

* "যে দিবস পিতা আপন পুত্রের শাস্তি ফিরাইবে না" এই উক্তি কাফেরদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে; নতুবা বিশ্বাসী পিতা বা সন্তান কেয়ামতের দিনে শফাঅত যোগে পরস্পর সাহায্য করিবেন। (ত, হো,)

এবং কল্য কি উপার্জ্জন করিবে তাহা কোন ব্যক্তি জানে না ও কোন্ স্থানে মরিবে কোন ব্যক্তি জানে না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞ *। ৩৪। [র, ৪]

---

* হারেস বা ওমরের পুত্র ওয়ারেস হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে, "হে মোহম্মদ, বল কখন কেয়ামত প্রকাশিত হইবে? আমি বীজ বপন করিয়াছি কোন্ সময়ে বারিবর্ষণ হইবে, এবং আমার স্ত্রী গর্ভবতী সে পুত্র না কন্যা সন্তান প্রসব করিবে? গতকল্য আমার সম্বন্ধে কি ঘটিয়াছে তাহা আমি জানি, কিন্তু আগামী কল্য কি সঙ্ঘটন হইবে, বল। আমি আপন জন্মস্থান জ্ঞাত আছি, কিন্তু আমার কবর কোথা হইবে জানি না, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা, তুমি তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর।" এই কথাতেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়াছেন। (ত, হো)

সুরা সেজ্‌দা * ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

৩০ আয়ত, ৩ রকু ।

(দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

আদ্যন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্য্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য † । ১ । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে বিশ্বপালক (পরমেশ্বর) হইতেই গ্রন্থের অবতরণ । ২ । তাহারা কি বলিতেছে যে উহা রচনা করিয়াছে? বরং তোমার প্রতিপালক হইতে উহা সত্য হয় যেন তোমার পূর্ব্বে যাহাদের নিকটে কোন ভয় প্রদর্শক উপস্থিত হয় নাই তুমি সেই দলকে (এতদ্দ্বারা) ভয় প্রদর্শন কর, সম্ভবতঃ তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে । ৩ । সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিবসের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর সিংহাসনে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

† মহাত্মা আলি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ঐশ্বরিক গ্রন্থের সারাংশ আছে । কোরাণের সারভাগ ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী । „আলম্‌„ এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর ভাবার্থ আদ্যন্ত মধ্য ইত্যাদি । অর্থাৎ 'অ' এই বর্ণের অর্থ আওল (প্রথম) শব্দ উৎপত্তির আদি স্থান, 'ল' এইবর্ণের অর্থ "লেসান" (রসনা) উৎপত্তিভূমির মধ্যস্থান "ম" ওষ্ঠাধর যোগে উচ্চারিত হয় উহা শেষস্থান । ইহাদ্বারা ইঙ্গিত হইয়াছে যে আদ্যন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্য্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া (দাসের) কর্ত্তব্য । (ত, হো.)

স্থিতি করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই ও পাপ ক্ষমা করার ইচ্ছু নাই, অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ৪। তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কার্য্যের চর্চ্চা করেন, তৎপর তোমাদের গণনানুসারে যাহার পরিমাণ সহস্র বৎসর হয় সেই দিবসে উহা (কার্য্যতঃ) তাহার দিকে সমুত্থিত হইয়া থাকে *। ৫। তিনিই অন্তর্বাহ্যবিদ্ পরাক্রান্ত দয়ালু। ৬। (তিনি) যিনি প্রত্যেক বস্তুকে যাহা সৃজন করিয়াছেন অত্যুত্তমরূপে করিয়াছেন এবং মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ৭। তৎপর তাহার বংশকে নিকৃষ্ট জলের (শুক্রের) সার ভাগ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। ৮। তৎপর তাহাকে সঙ্গঠিত করিয়াছেন ও তন্মধ্যে আপন প্রাণ দ্বারা ফুৎকার করিয়াছেন ও তোমাদিগের জন্য চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় সৃজন করিয়াছেন, তোমরা যে কৃতজ্ঞতা দান কর তাহা অল্প। ৯। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, "যখন আমরা ভূমিগর্ব্বে লুক্কায়িত হইব নিশ্চয় আমরা কি তখন নূতন সৃষ্টির ভিতরে হইব ?" বরং তাহারা আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ১০। তুমি বল (হে মোহম্মদ) যে তোমাদের প্রতি নিয়োজিত হইয়াছে সেই মৃত্যুর দেবতা তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবে, তৎপর আপন প্রতিপালকের দিকেই তোমরা প্রতিগমন করিবে †। ১১। (র, ১)

---

* অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত এক দিবসের মধ্যে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ও পৃথিবী হইতে স্বর্গে চলিয়া যান মনুষ্য গমনাগমন করিলে সহস্র বৎসরের ন্যূন হয় না। যেহেতু স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসরের পথ, সুতরাং অবতরণ ও উত্থানে সহস্র বৎসর। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে মৃত্যুর দেবতা অজ্রাইল আত্মা সকলকে আহ্বান করিয়াথাকেন ও তাহারা উত্তর দান করে, পরে অজ্রাইল স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ

এবং যখন অপরাধিগণ স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে আপনাদের মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে তখন (হে মোহম্মদ,) যদি তুমি দেখ (ভাল হয়,) তাহারা (বলিবে) হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, অনন্তর আমাদিগকে (পৃথিবীতে) ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমরা সৎকর্ম্ম করিব, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী। ১২। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের ধর্ম্মালোক দান করিতাম, কিন্তু আমার (এই) কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে নিশ্চয় আমি একযোগে মানব ও দানবদিগের দ্বারা নরকলোক পূর্ণ করিব। ১৩। অনন্তর তোমরা যে আপনাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছ, তজ্জন্য (শাস্তি) আস্বাদন কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়াছি এবং তোমরা যে কার্য্য করিতেছিলে তজ্জন্য নিত্য শাস্তি আস্বাদন কর। ১৪। ইহা বৈ নহে যে যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যখন তদ্বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় তখন তাহারা প্রণতভাবে অধোমুখে পড়িয়া যায় ও আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করে, এবং তাহারা

করেন যে তোমরা আত্মাদিগকে হস্তগত কর। এমাম আবুঅলয়স বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর দেবতার এক মুখ অগ্নিময়, সেই মুখে তিনি কাফের দিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের আত্মা সকলকে হস্তগত করেন। তাঁহার আবার অন্ধকারের মুখ আছে, তৎসহ তিনি কপট লোকদিগের আত্মা অধিকার করেন, এবং মনুষ্যের মুখ সদৃশ একপ্রকার মুখ আছে, তিনি তদ্‌যোগে বিশ্বাসীর আত্মা হরণ করেন। অজ্রাইলের অপর মুখ জ্যোতির্ম্ময়, তিনি তৎসহযোগে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধু লোকদিগের আত্মা হস্তগত করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুচর দয়া ও দণ্ডের দেবতা। জীবনের হিসাব দান ও দণ্ড পুরস্কার গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের নিকট সকলের প্রতিগমন হইয়া থাকে। (ত, হো,)

অহঙ্কার করে না। ১৫। শয়নালয় হইতে তাহাদের পার্শ্ব দূর হইয়া থাকে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় ও আশাতে ডাকিয়া থাকে ও তাহাদিগকে আমি যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহারা তাহা ব্যয় করে *। ১৬। অনন্তর কোন ব্যক্তি জানে না যে তাহাদের জন্য (তাহাদের) স্নিগ্ধ চক্ষু হইতে কি গোপন করা হইয়াছে, তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় আছে †। ১৭। অবশেষে যাহারা বিশ্বাসী হয় তাহারা কি পাষণ্ডের তুল্য হইয়া থাকে? তুল্য হয় না ‡। ১৮। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে অনন্তর তাহাদের জন্য স্বর্গলোক অবস্থিতি স্থান, তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য আতিথ্য আছে।

---

* মক্কানিবাসী অনেক উপাসকের গৃহ হজরতের উপাসনালয় হইতে দূরে ছিল। যে সময় তাঁহারা সায়ংকালিন সমাজিক উপাসনা হজরতের সঙ্গে সম্পাদন করিতেন তখন নৈশিক উপাসনার সময় পর্য্যন্ত মস্‌জেদে অবস্থিতি করিয়া উপাসনায় রত থাকিতেন, গৃহে গমন করিতেন না, পরে হজরতের সঙ্গে প্রাভাতিক উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল সাধক নিশা জাগরণ করিয়া সাধন ভজন করিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। নিশা কালে যখন সমুদায় লোক নিদ্রায় অচেতন হইত,তখন সেই সাধকগণ সুখশয্যাহইতে পার্শ্বকে সরাইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং দীর্ঘ রজনী বিশ্বপতি পরমেশ্বরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করিতেন। (ত, হো,)

† যাহারা গোপনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদের পুরস্কারও গোপনে প্রদত্ত হয়, তাহাতে কেহ তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন জানিতে পারে না; এবং কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগের প্রাপ্য বিনিময়ের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করে না। (ত, হো,)

‡ অক্‌বার পুত্র অলিদ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলকে বাহুবলে পরাস্ত করিত, তাহাতে তাহার অত্যন্ত অহঙ্কার হয়। সে একদিন গর্ব্বিতভাবে মহাত্মা আলিকে বলে যে

। ১৯। এবং কিন্তু যাহারা পাষণ্ড হইয়াছে তাহাদিগের স্থান অগ্নি, যখন তাহারা ইচ্ছা করিবে যে তাহা হইতে নির্গত হয় তখন তন্মধ্যে প্রত্যানীত হইবে, এবং তাহাদিগকে বলা যাইবে যে যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিতেছিলে তোমরা সেই অগ্নিদণ্ড আস্বাদন কর। ২০। অবশ্য আমি তাহাদিগকে মহা শাস্তি ব্যতীত ক্ষুদ্র শাস্তিও ভোগ করাইব, সম্ভব যে তাহারা ফিরিয়া আসিবে, *। ২১। এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎপর তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের প্রতিশোধকারী। ২২। (র, ২)

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তাহার সাক্ষাৎকার বিষয়ে তুমি সন্দেহের মধ্যে থাকিও না, † এবং এস্রায়িল বংশীয়লোকদিগের জন্য তাহাকে আমি পথপ্রদর্শন করিয়াছি। ২৩। এবং আমি তাহাদিগ হইতে (এস্রায়িল বংশ

আমার বর্ষা তোমার বর্ষাস্ত্র অপেক্ষা দৃঢ়তর, ও আমার বাক্য তোমার বাক্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। তাহাতে আলি বলেন রে পামর,চুপকর,আমার সঙ্গে তোর তুলনা হওয়ার কি অধিকার ও আমার সঙ্গে তোর বাগ্‌বিতণ্ডা করার কি ক্ষমতা? তাহাতে পরমেশ্বর সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

* কবরের শাস্তি ক্ষুদ্র ও নরকের শাস্তি বৃহৎ। মহাত্মা আবুসোলয়মান দারাণী বলিয়াছেন যে সামান্য শাস্তি কোন প্রাপ্য বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, অসামান্য শাস্তি নরকাগ্নিদাহ। পরন্তু উক্ত হইয়াছে যে সামান্য ও অসামান্য শাস্তি ঐহিক দুর্গতি ও পারিত্রিক বিষাদ, অর্থাৎ ইহকালে পাপে পতিত হওয়া এবং পরকালে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ হইতে দূরে পড়া। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর হজরত মোহম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে ইহলোক

হইতে) ধর্ম্মনেতৃগণকে উৎপাদন করিয়াছি, যখন তাহারা সহিষ্ণু হইয়াছিল, তখন আমার আদেশ ক্রমে পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, এবং তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছিল।
২৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ,) তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিল, তিনি তদ্বিষয়ে কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন। ২৫। তাহাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কি প্রকাশ পায় নাই, যে তাহাদের পূর্ব্বে বহুশতাব্দিতে কত (লোককে) আমি সংহার করিয়াছি তাহারা উহাদিগের নিবাসে গমন করিয়া থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে, অনন্তর তাহারা কি শ্রবণ করিতেছে না ? ২৬। তাহারা কি দেখে নাই যে আমি তৃণহীন ক্ষেত্রের দিকে জল চালনা করিয়া থাকি পরে তদ্দ্বারা শস্যক্ষেত্র বাহির করি, তাহারা নিজে ও তাহাদের পশু সকল তাহা হইতে ভক্ষণ করে, অবশেষে তাহারা কি দেখিতেছে না ? ২৭। তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কখন এই জয় হইবে" * ?
২৮। তুমি বল যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, বিজয় লাভের দিবসে তাহাদের বিশ্বাসী হওয়ার ফল দর্শিবে না, এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ২৯। অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে

পরিত্যাগের পূর্ব্বে তুমি মুসাকে দেখিতে পাইবে। এস্থলে তিনি সেই অঙ্গীকারেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন যে তাহার দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না। যখন হজরত সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি আরোহণ ও অবরোহণ কালে মুসাদেবকে ষষ্ঠ স্বর্গে দর্শন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহিগণ ব্যাকুলতার সহিত বলিত সেই জয় যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে কখন হইবে ? শীঘ্র আমাদিগকে প্রদর্শন কর। (ত, হো,)

বিমুখ হও এবং প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষাকারী *। ৩০। (র, ৩)

---

* অর্থাৎ সত্যই ধর্ম্মদ্রোহিগণ প্রতীক্ষা করিতেছে যে তোমার উপর জয় লাভ করে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকেই বিজয়ী করিবেন, তাহাদিগকে নয়। (ত, হো,)

সুরা আহ্‌জাব *।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

৭৩ আয়ত, ৯ রকু।

দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

হে সংবাদপ্রচারক, তুমি ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং ধর্ম্ম-দ্রোহী ও কপটলোকদিগের অনুগত হইও না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞান-

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার অবতরণের কারণ এই যে ধর্ম্মদ্রোহী আবুসুফিয়ান ও অকরমা এবং আবুয়ল্ অউর ওহদের সংগ্রামের পর মক্কা হইতে মদিনাতে আসিয়া কপটপ্রবর এব্‌ন আবুর আলয়ে অবস্থিতি করে। এক দিন তাহারা কতিপয় কপট লোক সমভিব্যাহারে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে যে "তুমি আমাদিগকে লাত ও মনাত দেবতার অর্চ্চনা করিতে দেও, এবং বল যে প্রতিমা সকল কেয়ামতের দিন পাপক্ষমার অনুরোধকারী হয়, তাহা হইলে আমরাও তোমাকে আপন ঈশ্বরের পূজা করিতে দিব।" এই কথা হজরতের নিকটে কঠিন বোধ হইল, তিনি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এবনআবি ও এব্‌নকশির এবং কয়সের পুত্র হদ্‌ব বলিল "হে প্রেরিত পুরুষ, আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিবেন না, ইহার অভ্যন্তরে সমুদায় কল্যাণ স্থিতি করিতেছে।" মহাত্মা ওমর ধর্ম্মের সংরক্ষক ও গৌরববর্দ্ধক ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। ইহা দেখিয়া হজরত বলেন "ওমর, ইহাদিগকে জীবন সম্বন্ধে অভয় দান করা হইয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা উচিত নহে।" তাহাতেই নিম্নবর্ত্তী আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ময় কৌশলময়। ১। এবং তোমার প্রতিপালকহইতে তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তাহার অনুসরণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার তত্ত্বজ্ঞ। ২। এবং ঈশ্বরের প্রতি তুমি নির্ভর কর ও ঈশ্বরই যথেষ্ট সহায়। ৩। ঈশ্বর কোন ব্যক্তির জন্য তাহার শরীরে দুইটি হৃদয় উৎপন্ন করেন নাই, এবং তোমাদের ভার্য্যাগণকে সৃজন করেন নাই যে তাহাদিগ হইতে তোমরা তোমাদের মাতৃগণকে প্রকাশ করিবে, এবং তোমাদের পুত্র সম্বোধন প্রাপ্তব্যক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহা তোমাদিগের নিজ মুখের কথা, এবং ঈশ্বর সত্য বলেন ও তিনি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন *। ৪। তোমরা

* জমিলের পুত্র আবুমামর বুদ্ধিমান্ পুরুষ ছিল। সে সর্ব্বদা বলিত যে আমার বক্ষে দুইটি হৃৎকোষ আছে, মোহম্মদ যাহা বুঝিতে পারে আমি তাহার একটি দ্বারা তদপেক্ষা অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। আরবীয় লোকেরা তাহাকে "জোল্‌কল্‌বয়নে" (দুই হৃদয়ধারী) বলিয়া ডাকিত। যে সময় সে বদরের যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাভিমুখে যাইতেছিল তখন একটি পাদুকা তাহার হস্তে ও একটি চরণে ছিল। ইতিমধ্যে কোরেশদলপতি আবুসুফিয়ান তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, সে বলে "কতক লোক হত হইয়াছে কতক পলায়ন করিয়াছে"। আবুসুফিয়ান বলিল "তোমার পাদুকার একি অবস্থা, এক পাদুকা পদে একটি হস্তে?" আবুমামর তখন দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিল ও বলিল "আমি এই পাদুকাদ্বয়কে চরণে সংলগ্ন বৈ বোধ করিতে ছিলাম না"। ইহা দ্বারা ঈশ্বর তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্ধারিত করেলেন। তাহার যে দুই হৃদয় নাই ইহা প্রতীয়মান হইল। এই বিষয়ে এই আয়তের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বকালে যাহাকে পুত্র বলা হইত সে ঔরস পুত্রের ন্যায় ধনাধিকারী হইত। ঈশ্বর বলিতেছেন যেমন দুই হৃদয় এক দেহে মিলিত হয় না তদ্রূপ এক স্ত্রীতে পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব এবং এক ব্যক্তিতে পুত্র সম্বোধন ও পুত্রত্ব স্থান পায় না। (ত, হো,)

তাহাদের পিতৃসম্বন্ধে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে থাক, ইহা ঈশ্বরের নিকটে সমুচিত, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে অজ্ঞাত থাক তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে তোমাদের ভ্রাতা ও তোমাদের বন্ধু, তোমরা তাহাতে যাহা ভুল করিয়াছ তদ্বিষয়ে তোমাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে তাহাতেই (দোষ) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন *। ৫। সংবাদবাহক বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের জীবন অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ও তাহার পত্নীগণ তাহাদের জননী; এবং

পৌত্তলিকতার সময়ে আরবের কেহ কেহ আপন স্ত্রীকে মা বলিত, তাহাতে সমগ্র জীবন সেই স্ত্রী সেই পুরুষহইতে পৃথক্ থাকিত, উভয়ের মধ্যে মাতৃ পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। এবং কেহ কাহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিত তাহাতে পুত্র সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তি পুত্রের স্থলবর্ত্তী হইত। পরমেশ্বর এই দুই আচরণকে খণ্ডন করিলেন। ভার্য্যাকে মা বলার বৃত্তান্ত সুরা বিশেষে পরে বিবৃত হইবে। এ সকল সম্বন্ধ কথায় হইলেও এতদনুসারে আচরণ হইতে পারে না। এই দুইটি বিষয়ের সঙ্গে দুই হৃদয় ধারণ বিষয়টী সংযুক্ত হইয়াছে। সুনিপুণ সহৃদয় ব্যক্তিকে দুই হৃদয়যুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখ কাহার দুই হৃদয় হয় না। (তা, শা,)

* এই আয়ত জয়দের পুত্র হারসের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। লোকে তাহাকে মোহম্মদের পুত্র জয়দ বলিত। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে জয়দ হজরতের সহধর্ম্মিণী খদিজার দাস ছিল। খদিজা তাহাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হজরত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে থাকেন, তাহাতে লোকে তাহাকে হজরতের পুত্র বলিতে থাকে। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে (তাহাতেই দোষ;) অর্থাৎ ভুল করিলে দোষ নাই, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যে পিতা নয় যদি তাহার প্রতি কেহ পিতৃসম্বন্ধ স্থাপন করে তাহাহইলে অপরাধ হয়। (ত, হো,)

তোমরা যে বন্ধুদিগের প্রতি বিহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাক (সে বিষয়ে) ঐশ্বরিক গ্রন্থে বিশ্বাসিগণ ও ধর্ম্মার্থ দেশত্যাগিগণ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ স্বজনবর্গ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী, ইহা গ্রন্থে লিখিত আছে *। ৬। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি সংবাদপ্রচারকগণ হইতে তাহাদিগের অঙ্গীকার ও তোমা হইতে ও নুহা এবং এব্রাহিম ও মুসা এবং মরয়মের পুত্র ঈসা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম † । ৭। + তাহাতে তিনি সত্যবাদীদি-

* প্রেরিত পুরুষ যে বিষয়ে যাহা কিছু করেন লোকের একান্ত কল্যাণ উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, অন্য লোক অপেক্ষা তিনি অধিকতর লোকহিতৈষী, অতএব আপন জীবন অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর প্রিয় বলিয়া জানা বিশ্বাসীদিগের কর্ত্তব্য। হদিসে হজরত বলিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসী হইবে না যে পর্য্যন্ত আমি তাহার জীবন ও তাহার পিতা মাতা পুত্র কন্যা অপেক্ষা প্রিয়তর না হইব। কথিত আছে যখন হজরত বতুকের সংগ্রামের জন্য উদ্যোগী হইয়া সমুদায় মোসলমানকে যাত্রা করিতে আদেশ করেন তখন অনেকে বলে যে আমরা পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসি। তাহ-তেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। যেহেতু হজরত, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহা-দের জীবন অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী (শ্রেষ্ঠ) অতএব তাঁহার আজ্ঞা অন্য সকলের আজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা তাহাদের উচিত। আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি যে প্রেম তদপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রেম হওয়া বিধেয়। কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে যে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের পিতা, এবং তাঁহার ভার্য্যা তাহাদের মাতা।" যেহেতু বিশ্বাসীমণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পুরুষের একান্ত স্নেহ ও দয়া। (ত, হো,)

† এ সকল বিষয়ে প্রেরিত পুরুষদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করা হইয়াছিল, যথা তাঁহারা পরমেশ্বরকে পূজা করিবেন, ঈশ্বরের অর্চ্চনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিবেন, মণ্ডলীকে উপদেশ দিবেন, এবং তাঁহার পরে যে কোন প্রেরিত

গের (প্রেরিতপুরুষদিগের) নিকটে তাহাদের সত্যবাদিতা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, এবং তিনি ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য ক্লেশকর দণ্ড সজ্জিত রাখিয়াছেন। ৮। র, ১।

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল তখন আমি তাহাদিগের উপরে বাত্যা ও সেনাবৃন্দ (দেবসৈন্য) প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা তাহা দেখ নাই, এবং তোমরা যাহা করিতে থাক ঈশ্বর তাহার দর্শক *। ৯। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে (সৈন্য সকল) তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং যখন (তোমাদের) চক্ষু সকল বক্র হইয়া গেল এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইল ও তোমরা

পুরুষের অভ্যুদয় হইবে, তাঁহার সংবাদ দান করিবেন। এই অঙ্গীকার পেগাম্বর-দিগের সম্বন্ধে সৃষ্টি কালেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (ত, হো,)

* হজরতের মদিনা প্রস্থানের চতুর্থ বৎসরে মদিনা হইতে তাড়িত নজির বংশীয় ইহুদি সম্প্রদায় কোরেশ ও করায়া ও গত্‌ফান জাতিকে এবং মদিনার নিকটবর্ত্তী করিজা বংশীয় লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া হজরতকে যাইয়া আক্রমণ করে, তাহারা বার সহস্র ছিল, হজরতের অনুচর মোসলমান তিন সহস্র মাত্র ছিল। মদিনা নগরের বহির্ভাগে শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। শিবিরের প্রান্ত ভাগে পরিখা খাত হয়, বিপক্ষদল সম্মুখীন হইলে দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে হজরতের সেনাদিগের যুদ্ধ হইতে থাকে। প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত সংগ্রাম হয়। তন্মধ্যে এক দিন রাত্রিতে পরমেশ্বর কাফের সৈন্যদলের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করেন, বাত্যাবলে তাহাদের পট মণ্ডপ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় অশ্বযূথ বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করে, সৈন্য সকল যার পর নাই দুর্দ্দশাপন্ন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অগত্যা পলায়ন করিয়া যায়। এই সংগ্রামকে খন্দকের (পরিখার) সংগ্রাম বলে। (ত, শা,)

ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা কল্পনায় কল্পনা করিতেছিলে *। ১০। সেই স্থানে বিশ্বাসিগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল ও কঠিন সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইয়াছিল। ১১। এবং (স্মরণ কর,) যখন কপট লোকেরা ও যাহাদের অন্তরে রোগ তাহারা বলিতেছিল যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আমাদের নিকটে প্রবঞ্চনা করা বৈ কোন অঙ্গীকার করেন নাই। ১২। এবং (স্মরণ কর) যখন তাহাদের এক দল বলিল "হে মদিনা নিবাসিগণ, তোমাদের জন্য স্থান নাই, অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও;" এবং তাহাদের এক দল সংবাদবাহকের নিকটে অনুমতি চাহিল, বলিতে লাগিল "নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্য আছে;" বস্তুতঃ তাহা শূন্য নয়, তাহারা পলায়ন করা বৈ ইচ্ছা করিতেছিল না †। ১৩। এবং যদি (কাফের সৈন্য) তাহার

* উপর ও নিম্ন হইতে সৈন্য উপস্থিত হওয়ার অর্থ মদিনার পূর্ব্ব দিক্ যে উচ্চ ভূমি পশ্চিম দিক্ যে নিম্ন ভূমি এই দুই দিক্ হইতে সৈন্য আগমন করা। ভয়েতে মোসলমান সেনাদিগের চক্ষু বাঁকিয়া গিয়াছিল ও প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এবং অল্প বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাসের কথা বলিতে ছিল। (ত, শা,)

† করতার পুত্র ওস্ ও আবু অরাবা প্রভৃতি কপট লোকেরা মদিনাবাসীদিগকে বলিয়াছিল যে তোমাদের জন্য মোহম্মদের শিবিরে থাকিবার স্থান নাই, অথবা এই স্থানে তোমাদের বিলম্ব করা সঙ্গত নয়, অতএব মদিনা স্থিত আপন আপন গৃহে চলিয়া যাও; কিং বা এস্‌লাম ধর্ম্মে স্থিতি করা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়, মোহম্মদকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া তোমরা স্বীয় পৈত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয় পুনর্গ্রহণ কর। হজরতের নিকটে হারসা ও সলমার সন্তানগণ বলিয়াছিল যে আমাদের গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করে এমন লোক নাই, অনুমতি কর আমরা চলিয়া যাই ও শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহকে রক্ষা করি। বস্তুতঃ গৃহ শূন্য বা অদৃঢ় ছিল না, বরং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল, তাহারা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় এরূপ বলিয়াছিল। (ত, হো,)

(মদিনার) প্রান্ত হইতে তাহাদের (কপটদিগের) প্রতি (মদিনায়) প্রবেশ করে, তৎপর বিপ্লব প্রার্থনা করে, তবে অবশ্য তাহারা তাহা দিবে, এবং তৎসম্বন্ধে অল্প লোকে বৈ বিলম্ব করিবে না *। ১৪। এবং সত্য সত্যই তাহারা ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছে যে পিঠ ফিরাইবে না, এবং ঈশ্বরের অঙ্গীকার (পালন বিষয়ে) তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ১৫। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা হত্যা ও মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই পলায়ন তোমাদিগকে লাভমান করিবে না এবং তখন অল্প বৈ তোমাদিগকে ফলভোগী করা হইবে না। ১৬। তুমি বল সে কে যে তোমাদিগকে ঈশ্বর হইতে রক্ষা করিবে? যদি তিনি তোমাদের সম্বন্ধে অকল্যাণ বিধান করেন, ঈশ্বর ব্যতীত সহায় ও বন্ধু পাইবে না †। ১৭। নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগের নিবৃত্তকারীদিগকে ও আমাদের নিকটে এস (বলিয়া) আপন "ভাই" সম্বোধনকারীদিগকে জ্ঞাত আছেন, এবং তাহারা অল্প বৈ যুদ্ধে উপস্থিত হয় না ‡। ১৮। + তাহারা

* অর্থাৎ যদি কাফের সৈন্যদল একযোগে মদিনায় প্রবেশ করিয়া কপট লোকদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিপ্লব প্রার্থনা করে, যথা তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মগ্রহণ ও মোসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অনুরোধ করে, তবে তাহারা তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি ঈশ্বর তোমাদের অকল্যাণ ও পরাজয় ইচ্ছা করেন, অথবা তোমাদিগকে সম্পদ ও বিজয় দানে উদ্যত হন তবে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? (ত, হো,)

‡ এক ব্যক্তি হজরতের শিবির হইতে মদিনায় চলিয়া গিয়া আপন সহোদর ভ্রাতাকে দেখিয়াছিল যে সে নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তাহাকে বলে "ভ্রাতঃ, তুমি এখানে আমোদ আহ্লাদ করিতেছ

তোমাদের সম্বন্ধে (সাহায্য দানে) কৃপণ, অনন্তর যখন ভয় উপস্থিত হইবে তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে তাহারা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে, যাহার উপরে মৃত্যুর মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার ন্যায় তাহাদের চক্ষু ঘূরিতেছে. পরে যখন ভয় চলিয়া যাইবে তখন তাহারা কল্যাণ সম্বন্ধে কৃপণ হওত তীক্ষ্ণ রসনায় তোমাদিগকে কটূক্তি করিবে, এই সকল লোক বিশ্বাস করে না, অনন্তর ঈশ্বর তাহাদের (ধর্ম্ম) কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত করিয়াছেন, এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়। ১৯। তাহারা মনে করে যে (কাফের) সৈন্যদল চলিয়া যায় নাই, এবং যদি সেই সৈন্যগণ উপস্থিত হয় তখন তাহারা (এই) অনুরাগ প্রকাশ করে যে যদি তাহারা প্রান্তরে বাস করিত ও তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত তবে (ভাল ছিল,) এবং যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তবে তাহারা অল্প বৈ সংগ্রাম করে না *। ২০। (র, ২)

এ দিকে প্রেরিত মহাপুরুষ রণক্ষেত্রে করবাল সহ ক্রীড়া করিতেছেন"। এই কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল "তুমিও এখানে আসিয়া বসিয়া থাক, তোমাকে ও তোমার বন্ধুদিগকে বিপদে ঘেরিয়াছে, মোহম্মদ কখন এই বিপদের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার পাইবে না।" ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া সে হজরতের নিকটে চলিয়া যায়, এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করে। তখনই জেব্রিলযোগে তিনি এই আয়ত প্রাপ্ত হন। আবুসুফিয়ান কিংবা ইহুদিগণ কপটলোকদিগকে বলিতেছিল যে তোমরা আপনাদিগকে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করিও না, মোহম্মদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর। তাহারা এই কথায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যায়। তাহাতেই "তাহারা অল্প বৈ যুদ্ধে উপস্থিত হয় না"। এই উক্তি হয়। (ত,হো.)

* অর্থাৎ কপটলোকদিগের ভয় ও কাপুরুষতা এত দূর ছিল যে বিদ্রোহীসৈন্যগণ পলায়ন করিয়া গেলেও তখন পর্য্যন্ত তাহারা মনে করে যে সেই সেনাদল মদিনা নগর ঘেরিয়া যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতেছে, পুনর্ব্বার বা উপস্থিত

সত্য সত্যই তোমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের প্রতি অনুসরণই কল্যাণ হয়, যাহারা ঈশ্বরকে ও অন্তিম দিবসকে আশা করে এবং প্রচুর রূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে (ইহা কল্যাণ হয়) * । ২১ । এবং যখন বিশ্বাসিগণ (কাফের) সৈন্য দলকে দেখিল বলিল "যাহা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ইহাই তাহা, এবং পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ সত্য বলিয়াছেন," এবং (ইহা) তাহাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৈ বৃদ্ধি করে নাই † । ২২ । বিশ্বাসীদিগের মধ্যে কতক লোক আছে যে ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা প্রমাণিত করিল, পুনশ্চ তাহাদের কেহ আপন সঙ্কল্পকে পূর্ণ করিল এবং তাহাদের কেহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং কোন পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন

হইয়া যুদ্ধ করে এই ভয়ে তাহারা ইচ্ছা করিত যে নগর ছাড়িয়া যদি প্রান্তরে থাকিতাম ভাল ছিল, পথিক লোকদিগকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতাম। (ত, হো,)

* অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ সংগ্রামে অটল ক্লেশ বিপদে অত্যন্ত সহিষ্ণু অথবা তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক সদ্গুণ আছে তোমরাও তদ্রূপ হও। (ত, হো,)

† হজরত মোহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে কাফের সৈন্যদলের আক্রমণের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া বলিয়া ছিলেন যে তাহারা দল বদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইলে তোমাদের ঘোরতর সঙ্কট হইবে, কিন্তু পরিণামে তাহাদের উপরে তোমাদিগের জয় লাভ নিশ্চিত। তখন কাফের সৈন্যদলকে দেখিয়া বিশ্বাসী লোকেরা বলেন যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ যথার্থ বলিয়াছেন, আমরা বাধ্য অনুগত থাকিব। (ত, হো,)

করিল না। * । ২৩। + তাহাতেই ঈশ্বর সত্যাবলম্বী দিগকে তাহাদের সত্যের অনুরোধে পুরস্কার বিধান করেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন কপটলোক দিগকে শাস্তি দেন অথবা তাহাদের প্রতি (অনুগ্রহপূর্ব্বক) ফিরিয়া আইসেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২৪। এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগকে পরমেশ্বর তাহাদের ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হইল না, পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যুদ্ধে লাভ দেখাইলেন ; এবং ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত হন ণ। ২৫। এবং গ্রন্থাধিকারী

* কথিত আছে যে হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের এক দল, যথা হমজা, মসাব, ওস্মান, তল্হা এবং ওনস্ প্রভৃতি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হজরতের সঙ্গে থাকিয়া দৃঢতার সহিত যুদ্ধ করিবে, বিশ্রাম করিবে না, বরং প্রাণ দিবে। পরমেশ্বর তাহাতেই বলেন, তাহারা আপনাদের কথা প্রমাণিত করিল। কেহ কেহ আপনাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করিলেন, যথা হমজা ও মসাব যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন, কেহ কেহ যথা ওসমান ও তলহা যুদ্ধ স্থলে অপ্রতিহতভাবে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিলেন, স্বীয় অঙ্গীকারকে অন্যথা হইতে কথার ব্যতিক্রম হইতে দিলেন না। (ত, হো,)

\+ কাফের সৈন্যদল বিংশতি বা সপ্তবিংশতি দিবস মদিনার বহির্ভাগে স্থিতি করিয়াছিল। দিবা ভাগে তাহারা পরিখার পার্শ্বে আসিত, তখন উভয় দল পরস্পর বান ও প্রস্তর বর্ষণ করিত। রাত্রি কালে কাফেরগণ হঠাৎ আক্রমণের চেষ্টা পাইত, হজরত কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া তাহা নিবারণে নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন অবিদের পুত্র ওমর যে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিল, শত্রু সৈন্য দলের অপর চারি জন বীর পুরুষকে সঙ্গে করিয়া পরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এস্লাম সৈন্য-দিগের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হয়, তখন ওমর আলির হস্তে প্রাণত্যাগ করে, তাহার সহচর নওফলনামক বীর পুরুষও নিহত হয়। ইহাতে কাফেরগণ হতোদ্যম হইয়া পড়ে। হজরত তিন দিন ক্রমাগত মসজেদে বিজয় লাভের

দিগের যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল তিনি তাহা-দিগকে তাহাদের দুর্গসকলহইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমরা তাহাদের এক দলকে হত্যা এক দলকে বন্দী করিতেছিলে *।,২৬। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূমি ও তাহাদের আলয় ও তাহাদের সম্পত্তি সকলের উত্তরাধিকারী করিলেন (পরিশেষে) সেই ভূমি দিলেন যথায় তোমরা পদার্পণ কর নাই, এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতা-শালী †। ২৭। (র, ৩)

প্রার্থনা করিতে থাকেন, তৃতীয় দিবস বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর হজরতের আনুকূল্য বিধানে বায়ুকে নিযুক্ত করেন, বায়ু রাত্রিকালে বিদ্রোহী সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে থাকে, দেবতারা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের পটমণ্ডপের রজ্জু সকল ছেদন করেন, স্তম্ভ সকল উৎপাটন করিয়া ফেলেন, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিয়া যায়, হজরতের পক্ষে জয় লাভ হয়। (ত, হো,)

* কাফেরগণ পলায়ন করিলে পর করিজা বংশীয় লোকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ হয়, যেহেতু তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া উক্ত বিদ্রোহী সৈন্যদলের সাহায্য করিয়াছিল। এস্লাম সৈন্য পনর দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া একান্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল। মাজের পুত্র সাদ মোসলমান দিগের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন, তিনি করিজা বংশীয় পুরুষদিগকে বধ করিলেন, বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে দাসদাসী করিয়া লইলেন. তাহাদের ধনসম্পত্তি মোসলমানদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন। পরে হজরত মোহম্মদ সাদকে বলিলেন তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছ, ঈশ্বরও স্বর্গ হইতে সেই প্রকার আজ্ঞা প্রচার করিয়া-ছেন। এই আয়তে তাহারই উল্লেখ হইল। (ত, হো,

† "সেই ভূমি দিলেন যথায় তোমরা পদার্পণ কর নাই" অর্থাৎ রোম ও পারস্য রাজ্য পরে তোমাদিগকে প্রদান করিলেন। (ত, হো,)

হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভার্য্যাদিগকে বল, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তাহার শোভা অভিলাষ করিয়া থাক তবে এস, যে তোমাদিগকে (তাহার) ফলভোগ করাইব এবং তোমাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিব *। ২৮। এবং যদি তোমরা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে এবং পারলৌকিক আলয়কে কামনা কর, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে সাধ্বী নারীদিগের জন্য মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ২৯। হে সংবাদবাহকের পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে তাহার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং ইহা ঈশ্বরের নিকটে সহজ হয়। ৩০। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবাহিকা হইবে ও সৎকর্ম্ম করিবে তাহাকে আমি দুই বার তাহার পুরস্কার দান করিব এবং তাহার জন্য আমি উৎকৃষ্ট জীবিকা সঞ্চয় রাখিব। ৩১। হে সংবাদবাহকের সহধর্ম্মিণীগণ, যেমন অন্য প্রত্যেক নারী তোমারা সেরূপ নও, যদি তোমরা সাধুতা রক্ষা কর তবে কথায় নম্র হইওনা, তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে, এবং তোমরা বৈধ বাক্য বলিও। ৩২। এবং তোমরা আপন

---

* মদিনা প্রস্থানের নবম বৎসরে হজরত স্বীয় পত্নীগণ হইতে বিছিন্ন হইয়াছিলেন ও শপথ করিয়াছিলেন যে এক মাস কাল তাঁহাদের সঙ্গ করিবেন না, কারণ এই যে তাঁহারা তাঁহার সাধ্যাতীত বস্ত্রাদি প্রার্থনা করিতেছিলেন, যথা ইমনের বিচিত্র বসন ও মেসরের পট্টবস্ত্র এবং এইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর প্রতি তাঁহাদের লোভ হইয়াছিল। এ সকল হজরতের হস্তায়ত্ত ছিলনা। তিনি তাঁহাদের কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং এক মসজেদে যাইয়া বসিয়া থাকেন, উনত্রিশ দিবসের পরে তিনি এই আয়ত প্রাপ্ত হন। (ত, হো,)

আপন গৃহ সকলে স্থিতি করিতে থাক ও পূর্ব্বতন মূর্খতার বেশ বিন্যাসের (ন্যায়) বেশ বিন্যাস করিও না, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, ও জকাত দান কর এবং ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য কর, হে নিকেতননিবাসিগণ, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদিগ হইতে যে অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন ইহা বৈ নহে, এবং তিনি শুদ্ধতায় তোমাদিগকে শুদ্ধ করিবেন *। ৩৩। এবং তোমাদের নিকেতন সম্বন্ধে বিজ্ঞানও ঈশ্বরের নিদর্শন

---

* "পূর্ব্বতন মূর্খতা" এব্রাহিমের সময়ের মূর্খতা, সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরা মণিমুক্তাখচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া পুরুষদিগের নিকটে যাইয়া হাব ভাব প্রকাশ করিত। পরবর্ত্তি মূর্খতা মহাপুরুষ ঈসার পর হইতে হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত। আয়শা, ওম্মসলমা এবং আবু সয়িদ, খজরি ও মালেকের পুত্র ওন্‌স বলিয়াছেন যে ফাতেমা ও আলি এবং হোসন ও হোসেন এই চারিজন নিকেতন বাসীর মধ্যে গণ্য, অনেকের মত এই যে হজরতের সহধর্ম্মিণীমাত্রই নিকেতন বাসীর মধ্যে পরিগণিত। ওম্ম সলমা বলিয়াছেন যে একদিন আমার আলয়ে এক কম্বলের উপরে হজরত উপবিষ্ট আছেন' ইতিমধ্যে ফাতেমা উপস্থিত হন, তিনি হজরতের জন্য ব্যঞ্জনাদি আনিয়াছিলেন। হজরত বলিলেন "ফাতেমা" আলি ও তোমার সন্তানদ্বয়কে ডাকিয়া আন, এই পাত্রে একত্র ভোজন করা যাইবে।" ভোজন হইলে পর কম্বলের এক অংশ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন "হে ঈশ্বর" ইহারা আমার নিকেতন বাসী, ইহাদিগকে কলঙ্কশূন্য কর, পবিত্র রাখ। তখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। ওম্ম সলমা বলিতেছেন, সেই সময়ে আমিও স্বীয় মস্তক কম্বলের নিম্নে স্থাপন করিলাম এবং বলিলাম "হে প্রেরিত পুরুষ' আমি কি তোমার নিকেতনবাসিনী নহি?" তাহাতে তিনি বলেন "নিশ্চয় তুমি এ কল্যাণাশ্রিতা।" এতদনুসারে নিকেতন বাসী পাঁচ জন হয়। যখনই হজরত ফাতেমার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইতেন তখনই এই আয়তাংশ বলিতেন "হে নিকেতন বাসিগণ তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদিগের অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন ইহা বৈ নহে, এবং তিনি শুদ্ধতায় তোমাদিগকে শুদ্ধ করিবেন।' (ত, হো,)

সকলে যাহা কিছু পড়া হয় তাহা তোমরা স্মরণ করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর কোমল ও জ্ঞানবান্ হন। ৩৪। (র, ৪)

নিশ্চয় মোসলমান পুরুষ ও মোসলমান নারীগণ এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারীগণ এবং সত্যবাদী ও সত্যবাদিনীগণ এবং ধৈর্য্যশীল ও ধৈর্য্যশীলাগণ এবং বিনম্র ও বিনম্রাগণ এবং ধর্ম্মার্থ দাতা ও দাত্রীগণ এবং উপবাসব্রতধারী ও উপবাসব্রতধারিণীগণ এবং স্বীয় ইন্দ্রিয় সংযমনকারী ও সংযমনকারিণীগণ এবং ঈশ্বরকে প্রচুরস্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ তাহাদের জন্য ঈশ্বর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ৩৫। এবং যখন পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কোন কার্য্যের আদেশ করেন তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে উচিত নয় যে তাহাদের জন্য আপন কার্য্যের ক্ষমতা থাকে; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করে পরে সে নিশ্চয় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয় *। ৩৬। (স্মরণ কর) যাহার প্রতি ঈশ্বর সম্পদ বিধান করিয়াছেন

---

* হজরত মোহম্মদ হজ্জশের কন্যা জয়নবকে হারসের পুত্র জয়দের সঙ্গে বিবাহ দানের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে জয়নব হজরত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন, মনে করিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পাইলেন জয়দের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত, তখন অসম্মত হইলেন। তিনি পরমা সুন্দরী ও হজরতের পিতৃস্বস্কন্যা ছিলেন, বলিলেন, "আমি কেন একজন সামান্য লোকের পত্নী হইব?" তাঁহার ভ্রাতা অবদোল্লাও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। এতদুপলক্ষে পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। এই আয়ত প্রচার হইলে জয়নব ও তাঁহার ভ্রাতা সম্মতি দান করেন এবং উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রভু পরমেশ্বর হজরতকে জ্ঞাপন করেন যে জয়নব তোমার পত্নী হইবে এরূপ বিধি হইয়া গিয়াছে। অনন্তর জয়দ ও জয়নবের মধ্যে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হয়, জয়দ

ও যাহার প্রতি তুমি সম্পদ বিধান করিয়াছ তাহাকে যখন তুমি বলিলে যে "আপন স্ত্রীকে তুমি আপনার নিকটে রক্ষা কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও;" এবং ঈশ্বর যাহার প্রকাশক তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে ভয় করিতেছিলে; এবং ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে তুমি তাঁহাকে ভয় করিবে; অনন্তর যখন জয়দ তাহা হইতে (জয়নব হইতে) প্রয়োজন সিদ্ধ করিল তখন আমি তাহাকে তোমার ভার্য্যা করিয়া দিলাম, তাহাতে বিশ্বাসী দিগের সম্বন্ধে আপন (পুত্র) সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ভার্য্যাগণের বিবাহের প্রতি যখন তাহারা তাহাদিগহইতে প্রয়োজন সিদ্ধ করে তখন অন্যায় হইবে না, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাই সম্পাদিত হয় *। ৩৭। তত্ত্ববাহকের

অনেক বার জয়দ বকে বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, হজরত তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখেন। (ত, হো,)

* পরিশেষে জয়দ জয়নবকে বর্জ্জন করেন। বিহিত সময় অতীত হইলে হজরতের পক্ষ হইতে লোক যাইয়া জয়নবের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে। জয়নব হজরতের পত্নী হইবে ভাবিয়া মগ্ন আহ্লাদে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, এবং দুই বার নমাজ পড়িয়া বলেন "পরমেশ্বর' তোমার প্রেরিত পুরুষ আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার উপযুক্ত হই, তবে আমাকে সম্প্রদান-কর"। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। হজরত জয়দকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ লোকভয়ে তিনি জয়দের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন যে "ঈশ্বর যাহার (যে অভিপ্রায়ের) প্রকাশক তাহাকে (সেই অভিপ্রায়কে) তুমি স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে ভয় করিতেছিলে এবং ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে তুমি তাঁহাকে ভয় করিবে" ইত্যাদি। এই উক্তির পরে তিনি জয়নবকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হন। "তাহাদিগহইতে প্রয়োজন সিদ্ধি করে" ইহার অর্থ তাহাদিগকে অর্থাৎ পত্নীগণকে পরিত্যাগ করে। (ত, হো,)

জন্য ঈশ্বর যাহা বিধি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন অন্যায় নয়, (বরং) পূর্ব্বে যাহারা চলিয়া গিয়াছে সেই (প্রেরিত পুরুষ-দিগের) প্রতি ঈশ্বরের বিধি (এই রূপ হইয়াছে,) এবং ঈশ্বরের কার্য্য পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়। ৩৮। যাহারা ঈশ্বরের সংবাদ সকল প্রচার করে এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে ও ঈশ্বরকে বৈ কোন ব্যক্তিকে ভয় করে না (তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কার্য্য পরিমাণে নিরূপিত হয়,) ঈশ্বরই যথেষ্ট হিসাবকারী। ৩৯। মোহম্মদ তোমাদের পুরুষদিগের কাহার পিতা নহে, কিন্তু সে ঈশ্বরের প্রেরিত ও সংবাদবাহকদিগের শেষ, এবং ঈশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ৪০। (র, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা প্রচুর স্মরণে ঈশ্বরকে স্মরণ কর *। ৪১। এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা তাঁহাকে স্তুতি করিতে থাক। ৪২। তিনিই

জয়নব মহা কুলোদ্ভবা হজরতের পিতৃস্বস্থকন্যা ছিলেন। হজরত ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে হারসের পুত্র জয়দের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। জয়দ আরব্য লোক ছিলেন, বাল্যকাল তাঁহাকে আরবের কোন প্রদেশ হইতে এক দুর্ব্বৃত্ত হরণ করিয়া মক্কানগরে লইয়া যায়। হজরত মূল্য দানে তাঁহাকে ক্রয় করেন। যখন তাঁহার দশবৎসর বয়ঃক্রম তখন তদীয় পিতা ও ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহে। হজরতও সম্মতি দান করেন, কিন্তু তিনি পিতার সঙ্গে গৃহে যাইতে অসম্মত হন। এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে জয়দকে হজরত স্নেহপ্রকাশে পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। জয়দ ও জয়নব এবং বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই কয়েক আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, শা,)

* অন্তরে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করাই প্রচুর ঈশ্বর স্মরণ করা। কেহ কেহ বলেন প্রচুররূপে ঈশ্বর স্মরণ অর্থে ঈশ্বরকে প্রীতি করা বুঝায়। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে প্রেম করে সে তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া থাকে। বহু স্মরণই প্রেমের লক্ষণ, প্রেম ইচ্ছা করে না যে জিহ্বা প্রেমাস্পদের প্রসঙ্গহইতে ও মন তাঁহার মনন হইতে নিবৃত্ত থাকে। (ত, হো,)

যিনি তোমাদিগের প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন ও তাঁহার দেবগণ করিয়া থাকে, যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির করেন, এবং তিনি বিশ্বাসিগণের প্রতি দয়ালু *। ৪৩। যে দিবস তাহারা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেই দিবস (তাঁহা হইতে) তাহাদের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ সলাম (শান্তি) হইবে † এবং তাহাদের জন্য তিনি উত্তম পুরস্কার সজ্জিত করিয়াছেন। ৪৪। হে সংবাদবাহক, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদ প্রচারক ও ভয়প্রদর্শক এবং ঈশ্বরের দিকে তাঁহার আদেশক্রমে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বলদীপ স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি ‡। ৪৫।

---

* অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে লইয়া যাওয়ার অর্থ পাপরূপ অন্ধকার হইতে ঈশ্বরানুগত্য রূপ জ্যোতিতে, বা সংশয় হইতে বিশ্বাসে লইয়া যাওয়া। বহরোল্ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে শারীরিক ভাবরূপ অন্ধকার হইতে আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে লইয়া যাওয়া এই উক্তির তাৎপর্য্য। (ত, হো,)

† "যে দিবস তাহারা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে" এ স্থলে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অধিপতি অজ্‌রায়িলের সঙ্গে সাক্ষাৎকরা বুঝাইবে। (ত, হো,)

‡ হজরতকে উজ্জ্বলদীপ স্বরূপ এজন্য বলা হইয়াছে যে দীপ অন্ধকার নিবারণ করে, হজরতের বিদ্যমানতার জ্যোতিও ধর্ম্মদ্রোহিতারূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছে। পরন্ত গৃহে যাহা হারাইয়া যায় দীপের আলোকে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যে সকল সত্য লোকের নিকট প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত ছিল এই মোহম্মদ রূপ দীপের জ্যোতিতে সেই সকল প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ গৃহস্থের শান্তি নির্ভয় ও আরামের কারণ এবং চোরের শাস্তিভয় ও উদ্বেগের কারণ দীপ। তদ্রূপ হজরতও বিশ্বাসীদিগের শান্তি সৌভাগ্য গৌরবের কারণ এবং অবিশ্বাসীদিগের খেদ ও অপমানের হেতু। তিনি অন্য অন্য সাধারণ দীপের তুল্য নহেন, সেই সকল দীপ কখন প্রদীপ্ত কখন নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু তিনি আদ্যোপান্ত জ্যোতি দান করেন। অন্য দীপ বাতাহত হইয়া নিবিয়া যায়, কিন্তু কোন ব্যক্তি

+৪৬। এবং তুমি বিশ্বাসী দিগকে এই সুসংবাদ দান কর যে তাহাদের জন্য পরমেশ্বর হইতে মহা অনুগ্রহ আছে। ৪৭। এবং তুমি ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের ও কপট লোক দিগের অনুগত হইও না ও তাহাদিগকে যন্ত্রণা দানে বিরত থাক এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, এবং ঈশ্বরই যথেষ্ট কার্য্যসম্পাদক। ৪৮। হে বিশ্বাসী লোক সকল,যখন তোমরা বিশ্বসিনী নারীদিগকে বিবাহ কর তৎপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রতি হস্ত পঁহুছিবার পূর্ব্বে বর্জন কর তখন তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের দিন গণনা নয় যে তোমরা তাহা গণনা করিবে, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে ধন দান করিও এবং তাহাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিও * । ৪৯। হে তত্ত্ববাহক, নিশ্চয় আমি তোমার ভার্য্যাদিগকে যাহাদিগকে তুমি

তাঁহার জ্যোতিকে পরাস্ত করিতে পারে না। লোকে দীপ রাত্রিতে প্রজ্বলিত করে, দিবাভাগে নয়। হজরত সত্যপ্রচার রূপ জ্যোতিতে সংসার রূপ রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন, কেয়ামতের দিনেও শফাঅত (পাপক্ষমার অনুরোধ) রূপ মোশাল দ্বারা জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন। সূর্য্যকে দীপ ও প্রেরিত-পুরুষ মোহম্মদকেও দীপ বলা হইয়া থাকে। উহা আকাশের দীপ, ইনি অধ্যাত্ম জগতের দীপ, উহা পৃথিবীর দীপ, ইনি ধর্ম্মের দীপ; উহা গগনমণ্ডলের দীপ, ইনি দেবমণ্ডলীর দীপ; উহা ভৌতিক দীপ, ইনি আধ্যাত্মিক দীপ; সেই দীপের অভ্যুদয়ে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই দীপের প্রকাশে লোকের অন্তশ্চক্ষু বিকশিত হয়। (ত, হো,)

* যদি কোন পুরুষ সহবাসের পূর্ব্বে স্ত্রীবর্জ্জন করে তখন তাহার মহর বন্ধন অর্থাৎ স্বামীর দেয় স্ত্রীধন নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিলে তাহাকে নির্দ্ধারিত ধনের অর্দ্ধেক দিবে, মহর বন্ধন না হইয়া থাকিলে কিছু ধন দান করিবে, অর্থাৎ একজোড়া বস্ত্র দিবে। তখন সে ইচ্ছা করিলে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে, এত দিনের পর তাহার বিবাহ হইবে এরূপ কোন সময় তাহার পক্ষে

তাহাদের (প্রাপ্য) স্ত্রীধন দান করিয়াছ এবং (কাফের দিগের সম্পত্তি হইতে) ঈশ্বর যাহা তোমার প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা অধিকার করিয়াছে সেই (দাসী) এবং তোমার পিতৃব্যের কন্যাগণ ও তোমার পিতৃব্য পত্নীর কন্যাগণ এবং তোমার মাতুলের কন্যাগণ ও তোমার মাতুল পত্নীর কন্যাগণ যাহারা তোমার সঙ্গে দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং বিশ্বাসিনী নারী যদি সে তত্ত্ববাহকের জন্য আপন জীবন দান করে, যদি তাহাকে বিবাহ করিতে তত্ত্ববাহক ইচ্ছা করে, (এসকলকে) তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি; (অন্য) বিশ্বাসিগণ ব্যতীত (ইহা) তোমার জন্য বিশেষ হইয়াছে; নিশ্চয় আমি তাহাদের ভার্য্যাগণের সম্বন্ধে ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রতি যাহা ব্যবস্থা করিয়াছি জ্ঞাত আছি, (সহজ করিলাম,) যেন তোমার সম্বন্ধে কোন সঙ্কট নাহয় এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন *। ৫০।

নির্দ্ধারিত হইবে না। সেই স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনবাস হইয়া থাকিলে কিন্তু তাহাতে সহবাস হয় নাই এমন অবস্থা হইলেও তাহাকে মহর বন্ধনের পূর্ণ অর্থ দান করিতে হইবে। হজরত এক নারীকে বিবাহ করিয়া যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হন তখন সে বলিতে থাকে যে, ঈশ্বর তোমাকে নিবৃত্ত রাখুন, তখন হজরত তাহাকে বর্জ্জন করেন। হয়তো এতদুপলক্ষেই সাধারণ বিশ্বাসীদিগকে উল্লেখ করিয়া এই উক্তি হইয়াছে। এই বিধি বিশেষভাবে প্রেরিত পুরুষের প্রতি নহে, সাধারণ মোসলমানের প্রতি এই বিধি। (ত, শা,)

* অর্থাৎ যে সমস্ত নারী কাবিনের নিয়মে হে মোহম্মদ, এইক্ষণ তোমার উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে তাহারা কোরেশ হৌক বা মোহাজ্বের (দেশত্যাগী) সম্প্রদায়স্থ হৌক অথবা অন্য কোন দলের হৌক না কেন তোমার পক্ষে বৈধ। এবং মাতুলের ও পিতৃব্যের কন্যাগণ কোরেশ জাতির অন্তর্গত হইলেও তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করিয়া থাকিলে বৈধ, অন্যথা অবৈধ। যে স্ত্রী কাবিন ব্যতিরেকে আপ-

সেই (ভার্য্যাদের) মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর তুমি দূরে রাখিবে ও যাহাকে ইচ্ছা কর নিকটে স্থান দিবে, যাহাদিগকে তুমি দূরে রাখিয়াছ (যদি) তাহাদের মধ্যে তুমি কাহাকে অভিলাষ কর তবে তোমার সম্বন্ধে দোষ নাই, ইহাতে (এই অবকাশ দানে) তাহাদের যে নয়ন শীতল হইবে, ও তাহারা শোক করিবে না এবং তুমি তাহাদের প্রত্যেককে যাহা দান করিবে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে; তাহারই উপক্রম হয়, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর জানিতেছেন এবং ঈশ্বর গম্ভীর প্রকতি জ্ঞাতা। *।

নাকে উৎসর্গ করে, সে বিশেষভাবে প্রেরিত পুরুষেরই ভার্য্যা হইতে পারে। অন্য মোসলমানের পক্ষে কাবিন ব্যতীত বিবাহ অসিদ্ধ। হজরতের দশ ভার্য্যা ছিল। তন্মধ্যে খদিজা প্রথমা ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার পরলোক হইলে পর তিনি ক্রমে অপর নয় জনকে বিবাহ করেন। হজরত মানব লীলা সম্বরণ করিলে সেই নয় জন বিদ্যমান ছিলেন। সেই নয় জন এই, বিবী আয়শা, হফ্‌সা, সুদা, ওম্মসলমা, ওম্ম-হবিবা, জয়নব, জবিরা, সফিয়া, ময়মুনা,। (ত, শা,)

* কোন ব্যক্তির অনেক ভার্য্যা থাকিলে তাহার পক্ষে উচিত যে পালাক্রমে প্রত্যেকের নিকটে তুল্যভাবে থাকে। হজরতের সম্বন্ধে এ জন্য এই বিধি ছিলনা যে স্ত্রীগণ যেন নিজের স্বত্ব হজরতের প্রতি কিছু আছে এরূপ মনে না করে। কিন্তু হজরত প্রত্যেকের পালার মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই, সকলের সম্বন্ধে তুল্য দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কেবল বিবী সুদা নিজের পালা বিবী আয়শাকে দান করিয়া ছিলেন। হজরতের দুই দাসী পত্নী ছিল, এক জনের নাম মারিয়া এক জনের নাম সাম সমুনা। মারিয়ার গর্ভে হজরতের এব্রাহিমনামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, শৈশবকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। (ত, শা,)

বিবী সুদা নিজের ভাগ আয়শাকে দান করিয়াছিলেন, সেই সুদাকে ব্যতীত হজরত সকল পত্নীর ভাগের প্রতি শেষ জীবন পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সুদা, সফিরা, জবিরা, ওম্ম হবিবা, ময়মুনা এই পাঁচ পত্নীকে তিনি দূরে রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু যখন যে প্রকার ইচ্ছা করিতেন তাঁহাদের ভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

৫১। ইহা ব্যতীত নারীগণ তোমার জন্য বৈধ নহে, তাহাদের সঙ্গে যাহা তোমার দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে তাহা ব্যতীত (অন্য) স্ত্রীগণকে তাহাদের সৌন্দর্য্য তোমাকে মুগ্ধ করিলেও পরিবর্ত্তন করিবে না, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টিকারী। *। ৫১। (র,৬,)

হে বিশ্বাসিগণ, ভোজনে তোমাদের নিমন্ত্রণ হওয়া ব্যতীত (নিমন্ত্রণ হইলেও) তাহার (খাদ্য দ্রব্য রন্ধনের) প্রতীক্ষাকারী নাহইয়া তোমরা সংবাদবাহকের আলয়ে প্রবেশ করিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহ্বান করা হয় তখন প্রবেশ করিও, পরে ভোজন করিও, অবশেষে চলিয়া যাইও, কোন কথার জন্য অবস্থিতি করিও না, নিশ্চয় ইহা সংবাদবাহককে কষ্ট দান করে, পরন্তু সে তোমাদিগহইতে লজ্জিত হয়, ও পরমেশ্বর সত্য বিষয়ে লজ্জা করেন না, এবং যখন তোমরা কোন সামগ্রী তাহাদের (প্রেরিত পুরুষের পত্নীদিগের) নিকটে প্রার্থনা করিবে তখন যবনিকার অন্তরালহইতে তাহাদের নিকটে প্রার্থনা করিও, ইহা তোমাদের হৃদয়ের জন্য ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য বিশুদ্ধ হয়,

---

বিবী আয়শা, হফ্‌সা, ওম্মসলমা, এবং জয়নবকে হজরত নিকটে রাখিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ হে মোহম্মদ, এই নয় নারী যে তোমার বিবাহবন্ধনে বদ্ধ আছে তদ্ব্যতীত অন্য কাহাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে বৈধ নহে। তুমি তাহাদের এক জনকে বর্জন করিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে যে তাহার স্থানে গ্রহণ করিবে তাহা হইতে পারিবে না। এই ক্ষণ নয় জন মাত্র তোমার নির্দ্দিষ্ট সহধর্ম্মিণী, কেবল তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে সেই দাসী তোমার পত্নীস্থানে গৃহীত হইতে পারিবে। হজরতের পক্ষে নয় ভার্য্যা সাধারণ মোসলমানের পক্ষে চারি স্ত্রীগ্রহণ করা বিধি হইয়াছে। (ত, হো,)

এবং ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষকে ক্লেশ দান করা ও তাহার অভাবে কখন তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে (উচিত) নয়, নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের নিকটে মহা (পাপ) *
। ৫৩। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা তাহা গোপন রাখ তবে নিশ্চয় (জানিও) ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী †
। ৫৪। আপন পিতৃগণের ও আপন পুত্রদিগের ও আপন ভ্রাতা দিগের এবং আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ও আপন ভাগিনেয়-দিগের ও স্বজাতিনারীদিগের ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহা-

---

* যখন হজরত ঈশ্বরের আদেশক্রমে জয়নবকে বিবাহ করিলেন তখন তদুপলক্ষে লোকদিগকে মহা ভোজ দিলেন। সকলে ভোজনান্তে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। জয়নব গৃহপ্রান্তে প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিলেন, হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন যে সকল লোক চলিয়া যায়। পরে স্বয়ং সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমনকরিলে অধিকাংশ লোক প্রস্থান করে, তখনও তিন জন বসিয়া কথোপকথন করিতে থাকে। হজরত গৃহের দ্বারে আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লজ্জিত হইলেন। পরে বহু প্রতীক্ষার পর নির্জন হয়। ওনস্ বলিয়াছেন যে হজরত মোহম্মদ জয়নবের গৃহে প্রবেশ করিলে পর আমিও উচ্ছা করিয়াছিলাম যে সেখানে যাইব,কিন্তু গৃহের দ্বারে আচ্ছাদন ছিল। তখনই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরতকে জীবদ্দশায় সম্মান করা ও মৃত্যুর পর তাঁহাকে গৌরব দান করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার পত্নীগণ বিশ্বাসীদিগের মাতৃস্বরূপ, তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তিনি কোন পত্নীকে বর্জন করিলে, সন্তানের পক্ষে মাতা যেমন অবৈধ, বিশ্বাসীর পক্ষে তাঁহার ঐ পত্নী সেইরূপ অবৈধ। (ত, হো,)

† হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের এক জন বলিয়াছিল যে হজরত পরলোক গমন করিলে আমি আমার সঙ্গে আয়শাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাইব, আর এক জনের অন্তরে এই অভিলাষ হইয়াছিল, সে মুখে ব্যক্ত করে নাই।, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

দিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদের নিকটে (অনাবৃত হওয়া) তাহাদিগের পক্ষে দোষ নহে, এবং তোমরা (হে নারীগণ,) ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে সাক্ষী *। ৫৫। নিশ্চয় ঈশ্বর ও তাঁহার দেবগণ সংবাদ-বাহককে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা কর ও সলাম করণে সলাম কর †। ৫৬। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে ক্লেশ দান করে ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের উপরে ঈশ্বরের অভিসম্পাত হইয়া থাকে ও তাহাদের জন্য তিনি গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৫৭। এবং যাহারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে যে (অপরাধ) করিয়াছে তদ্ব্যতীত যন্ত্রণা দান করিত পরে নিশ্চয় তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট অপরাধের ভার বহন করিয়াছে। ‡। ৫৮। (র, ৭)

---

* আবরণসম্বন্ধীয় আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর এই আদেশ প্রচার হইয়াছিল যে সমুদয় নারী আবরণের অন্তরালে থাকিবে। তখন তাহাদের পিতা, ভ্রাতা ও স্বজনবর্গ আসিয়া হজরতের নিকটে জিজ্ঞাসা করে "হে প্রেরিত মহাপুরুষ স্ত্রীলোকেরা আবৃত থাকিবে, আমরাও কি আবরণের বাহিরে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিব?" এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† নমাজের অঙ্গ বলিয়া এই আদেশ মান্য হইয়া থাকে যথা, হে নবি, তোমার প্রতিসলাম; হে পরমেশ্বর, মোহম্মদ ও তাঁহার বংশের জন্য তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, ইত্যাদি। এই কৃপা প্রার্থনা বিশেষরূপে গৃহীত হয়, যিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাঁহার উপরে দশগুণ কৃপা হইয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার এই কয়েক কারণ ছিল। এক দিন মহাত্মা ওমর এক সুসজ্জিতা দাসিকে ব্যভিচারে উদ্যত দেখিয়া ভর্ৎসনাপূর্ব্বক সমুচিত শিক্ষা-দান করেন, সে আপন প্রভুর নিকটে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। সেই

হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভার্য্যাদিগকে ও স্বীয় কন্যা দিগকে এবং মোসলমানদিগের স্ত্রীগণকে বল যেন তাহারা আপনাদের উপরে আপনাদের চাদর সকল সংলগ্ন করে, তাহারা পরিচিত হওয়ার ইহা (এই উপায়) প্রবলতম, পরে তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। * এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৫৯। যদি কপট লোকেরা ও যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা এবং নগরে অপযশরটনাকারিগণ নিবৃত্ত নাহয় তবে অবশ্য আমি তাহাদের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করিব, তৎপর অল্পলোক ব্যতীত তাহারা তথায় তোমার প্রতিবেশী থাকিবে না। ৬০। অভিসপ্ত লোকগণ যে স্থানে পাওয়া যাইবে ধৃত হইবে ও কুহত্যায় হত হইবে। ৬১। যাহারা পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রতিও ঈশ্বরের (ঈদৃশ) নীতি ছিল, এবং ঈশ্বরের নীতিতে তুমি পরিবর্ত্তন পাইবে না। † ৬২। লোক সকল (উপহাসক্রমে) তোমাকে কেয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল "তাহার জ্ঞান

দাসীর দুর্দ্দান্ত প্রভু ওমরকে তাঁহার সাক্ষাতে নানা প্রকার জঘন্য গালি ও অপবাদ দেয়। (২য়) ব্যভিচারীদিগের সম্বন্ধে, যাহারা রজনীতে পথপ্রান্তে বসিয়া থাকে ও দাসী দিগের উপর হস্তক্ষেপ করে ইত্যাদি। (ত, হো,)

* অর্থাৎ অবগুণ্ঠনাবৃত হইলে দাসী নয় ভদ্রমহিলা, নীচ কুলোদ্ভবা নয় সংকুলোদ্ভবা, দুশ্চরিত্রা নয় সচ্চরিত্রা ইহা জানা যাইবে। দুশ্চরিত্র লোকেরা তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইবে না। অবগুণ্ঠন উহার চিহ্ন রহিল। (ত, শা,)

† অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ত্তিমণ্ডলী সকলের পেগাম্বরদিগের প্রতিও এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল, তাঁহারাও ধর্ম্মদ্বেষী কপট লোকদিগকে হত্যা করিতে আপন অনুগত লোকদিগকে আদেশ করিয়াছেন। (ত, হো,)

ঈশ্বরের নিকটে ইহা বৈ নহে ;” কিসে তোমাকে জানাইবে যে সম্ভবতঃ কেরামত নিকট হইবে? ৬৩। নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মবিদ্বেষী দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৬৪।+ তথায় তাহারা সর্ব্বদা বাস করিবে, কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইবে না। ৬৫। যে দিবস অগ্নির প্রতি তাহাদের মুখ ফিরাণ হইবে তাহারা বলিবে “হায় যদি ঈশ্বরের অনুগত হইতাম ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইতাম”। ৬৬। এবং বলিবে “হে আমাদের প্রতিপালাক, নিশ্চয় আমরা আপন দল-পতিদিগের ও আপন প্রধান পুরুষদিগের আনুগত্য করিয়াছি, পরে তাহারা আমাদিগকে পথহারা করিয়াছে। ৬৭। হে আমা-দের প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান কর এবং মহা অভিসাপে তাহাদিগকে অভিসাপ কর,,। ৬৮। (র, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, যাহারা মুসাকে যন্ত্রণা দান করিয়াছিল তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না, তাহারা যাহা বলিয়াছিল ঈশ্বর তাহা-হইতে তাহাকে বিশুদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং সে ঈশ্বরের নিকটে সম্মানিত ছিল।*। ৬৯। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয়

* বনিএস্রায়িল মুসার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়াছিল। তাহারা এক দুশ্চরিত্রা নারীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া মুসা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছেন এরূপ অপবাদ দেয়। পরে ঈশ্বর মুসাদেবের চরিত্রের শুদ্ধতা প্রমাণিত করেন। কারুণের বিবরণে ইহার কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। অথবা হারুণকে সঙ্গে করিয়া যখন মুসা সায়নাগিরিতে গিয়াছিলেন তখন তথায় হারুণের মৃত্যু হয়। এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মুসাকে বলে যে তুমি হারুণকে বধ করিয়াছ। ঈশ্বরের আদেশে দেবগণ অক্ষত হারুণের দেহকে কবরহইতে উঠাইয়া লোকদিগকে প্রদর্শন করেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি হত হন নাই। অতএব বলা হইয়াছে যে, মুসাকে যেমন তাহার মণ্ডলী যন্ত্রণা দান করিয়াছিল তোমরা মোহম্মদকে সে রূপ যন্ত্রণা দিও না। (ত, হো,)

করিতে থাক এবং দৃঢ় কথা বলিতে থাক। ৭০ ।+তিনি তোমাদের কার্য্য সকলকে শুভ করিবেন ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের জন্য ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করে পরে নিশ্চয় সে মহা চরিতার্থতায় চরিতার্থ হয়। ১। নিশ্চয় আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও পর্ব্বত সকলের নিকটে "আমানত" (বিষয়বিশেষের রক্ষার ভার) উপস্থিত করি, তখন তাহারা তাহা বহনে অসম্মত হয় ও তাহাতে ভয় পায়, এবং মনুষ্য তাহা বহন করে, নিশ্চয় সে অত্যাচারী অজ্ঞান ছিল। *। ৭২ ।+তাহাতে (আমানতের ক্ষতির জন্য) ঈশ্বর কপট পুরুষ ও কপট নারীগণকে এবং অংশীবাদী ও অংশীবাদিনীদিগকে শাস্তি দান করেন, এবং বিশ্বসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের প্রতি ঈশ্বর প্রত্যাবর্ত্তিত হন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৭৩। (র, ৯)

---

* "আমানত" অর্থে এ স্থলে ঈশ্বরসেবা অর্থাৎ নমাজ, রোজা, জকাত, জেহাদ, হজ্জ পালন। প্রথমতঃ ঈশ্বর এই আমানত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত করেন, এ সকল পালন করিলে পুরস্কৃত ও তাহা অবহেলা করিলে দণ্ডিত হইবে এরূপ বলেন। তাহারা পুরস্কারের প্রত্যাশী হয় না, শাস্তি গ্রহণেও অসম্মত হয়। এ স্থলে স্বর্গ অর্থে স্বর্গবাসী দেবগণ মর্ত্ত্য ও পর্ব্বত অর্থে সমতল ভূমিস্থ ও পর্ব্বতস্থ পশ্বাদি। প্রচুরশক্তিশালী প্রকাণ্ড দেহ সত্ত্বেও ইহারা ভয় পাইয়া আমানত গ্রহণে অসম্মত হয়। পরে দুর্ব্বল মানুষ তাহা বহন করিতে সম্মতি প্রকাশ করে। "নিশ্চয় সে অত্যাচারী অজ্ঞান ছিল।" অর্থাৎ বৃহৎকায় জীব সকল ভয় করিয়া যাহা বহনে অসম্মত হয়, মনুষ্য তাহা বহন করিয়া নিজের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছে। এ বিষয়ে ত্রুটি ও অপরাধ হইলে যে শাস্তি হইবে তৎসম্বন্ধে সে অজ্ঞান ছিল। এই আয়ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলে সঙ্ক্ষেপে মাত্র বিবৃত হইল। (ত, হো)

সুরা সবা। * ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

৫৪ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে কিছু স্বর্গে ও যে কিছু পৃথিবীতে আছে যাঁহার সেই ঈশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা, এবং পরলোকে তাঁহারই প্রশংসা, এবং তিনি বিজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞ। ১। ভূতলে যাহা উপস্থিত হয় ও তাহা হইতে যাহা নির্গত হইয়া থাকে এবং যাহা আকাশহইতে অবতীর্ণ হয় ও যাহা তথায় উত্থিত হইয়া থাকে তাহা তিনি জানেন,এবং তিনি দয়ালু ক্ষমাশীল। † ।২। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিয়াছে যে আমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হইবে না, তুমি বল (হে মোহম্মদ,) হাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য তোমাদের নিকটে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বর) আগমন করিবেন, স্বর্গে

---

* এই সুরা মক্কাতেঅবতীর্ণ হইয়াছে।

† কেহ বলেন আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় ইহার মর্ম্ম জেব্রিল, যাহা আকাশে উত্থিত হয় ইহার অর্থ মেরাজের রজনীতে হজরতের স্বর্গারোহণ করা। গ্রন্থ বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে যাহা অবতীর্ণ হয় ও উত্থিত হয় অর্থে সাধুপুরুষ দিগের অন্তরে যে সকল স্বর্গীয় তত্ত্ব ও আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে ও সর্ব্বদা তাহাদিগের যে সকল প্রার্থনাদি উত্থিত হয়। অথবা ঈশ্বরের মন্দির হইতে যে সমস্ত দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হইয়া থাকে ও অনুতপ্ত দীন দুঃখীদিগের হৃদয়হইতে যে সকল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হয়, তিনি তাহা জানেন। (ত, হো,)

ও পৃথিবীতে রেণু পরিমাণ এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উজ্জ্বল গন্থে (লিপি আছে) বৈ তাঁহাহইতে লুক্কায়িত নহে * । ৩।+ তাহাতে তিনি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন, ইহারাই যাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট ক্ষমা ও উপজীবিকা আছে। ৪। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে (তাহার) হীনতাসম্পাদক হইয়া চেষ্টা করিয়াছে, ইহারাই যে তাহাদের জন্য দুঃখজনক দণ্ডে শাস্তি আছে । ৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা দেখে যে তোমার প্রতি যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত হইয়াছে তাহা সত্য, ও (তাহা) প্রশংসিত বিজয়ী (পরমেশ্বরের) পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৬। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ (পরস্পর) বলে যে আমরা কি সেই ব্যক্তির দিকে তোমাদিগকে পথ দেখাইব যে তোমাদিগকে সংবাদ দিয়া থাকে যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ডরূপে খণ্ডীকৃত হইয়া যাইবে তখন নিশ্চয় তোমরা নূতন সৃষ্টির মধ্যে হইবে ? ৭। সে কি ঈশ্বরসম্বন্ধে অসত্য বন্ধন করিয়াছে ? না তাহাতে ক্ষিপ্ততা আছে ? বরং যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তাহারা শাস্তি ও দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৮। অনন্তর তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ যাহা আছে তাহার দিকে কি তাহারা দৃষ্টি করে নাই ? যদি আমি ইচ্ছাকরি তবে তাহাদি-

---

* আবুসুফিয়ান লাত ও গরি দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে কেয়ামত কখন হইবে না, তাহাতে ঈশ্বর বলেন, হে মোহম্মদ, তুমিও শপথ করিয়া বল যে শীঘ্র তোমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হইবে। এ স্থলে "উজ্জ্বলগ্রন্থ" ঈশ্বরের বিধিরূপ গ্রন্থ। (ত, হো,)

গকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিব, অথবা তাহাদের উপরে আকাশের এক খণ্ড ফেলিয়া দিব, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক পুনর্মিলনকারী দাসের জন্য নিদর্শন আছে *। ৯। (র ১)

এবং সত্য সত্যই আমি দাউদকে আপন সন্নিধানহইতে মহত্ত্ব দান করিয়াছিলাম (বলিয়াছিলাম,) হে পর্ব্বত সকল, তাহার সঙ্গে তোমরা চলিতে থাক ও পক্ষীদিগকে (তাহার বশীভূত করিয়াছিলাম,) এবং তাহার জন্য লৌহকে কোমল করিয়াছিলাম †। ১০। + (এবং বলিয়াছিলাম) যে তুমি সুবিস্তৃত

---

* অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিলে কিং বা নিক্ষেপ ও প্রোথিত করার ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ করিলে নিশ্চয় ইহার মধ্যে যে নিদর্শন আছে বুঝিতে পারিবে। (ত, হো,)

† প্রেরিতত্ব বা ঐশ্বরিক জবুর নামক গ্রন্থ কিংবা রাজত্ব বা সদ্বিচার অথবা দুঃখী দরিদ্রের প্রতি বদান্যতা বা বিদ্যাবত্তা অথবা উপাসনাশীলতাযোগে সর্ব্বোপরি দাউদের মহত্ত্ব ছিল। দাউদ যখন জবুর গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তাঁহার সুমধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া পশুযূথ দৌড়িয়া আসিত, তাঁহার মনোহর স্তোত্রগানে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আকুল হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি পর্ব্বত সকলকে আজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তোমরাও স্তোত্রগানের সময়ে দাউদের সঙ্গে আপন আপন স্বরে যোগ দান কর, অথবা সে যে স্থানে যায় তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে থাক। দাউদের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই অলৌকিক ক্রিয়া ছিল যে, তিনি যখন যে স্থানে যাইতে চাহিতেন গিরিরাজিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত, এবং তিনি যখন গান করিতেন পর্ব্বত সকলও তাহাতে যোগ দিয়া গান করিত। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে পক্ষিবৃন্দ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল, উহারা তাঁহার মস্তকোপরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুস্বরে তাঁহার সঙ্গে গান করিত। অগ্নিসংযোগ ব্যতিরেকে তাঁহার হস্তে লৌহ মধূখের ন্যায় কোমল হইয়া যাইত। তিনি তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। (ত, হো,)

বর্ম্ম প্রস্তুত করিতে থাক ও তাহা বয়নে পরিমাণ রক্ষা কর এবং (হে দাউদের পরিজনবর্গ,) তোমরা সাধু অনুষ্ঠান কর নিশ্চয় আমি তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার দ্রষ্টা। *। ১১। এবং সোলয়মানের জন্য বায়ুকে (বশীভূত রাখিয়াছিলাম) তাহার প্রাভাতিক গতি একমাসের পথ ও সায়ংকালীন গতি এক মাসের পথ ছিল, এবং আমি তাহার জন্য দ্রবীভূত তাম্রের প্রস্রবণ সঞ্চারিত করিয়াছিলাম ও দৈত্যদিগের কাহাকে (বশীভূত রাখিয়াছিলাম) যে আপন প্রতিপালকের আদেশানুসারে সে তাহার সম্মুখে কার্য্য করিবে, এবং (নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম) যে তাহাদের যে কেহ আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে আমি নরক দণ্ড ভোগ করাইব †। ১২। তাহারা তাহার জন্য

---

* এক দিন স্বর্গীয় দূত দাউদের নিকটে আসিয়া বলে যে, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাঁহার প্রতিনিধি। উচিত যে তুমি স্বয়ং ব্যবসায় করিয়া নিজের জীবিকা উপার্জ্জন কর। দাউদ কি ব্যবসায় করিবেন ঈশ্বরের নিকটে তাহার অনুমতি চাহেন। পরমেশ্বর যুদ্ধপরিচ্ছদবর্ম্ম নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অত্যন্ত সহজ হয়। তিনি প্রতিদিন এক একটী লৌহকবচ প্রস্তুত করিয়া ছয় সহস্র দেরহমমুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তাহার চারি সহস্র দেরহম বিতরিত ও দুই সহস্র পরিবারের উপজীবিকার জন্য ব্যয়িত হইত। দাউদের মৃত্যুর পরে তাঁহার গৃহে ছয় সহস্র বর্ম্ম সঞ্চিত ছিল। (ত, হো,)

† সোলয়মানের এক সুবিশাল সিংহাসন ছিল, তাহার উপর আরোহণ করিয়া সমুদায় সৈন্য গমন করিত, বায়ু উহা বহন করিয়া লইয়া যাইত। শামদেশহইতে এমন এবং এমনদেশ হইতে শাম পর্য্যন্ত দিবার্দ্ধকালের মধ্যে বায়ু সিংহাসন সহ উপস্থিত হইত। পরমেশ্বর এমন রাজ্যের দিকে দ্রবীভূত তাম্রের প্রস্রবণ বাহির করিয়াছিলেন। দৈত্যগণ তাহা সাঁচে ঢালিয়া রন্ধনস্থালী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত। তাহাতে অগণ্য সৈন্যের অন্ন প্রস্তুত হইত। "তাহাকে আমি নরকদণ্ড ভোগ করাইব" অর্থাৎ দৈত্যদিগের উপর সোল-

দুর্গ ও প্রতিমূর্ত্তি এবং সরোবরতুল্য তৈজসপাত্র ও অচল রন্ধন-পাত্র (বৃহৎ দেগ) সকলের যাহা ইচ্ছা নির্ম্মাণ করিত, (আমি বলিয়াছিলাম) হে দাউদের সন্তানগণ, ধন্যবাদ করিতে থাক, কিন্তু আমার দাস দিগের মধ্যে অল্পই ধন্যবাদকারী * । ১৩। অনন্তর যখন আমি তাহার প্রতি মৃত্যুকে নিযুক্ত করিলাম তখন তাহার মৃত্যুর দিকে বল্মীক কীট ব্যতীত তাহাদিগকে জ্ঞাপন করি নাই, (কীটে) তাহার যষ্টি ভক্ষণ করে, পরে যখন সে পড়িয়া যায় তখন দৈত্যগণ জানিতে পায়, এই যদি তাহারা গুপ্তবিষয় জানিত তবে দুর্গতিজনক শাস্তির মধ্যে বিলম্ব করিত না † । ১৪। সত্য সত্যই

য়মানের আধিপত্য ছিল। যখন কোন দৈত্য ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে সোলয়মানকে অগ্রাহ্য করিয়া কোথাও চলিয়া যাইত তখন সোলয়মান তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেন, সেই বেত্র অগ্নিময় ছিল। তাহার আঘাতে অপরাধী দৈত্য নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইত। (ত, শা,)

* এমন রাজ্যে দৈত্যদিগের নির্ম্মিত অনেক গুলি আশ্চর্য্য দুর্গ আছে। যথা কল্‌কুম দুর্গ ও গম্‌দান, হেন্দা এবং হনিদা প্রভৃতি। দৈত্যগণ দেবতা ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা লৌহদ্বারা মনুষ্যাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিত, যুদ্ধের সময়ে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ঈশ্বর প্রাণ সঞ্চারণ করিতেন, তাহারা বীর পরাক্রমে সোলয়মানের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। সোলয়মানের সিংহাসনের নিম্নে দুইটী ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি উপরিভাগে দুইটি গৃধ্রের মূর্ত্তি ছিল। সোলয়মান যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেন, তখন সেই দুই শার্দ্দূল বাহুবিস্তার করিত, সোলয়মান তদুপরি পদ স্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে গৃধ্রদ্বয় পক্ষবিস্তার করিয়া তাহার মস্তকে ছায়া দান করিত। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে মহাপুরুষ দাউদ জেরুজিলমের ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সোলয়মান তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে বিশেষ চেষ্টা

সবানগরবাসীদিগের জন্য তাহাদের বাসস্থানে নিদর্শন সকল ছিল, দক্ষিণে ও বামে দুই উদ্যান ছিল, (আমি বলিয়াছিলাম) যে আপনার প্রতিপালকের উপজীবিকা ভোগ করিতে থাক এবং তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ কর, (তোমাদিগের) নগর বিশুদ্ধ এবং প্রতিপালক ক্ষমাশীল। *। ১৫। পরে তাহারা অগ্রাহ্য করিল, তখন আমি তাহাদিগের প্রতি মহা জল প্লাবন প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাদিগের সেই দুই উদ্যানের সঙ্গে অম্ল ও লবণাক্ত ফলের এবং অল্প কিছু বদরী তরুর দুই উদ্যান পরিবর্ত্তন

পাইয়াছিলেন। এই ক্ষণও একবৎসরের কার্য্য অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে সোলয়-মানের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন সোলয়মান স্বীয় ভৃত্যবর্গকে আদেশ করেন যে আমার মৃত্যু প্রকাশ করিবে না, মরণের পর আমার যষ্টির উপর আমার মৃতদেহকে হেলান দিয়া বসাইয়া রাখিবে, তাহা হইলে মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত দৈত্যগণ স্বীয় কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইবে না, মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইবে। পরে সোলয়মানের মৃত্যু হইলে অনুচরবৃন্দ তাহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিল। দৈত্যগণ দূরহইতে তাঁহাকে দেখিয়া জীবিত মনে করিতেছিল ও স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর ছিল। এক বৎসর পরে যষ্টির নিম্নভাগ বল্মীকে কর্ত্তন করে এবং যষ্টির সঙ্গে দেহ ভূতলে পড়িয়া যায়। তখন সোলয়মানের মৃত্যু সকলে অবগত হয়। তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণ অরণ্যে ও গিরিগহ্বরে পলায়ন করে। দানবগণ মনে করিত যে তাহারা গুপ্ত বিষয় জানিতে পারে, এবং তাহারা লোকের নিকট তাহা বলিয়া বেড়াইত। এজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন যদি উহারা গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিত তবে দুর্গতিজনক শাস্তির মধ্যে থাকিত না। অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে একবৎ-সর কাল পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিত না। (ত, হো,)

* এমন রাজ্যের প্রধান নগরের নাম সবা, সবানিবাসীদিগের বসতি স্থানের নাম মার্ব্ব, এমন রাজ্যে দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে উচ্চ হইতে নিম্ন-ভূমি পর্য্যন্ত সবাবাসীদিগের ক্ষেত্রাদি প্রয়োজন ভূমি ও বসতি ছিল। সেই বস-তির বিস্তৃতি প্রায় ষাট মাইল, তাহাদের ব্যবহার্য্য জলাশয় প্রস্রবণবিশেষ প্রান্ত-

করিলাম * । ১৬। তাহারা যে কৃতঘ্ন হইয়াছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে এই বিনিময় দান করিলাম, এবং আমি কৃতঘ্নগণকে বৈ শাস্তি দান করি না। ১৭। এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে ও সেই গ্রাম সকলের যাহার প্রতি আমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছি তাহার মধ্যে দীপ্তিমান্ গ্রাম সকল স্থাপন করিয়াছিলাম এবং সেই সক-

---

রন্থ উন্নত ভূমিতে পর্ব্বতমূলে ছিল। কখন কখন এরূপ ঘটিত যে স্থানান্তরের অতিরিক্ত জলস্রোত সেই জলাশয়ে মিলিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বল্‌কিস্‌নাম্নী নারী সেই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রার্থনানুসারে উভয় পর্ব্বতের সম্মুখভাগে প্রাচীর স্থাপন করেন, তাহাতে সেই স্থানে স্থায়ী ও অতিরিক্ত জল সঞ্চিত থাকিত, প্রাচীরে তিনটী রন্ধ্র করা হইয়াছিল, কৃষকগণ প্রথমতঃ উপরের ছিদ্রমুখ উন্মুক্ত করিয়া জলস্রোত শস্য ক্ষেত্রাদিতে লইয়া যাইত. তাহার জল কমিয়া গেলে ক্রমে মধ্য ও নিম্নস্থ ছিদ্রের মুখ খুলিয়া দিত। সবানিবাসিগণ আপনাদের আলয়ের দক্ষিণে ও বামে সুরসফলের দুইটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিল। বস্তুতঃ দক্ষিণে ও বামে বহু উদ্যান ছিল, পরস্পর সংলগ্ন থাকাতে দুইটী উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইত। সে নগরে মশক বিশ্চিক ছারপোকা ইত্যাদি পীড়াজনক কোন কীট ছিল না। এজন্য তাহাকে বিশুদ্ধ নগর বলা হইতেছে। (ত, হো,)

* পরে সবানিবাসিগণ আপনাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে অগ্রাহ্য করে ও অকৃতজ্ঞ হয়। তের জন স্বর্গীয় সংবাদপ্রচারক তাহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকলকেই তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপমান করে। জয়শানের পুত্র জিয়ল্‌আজগারের রাজত্ব কালে মহাত্মা এদরিসের পরে অন্তিম সংবাদবাহক তাহাদের নিকটে অভ্যুদি হন। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দান করে। তজ্জন্য পরমেশ্বর আরণ্য মুষিক সকলকে সেই বাঁধের নিকটে প্রেরন করেণ, তাহারা বাঁধে ছিদ্র করে, নিশিথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূতছিল, তখন প্রাচীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। প্রবল জলস্রোত আসিয়া সবানীবাসীদিগের গৃহ উদ্যানাদি প্লাবিত করে, তাহাতে বহ সঙ্খক মনুষ্য ও গবাদি পশু বিনষ্ট হয়। সুমিষ্ট ফলের উদ্যান বিনষ্ট হইলে তথায় লবণাক্ত বিরস ফলের উপবন উপন্ন হয়। (ত, হো,)

লের মধ্যে ভ্রমণ নিরূপণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) তোমরা এ সমস্তের ভিতরে দিবারাত্রি নিরাপদে ভ্রমণ করিতে থাক। ১৮। অনন্তর তাহারা বলিল "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পর্য্যটনের মধ্যে দূরত্ব বিধান কর," এবং তাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, অনন্তর তাহাদিগকে আমি কথা বলিতে দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিলাম, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও ধন্যবাদকারীর জন্য নিদর্শন সকল আছে *। ১৯। এবং সত্য সত্যই শয়তান স্বীয় কল্পনা তাহাদিগের সম্বন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছিল, অনন্তর বিশ্বাসীদিগের

---

* "দীপ্তিমান্ গ্রামকল স্থাপন করিলাম" অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন সমৃদ্ধ গ্রাম সকল স্থাপন করিলাম। মার্ব্ব হইতে শাম দেশ পর্য্যন্ত ৪৭০০ গ্রাম উৎপন্ন হয়, নগরে ও গ্রামে লোকাধিক্যবশত, অথবা ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনায় বহু সঙ্খ্যক লোক বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে থাকে, তাহারা এমন হইতে শামদেশে ক্রয় বিক্রয় করিতে যাইত, পূর্ব্বাহ্নে এক গ্রামে অপরাহ্নে অন্য গ্রামে বাস করিত। তাহাতে দরিদ্রদিগের প্রতি ধনীদিগের ঈর্ষ্যা হয়, তাহারা বলে যে আমাদের ও ইহা-দের মধ্যে বিভিন্নতা কিছুই রহিল না। ইহারা নির্দ্ধন হইয়াও পদব্রজে যানারূঢ় ধনীদিগের ন্যায় এত দূর পথ চলিতেছে। ইহা ভাবিয়া ধনিগণ এ রূপ প্রার্থনা করে যে হে ঈশ্বর, আমাদের ভ্রমণের স্থান সকলের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন কর। অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তর সকল প্রকাশ কর, তাহা হইলে লোক পাথেয় সম্বলাদি ব্যতীত একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পরিবে না। এই প্রার্থনা দ্বারা তাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অকল্যাণ আনয়ন করে। ঈশ্বর তাহাদের গ্রাম সকল ধ্বংস করেন। তাহাদের কথা বলার এই অর্থ, তাহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলে যে আমাদের বাসস্থান বিনাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সেই হইতে সবা নিবাসিগণ দলে দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কেহই মার্ব্বে আর বসতি করিল না। গসানবংশ শামে ফজাআ মক্কাতে আসদবা হরিণে, আনসার মদিনায় জজাম তহামাতে চলিয়া গেল। ১৮ শ ও ১৯ শ আয়তের টীকা এই স্থানে একযোগে প্রকাশ করা গেল। (ত, হো,)

একদল ব্যতীত তাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। ২০। এবং যে ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাসস্থাপন করিতেছে তাহাকে, যে জন তাহাতে সন্দেহযুক্ত সেই ব্যক্তি হইতে (পৃথক) জানিব একার্য্যে বৈ তাহাদের উপরে তাহার (শয়তানের) ক্ষমতা ছিলনা এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষক *। ২১। (র, ২)

তুমি বল (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে (ঈশ্বর) মনে করিতেছ তাহাদিগকে আহ্বান কর' স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহারা একবিন্দু পরিমাণ কর্ত্তৃত্ব রাখে না, এবং সেই উভয় স্থানে তাহাদের কোন অংশিত্ব নাই এবং তাহাদের মধ্যে তাঁহার কোন সাহায্যকারী নাই। ২২। যাহাকে তিনি অনুমতি দান করেন তাহা ব্যতীত (অন্যের) শফাঅত (পুনরুত্থানের দিনে পাপক্ষমার অনুরোধ) তাঁহার নিকটে ফল দর্শিবে না, এপর্য্যন্ত, যখন তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে উৎকণ্ঠা দূর করা হইবে তখন তাহারা পরস্পর বলিবে তোমাদের প্রতিপালক (শফাঅত বিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহা কি? বলিবে উহা সত্য, এবং তিনি উন্নত গৌরবান্বিত †। ২৩। তুমি জিজ্ঞাসাকর, স্বর্গ ও পৃথিবীহইতে কে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকে? বল পরমেশ্বর,

---

* অর্থাৎ সবানিবাসীদিগের প্রতি শয়তানের এই মাত্র ক্ষমতা ছিল যে পরলোকে কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী ইহাই ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ করিত, অন্য কিছুই করিতে পারিত না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কোন প্রতিমা বা দেবতা কেয়ামতের দিনে শফআত করিবে না। ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শফাঅত করিবেন। শফাঅত বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন যে বিশ্বসীদিগের জন্যই শফাঅত হইবে, কাফের দিগের জন্য নয়। (ত, হো,)

এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা পথ প্রাপ্তিতে কিংবা স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে স্থিত। ২৪। তুমি বল, আমরা যে অপরাধ করি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা যাইবে না, এবং তোমরা যে কার্য্য কর তৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না। ২৫। তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক (কেয়ামতে) আমাদিগের মধ্যে সম্মিলন সম্পাদন করিবেন, তৎপর আমাদের মধ্যে সত্যভাবে আজ্ঞা প্রচার করিবেন, এবং তিনি আজ্ঞাপ্রচারক জ্ঞানময়। *। ২৬। তুমি বল, যাহাদিগকে তোমরা তাঁহার সঙ্গে অংশীরূপে যোগ করিয়াছ তাহাদিগকে আমাকে প্রদর্শন কর, সে রূপ (অংশী) নয়, এবং সেই ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশলময়। ২৭। এবং মানবমণ্ডলীর জন্য পর্য্যাপ্ত (স্বর্গের) সুসংবাদদাতা ও (নরকের) ভয় প্রদর্শকরূপে বৈ তোমাকে আমি প্রেরণ করি নাই, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না। ২৮। এবং তাহারা বলে "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই অঙ্গীকার কবে(পূর্ণ হইবে)"। ২৯। তুমি বল, তোমাদের জন্য সেই একদিনের সে অঙ্গীকার, তাহাহইতে একদণ্ড পশ্চাৎ থাকিবে না ও অগ্রসর হইবে না। ৩০। (র, ৩)

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিল যে "আমরা এই কোরাণকে ও তাহার পূর্ব্বে যাহা (যে গ্রন্থ) ছিল তাহাকে বিশ্বাস করিনা;" যখন অত্যাচারিগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন যদি তুমি দেখ (বিস্মিত হইবে,) তাহারা এক অন্যের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিবে, দুর্ব্বল লোকেরা প্রবলদিগকে

* "সত্যভাবে আজ্ঞা প্রচার করিবেন" অর্থাৎ পরমেশ্বর ধর্ম্মপথাবলম্বীদিগকে ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভরূপ উদ্যানে এবং অত্যাচারীদিগকে বিপদের কারাগারে প্রেরণ করিবেন। (ত, হো,)

বলিবে "যদি তোমরা না থাকিতে তবে অবশ্য আমরা বিশ্বাসী হই-তাম" *। ৩১। প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলদিগকে বলিবে "ধর্ম্মালোক হইতে তাহা তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর আমরা কি তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে"। ৩২। এবং দুর্ব্বলগণ প্রবলদিগকে বলিবে "যে সময়ে তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে বিদ্রোহিতা করিতে ও তাঁহার সদৃশ নিরূপণ করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছিলে তখনই বরং (তোমা-দের) দিবা রাত্রির ছলনা আমাদিগকে (নিবৃত্ত করিয়াছিল") এবং যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে তখন অনুশোচনা গোপন করিয়া রাখিবে, এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের গল-দেশে আমি গলবন্ধনসকল স্থাপন করিব, তাহারা যাহা করিতে-ছিল তদনুরূপ বৈ দণ্ডিত হইবে না। ৩৩। এবং আমি কোন গ্রামে কোন ভয়প্রদর্শককে প্রেরণ করিনাই যে তাহার অধিবাসী ধনশালী লোকেরা (তাহাকে) বলে নাই যে "তোমরা যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছ আমরা তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসী"। ৩৪। এবং তাহারা বলিল "আমরা ধনরাশি ও সন্তান সন্ততিতে শ্রেষ্ঠ, ও আমরা শাস্তিগ্রস্ত হই-বনা"। ৩৫। তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতি পালক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কোচিত করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জ্ঞাত নহে। ৩৬। (র, ৪)

---

* মক্কানিবাসী কাফেরগণ গ্রন্থাধিকারী ইহুদিও ঈসায়ী প্রভৃতিকে হজরতের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল যে আমরা স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। তিনি সত্যই সুসমাচারপ্রচারক। তাহা শুনিয়া আবুজহল ও অন্য অন্য ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা বলে, আমরা তোমাদের গ্রন্থকে বিশ্বাস করি না, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা বৈ যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটে সান্নিধ্য পদে সন্নিহিত করাইবে (ভাবিতেছ) সেই তোমাদের সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান নহে, অনন্তর এই তাহারাই, তাহাদের জন্য তাহারা যে(শুভ)কর্ম্ম করিয়াছে তন্নিমিত্ত দ্বিগুণ পুরস্কার আছে, এবং তাহারা (স্বর্গস্থ) প্রাসাদ সকলের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে। ৩৭। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি পরাভবকারীরূপে যত্ন করে এই তাহারাই শাস্তির ভিতরে উপস্থাপিত হইবে। ৩৮। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও তাহার জন্য সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, এবং তোমারা যে কোন বস্তু (সদ্) ব্যয় কর পরে তিনি তাহার বিনিময় দান করিবেন, এবং তিনি জীবিকাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *। ৩৯। এবং (স্মরণ কর) যে দিবস তিনি এক যোগে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন, তৎপর দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহারা কি তোমাদিগকে অর্চ্চনা করিতেছিল? ৪০। তাহারা বলিবে „পবিত্রতা তোমার (হে ঈশ্বর,) তাহারা ব্যতীত তুমি আমাদিগের বন্ধু, বরং তাহারা দৈত্যের পূজা করিতেছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ উহাদিগের প্রতিই বিশ্বাসী †॥ ৪১। অনন্তর

* হদিসে উক্ত হইয়াছে যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই জন স্বর্গীয় দূত স্বর্গহইতে অবতরণ করেন, একজন বলেন "হে আমার পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেকদাতাকে দশ গুণ দান করিতে থাক।" দ্বিতীয় স্বর্গীয় দূত প্রার্থনা করেন "হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেক কৃপণের ধন বিনষ্ট কর। (ত, হো,)

† তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দৈত্যদিগকে অর্চ্চনা করিতেছিল, অর্থাৎ তাহাদের আজ্ঞানুসারে অসত্য ঈশ্বর ও অবৈধ মূর্ত্তি সকলের অর্চ্চনায় রত ছিল এবং

অদ্য তোমাদের একজন অন্য জনের লাভ ও ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং অত্যাচারীদিগকে আমি বলিব যে যৎসম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে সেই অগ্নিদণ্ড ভোগ করিতে থাক। ৪২। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শ সকল পঠিত হয় তখন তাহারা পরস্পর বলে „তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চ্চনা করিতেছিল (এ) এক ব্যক্তি তাহা হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চাহে বৈ (অন্য) নহে,, এবং তাহারা বলে „অসত্য রচিত বৈ ইহা (এই কোরাণ) নহে;,, যাহারা সত্যের প্রতি তাহাদের নিকটে উহা উপস্থিত হওয়ার পর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে তাহারা বলে “ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল বৈ নহে”। ৪৩।এবং আমি তাহাদিগকে গ্রন্থসকল দান করি নাই যে তাহারা তাহা পাঠ করিয়া থাকে, ও তাহাদের নিকটে তোমার পূর্ব্বে কোন ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই *। ৪৪। এবং যাহারা তাহাদের পূর্ব্বে ছিল তাহাদের প্রতি উহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে (পূর্ব্ববর্ত্তী দিগকে) যাহা দান করিয়াছি উহারা (বর্ত্তমান মক্কাবাসিগণ) তাহার দশমাংশও প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর কেমন আমার শাস্তি হইল। ৪৫। (র, ৫)

মনে করিতেছিল ইহারাই দেবতা “তাহারা ব্যতীত তুমি আমাদের বন্ধু” অর্থাৎ তাহাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুতা নাই, তুমিই আমাদের বন্ধু। (ত. হো.)

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমি ইহাদিগকে এমত ধর্ম্ম পুস্তক সকল দান করি নাই যে সর্ব্বদা তাহা পাঠ করিয়া কোরাণের অসত্যতা বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করিবে, অথবা হে মোহম্মদ, তোমার পুর্ব্বে কোন ভয়প্রদর্শক পেগাম্বর ইহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়া সত্য প্রচার করিয়াছে, এবং তোমাকে ও কোরাণকে অসত্য বলিয়াছে এমত নহে। (ত, হো,)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) এক বিষয়ে তোমাদিগকে আমি উপদেশ দিতেছি ইহা বৈ নহে, যে তোমরা ঈশ্বারর জন্য দুই দুই জন ও এক এক জন করিয়া গাত্রোত্থান কর তৎপর বিবেচনা করিতে থাক, *। ২০। কোন দৈত্য তোমাদের বন্ধু নহে, সে (মোহম্মদ) তোমাদের জন্য ভবিষ্যৎ কঠিন শাস্তির ভয়প্রদর্শক বৈ নহে। ৪৬। তুমি বল, আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, অনন্তর উহা তোমাদের জন্যই হয়, ঈশ্বরের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই, এবং তিনি সর্ব্বোপরি সাক্ষী †। ৪৭। তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য প্রেরণ করিয়া থাকেন, তিনি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা। ৪৮। বল, সত্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং অসত্য (শয়তান) প্রথম সৃষ্টি করে নাই ও পরেও করিবে না। ৬৯। বল, যদি আমি পথভ্রান্ত হই তবে স্বীয় জীবনসম্বন্ধে পথভ্রান্ত হইতেছি ইহা বৈ নহে, এবং যদি পথ প্রাপ্ত হই তবে আমার প্রতি যে আমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন তজ্জন্য হইয়া থাকি, নিশ্চয় তিনি সন্নিহিত শ্রোতা। ৫০। এবং যখন তাহারা ভয় পাইবে তখন তুমি যদি দেখ (ভাল হয়,) অনন্তর (পলায়ন করিলেও তাহাদের শাস্তির) কোন নিবৃত্তি হইবে না, এবং সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা ধৃত হইবে ‡। ৫১।

* অর্থাৎ তোমরা ঈশ্বরোদ্দেশে পেগাম্বরের সভাহইতে দুই জন দুই জন করিয়া বা এক জন করিয়া উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়া তাহার প্রেরিতত্ববিষয়ে শান্তভাবে পরস্পর আলোচনা কর বা একাকী চিন্তা কর। (ত, হো)

† অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকটে উপদেশদানাদির জন্য কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিক তোমাদিগকেই দান করিলাম। (ত, হো,)

‡ ভবিষ্যৎকালে সোফিয়ান নামক এক ব্যক্তি মোসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, অভ্যুত্থান করিবে, সে কাবা ধ্বংস করিবার মানসে শাম দেশহইতে সৈন্য সংগ্রহ

এবং তাহারা বলে "আমরা তৎপ্রতি (কোরাণের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করিলম;" এবং কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস) অবলম্বন হইবে? দূরতর স্থান হইতে *। ৫২। এবং বস্তুতঃ পূর্ব্বহইতে তৎপ্রতি তাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে এবং দূরবর্ত্তী স্থান হইতে না জানিয়া (অনুমানে কথা) নিক্ষেপ করিয়া থাকে †। ৫৩। তাহাদের মধ্যে ও তাহারা যাহা অভিলাষ করিতেছে তাহার মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা হইয়াছে যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি করা হইয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহের মধ্যে ছিল। ৫৪। (র, ৬)

করিয়া পাঠাইবে, তাহার সম্বন্ধেই এই আয়ত হয়। উক্ত সেনাবৃন্দ প্রান্তরে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইবে। "সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা ধৃত হইবে" ইহার অর্থ ভূমির উপরহইতে ভূমির নিম্নে স্থাপিত হইবে, অথবা পৃথিবী হইতে নরকে বা বদরের প্রান্তরহইতে কূপগর্ভে স্থান লাভ করিবে। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে দুই জনমাত্র মুক্ত হইবে, এক জন মক্কায় যাইয়া সুসংবাদ দান করিবে, নাজ্জিয়াজহনিনামক অপর ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়া সেনাব্যূহের ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়ায় সংবাদ সোফিয়ানকে জানাইবে। (ত, হো,)

* কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস) অবলম্বন হইবে? দূরতর স্থান হইতে," অর্থাৎ কোরাণ বা প্রেরিত পুরুষ কিংবা পুনরুত্থানের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস হওয়া দুরুহ ব্যাপার। অথবা ইহলোকে তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, দূরতর স্থান পরলোকে বিশ্বাসী হইবে, সেই বিশ্বাসে কোন ফল দর্শিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ না জানিয়া তাহারা কোরাণ ও প্রেরিত পুরুষ ইত্যাদির সম্বন্ধে দূরহইতে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। অথবা তাহারা যাহা বলিতেছিল তাহাহইতে দূরে ছিল, কি বলিতেছে বুঝিতেছিল না। (ত, হো,)

সূরা ফাতের।*

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

৫৪ আয়ত, ৫ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা দুই দুই ও তিন তিন এবং চারি চারি পক্ষ বিশেষ্ট দেবগণকে সংবাদ বাহক নিয়োগ কারী ঈশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা হয়, তিনি সৃষ্টিতে যাহা কিছু ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী †। ১। পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য যে কিছু দয়া উন্মুক্ত করেন পরে তাহার কোন অবরোধকারী হয় না, এবং তিনি যাহা রুদ্ধ করেন পরে তদনন্তর তাহার কোন উন্মোচক হয় না,, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময় ‡। ২। হে লোক সকল, তোমরা

* এই আয়ত মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† "তিনি সৃষ্টিতে যাহা কিছু ইচ্ছাকরেন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন" অর্থাৎ যথেচ্ছারূপে তিনি দেবতাদিগের পক্ষ বৃদ্ধি করেন, চারিটি পক্ষ পর্য্যন্ত যে সীমা তাহা নহে, জেব্রিল ছয় শত ডানাবিশিষ্ট। অন্যমতে সৃষ্টিবৃদ্ধি মনুষ্যসৃষ্টিবৃদ্ধি, বা মনুষ্যের মিষ্ট ভাষা, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য লাবণ্য ইত্যাদির বৃদ্ধি। গ্রন্থ বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে উন্নত লোকের বিনয় সম্পন্নব্যক্তির বদান্যতা দরিদ্রের পবিত্রতা বিশ্বাসীর সাধুতা ইত্যাদি এস্থানে বৃদ্ধিরূপে গণ্য। (ত, হো,)

‡ অন্বেষণ ও প্রার্থনা ব্যতিরেকে স্বর্গ হইতে যে দয়া উন্মুক্ত হয় এ স্থলে তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহা দ্বিবিধ, এক বাহ্যিক, যথা পরিশ্রম ব্যতিরেকে

আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, ঈশ্বর বৈ কি (অন্য) কোন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বর্গহইতে ও পৃথিবীহইতে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকেন? তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে। ৩। এবং নিশ্চয় তোমার-প্রতি (হে মোহম্মদ,) তাহারা অসত্যারোপ করিবে, অনন্তর সত্যই তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত পুরুষ দিগকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দিকে কার্য্য সকল প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে *। ৪। হে লোক সকল, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, অনন্তর তোমাদিগকে পার্থিব জীবন যেন প্রতারিত না করে, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে। ৫। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অনন্তর তোমরা তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর, সে আপন অনুবর্ত্তীদিগকে নরক-নিবাসী হইবার জন্য আহ্বান করে ইহা বৈ নহে †। ৬। যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ৭। (র, ১)

জীবিকালাভ; দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক, যথা শিক্ষা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় (ত, হো,)

* অর্থাৎ সদসৎ সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের নিকটে বিদিত হয়। অসত্যারোপ করার জন্য তাহাদিগকে ও সহিষ্ণুতার জন্য তোমাকে তিনি দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিবেন। (ত, হো,)

† শয়তান অত্যন্ত প্রতারক, পাপ কার্য্যে মনুষ্যের দৃঢ়তা সত্ত্বে সে ক্ষমার কামনা অন্তরে সঞ্চারিত করে। ইহা সম্ভব হইলেও বিষভক্ষণে রত থাকিয়া বিষের অপকারিতা দূর হইবে এরূপ আশা করার সদৃশ। শয়তানের প্রবঞ্চনার মধ্যে এই একটি বিশেষ প্রবঞ্চনা যে পাপীকে বিলম্বে অনুতাপ করিতে বলে, সে বলিয়া থাকে যে এইক্ষণও সময় আছে, উপস্থিত আমোদকে পরিত্যাগ করিও না। (ত, হো,)

অনন্তর সেই ব্যক্তি যাহার জন্য তাহার দুষ্ক্রিয়া সজ্জিত হইয়াছে, পরে সে তাহাকে কি উত্তম দেখিয়াছে? অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, পরে তাহাদের প্রতি আক্ষেপপ্রযুক্ত তোমার চিত্ত (হে মোহম্মদ,) যেন বিনষ্ট নাহয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহারা যাহা করিতেছে তাহার জ্ঞাতা। ৮। এবং সেই ঈশ্বর যিনি বায়ু রাশিকে প্রেরণ করিয়াছেন, পরে উহা বারিবাহকে সমুত্থাপন করিয়াছে, অবশেষে আমি তাহাকে মৃত (শুষ্ক) নগরের দিকে সঞ্চালন করিয়াছি, অনন্তর আমি তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর বাঁচাইয়াছি, এই প্রকার (কবর হইতে) সমুত্থান হয় । ৯। যে ব্যক্তি গৌরব ইচ্ছাকরে (সে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার অর্চ্চনা দ্বারা গৌরব অন্বেষণ করুক) অনন্তর ঈশ্বরেরই সমগ্র গৌরব, তাঁহার দিকেই পুণ্য কথা সমুত্থিত হয়, এবং সৎকর্ম্ম তাহাকে উন্নত করে, এবং যাহারা কুক্রিয়া সকলে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, ইহাদের প্রবঞ্চনা তাহাই যে উহা বিলুপ্ত হইবে *। ১০। এবং ঈশ্বর তোমা-

* ঈশ্বরের সেবাতেই গৌরব ও উন্নতি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। পবিত্র বাক্য সকল তাঁহার মন্দিরে গৃহীত হইবার জন্য ঊর্দ্ধগামী হয় ও শুভানুষ্ঠান সেই বাক্যাবলীকে উন্নমিত করিয়া থাকে। এস্থলে পবিত্র বাক্য প্রার্থনা। প্রার্থনা সদাচার ব্যতীত ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয় না। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে দান করা সৎকর্ম্ম, এই ধর্ম্মার্থ দান প্রার্থনা গৃহীত হইবার পক্ষে অনুকূল। অথবা "লা এলাহ এলেল্লা" এই একত্ববাদের বাক্য পবিত্র বাক্য। এস্থলে "সৎকর্ম্ম তাহাকে উন্নত করে, ইহার অর্থ ঈশ্বর সৎ কর্ম্মকে উন্নত করেন এরূপও হইয়া থাকে। অর্থাৎ তিনি সৎকর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন;

দিগকে মৃত্তিকা হইতে (প্রথম) সৃজন করিয়াছেন, তৎপর শুক্র হইতে, তৎপর তোমাদিগকে স্ত্রীপুরুষ করিয়াছেন, এবং তাঁহার জ্ঞান গোচর ব্যতীত কোন স্ত্রী গর্ভধারণ ও প্রসব করে না, এবং গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) ব্যতীত কোন দীর্ঘজীবীকে জীবন দেওয়া যায় না, ও তাহার জীবন হইতে খর্ব্ব করা হয় না, নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়। ১১। এবং ইহার জল সুমধুর সুস্বাদু তৃপ্তিকর, এবং ইহা লবণাক্ত তিক্ত (এই রূপ) দুই সাগর তুল্য হয় না, * এবং প্রত্যেক (সাগর) হইতে তোমরা সদ্যোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাক ও অলঙ্কার (মৌক্তিক) বাহির কর তাহা পরিয়া থাক, এবং তুমি (হে মোহাম্মদ,) তন্মধ্যে বারিবিদীর্ণকারী নৌকা সকলকে দেখিতেছ, তাহাতে তোমরা তাঁহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ করিয়া থাক, এবং সম্ভবত যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। ১২। তিনি দিবাকে রজনীতে উপস্থিত করেন ও রজনীকে দিবাতে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে বাধ্য রাখিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঞ্চালিত হয়, তিনি তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, তাঁহারই রাজত্ব, তোমরা

একেশ্বরবাদীর সৎকার্য্য সরল ব্যবহারকে বুঝায়। অন্য কিছুই তৎসদৃশ নহে। যে অনুষ্ঠান কপটতামিশ্রিত তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অসার। এ স্থলে কুক্রিয়া সকল প্রবঞ্চনা, কোরশদিগের প্রবঞ্চনা, তাহারা দারন্নদওয়াতে হজরতকে বন্দী ও হত্যা এবং নির্ব্বাসন করিতে যাহা করিয়াছিল। সুরা আন্ ফালে তাহা বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

* বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী লোক সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে সমতা নাই, একজন ধর্ম্মের মাধুর্য্যে অত্যন্ত মধুর, অপর ব্যক্তিতে পাপের কটুতা। এ স্থানে লবনাক্ত সাগর ধর্ম্মদ্রোহিতা ও উন্মার্গচারিতা। (ত, হো,)

তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তাহারা খর্জ্জুরের ক্ষুদ্র খোষাপরিমাণও কর্ত্তৃত্ব রাখেনা। ১৩। তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করে না, এবং শ্রবণ করিলেও তোমাদিগকে গ্রহণ করে না, এবং কেয়ামতের দিনে তোমাদের অংশিত্বকে অগ্রাহ্য করিবে, এবং তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বরের) ন্যায় (কেহ) সংবাদ দিবে না। ১৪। (র, ২)

হে লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে দীনহীন, এবং ঈশ্বর তিনি প্রশংসিত নিষ্কাম। ১৫। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দূর করিবেন ও নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন *। ১৬। এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা কঠিন নয়। ১৭। এবং ভারবাহক অন্যের (পাপের) ভার বহন করে না, এবং যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি আপন ভারের দিকে (ভার উঠাইতে) ডাকে, আত্মীয় হইলেও তাহার কিছুই বহন করে না, যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে ও নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাক ইহা বৈ নহে, যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া থাকে, অবশেষে সে স্বীয় জীবনের জন্য শুদ্ধ হয় ইহা বৈ নহে, এবং ঈশ্বরের দিকেই পুনর্গমন †। ১৮। এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ ও

---

* অর্থাৎ তোমাদের পরিবর্ত্তে নূতন লোক সকল তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষার্থ আনয়ন করিবেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদ্যপি কোন পাপী স্বীয় আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া তাহার কিয়দংশ পাপ বহন করিবার জন্য প্রার্থনা করে কেহ তাহাতে সম্মত হয় না, যেহেতু সকলেই এবিষয়ে অক্ষম হয়। "যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে" অর্থাৎ ভয়ের লক্ষণ যাহাদের মধ্যে বিদ্যমান, অথবা লুক্কায়িত, শাস্তি না দেখিয়াও যাহারা ভীত হইয়া থাকে। (ত, হো,)

অন্ধকার ও জ্যোতি এবং ছায়া ও উষ্ণতা তুল্য হয় না। ১৯+২০
+২১। এবং জীবিত ও মৃত তুল্য হয় না, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা
করেন শ্রবণ করেন এবং যে ব্যক্তি কবরে আছে তুমি তাহার শ্রাবক
নও। ২২। তুমি ভয়প্রদর্শক বৈ নও। ২৩। নিশ্চয় আমি তোমাকে
সত্যভাবে (স্বর্গের) সুসংবাদদাতা ও (নরকের) ভয় প্রদর্শক করিয়া
প্রেরণ করিয়াছি, এবং (এমন) কোন মণ্ডলী নাই যাহাতে ভয়
প্রদর্শক হয় নাই *। ২৪। এবং যদি তাহারা তোমার প্রতি
অসত্যারোপ করে (আশ্চর্য্য নয়,) নিশ্চয় তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা
ছিল তাহারাও অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে তাহা-
দের প্রেরিতপুরুষগণ প্রমাণ সকলসহ ও ধর্ম্মপুস্তিকা সকল সহ
এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আসিয়াছিল। ২৫। তৎপর আমি ধর্ম্মদ্রোহী
দিগকে ধরিয়াছিলাম, অনন্তর কেমন শাস্তি ছিল। ২৬। (র,)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) দেখ নাই যে ঈশ্বর আকাশহইতে
বারি বর্ষণ করিয়াছেন, পরে তদ্দ্বারা আমি ফল পুঞ্জ বাহির করি-
য়াছি? সে সকলের বর্ণ বিবিধ, এবং গিরিশ্রেণীহইতে বর্ত্ম সকল
(বাহির করিয়াছি) তাহার বিবিধ বর্ণ, শ্বেত ও লোহিত এবং
অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় †। ২৭। এবং মানবমণ্ডলী ও জীবজন্তু ও
পশু (যাহা হয়) এইরূপ তাহারও বিবিধ বর্ণ, তাঁহার দাসদিগের

* ভয়প্রদর্শক স্বর্গীয় সংবাদবাহক বা তাহার অনুবর্ত্তী কোন জ্ঞানী লোক হইতে পারেন। (ত, হো)

† এ স্থলে গিরিশ্রেণীর বর্ত্ম সকল অর্থে পর্ব্বত সমূহের স্তরপুঞ্জ। পর্ব্বতের কতক স্তর শুভ্র, কতক লোহিত, কতক কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি। ইহাদ্বারা ঈশ্বরের শক্তির বিচিত্রতা প্রকাশ পাইতেছে। এই রূপ জীবজন্তু মানবমণ্ডীর মধ্যেও বিবিধ ভাব, প্রত্যেকের আকার প্রকার ভিন্ন, এইরূপ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হয়, ইহারা পরস্পর তুল্য কখন হইতে পারে না। হজরতের প্রতি ঈশ্বরের এই সান্ত্বনা বাক্য। (ত, শা,)

মধ্যে জ্ঞানীলোকেরা ঈশ্বরকে ভয় করে ইহা বৈ নহে, নিশ্চয় পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ২৭। নিশ্চয় যাহারা ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে এবং আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে জীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিয়াছে, (এতৎসহ) বাণিজ্যের আশা রাখে, তাহারা কখন বিনষ্ট হইবে না। ২৯। তাহাতে তিনি তাহাদিগের পারিশ্রমিক তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিবেন এবং স্বীয় করুণাযোগে তাহাদিগকে অধিক দিবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ। ৩০। এবং তোমার প্রতি আমি গ্রন্থ বিষয়ে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা সত্য, তাহার পূর্ব্বে যাহা (যে গ্রন্থ) ছিল তাহার সপ্রমাণ কারী, নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় দাসদিগের দ্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞ। ৩১। তৎপর আমি স্বীয় দাসদিগের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছি তাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছি, অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে (কতক লোক) স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অত্যাচারী হয় এবং তাহাদের মধ্যে (কতক) মধ্যম ভাবাপন্ন ও তাহাদের মধ্যে (কতক) ঈশ্বরের আদেশক্রমে কল্যাণপুঞ্জের দিকে অগ্রসর, ইহা সেই মহা গৌরব *। ৩২।

---

* হজরতের মণ্ডলী ঈশ্বরের দানকে উত্তরাধিকার দান বলেন, ক্লেশ পরিশ্রম ও অন্বেষণ ব্যতিরেকে যে ধন হস্তগত হয়, উহাই উত্তরাধিকারিত্ব দান। এইরূপ যত্ন চেষ্টা ব্যতিরেকে বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের একান্ত অনুগ্রহে কোরাণ দান উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ অসম্পর্কিত লোকের উত্তরাধিকারিত্ব দানে অধিকার নাই তদ্রূপ শত্রুগণেরও কোরাণের ফলভোগে অধিকার নাই। উত্তরাধিকারিত্বের অংশে ভিন্নতা আছে, অষ্টমাংশ ষষ্ঠাংশ চতুর্থাংশ ইত্যাদি। কেহ এরূপ আছে যে সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার কোরাণাধিকারীদিগেরও ফলভোগ সম্বন্ধে প্রভেদ আছে। প্রত্যেকে স্ব স্ব যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিমাণানুসারে কোরাণের সত্য লাভ করিয়া থাকে। অত্যাচারী ও মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং অগ্রসর, এই তিন শ্রেণীর লোক। পাপ কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত অত্যাচারী, যে ব্যক্তি পুনঃ২

স্থায়ী উদ্যান সকল আছে তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহারা সুবর্ণ ও মুক্তার কঙ্কণসকলে ভূষিত হইবে এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌশেয় বস্ত্র হইবে। ৩৩। এবং তাহারা বলিবে „সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা যিনি আমাদিগহইতে দুঃখ দূর করিয়াছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ যিনি আপন গুণে আমাদিগকে অমরধামে আনয়ন করিয়াছেন তথায় কোন দুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করেনা এবং তথায় কোন শ্রান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করে না। ৩৪ + ৩৫। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য নরকের অগ্নি আছে, তাহাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইবে না যে পরে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে, এবং তাহাদিগহইতে উহার শাস্তি খর্ব্ব করা যাইবে না, এই রূপে আমি সকল ধর্ম্মদ্রোহীকে বিনিময় দান করিব। ৩৬। এবং তাহারা তথায় আর্ত্তনাদ করিবে (বলিবে) „হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে বাহির কর, আমরা যাহা করিতেছিলাম তদ্ব্যতিরেকে সৎকর্ম্ম করিব” (তিনি বলিবেন,)“ আমি কি তোমাদিগকে সেই পরিমাণ আয়ুদান করি নাই যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে তাহাতে উপদেশ গ্রহণ করে? এবং তোমাদের নিকটে ভয় প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব (দণ্ড) আস্বাদন কর, অনন্তর অত্যাচারী দিগের জন্য কোন সাহায্য কারী নাই” *। ৩৭। (র, ৪)

অনুতাপ করিয়া তাহা ভঙ্গ করে সে মধ্যমাবস্থাপন্ন, যে জন অনুতাপে আদ্যন্ত সুদৃঢ় সে অগ্রসর। অথবা সংসারানুরাগী অত্যাচারী, পরলোকাকাঙ্ক্ষী মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি অগ্রসর। ইত্যাদি। (ত, হো,)

* “তোমাদের প্রতি ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছে” অর্থাৎ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পেগাম্বর তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন, অথবা সদ্গুরু কিংবা শুভজ্ঞান বা স্বজন প্রতিবেশীদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল। যখন

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর নগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, বস্তুতঃ তিনি আন্তরিক রহস্যবিদ্। ৩৮। তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অনন্তর যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে পরে তাহার প্রতিই তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতা বর্ত্তিয়াছে, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকটে অপ্রসন্নতা বৈ বৃদ্ধি করে না ও ধর্ম্মদ্রোহী দিগের সম্বন্ধে তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতা ক্ষতি বৈ বৃদ্ধি করে না। ৩৯। তুমি (হে মোহম্মদ,) জিজ্ঞাসা কর, "ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তোমরা কি আপনাদিগের সেই অংশীদিগকে দেখিয়াছ ? পৃথিবীর যাহা তাহারা সৃজন করিয়াছে তাহা আমাকে প্রদর্শন কর, তাহাদের জন্য কি স্বর্গে অংশিত্ব আছে ?" তাহাদিগকে কি আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, পরে তাহার প্রমাণের উপর তাহারা আছে? বরং অত্যাচারিগণ প্রতারণারূপে বৈ তাহাদের একজন অন্যজনের প্রতি অঙ্গীকার করে না। ৪০। নিশ্চয় ঈশ্বর স্থানচ্যুতিহইতে স্বর্গও মর্ত্তকে রক্ষা করেন, এ দুই স্খলিত হইলে তাঁহার অভাবে কেহ নাই যে তাহাকে রক্ষা করে, নিশ্চয় তিনি সহিষ্ণু ক্ষমাশীল। ৪১। এবং তাহারা ঈশ্বরের নামে আপনা দের দৃঢ়শপথে শপথ করিয়াছিল যে যদি তাহাদের নিকটে ভয়-প্রদর্শক উপস্থিত হয় তবে অবশ্য তাহারা প্রত্যেক মণ্ডলী অপেক্ষা

নরকলোকস্থ পাপিগণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে থাকিবে, হে ঈশ্বর, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে পাঠাও, আমরা আদ্যন্ত চিরকাল সৎকর্ম্ম করিব। তখন ঈশ্বর বলিবেন, তোমাদিগকে কি পৃথিবীতে জীবন দান করি নাই? তাহারা বলিবে হাঁ জীবন লাভ করিয়াছিলাম, ভয়প্রর্শকও দেখিয়াছিমাম। তাহাতে ঈশ্বর বলিবেন, তবে নরকের শাস্তি আস্বাদনকর। (ত, হো,

অধিকতর সৎপথ গামী হইবে, অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে ভয়-প্রদর্শক উপস্থিত হইল তখন তাহাদের সম্বন্ধে পৃথিবীতে অহঙ্কার উপেক্ষা বৈ বৃদ্ধি করে নাই, এবং তাহারা অসৎচক্রান্ত করিয়াছে, এবং অসৎ চক্রান্ত সেই চক্রান্তকারীর প্রতি বৈ অবতরণ করে না, অনন্তর তাহারা পূর্ব্বতন লোদিগের প্রতি (ঈশ্বরের) যে বিধিছিল তাহাকে বৈ প্রতীক্ষা করে না, পরে তুমি কখন ঈশ্বরের বিধির পরিবর্ত্তন পাইবেনা*।৪২। এবং তুমি ঈশ্বরেরবিধির অন্যথা পাইবে না। ৪৩। তাহারা কি ধরাতলে ভ্রমণ করে নাই ? তাহাহইলে দেখিত তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, এবং তাহাদের অপেক্ষা তাহারা শক্তিতে দৃঢ়তর ছিল, এবং ঈশ্বর (এ রূপ) নহেন যে স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁহাকে কোন বস্তু পরাভূত করে, নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিময় হন। ৪৪। এবং যদি ঈশ্বর মানবমণ্ডলীকে তাহারা যাহা করিয়া থাকে তজ্জন্য ধরিতেন তবে কোন প্রাণীকে তাহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে ছাড়িয়া দিতেন না, কিন্তু তিনি নির্দ্ধারিত কালপর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছেন, অনন্তর যখন তাহাদিগের কাল উপস্থিত হইবে তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আপন দাসদিগের সম্বন্ধে দৃষ্টিকারী ।৪৫। (র, ৫)

---

* অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশ দল প্রভৃতি দৃঢ়রূপে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হইলে তাহারা ইহুদি ও ঈসায়িগণ অপেক্ষা অধিকতর সৎপথগামী হইবে। কিন্তু যখন প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাকে তাহারা অহঙ্কারবশতঃ অবজ্ঞা করিল ও নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে বন্দী বা হত্যাকরিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু চক্রান্ত কারিগণ অপরের জন্য যে চক্রান্ত করে তাহাতেই নিজেরা আবদ্ধ হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী কুচক্রী অত্যাচারী লোক-দিগের প্রতি যে শাস্তির বিধি হইয়াছিল তাহারাও সেই শাস্তি পাইবার প্রতীক্ষা করে। (ত, হো,)

সুরা ইয়াস *।

ষড়্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

৮৩ আয়ত, ৫ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ইয়াস †। ১। সুদৃঢ় কোরাণের শপথ, নিশ্চয় তুমি সরল পথে স্থিত প্রেরিত পুরুষদিগের (একজন)। ২+৩+৪। করুণাময় পরাক্রান্ত (ঈশ্বরেরই) প্রেরণ, যেন তুমি সেই দলকে ভয় প্রদর্শন কর যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে (শীঘ্র) ভয় প্রদর্শন করা হয় নাই, পরন্তু ইহারা অজ্ঞাত। ৫+৬। সত্য সত্যই (শাস্তির) কথা তাহাদের অধিকাংশের উপর নিশ্চিত, এবং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৭। নিশ্চয় আমি তাহাদের গলদেশে গলবন্ধন রাখিয়াছি, অনন্তর উহা চিবুকপর্য্যন্ত রহিয়াছে, অবশেষে তাহারা

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ব্যবচ্ছেদক বর্ণ সকলেয় নিগূঢ় অর্থ আছে, সে সমস্ত তত্ত্ব স্বর্গীয় ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ। পরমেশ্বর স্বীয় প্রেমাস্পদ সংবাদবাহক মোহম্মদকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, জেব্রিল যোগে সেই বর্ণাবলী প্রেরিত হইয়াছে, ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার ঠিক মর্ম্ম অবগত নহে। কোন পণ্ডিত বলেন "ইয়াস" কোরাণের নাম, গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে তাহা ঈশ্বরের নাম বিশেষ। কেহ বলেন, কোরাণের সুরার নাম। ভাষ্যবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, কোরাণে হজরতের সাতটি নাম উল্লিখিত আছে, ইয়াস তন্মধ্যে একটী। এমাম কয়শরী বলিয়াছেন, ইয়া, অর্থে অঙ্গীকৃত দিন; স, অর্থে আলয়। এই রূপ অনেক অনেকে প্রকার বলিয়াছেন। (ত,হো,)

উর্দ্ধশীর্ষা হইয়া আছে *। ৮। এবং আমি তাহাদের সম্মুখ-ভাগে এক প্রাচীর ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছাদন্ন করিয়াছি, পরন্তু তাহারা দেখিতেছে না †। ৯। এবং তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের প্রতি তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করে না। ১০। যে ব্যক্তি উপদেশের অনুসরণ করে ও পরমেশ্বরকে অন্তরে ভয় করিয়া থাকে তাহাকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর ইহা বৈ নহে, অনন্তর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার বিষয়ে তাহাকে সুসংবাদ দান কর। ১১। নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি, এবং তাহারা যাহা পূর্ব্বে পাঠাইয়াছে তাহা ও তাহাদের পদচিহ্ন লিপি করিয়া থাকি, এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে সমুদায় বস্তুকে আয়ত্ত করিয়াছি ‡। ১২। (র, ১)

* একদা আবুজহল শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে "মোহম্মদকে উপাসনা করিতে দেখিলে তাহার মস্তক চূর্ণ করিব"। পরেসে এক দিন দেখেতিনি নমাজ পড়িতেছেন, তৎক্ষণাৎপ্রস্তর হস্তে করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। যখন পাথর মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে তখন হাত তাহার গলদেশ আবেষ্টন করিয়া থাকে এবং প্রস্তর করতলে বদ্ধ হইয়া তাহার চিবুকের নিম্নে গ্রীবাতে সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহাতে সে বাধ্য হইয়া হজরতকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয়। মখ্‌জুম বংশীয় লোকেরা বহুযত্নে আবু জহলের গলদেশহইতে হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। (ত, হো,)

† একজন মখ্‌জুমী আবুজহলের হস্তহইতে উপরি উক্ত প্রস্তর গ্রহণ করিয়া হজরতকে মারিতে যায়, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া মাত্র সে অন্ধ হয়, কিছুই দেখিতে পায় না, না সম্মুখে যাইতে পারে, না, পশ্চাতে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ ,,যাহা তাহারা পূর্ব্বে পাঠাইয়াছে,, অর্থাৎ যে পাপ পুণ্য তাহারা পূর্ব্বে করিয়াছে। "তাহাদের পদচিহ্ন,, অর্থাৎ উপাসনালয়ে যাইতে যে পদস্থাপন হয় তাহা স্মৃতি পুস্তকরূপ, উজ্জ্বল গ্রন্থে লিপি হইয়া থাকে। যে অধিক দূরের পথ

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জন্য সেই গ্রামবাসী-দিগের দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, যখন তথায় প্রেরিত পুরুষগণ উপস্থিত হয় ; (স্মরণ কর,) যখন আমি তাহাদের নিকটে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করি তখন তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবদী বলে, পরে আমি তৃতীয় ব্যক্তিদ্বারা (তাহাদিগের) পুষ্টি বর্দ্ধন করি, অবশেষে তাহারা বলে যে „নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে প্রেরিত,, *।১৩+১৪।

হাটিয়া মন্দিরে যায়, তাহার অধিক পুণ্য। এজন্য অনেক সাধুলোকে উপাসনালয় স্বীয় গৃহ হইতে দূরে নির্ম্মাণ করেন। "পদচিহ্ন" পাপ ও পুণ্যের চিহ্নও হইতে পারে। (ত; হো,)

* মহাত্মা ঈসা স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত শমউন তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইয়হা ও তুমাননামক দুই জন প্রেরিতকে কেহ কেহ বলেন অপর দুই জনকে এন্তাকিয়া নগরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। তাঁহারা নগরের অদূরে উপনীত হইয়া এক বৃদ্ধকে দেখেন যে পশুচারণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া সলাম করেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কে হও?" তাঁহারা বলেন „আমরা মহাপুরুষ ঈসার প্রেরিত, লোকদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, ঈশ্বরের দিকে যহাতে আহ্বান করি"। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন „তোমরা যে সত্যপ্রচারক তাহার কোন প্রমাণ রাখ?" তাঁহারা বলেন "হাঁ আমরা রোগী-দিগকে আরোগ্য দান করি এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিতে পারি"। তখন বর্ষীয়ান্ পুরুষ বলেন "বহুবৎসর যাবৎ আমার এক সন্তান পীড়িত, চিকিৎ সকগণ তাহার চিকিৎসায় নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমরা তাহাকে আরোগ্য দান করিতে পার তবে আমি তোমাদের ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব,,। এতৎ শ্রবণে তাঁহারা সেই রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ সে আরোগ্য লাভ করে। বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ক্রমে সেই দুই প্রেরিতের সংবাদ নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হয়, অনেক রোগী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। তখন আন্তখিশ রুমী নামাক ব্যক্তি সেই নগরে রাজা ছিলেন, তিনি প্রতিমা পূজা করিতেন, প্রেরিত

তাহারা বলিল „তোমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নও, এবং ঈশ্বর কোন বিষয় অবতারণ করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ নও„। ১৫। তাহারা বলিল „আমাদের প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন যে নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে প্রেরিত। ১৬। এবং আমাদের প্রতি স্পষ্ট প্রচারকার্য্য বৈ নহে"।১৭। তাহারা বলিল „একান্তই আমরা তোমাদের (আগমন) সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করিতেছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না থাক তবে অবশ্য তোমাদিগকে চূর্ণ করিব, এবং অবশ্য আমাদিগহইতে তোমাদের প্রতি ক্লেশজনক শাস্তি পঁহুছিবে"। ১৮। তাহারা বলিল „তোমাদের মন্দভাব তোমাদের সঙ্গে আছে, তোমরা কি উপদিষ্ট হইতেছ? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি" *। ১৯। এবং

পুরুষদিগের বিষয় শুনিতে পাইলেন যে তাঁহারা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করেন। তখন শমউন তাঁহাদের উদ্দেশে আসিয়া রাজমন্ত্রিগণের সঙ্গে প্রণয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হন, স্বীয় নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার বলে তিনি অচিরে রাজার সান্নিধ্য লাভ করেন। পরমেশ্বর এই আখ্যায়িকায় তাহার সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

* কথিত আছে শমউন, নরপতির সঙ্গে প্রতিমার মন্দিরে আসিতেন ও ঈশ্বরকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে লোকে মনে করিত যে তিনি প্রতিমাকে সম্মান করেন। রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী হন, শমউনের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া তিনি কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক দিন শমউন নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করেন "মহারাজ, শুনিতে পাইয়াছি আপনি দুইটী দীন হীন ব্যক্তিকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি?" রাজা বলেন "তাহারা বলিয়া থাকে যে আমাদের প্রতিমা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছি"। শমউন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন "তাহাদের কথা অতি বিচিত্র, লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করুন, শোনা যাউক।" তদনুসারে রাজা

নগরের দূর দেশহইতে এক ব্যক্তি দ্রুত গতি উপস্থিত হইল, বলিল „হে আমার দলস্থলোক, তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগের অনুসরণ কর। ২০। + যাঁহারা তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রর্থনা করেন না তাঁহাদিগের অনুসরণ কর, তাঁহারা (সৎ) পথ প্রাপ্ত। ২১। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন ও যাঁহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে তাঁহাকে আমি পূজা করিব না

তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা শমউনকে, তথায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শমউন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কাহাকে পূজা করিয়া থাক"? তাঁহারা বলিলেন, "যিনি স্বর্গ মর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে"। শমউন পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "তোমাদের ঈশ্বর কি কার্য্য করিতে পারেন"? তাহাঁরা বলিলেন "তিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া থাকেন"। শমউন নরপতিকে উনুরোধ করিয়া কয়েক জন অন্ধ উপস্থিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা আপন ঈশ্বরদিগকে বল যেন ইহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ করেন।" তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্ধগণ চক্ষু লাভ করিল। তখন শমউন ভূপালকে বলিলেন "প্রভো, চলুন আমরাও আমাদের ঈশ্বর সকলকে এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করি।" রাজা বলিলেন "শমউন, তুমি কি জান না যে তাঁহারা দেখিতে শুনিতে পান না ও কিছু করিতে পারেন না?" শমউন, পুনর্ব্বার বলিলেন "হে যুবকদ্বয়, তোমাদের পরমেশ্বর আর কি করিতে পারেন?" তাহারা বলিল "মৃতকে বাঁচাইয়া থাকেন।" তখন শমউন বলিলেন "যদি তোমাদের ঈশ্বর এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারেন তবে আমরা সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিব।" রাজকন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্যুর সাত দিন পরে প্রর্থনা যোগে সেই প্রেরিতদ্বয় তাঁহাকে জীবিত করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা স্বজনবর্গসহ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কতিপয় লোক বিরোধী হইয়া বিশ্বাসিবর্গ ও প্রেরিত পুরুষদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অত্যাচারের সংবাদ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ পুরুষ শুনিতে পাইয়া তথায় দৌড়িয়া আসেন। ইহাতেই ঈশ্বর পরের আয়তে সংবাদ দিতেছেন যে এক ব্যক্তি নগরের দূরতর প্রদেশ হইতে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইল ইত্যাদি। (ত, হো,,)

আমার সম্বন্ধে (এই) কি? ২২। তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমি (অন্য) ঈশ্বরকে গ্রহণ করিব? যদি ঈশ্বর অপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের (পুত্তলিকাদের) শফাঅত আমার কিছুই উপকার করিবে, না এবং তাহারা উদ্ধার করিবে না। ২৩। নিশ্চয় আমি তখন স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব। ২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তোমরা আমা হইতে শ্রবণ কর" *। ২৫। বলা হইল, "তুমি স্বর্গলোকে প্রবেশ কর;" সে বলিল হায়! আমার স্বজাতি যদি জানিত যে আমার প্রতিপালক কি জন্য আমাকে ক্ষমা করিলেন ও আমাকে অনুগৃহীত লোকদিগের (এক জন) করিলেন"। ১৬। + ১৭। এবং তাহার অন্তে তাহার উপরে আমি কোন সৈন্য স্বর্গহইতে অবতারণ করি নাই, এবং আমি অবতারণকারী ছিলাম না †। ২৮।

* বিদ্রোহী লোক সকল উক্ত বৃদ্ধ পুরুষ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলেন, এবং কেয়ামতের দিনে আমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে তাহাদিগকে এরূপ অনুরোধ করেন। সেই বর্ষীয়ানের নাম হবিব নজ্জার ছিল। তিনি হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয়ের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যাচারী লোক সকল প্রস্তরাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে, এন্তাকিয়ানগরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। পুনশ্চ কথিত আছে যে হত্যা করিলে পর তাঁহাকে ঈশ্বর পুনর্জ্জীবন দান করিয়া স্বর্গাভিমুখে লইয়া যান এবং "স্বর্গ লোকে প্রবেশ কর" এরূপ বলেন। কেহ কেহ বলেন যে প্রেরিত পুরুষগণ ও রাজা এবং বিশ্বাসী মণ্ডলীও হত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। কেবল হবিব নজ্জার নিহত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। (ত, হো,)

† ঈশ্বর বলেন সেই বৃদ্ধের দল অর্থাৎ কাফের দল পরে এমন হীন ও নিকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য স্বর্গহইতে দেবসৈন্য প্রেরণ

এক ধ্বনি ব্যতীত (তাহাদের শাস্তি) ছিল না, পরে তখনই তাহারা নির্ব্বাপিত হইল *। ২৯। হায়! দাসদিগের প্রতি আক্ষেপ, কোন প্রেরিত পুরুষ তাহাদেরনিকটে উপস্থিত হইল না যে তাহারা তাহাকে বিদ্রুপ করে নাই। ৩০। তাহারা কি দেখে নাই যে আমি তাহাদের পুর্ব্বে সম্প্রদায় সকলের কত লোককে বিনাশ করিয়াছি যে তাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে না? ৩১। এবং আমার নিকটে সমুদায় দল এক যোগে উপস্থাপিত করা হইবে বৈ নয়। ৩২। (র, ২)

এবং তাহাদের জন্য নির্জ্জীবভূমি নিদর্শন, আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি ও তাহা হইতে শস্যকণা বাহির করিয়াছি, পরে তাহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৩৩। এবং আমি তথায় দ্রাক্ষা ও খোর্ম্মাতরুর উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, পরে তন্মধ্যে প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছি। ৩৪। † তাহাতে তাহারা তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের হস্ত তাহা রচনা করে নাই, অনন্তর তাহারা কি ধন্যবাদ করিতেছে না † ? ৩৫।

করা আর আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু বদর ও হনিনের সংগ্রামে দেবসৈন্য প্রেরিত কেন হইয়াছিল? তাহার উত্তর এই যে হজরতের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য তাহা প্রেরিত হইয়াছিল। সেই কাফেরসৈন্য কোন গণনার মধ্যেই আইসে নাই। (ত, হো,)

* জেব্রিল এন্তাকিয়া নগরে প্রকাশিত হইয়া হুঙ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে অগ্নি যেমন প্রবল বায়ুর আঘাতে সহসা নির্ব্বাপিত হয়, কাফের দল তদ্রূপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। (ত, হো,)

† এই আয়তের আধ্যাত্মিক অর্থ এই, আমি হৃদয়রূপ ক্ষেত্র কৃপা বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করি, তদ্দ্বারা সাধন ভজনরূপ শস্যকণা উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহাতে তাহাদের আত্মার আহার হয়। এবং হৃদয়ভুমিতে ঈশ্বরস্মরণরূপ খোর্ম্মা ফলের ও অনুরাগরূপ দ্রাক্ষের উদ্যান প্রস্তুত করিয়া লই, তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ সকল

যিনি যুগল পদার্থ সমুদায় সৃজন করিয়াছেন যদ্দ্বারা পৃথিবী সমুর্দ্ভূর হইতেছে, এবং তাহাদের জাতি হইতেও তাহারা যাহা জানিতেছে না তাহা হইতে (সৃজন করিয়াছেন) তিনি পবিত্র *। ৩৬। এবং তাহাদের জন্য রজনী নিদর্শন, আমি তাহা হইতে দিবা টানিয়া লই, পরে অকস্মাৎ তাহারা অন্ধকারাবৃত হয়। ৩৭। + এবং দিবাকর তাহার অবস্থিতি স্থানের জন্য চলিতে থাকে, ইহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী (ঈশ্বরের) নিরূপন †। ৩৮। এবং চন্দ্রমা, তাহার জন্য আমি স্থান সকল নিরূপণ করিয়াছি, এপর্য্যন্ত যে, সে (খোর্ম্মাতরুর) পুরাতন শাখার ন্যায় পরিণত হয় ‡। ৩৯। সূর্য্যের জন্য উপযুক্ত হয় না যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, §। এবং রজনী দিবার অগ্রগামী নয়, গগণমণ্ডলে সমুদায়ই চলিতেছে। ৪০।

প্রবাহিত করি; যেন তাহারা ঈশ্বরাবির্ভাবরূপ ফল ভোগ করে এবং দান বিতরণাদি সৎকার্য্যে রত থাকে, এজন্য তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইতেছে না? (ত, হো)

* উদ্ভিদ যুগল বস্তু তরু ও তৃণ, মানবজাতীয় যুগল পদার্থ নরনারী, তদ্ভিন্ন অগণ্য জীবজন্তুহইতে ঈশ্বর যুগল বস্তু সৃজন করিয়াছেন। (ত, হো,)

† সূর্য্যের অবস্থিতি স্থান তাহার ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট স্থান। (ত, হো,)

‡ চন্দ্রের জন্য দ্বাদশ সংক্রমণ ক্ষেত্র আছে, এক এক ক্ষেত্র দুই তৃতীয়াংশে বিভক্ত, তাহাতে সমুদায় ক্ষেত্রের অষ্টবিংশ অংশ হয়, প্রতিদিন চন্দ্রমা প্রায় এক এক অংশ অতিক্রম করে, পূর্ণতার অংশ সকলে তাহার জ্যোতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ক্ষীণতার অংশ সকলে ক্ষীণ হইতে থাকে। যখন ক্ষীণতার চরমাংশে চন্দ্র উপস্থিত হয় তখন চন্দ্রমা খোর্ম্মাতরুর পুরাতন শাখার ন্যায় ক্ষীণ ও বক্র; নিষ্প্রভ পীত বর্ণ হয়। (ত, হো,)

§ সূর্য্য চন্দ্রের সঙ্গে সংলগ্ন হইতে পারে না, যেহেতু চন্দ্র এক মাসে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র পরিক্রমণ করে, সূর্য্য এক বৎসরে স্বীয় কক্ষা পরিক্রমণ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের পিতৃপুরুষ-দিগকে নৌকাতে পূর্ণ করিয়া উঠাইয়া ছিলাম *। ৪১।+ এবং তাহাদের জন্য তৎসদৃশ যে সকলের উপর তাহারা আরোহণ করিয়া থাকে সে সমস্ত সৃজন করিয়াছি †। ৪২। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে জলমগ্ন করিব, অনন্তর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই, এবং তাহারা আমার অনুগ্রহ ব্যতীত উদ্ধার পাইবে না, নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্তই ভোগ হয়। ৪৩ + ৪৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল "তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে যে (শাস্তি) আছে তাহাকে ভয় করিতে থাক, সম্ভব যে তোমরা অনুগৃহীত হইবে, (তাহারা অগ্রাহ্য করিল) ‡। ৪৫। এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর (এমন) কোন নিদর্শন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে তাহারা তাহাহইতে বিমুখ হয় নাই। ৪৬। এবং যখন তাহা দিগকে বলা হয় পরমেশ্বর তোমা-দিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন তোমারা তাহা হইতে ব্যয় কর, তখন ধর্ম্মদ্রোহিগণ ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে বলে "আমরা কি সেই ব্যক্তিকে আহার দিব ঈশ্বর যদি তাহাকে আহার দিতে ইচ্ছা করেন? তোমরা স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে বৈ নও" §। ৪৭। এবং

*। অর্থাৎ মহা প্লাবনের সময় আমি নুহার সঙ্গে নৌকাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উঠাইয়াছিলাম। (ত, হো)

†। অর্থাৎ সেই নৌকার সদৃশ আরোহণ করিবার যোগ্য শকট অশ্ব উষ্ট্রাদি যান বাহন আমি সৃজন করিয়াছি। (ত, হো)

‡। সম্মুখেও পশ্চাতের শাস্তি অর্থে ইহলোক ও পরলোকের শাস্তি। (ত, হো)

§ কাফের লোকেরা বিশ্বাসী লোক দিগকে বলে "ঈশ্বর যাহা দিগকে আহার দিতে চাহেন আমরা কি তাহাদিগকে আহার দিব? অর্থাৎ দিব না। তোমাদের

তাহারা বলে "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে এই (শাস্তির) অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে"? ৪৮। তাহারা এক মহা নিনাদ যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে তাহার প্রতীক্ষা বৈ করিতেছ না, এবং তাহারা পরস্পর কলহ করে। ৪৯। অনন্তর তাহারা অন্তিম বাক্য বলিতে পারিবে না এবং স্বীয়পরিবারের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। ৫০। (র, ৩)

এবং সুরবাদ্যে (প্রলয় কালে) ফুৎকার করা যাইবে, তখন অকস্মাৎ তাহারা কবরহইতে আপন প্রতিপালকের দিকে ধাবমান হইবে। ৫১। বলিবে যে "আমাদিগের প্রতি আক্ষেপ, কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার হইতে উঠাইল?" ঈশ্বর যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাই ইহা, এবং প্রেরিত পুরুষগণ যথার্থ বলিছেন। ৫২। একমাত্র ধ্বনি বৈ (এই ব্যাপারে) হইবে না, তখন পরে অকস্মাৎ তাহারা একত্র আমার নিকটে আনীত হইবে। ৫৩। অনন্তর এ দিবস কোন ব্যক্তি কিছুই উৎপীড়িত হইবে না, তোমরা যাহা করিতেছিলে তদনুরূপ বৈ বিনিময় দেওয়া যাইবে না। ৫৪। নিশ্চয় এ দিবস স্বর্গাধিকারিগণ কার্য্য বিশেষে আনন্দিত *। ৫৫।

মতে ঈশ্বর জীবদিগকে জীবিকা দানে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি আহার দেন। যখন তিনি দিলেন না, আমরাও দিবনা। তোমরা পথভ্রান্তির মধ্যে আছ"। অর্থাৎ কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে যে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আম দিগকে বলিতেছ। ইহা তাহাদের ভ্রম, যেহেতু ঈশ্বর কাহাকে ধনী ও কাহাকে দরিদ্র করিয়াছেন, ধনীকে ঈশ্বর যে ধন দিয়াছেন, তাহা হইতে দরিদ্রকে দান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলা তাহাদের ছল মাত্র। (ত, হো,)

* গানবাদ্য বা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিংবা প্রেমভোজ ইত্যাদি কার্য্যে স্বর্গবাসিগণ আনন্দিত হইবেন। সাধারণ বিশ্বাসিগণ এরূপ স্বর্গীয় সম্পদ

তাহাদিগকে ও তাহাদের ভার্য্যাগণকে ছায়ার নিম্নে সিংহাসন সকলের উপরে ভর দিয়া বসান হইবে। ৫৬। তথায় তাহাদের জন্য ফলপুঞ্জ থাকিবে ও তাহারা যাহা চাহিবে তাহা তাহাদের জন্য হইবে। ৫৭। কৃপালু প্রতিপালক হইতে "সলাম" উক্তি হইবে। ৫৮। এবং (আমি বলিব) হে অপরাধিগণ,অদ্য তোমরা বিচ্ছিন্ন হও। ৫৯। হে আদমের সন্তানগণ, তোমাদের সম্বন্ধে কি আমি নিশ্চিত বাক্য বলি নাই যে তোমরা শয়তানকে অর্চ্চনা করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু, এবং আমাকে পূজা কর, ইহাই সরল পথ? ৬০+৬১। এবং সত্য সত্যই সে তোমাদিগের বহু লোককে পথ হারা করিয়াছে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতে ছিলে না? ৬২। এই নরক, যাহাতে তোমরা অঙ্গীকৃত হইয়াছ। ৬৩। তোমরা যে ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া ছিলে তন্নিমিত্ত অদ্য ইহার মধ্যে প্রবেশ কর। ৬৪। অদ্য তাহাদের মুখের উপর মোহর (বন্ধন) স্থাপন করিব এবং আমার সঙ্গে তাহাদের হস্ত কথা বলিবে ও তাহারা যাহা করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের চরণ সাক্ষ্যদান করিবে *। ৬৫। এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের

ভোগ করিবেন, কিন্তু সাধু লোকেরা ঈশ্বরদর্শন ও তাঁহার জ্যোতিতে আনন্দ করিবেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা হইবে, তাহারা স্বীয় পাপ পুণ্যের কথা নিজ মুখে বলিবে না। ঈশ্বরবিরোধীদিগের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার সাক্ষ্য দান করিবে, এবং সাধুলোকদিগের ইন্দ্রিয় তাঁহারা যে সাধন ভজন করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিবে। ঈশ্বর সেই দিবস আপন বিশ্বাসীভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তোমরা কি আনয়ন করিয়াছ? আপন দের দান ধর্ম্ম তপস্যাদি গণনা করিয়া বলিতে তাঁহারা লজ্জিত হইবেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়দিগকে

চক্ষুর উপর প্রচ্ছন্নতা রাখিয়া দিব, অনন্তর তাহারা এক পথ অবলম্বন করিবে, পরে কোথা হইতে দেখিতে পাইবে। ৬৬। এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের স্থানে তাহাদিগকে বিরূপ করিয়া রাখিব, অনন্তর তাহারা চলিতে পারিবে না, ফিরিতে পারিবে না *। ৬৭। (র, ৪)

এবং যাহাকে আমি দীর্ঘজীবন দান করি তাহাকে সৃষ্টিতে অবনত করিয়া থাকি, অনন্তর তাহারা কি বুঝিতেছে না † ? ৬৮। এবং আমি তাহাকে (মোহম্মদকে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই, এবং সে তাহার উপযুক্ত নয়, উহা উপদেশ ও উজ্জ্বল কোরাণ বৈ শিক্ষা নহে ‡। ৬৯। + তাহাতে যে ব্যক্তি জীবিত আছে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে এবং কাফেরদিগের প্রতি বাক্য প্রমা-

বাক্‌শক্তি দান করিবেন, তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্য বর্ণন করিবে, যথা অঙ্গুলি নাম জপের কথা বলিবে, এরূপ অন্য অন্য ইন্দ্রিয় বলিবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদিগকে শূকর বানর ও প্রস্তর করিয়া রাখিব। তাহারা ফিরিবেনা, অর্থাৎ এই বিকৃত আকার হইতে পূর্ব্ব আকৃতিতে পরিণত হইবে না। চলিতে পারিবে না, অর্থাৎ সেই স্থানে থাকিয়াই তাহারা নিষ্পেষিত হইবে। (ত, হো,)

† এস্থলে অবনত করার অর্থ, বলকে দুর্ব্বলতাতে পুষ্টদেহকে ক্ষীণ দেহে পরিণত করা। অধিক বয়ঃক্রম হইলেই লোকে জরাজীর্ণ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (ত, হো,)

‡ যদি হজরত মোহম্মদ কবি হইয়া কবিতা রচনা করিতেন তাহা হইলে লোকের মনে সন্দেহ হইত যে তিনি কবিতাশক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধিপ্রভাবেই কোরাণের সুন্দর বচন সকল রচনা করিয়া থাকেন। লোকের সন্দেহভঞ্জনের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে কবিতাশক্তি দান করেন নাই, প্রত্যাদেশের আলোকে তাঁহাকে আলোকিত করিয়াছেন। লোকে বলিত মোহম্মদ কবি, ঈশ্বর এই আয়ত দ্বারা তাহাদের সেই কথা খণ্ডন করেন। (ত, হো,)

ণিত হয়। ৭০। তাহারা কি দেখিতেছে না যে তাহাদের জন্য আমি চতুষ্পদ যাহা আমার হস্ত করিয়াছে সৃজন করিয়াছি, অনন্তর তাহারা তাহার স্বামী হইয়াছে *। ৭১ এবং উহাকে তাহাদের অনুগত করিয়াছি, পরে উহার কোনটী তাহাদের বাহন হইয়াছে এবং উহার কোনটী তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৭২। উহার মধ্যে তাহাদের লাভ সকল আছে ও (দুগ্ধ) পান হয়, অনন্তর তাহারা কি ধন্যবাদ করিতেছে না? ৭৩। এবং তাহারা সেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছে, ভরসা যে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ৭৪। তাহারা (পুত্তলিকাগণ) তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে সক্ষম হইবে না, তাহারা (পুত্তলিকাগণ) তাহাদের জন্য সৈন্যরূপে উপস্থাপিত হইবে †। ৭৫। অনন্তর তাহাদের কথা যেন তোমাকে (হে মোহম্মদ,) দুঃখিত না করে, নিশ্চয় আমি তাহারা যাহা গুপ্ত করিতেছে ও যাহা ব্যক্ত করিয়াছে জানিতেছি ‡। ৭৬। মনুষ্য কি দেখে নাই যে নিশ্চয় আমি

* যে ব্যক্তি একা কোন কার্য্য করে সে বলিয়া থাকে যে এ কার্য্য আমি স্বহস্তে করিয়াছি, অর্থাৎ অন্য কেহ এ কায করিতে অংশী হয় নাই। তদ্রূপ ঈশ্বর এই স্থানে বলিতেছেন যে আমি স্বহস্তে কাহার সহায়তা ব্যতিরেকে গো মেষ উষ্ট্রাদি চতুষ্পদ জন্তু তাহাদের জন্য সৃজন করিয়াছি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পুত্তলিকা সকল মৃৎপাষাণ, তাহারা শক্তিহীন অচেতন। ইহলোকে প্রতিমা সকল যেমন কাফেরদিগের গৃহের প্রহরী, এবং পরলোকে যখন তাহারা নরকে যাইবে, প্রতিমা সকলও তাহাদের সঙ্গে সৈন্য হইয়া নরকে উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে খলফের পুত্র একখণ্ড পুরাতন জীর্ণ অস্থি মর্দ্দন করিতে করিতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। তখন অনেক সম্ভ্রান্ত কোরেশ তথায় উপস্থিত ছিল, খলফের পুত্র বলিল যে "কে আছে এই বিচ্ছিন্ন দেহাংশ ও ভগ্ন অস্থিকে সংযুক্ত

তাহাকে শুক্র হইতে সৃজন করিয়াছি? পরে সে হঠাৎ স্পষ্ট বিরোধকারী হইল ৭৭। এবং সে আমার জন্য সদৃশ প্রকাশ করিল ও নিজের সৃষ্টি ভুলিয়া গেল, বলিল "কে অস্থিকে জীবিত করিবে? বস্তুতঃ তাহা গলিত হইয়াছে। ৭৮। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যিনি প্রথমবার তাহাকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই তাহা করিবেন, তিনি সমুদয়ায় সৃষ্টিসম্বন্ধে জ্ঞানী। ৭৯। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছেন, পরে তোমরা তাহা হইতে অগ্নি উদ্দীপন কর। ৮০। যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, (সমর্থ,) এবং তিনি জ্ঞানী সৃষ্টিকর্ত্তা। ৮১। যখন তিনি কিছু (সৃষ্টি করিতে) ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার আদেশ ইহা বৈ নহে যে তিনি তাহাকে বলেন হোক, পরে হয়। ৮২। অনন্তর যাহার হস্তে সমুদায় পদার্থের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই পবিত্রতা, তাঁহার দিকেই তোমরা পুনর্ম্মিলিত হইবে। ৮৩। (র, ৫)

করিয়া দেহ সঙ্গঠন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জীবিত করিতে পারে?" হজরত বলিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাকে কেয়ামতের দিনে জীবিত করিয়া তুলিবেন, তোমাকেও জীবিত করিয়া নরকে লইয়া যাইবেন। তাহাতেই এই আয়তের অবতারণা হয়। (ত, হো,

সুরা সাফ্‌ফাত *।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

১৮২ আয়ত, ৫ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

শ্রেণী বন্ধনে শ্রেণীবন্ধনকারী (দেবগণের) শপথ। ১। + অনন্তর হুঙ্কারে হুঙ্কারকারীদিগের (শপথ)। ২। + অনন্তর উপদেশ পাঠকদিগের (শপথ) †। ৩। + নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য একমাত্র ‡। ৪। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্তের এবং উভয়ের মধ্যে যে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† ঈশ্বর সেই দেবতাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছেন, যাহারা গগণমার্গে তাঁহার কি আজ্ঞা হয় শুনিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, কিংবা ধর্ম্মযুদ্ধাদের যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন, বা বিশ্বাসীদিগের যাহারা সভাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা এইরূপ অন্য কোন জীবের নামে শপথ করিয়া বলিতেছেন। দেবগণ হুঙ্কারও করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা হুঙ্কারে মেঘকে আকাশপথে চালনা করেন। তাঁহারা পাঠকও, যেহেতু সর্ব্বদা স্তুতি বন্দনা ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত। ধর্ম্মযোদ্ধাসম্বন্ধে শপথ হইলে তাঁহারাও হুঙ্কার করিয়া অশ্ব চালনা করেন বা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে পাঠকও বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাঁহারা আল্লা আল্লা এবং আল্লাহু আকবর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে শপথ হইলে বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরসাধনার জ্যোতিতে দৈত্য-দিগকে তাড়াইয়া থাকেন, অথবা স্বীয় জীবনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য ধমক দিয়া থাকেন। তাঁহারা পাঠক ও বটেন, যেহেতু নমাজের সময় কোরাণ পাঠ করেন। (ত, হো,)

‡ মক্কার কাফেরগণ বিস্মিত হইয়া বলিতেছিল যে, আশ্চর্য্য মোহম্মদ সমুদায়

কিছু আছে তাহার প্রতিপালক, ও (সূর্য্যচন্দ্রাদির) উদয়ভূমির প্রতি পালক। ৫। নিশ্চ আমি ভূমণ্ডলের আকাশকে তারকাভূষণে ভূষিত করিয়াছি। ৬+৭। এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হইতে (নভোমণ্ডলকে) রক্ষা করিয়াছি, তাহারা উন্নততর দেবদলের দিকে কর্ণ পাত করে না, সকল দিক্ হইতে (উল্কা) পড়িতে থাকে *। ৮।+তাহাদিগের অপসরণার্থ শাস্তি সংলগ্ন। ৯। কিন্তু যে কেহ অকস্মাৎ হরণে (ঐশ্বরিক বাক্য) হরণ করিয়াছে, পরে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড তাহার অনুসরণ করিয়াছে। ১০। পরে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর সৃষ্টিবিষয়ে কি তাহারা নিপুণতর, না যাহাআমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ? নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে আঁঠাল মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছি †। ১১। বরং তুমি (কাফের-

ঈশ্বরকে টানিয়া আনিয়া একমাত্র ঈশ্বরে পরিণত করিল, আমাদের এতগুলি ঈশ্বর তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে না, এক ঈশ্বর দ্বারা কেমন করিয়া হইতে পারে ? এতদুপলক্ষেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* ইহার অর্থ এই যে স্বর্গে প্রধান প্রধান দেবতা যে সকল ঐশ্বরিক নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় পরস্পর কথোপথন করিয়া থাকেন, দৈত্যগণ আসিয়া যাহাতে তাহা শুনিতে না পায় ঈশ্বর তজ্জন্য উল্‌কাপাত করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন ও আকাশ মার্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না। (ত, হো,)

† জয়দের পুত্র রকাণত ও আবুঅলআশদ যে প্রলয় ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিল তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন বলবীর্য্যের গর্ব্ব করিত, এবং কোরেশদিগের নিকটে আসিয়া অনেক গুণগরিমা ও জ্ঞানাভিমান প্রকাশ করিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "যাহা আমি সৃজন করিয়াছি তাহা" অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি যাহা সৃজন করিয়াছি সে সকল ? মানব দেহ জল ও পার্থিব জড় পদার্থের মিশ্রণে সঙ্গঠিত, তাহাতেই আঁঠাল মৃত্তিকা বলা হইয়াছে। (ত, হো,)

দিগের অবস্থায়) বিস্মিত হইয়াছ, এবং তাহারা বিদ্রূপ করিতেছে *। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যায় তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৩। এবং যখন কোন নিদর্শন দর্শন করে তখন তাহারা উপহাস করে। ১৪। এবং তাহারা বলে "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল বৈ নহে। ১৫। যখন আমরা মরিয়া যাইব ও মৃত্তিকা এবং কঙ্কাল হইব তখন কি নিশ্চয় আমরা সমুত্থাপিত হইব? ১৬।+অথবা আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণ (সমুত্থাপিত হইবে)"। ১৭। তুমি বল, হাঁ বটে, তোমরা লাঞ্ছিত হইবে। ১৮। অনন্তর উহা এক হুঙ্কার ইহা বৈ নহে, পরে অকস্মাৎ তাহারা দেখিবে। ১৯। এবং তাহারা বলিবে "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, এইত ধর্ম্মশাসনের দিবস"। ২০। (বলা হইবে) "তোমরা যে বিষয়ে অসত্যারোপ করিতেছিলে এই সেই বিচার নিষ্পত্তির দিন"। ২১। (র, ১)

অত্যাচারিগণ ও তাহাদের সহযোগিগণ এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহা সমুত্থাপিত হইবে, অনন্তর তাহাদিগকে নরকের পথের দিকে তোমরা পথ প্রদর্শন কর, এবং তাহাদিগকে দণ্ডায়মান কর, নিশ্চয় তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে যে, তোমাদের কি হইয়াছে যে পরস্পর সাহায্য করিতেছ না? †। ২২+২৩+২৪+২৫। বরং তাহারা অদ্য ঈশ্বরানুগত

---

* হজরত মনে করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি কোরাণ শ্রবণ করিবে সেই তাহাতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। মক্কার অংশিবাদিগণ শুনিয়া কোরাণের বচনের প্রতি কিছুই শ্রদ্ধা করিল না, বরং তৎপ্রতি উপহাস করিল, তাহাতে হজরত আশ্চর্য্যান্বিত হন। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

†। অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ পুত্তলিকার সহিত ও নক্ষত্র উপাসকগণ নক্ষত্রের সহিত এবং কাকের স্বামীর সহিত কাকের স্ত্রীগণ, ব্যভিচারী ব্যভিচারীর সহিত

। ২৬। এবং তাহাদের একজন অন্যের নিকটে প্রশ্ন করত উপস্থিত হইবে। ২৭। বলিবে "নিশ্চয় তোমরা দক্ষিণ দিক হইতে (শুভাকাঙ্ক্ষীরূপ) আমাদের নিকটে আসিতেছিলে"। ২৮। তাহারা (প্রতিমা, বা দৈত্যগণ) বলিবে "বরং তোমরা বিশ্বাসী ছিলে না। ২৯। এবং তোমাদের প্রতি আমাদিগের কোন পরাক্রম ছিল না, বরং তোমরা স্বেচ্ছাচারিদল ছিলে। ৩০। অনন্তর আমাদের সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইল, নিশ্চয় আমরা (শাস্তি) আস্বাদনকারী। ৩১। অবশেষে আমরা তোমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছি, নিশ্চয়, আমরাও পথভ্রান্ত ছিলাম"। ৩২। অনন্তর নিশ্চয় তাহারা অদ্য শাস্তির মধ্যে অংশী হইবে। ৩৩। নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এইরূপ করিয়া থাকি। ৩৪। যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই;" তখন নিশ্চয় তাহারা গর্ব্ব করিতেছিল। ৩৫। এবং বলিতেছিল "আমরা কি এক জন ক্ষিপ্ত কবির অনুরোধে আমাদের ঈশ্বর

সুরাপায়ী সুরাপায়ীর সহিত এবং অত্যাচারের সাহায্যকারী অত্যাচারীদিগের সহিত কেয়ামতের দিনে সমুত্থাপিত হইবে। যাহারা পাপাচরণে আত্মজীবনের প্রতি অত্যাচার করে ও লোককে বিপথগামী করিয়া থাকে, এস্থানে তাহারাই অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত। মবারকের পুত্র আবদুল্লাকে কেহ বলিয়াছিল যে আমি সূচীজীবী, কখন কখন অত্যাচারী লোকদিগের জন্য বস্ত্র শিলাই করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি সেই সময় কি সাহায্যকারীরূপে গণ্য হইব? আবদুল্লা বলিলেন "না, বরং তুমি অত্যাচারীর মধ্যে গণ্য হইবে, তাহারাই অত্যাচারীর সাহায্যকারী যাহারা সূচী ও সূত্র তোমার নিকটে বিক্রী করে। অনন্তর ঈশ্বর বলিবেন যে, তোমরা হে বিশ্বাসিগণ, অত্যাচারী ও তাহাদের সঙ্গিগণকে নরকের দিকে পথ দেখাইয়া দেও, যখন তাহারা সেই দিকে যাইবে তাহাদিগকে সরাত নামক সেতুর উপর দণ্ডায়মান কর, তাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাস ও আচরণাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইবে। (ত, হো,)

সকলকে বর্জ্জন করিব”? ৩৬। (ঈশ্বর বলিলেন) বরং সে (মোহম্মদ) সত্য আনয়ন করিয়াছে এবং প্রেরিত পুরুষদিগকে সপ্রমাণ করিয়াছে। ৩৭। নিশ্চয় তোমরা ক্লেশকর শাস্তির আস্বাদনকারী হও। ৮৩ এবং ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণকে ব্যতীত তোমরা যাহা করিতেছ তদনুরূপ বৈ তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না *।৩৯+৪০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট উপজীবিকা ফল সকল আছে, এবং তাহারা সম্পদের উদ্যান সকলে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী সিংহাসনের উপরে অনুগৃহীত হইবে। ৪১+৪২+৪৩+৪৪। তাহাদের প্রতি নির্ঝরোৎপন্ন পানকারীদিগের স্বাদজনক শুভ্র সুরার পাত্র পরিবেশন করা হইবে। ৪৫+ ৪৬। তন্মধ্যে অপকারিতা নাই, ও তাহারা তদ্দ্বারা বিহ্বল হইবে না। ৪৭। এবং তাহাদের নিকটে অধোদৃষ্টিকারিণী বিশালাক্ষীগণ আসিবে, যেন তাহারা গুপ্ত অণ্ডস্বরূপ +৪৮ +৪৯। অনন্তর তাহাদের এক অন্যের দিকে অভিমুখী হইয়া (পৃথিবীর বিষয়) জিজ্ঞাসা করিবে। ৫০। তাহাদের মধ্যে এক বক্তা বলিবে “নিশ্চয় আমার (পৃথিবীতে)

* ঈশ্বরানুগত নির্ম্মল ব্যক্তিদিগকে তাহাদের সৎকার্য্যের দ্বিগুণ ফল প্রদত্ত হইবে। (ত, হো)

+ স্বর্গাঙ্গনাগণ তাঁহাদের নিকটে আসিবেন, কিন্তু পরপুরুষ বলিয়া তাঁহার তাঁহাদের সন্নিধানে অধোমুখে থাকিবেন। সেই দিব্য নারীগণ শুভ্রতা ও সৌন্দর্য্য এবং শুদ্ধতায় প্রচ্ছন্ন শুভ্র অণ্ড সদৃশ। উষ্ট্র পক্ষীর অণ্ড শুভ্র হইয়া থাকে, তাহারা আপন আপন অণ্ডকে পালকদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহাতে তাহার উপর ধূলি সংলগ্ন হইতে পারে না। এজন্য সুরাঙ্গনাগণের সঙ্গে তাহার তুলনা হইয়াছে। (ত, হো)

এক বন্ধু ছিল *।৫১।+ সে বলিত "নিশ্চয় তুমি কি (কয়ামত) স্বীকারকারীদিগের (একজন)? ৫২। যখন আমরা মরিব এবং মৃত্তিকা ও কঙ্কাল হইয়া যাইব তখন কি আমাদিগকে (পাপপুণ্যের) বিনিময় প্রদত্ত হইবে?" ৫৩। (পুনরায়) সে বলিবে "তোমরাকি (নরকবাসীদিগের) অবলোকনকারী?" † ৫৪। অনন্তর সে অবলোকন করিবে, পরে তাহাকে নরকের মধ্যে দেখিবে। ৫৫। সে বলিবে "ঈশ্বরের শপথ, উপক্রম হইয়াছিল যে নিশ্চয় তুমি আমাকে মারিবে। ৫৬।+ এবং যদি আমার প্রতিপালকের কৃপা না থাকিত তবে একান্তই আমি (নরকে) উপস্থিতদিগের (এক জন) হইতাম। ৫৭।+ অনন্তর অমরা কি আমাদের পূর্ব্বমৃত্যু ব্যতীত মরিব না, ও (স্বর্গলোকে) শাস্তি গ্রস্ত হইব না?" ৫৮+৫৯। (দেবগণ বলিবেন) "ঈদৃশ (সম্পদের জন্য) নিশ্চয় ইহা সেই মহা কৃতার্থতা, অতএব অনুষ্ঠানকারীদিগের উচিত যে অনুষ্ঠান করে"। ৬০+৬১। এই উপহার, না, জকুমতরু শ্রেষ্ঠ? ‡। ৬২। নিশ্চয় আমি

---

* অর্থাৎ স্বর্গবাসীদিগের এক ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিবে যে পৃথিবীতে যখন ছিলাম তখন আমার একজন সখা ছিল, সে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিত না। তাহারা দুই ভ্রাতা ছিল, সুরা কহফে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। সেই দুই ভ্রাতার নাম ইহুদা ও কৎরুস। ইহুদা বিশ্বাসী ও কৎরুস পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ইহুদাবন্ধুদিগকে বলিবে যে তোমরা নরকলোকবাসীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে আমার ভ্রাতা নরকের কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বর্গবাসিগণ বলিবে তুমি তাহাকে ভালরূপে চিন, তুমিই নরকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। (ত, হো,)

‡ জকুমতরু আরব দেশে আছে, তাহার পত্র ক্ষুদ্র এবং ফল অতিশয় তিক্ত।

অত্যাচারীদিগের জন্য তাহাকে আপদ্‌স্বরূপ করিব। ৬৩। নিশ্চয় সেই বৃক্ষ নরকমূলেতে উৎপন্ন হইবে। ৬৪। + তাহার স্তবক যেন শয়তানকূলের মস্তক সকল। ৬৬। অনন্তর তাহারা তাহার (ফল) ভক্ষণ করিবে, পরে তাহাদ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। ৬৫। তৎপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাতে (সেই খাদ্যের মধ্যে) উষ্ণোদকের মিশ্রণ হইবে। ৬৭। তৎপর নিশ্চয় নরকের দিকে তাহাদের পুনর্গমন হইবে *। ৬৮। একান্ত তাহারা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে বিপথগামী পাইয়াছে। ৬৯। পরে তাহারা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণে ধাবিত হইতেছে। ৭০। এবং সত্য সত্যই তাহাদের পূর্ব্বে অধিকাংশ

পরমেশ্বর নারকীদিগকে যে বৃক্ষের ফল উপহার দিবেন তাহার নামও জকুম। যখন জকুমের কথা সকলে শ্রবণ করিল তখন বলিতে লাগিল, নরকলোকে ভয়ঙ্কর হুতাশন, সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহ দ্রবীভূত হয়, বৃক্ষ কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে। তাহারা জানে না যে পূর্ণ শক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা অনল সাগরের মধ্যে বৃক্ষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম। জব অরি নামক ব্যক্তি কোরেশ দলপতিদিগকে কহিল যে মোহম্মদ আমাদিগকে জকুম দ্বারা ভয় দেখাইতেছে। জকুম আফ্রিকাস্থ লোকদিগের ভাষায় নবনীত ও খোর্ম্মাকে বলে। এই কথা শ্রবণে আবুজহল গাত্রোত্থান করিয়া আরবের প্রধান লোকদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহাদের সাক্ষাতে স্বীয় দাসীকে বলিল যে আমাকে জকুম প্রদান কর। দাসী ননী ও খোর্ম্মাফল দান করিল। আবুজহল তাহা ভক্ষণ করিয়া বলিল, মোহম্মদ যাহার কথা বলিতেছে এইত তাহা। তখন পরমেশ্বর পরবর্ত্তী আয়ত সকলে জকুম তরুর লক্ষণ বর্ণন করেন। (ত, হো,)

*। অর্থাৎ জকুম ফল ভক্ষণ ও উষ্ণ জল পানের পর তাহাদের পুনর্ব্বার নরকেই স্থিতি হইবে। এ রূপ উষ্ণ জল পান করিবে যে তাহার উষ্ণতায় তাহাদের অন্ত্র সকল যেন দগ্ধ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। (ত, হো,)

প্রাচীন লোক বিপথগামী হইয়াছে। ৭১।+ এবং সত্য সত্যই আমি তাহাদিগের মধ্যে ভয়প্রদর্শকদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৭২। অনন্তর দেখ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত ভয় প্রদর্শিত দিগের পরিণাম কেমন হইয়াছে? ৭৩+৭৪। (র, ২)

এবং সত্য সত্যই নুহা আমাকে ডাকিয়াছিল, তখন আমি উত্তম উত্তরদাতা ছিলাম। ৭৫। এবং তাহাকে ও তাহার স্বজনদিগকে আমি মহা দুঃখহইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৭৬। এবং তাহার সন্তানদিগকে তাহাদের অবশিষ্ট রাখিয়াছিলাম *। ৭৭। এবং তাহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী (মণ্ডলীর) মধ্যে (সৎপ্রশংসা) রাখিয়াছিলাম †। ৭৮। জগতে নুহার প্রতি সলাম হোক, ‡। ৭৯। নিশ্চয় আমি এই রূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। ৮০। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের (একজন)। ৮১। তৎপর আমি অন্য লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। ৮২। এবং নিশ্চয় তাহার অনুগত লোকদিগের মধ্যে এব্রাহিম ছিল। ৮৩। (স্মরণ কর) যখন সে সুস্থমনে আপন প্রতিপালকের নিকটে উপস্থিত হইল। ৮৪। যখন সে আপন পিতাকে ও আপন

*। নুহার পরিবারের মধ্যে সাম, হাম এবং ইয়াফজ ও তাহার স্ত্রীগণব্যতীত জীবিত ছিল না। সমুদায় মনুষ্য তাহাদের বংশ হইতেই উৎপন্ন হয়। আরব্য, পারস্য ও রোমীয় লোকদিগের পিতা সাম, তোর্ক ও খরজ এবং সকলাব জাতির পিতা ইয়াফজ, হন্দু, হবশি ও জঙ্গ এবং বর্ব্বরের পিতা হাম। (ত, হো,)

†। পরবর্ত্তী মণ্ডলী মোহম্মদীয় মণ্ডলী। (ত, হো)

‡। পরমেশ্বর নুহাকে সলাম জানাইতেছেন; সলাম শব্দের অর্থ নিরাপদ, ইহা আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য। (ত, হো,)

দলকে বলিল "তোমরা কাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাক? ৮৫। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি অন্য ঈশ্বরকে চাহিতেছ? ৮৬। অনন্তর বিশ্বপালকের প্রতি তোমাদের কি প্রকার মত?" * ৮৭। পরে সে নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতি এক দৃষ্টিতে দৃষ্টি করিল। ৮৮। অবশেষে "বলিল নিশ্চয় আমি পীড়িত"। ৮৯। পরে তাহারা তাহার প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া ফিরিয়া গেল। ৯। পরে সে তাহাদের পরমেশ্বরগণের নিকটে গোপনে গেল, পশ্চাৎ বলিল "তোমরা কি (নৈবিদ্য) খাও না? ৯১। তোমাদের কি হইয়াছে যে কথা বলিতেছ না?" ৯২। পরে সে দক্ষিণ হস্তে তাহাদের প্রতি প্রহার করিতে গোপনে প্রবৃত্ত হইল *। ৯৩। পরে তাহারা (নমুরুদীয় দল) তাহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। ৯৪। সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা যাহাকে নির্ম্মাণ কর তাহাকে কি পূজা করিয়া থাক? ৯৫। + এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে ও তোমরা যাহা কিছু করিয়া থাক তাহা সৃজন করিয়াছেন"। ৯৪। তাহারা পরস্পর বলিল "তাহার জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, পরে (কাষ্ঠপুঞ্জে পূর্ণ করিয়া) তাহাকে (নরকের) অগ্নিতে

* "ঈশ্বরের সম্বন্ধে তোমাদের কি প্রকার মত,?" এই কথা এব্রাহিম প্রতিমার উপাসক লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তাহারা বলে "আগামী কল্য উৎসব আছে, আমরা সকলে তদুপলক্ষে আমোদ করিবার জন্য নগরের বাহিরে প্রান্তরে যাইব। অদ্য খাদ্যজাত প্রস্তুত করিয়া প্রতিমা সকলের পার্শ্বে স্থাপন করিব, প্রান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পূজার মণ্ডপে যাইয়া প্রসাদরূপে সে সকল ভাগ করিয়া খাইব। তুমিও আমাদের মেলাতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ কর, পরে তথা হইতে দেবমন্দিরে আসিয়া দেবতাদিগের রূপ লাবণ্য বেশ ভূষা দর্শন করিবে। আমরা বিশ্বাস করি, সেই আমোদ আহ্লাদ ও দেবদর্শনের পর আমাদিগকে আর অনুযোগ করিতে সাহসী হইবে না। (ত, হো,)

নিক্ষেপ কর।৯৭। অবশেষে তাহারা তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিল, পরে আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত হীন করিলাম। * ।৯৮। এবং সে বলিল „নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের দিকে গমনকারী, অবশ্য তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।৯৯। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাধুদিগের (এক জন) দান কর„ ।১০০। অবশেষে আমি তাহাকে প্রশান্ত বালকের (এস্মায়িলনামক পুত্রের) সুসংবাদ দান করিলাম। † ।১০১। পরে যখন সে তাহার সঙ্গে দৌড়িবার বয় প্রাপ্ত হইল, তখন সে বলিল „হে আমার নন্দন, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে সত্যই আমি তোমাকে বলিদান করিতেছি, অতএব তুমি কি দেখিতেছ দেখ;„ সে বলিল „হে আমার পিতা, যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর, ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি আমাকে অবশ্য সহিষ্ণুদিগের (একজন) পাইবে"। ১০১। পরে যখন তাহারা (ঈশ্বরাজ্ঞার) অনুগত হইল, এবং সে তাহাকে (ছেদন করিতে) ললাটের অভিমুখে ফেলিল

* এব্রাহিম নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি পীড়িত, অর্থাৎ তাউন নামক পীড়া বিশেষ আমার হইবে। তাউন সংক্রামক রোগ, পুরুষের কোষে বা জঙ্ঘাতে কিংবা স্ত্রীলোকের স্তনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সেই সকল অঙ্গকে বিকৃত করিয়া ফেলে, আনুষঙ্গিক মূর্চ্ছা ও উদ্বমন ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। লোক সকল তাউনের কথা শুনিয়া পরে বা সেই রোগদ্বারা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে এব্রাহিমের নিকট হইতে চলিয়া যায়। পর দিন তাহারা প্রান্তরে চলিয়া গেলে এব্রাহিম তাহাদের দেবালয়ে প্রবেশ করেন, প্রতিমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। (ত, হো,)

† ইনি হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

*।১০২। এবং আমি তাহাকে ডাকিলাম যে „ হে এব্রাহিম, ।১০৩।+সত্যই তুমি স্বপ্নকে সপ্রমাণ করিয়াছ, নিশ্চয় আমি এই রূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি"। ১০৪। নিশ্চয় ইহা সেই স্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৫। আমি তাহাকে বৃহৎবলি (শৃঙ্গযুক্ত পুং মেষ) বিনিময় দান করিলাম †। ১০৬। এবং তাহার সম্বন্ধে (সৎ প্রশংসা) ভবিষ্যদ্বংশীয় দিগের প্রতি রাখিলাম। ১০৭। এব্রাহিমের প্রতি সলাম হৌক ১০৮। এই রূপে আমি হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করি। ১০৯। নিশ্চয়ই সে আমার দাসদিগের মধ্যে বিশ্বাসী। ১১০। এবং আমি তাহাকে সাধুদিগের মধ্যে এক প্রেরিত পুরুষ এস্‌হাক (পুত্রের) সম্বন্ধে সুসংবাদ দান করিয়াছিলাম। ১০১। এবং তাহার প্রতি ও এস্‌হাকের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের

* "ললাটের অভিমুখে ফেলিল" অর্থাৎ অধোমুখে নিঃক্ষেপ করিল। এব্রাহিম যখন এস্‌মায়িলের কণ্ঠচ্ছেদনে উদ্যত হয়েন তখন এস্‌মায়িল পিতাকে এই তিনটী কথা নিবেদন করেন, (১) আমার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে, তাহা হইলে আমি ভয়প্রযুক্ত কাটিবার সময় হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া ব্যাঘাত করিব না। (২) তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার মাতাকে আমার শোণিতাক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে। (৩) অধোমুখে হত্যা করিলে আমার মুখের প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে না, আমার মুখ দেখিলে মন দয়ার্দ্র হইয়া ঈশ্বর আদেশ পালনে বিঘ্ন হইতে পারে। এব্রাহিম তদনুরূপ নিঃক্ষেপ করিয়া এসমায়িলকে বলিদানে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার বিশ্বাস পরীক্ষিত হইল বলিয়া পরমেশ্বর তাঁহাকে নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ করেন। (ত, হো,)

† পরে ঈশ্বরের আদেশে এক বৃহৎ পুংমেষ অরণ্যহইতে এব্রাহিমের নিকটে দৌড়িয়া আইসে। তিনি এস্‌মায়িলের পরিবর্ত্তে তাহাকে বলিদান করেন। (ত,হো,)

সন্তান গণের মধ্যে কতক হিতকারী ও কতক আপন জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট অত্যাচারী হয়। ১১২। (র, ৩)

এবং সত্য সত্যই আমি মুঁসা ও হারুণের প্রতি কৃপা করিয়াছি। ১১৩। এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে মহা ক্লেশ হইতে বাঁচাইয়াছি। ১১৪। এবং তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছি, পরে তাহারা বিজয়ী হইয়াছে ১১৫। এবং তাহাদিগকে বর্ণনাকারক গ্রন্থ দান করিয়াছি। ১১৬। এবং তাহাদিগকে সরল পথ দেখাইয়াছি। ১১৭। এবং তাহাদের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে (সৎ প্রশংসা) রাখিয়াছি ১১৮। + মুসা ও হারুণের প্রতি সলাম হৌক। ১১৯। নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। ১২০। নিশ্চয় তাহারা আমার দাসদিগের মধ্যে বিশ্বাসী ছিল। ১২১। এবং নিশ্চয় এলিয়াস প্রেরিত পুরুষদিগের (এক জন) ছিল। ১২১। (স্মরণ কর) যখন সে আপন দলকে বলিল "তোমরা কি ধর্ম্ম ভয় করিতেছ না? ১২২। তোমরা কি বাল প্রতিমাকে পূজা করিয়া থাক ও অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্ত্তাকে পরিহার কর? ১২৪। + ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক" *

* পরমেশ্বর এলিয়াসকে বালবক নিবাসী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা প্রতিমাপূজক ছিল। বালবকে আজ্বরনামক এক রাজা ছিলেন, প্রথমতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, পরে স্বীয় পৌত্তলিক পত্নীর প্ররোচনায় পৌত্তলিক হন। এলিয়াসের প্রার্থনানুসারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বালবকনিবাসিগণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা নিপীড়িত হয়, অনন্যোপায় হইয়া তাহারা এলিয়াসের নিকটে যাইয়া কি উপায়ে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হইতে পারে তাঁহাকে জ্ঞাসা করে।

।১২৫। অনন্তর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরে নিশ্চয় ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত তাহারা (শাস্তির মধ্যে) আনীত হইবে *। ১২৬+১২৭। এবং তাহার সম্বন্ধে আমি পর-বর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে (সৎপ্রশংসা) রাখিলাম ।১২৮। + এলিয়াসের প্রতি সলাম হৌক। ১২৯। নিশ্চয় আমি এই রূপে হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করি। ১৩০। নিশ্চয় সে আমার দাসদিগের মধ্যে বিশ্বাসী। ১৩১। এবং নিশ্চিত লুত প্রেরিত-দিগের (একজন)। ১৩২। (স্মরণ কর,) যখনএক বৃদ্ধা নারী ব্যতীত যে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে ছিল তাহাকে ও তাহার

এলিয়াস বলেন "তোমাদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া নগরবাসিগণ চিন্তা করিতে লাগিল। তখন এলিয়াস বলিলেন "তোমাদের ও আমার ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে যদি ইচ্ছা কর তবে এস, আমি আমার পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরাও তোমাদের পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, যিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন তিনিই উপাস্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।" নগরবাসিগণ এই কথায় সম্মত হইয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া আপনাদের প্রতিমার নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, কোন ফল দর্শে না। পরে এলিয়াস প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ বারি বর্ষণ হয়। ইহা দেখিয়াও লোক সকল এলিয়াসকে অগ্রাহ্য করে। (ত, হো)

* কথিত আছে যে এলিয়াস নগরবাসীদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত বিষণ্ণ হন। শাস্তি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই ধর্ম্মদ্রোহী লোকদিগের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন। আদেশ হয় যে অমুক দিন অমুক স্থানে তুমি যাইবে, যাহা উপস্থিত দেখিবে তাহার উপর আরোহণ করিবে। তদনুসারে এলিয়াস নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যান। এক অগ্নিময় শার্দ্দূল বা অশ্ব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি অলিয়া নামক এক সাধু পুরুষকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেই শার্দ্দূল বা অশ্বারোহণে প্রস্থান করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি ডানা ও পালক প্রাপ্ত হন। এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁহাহইতে নিবৃত্ত হয়।

স্বজনবর্গকে আমি এক যোগে উদ্ধার করিলাম *। ১৩৩ + ১৩৪। তৎপর অপর লোকদিগকে সংহার করিলাম। ১৩৫ নিশ্চয় তোমরা তাহাদের দিকে প্রাতে ও রাত্রিতে গিয়া থাক, অনন্তর তোমরা কি টের পাইতেছ না? † ১৩৬+১৩৭। (র, ৪)

এবং নিশ্চয় ইয়ুনস প্রেরিতদিগের (একজন) ছিল। ১৩৮ (স্মরণ কর) যখন সে (লোকে) পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করিল ‡ ১৩৯। + পরে নৌকার লোকদিগের সঙ্গে সূর্ত্তি

তিনি স্বর্গীয় দূতগণের সঙ্গে গগনমার্গে উড়িতে থাকেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব দুই গুণ ছিল, তিনি গগনবিহারী ছিলেন, প্রান্তরে তাঁহার আধিপত্য ছিল। নদীপথে ও অবকানামক স্থানে মহাপুরুষ খেজরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রমজান মাসে জেরুজিলমে পরস্পর একযোগে পারণা করেন, তাঁহাদের মণ্ডলী ও অনেক সাধুপুরুষ তাঁহাদের দর্শন পান। (ত, হো,)

* লুত মহাপুরুষ এব্রাহিমের সহযোগী ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি শাম দেশে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

† অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে হে কোরেশদল, তোমরা বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বদা তাহাদের নিবাসভূমিতে গিয়া থাকে, লুতের বিরোধী দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা যে উৎসন্ন হইয়াছে, জনশূন্য অরণ্যাকীর্ণ নিবসভূমি দেখিয়া কি তোমরা টের পাইতেছ না? (ত, হো,)

‡ পরমেশ্বর ইউনসকে মওসলে তথাকার অধিবাসী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। লোকসকল তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তিনি তাহাদের শাস্তি প্রার্থনা করেন ও তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যান। শাস্তি উপস্থিত হইলে মওসলের লোকসকল ধর্ম্মে বিশ্বাসী হয়, তাহাতে শাস্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইয়ুনস ইহা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তখন ভাবিলেন যে তাহারা হয়তো এইক্ষণ তাঁহাকে মিথ্যা-বাদী বলিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি নদীর অভিমুখে চলিয়া যান। নদীর কূলে উপনীত হইয়াই দেখেন যে এক দল বণিক্ নৌকায় আরোহণ করিতেছে, তিনিও তাহাদের

ধরিল, অনন্তরপরাস্ত হইল * ১৪০। পরে মৎস্য তাহাকে উদরস্থ করিল ও সে (আপনার প্রতি) অনুযোগকারী ছিল † । ১৪১। অনন্তর যদি তাহা না হইত তবে নিশ্চয় সে স্তুতিকারকদিগের (এক জন) হইত। ১৪২ + তাহার উদরে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত বাস করিত। ১৪৩। অবশেষে আমি তাহাকে মরুভূমিতে বিসর্জ্জন করি, তখন সে পীড়িত ছিল। ‡। ১৪৪। এবং আমি তাহার উপরে অলাবু লতা উৎপাদন করি §। ১৪৫।

সঙ্গে নৌকায় উঠিলেন। তরণী কতক দূর চলিয়াই স্থির রহিল, নৌকাবাহকগণ বলিতে লাগিল যে, কোন পলায়িত দাস এই নৌকায় আছে, তজ্জন্য নৌকা চলিতেছে না। ইয়ুনস বলিলেন আমিই পলায়িত দাস। নৌকাধিরূঢ় লোকেরা কহিতে লাগিল তুমি কেমন করিয়া পলায়িত দাস হইবে? তোমার ললাটে ও মুখমণ্ডলে পুরুষত্ব, মহত্ত্ব ও সাধুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি ইয়ুনস পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল যে আমিই পলায়মান দাস। তখন এরূপ রীতি ছিল যে নৌকা না চলিলে পলায়িত দাসকে জলে নিঃক্ষেপ করা হইত, তাহা হইলে নৌকা চলিত। তখন ইয়ুনস নৌকাস্থ লোকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ আমি পলায়িত দাস বলিতে লাগিলেন। (ত, হো,)

* নৌকাধিরূঢ় লোকেরা কে পলায়িত দাস ইহা নির্ণয় করিবার জন্য স্ফূর্ত্তি ধরিল, স্ফূর্ত্তি তিন বার ইয়ুনসের নামেই উঠিল। (ত, হো,)

† তখন নৌকার লোকেরা তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দেয়। পরমেশ্বর এক মৎস্যকে প্রেরণ করেন, মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া উদরস্থ করে। (ত, হো,)

‡ যদি ইয়ুনস আপনাকে ভৎর্সনা না করিয়া ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিত তবে চিরকাল মৎস্যের গর্ভে স্তুতি বন্দনায় রত থাকিত। তাহা না করাতে পরমেশ্বর মৎস্যকে উদ্বমন করিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। মৎস্য মরুভূমিতে তাঁহাকে নিঃক্ষেপ করে, তখন তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল সদ্যপ্রসূত শিশুর ন্যায় ছিলেন। (ত, হো,)

§ মক্ষিকাদ্বারা তিনি উপদ্রুত ও সূর্য্যোত্তাপে উৎপীড়িত না হন এই

এবং আমি তাহাকে লক্ষ অথবা অধিক লোকের নিকটে পাঠাইলাম *। ১৪৬। পরে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ফলভোগী করিলাম। ১৪৭। অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে (প্রত্যেককে) প্রশ্ন কর যে তোমার ঈশ্বরের কি কন্যা সকল আছে ও তাহাদের কি পুত্র আছে †। ১৪৮। আমি কি দেবতা দিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি? এবং তাহারা (তখন) উপস্থিত ছিল? ১৪৯। জানিও নিশ্চয় তাহারা আপনাদের মিথ্যাবাদিতাদ্বারা বলিতেছে। ১৫০।+যে "ঈশ্বর জন্মদান করিয়াছেন;" এবং নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী। ১৫১। পুত্রদিগের উপর কন্যা দিগকে কি (পরমেশ্বর) মানোনীত করিয়াছেন? ১৫২। তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা কিরূপ আজ্ঞা করিতেছ? ‡। ১৫৩। অনন্তর

উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর অলাবুলতাদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি দৃঢ় ও পুষ্টাঙ্গ এবং বলিষ্ঠ হইলেন সে পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ছাগ আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মুখে স্তন প্রদান করিত, তিনি দুগ্ধ পান করিতেন। (ত, হো,)

* রাজা সংবাদ পাইয়া ইয়ুনসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। তখন তিনি লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকটে উপস্থিত হন ও ধর্ম্মপ্রচার করেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ খজাআ ও মলিহ এবং জহিনবংশীয় লোকেরা দেবতাদিগকে ঈশ্বরের দুহিতা বলিত, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে পরমেশ্বর হজরতকে আজ্ঞা করিতেছেন। (ত, হো,)

‡ তাহারা ইহা ভাবে না যে ঈশ্বর স্ত্রী পুত্রের সংস্রব বর্জ্জিত, তিনি মনুষ্য সদৃশ নহেন, এক জন্তু হইতেই অন্য জন্তুর জন্ম হইয়া থাকে, তিনি তদ্রূপ জন্তু নহেন। (ত, হো,)

তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ১৫৪। তোমাদের জন্য কি উজ্জ্বল প্রমাণ আছে? ১৫৫। তাহারা বলিল "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আপন গ্রন্থ উপস্থিত কর *। ১৫৬। এবং তাহারা তাঁহার ও দৈত্যগণের মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছে এবং সত্য সত্যই দানবগণ জ্ঞাত আছে যে তাহারা (শাস্তির জন্য) সমানীত হইবে †। ১৫৭। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত তাহারা যাহা বর্ণন করে তদপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক পবিত্রতা। ১৫৮। অনন্তর নিশ্চয় (হে কাফেরগণ,) তোমরা যাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাক তাহা (এই,) তোমরা সকলে যে ব্যক্তি নরকগামী তাহাকে ব্যতীত (অন্য কাহাকেও) তাহার (উপাস্য প্রতিমার) দিকে পথ ভ্রান্তকারী নও। ১৫৯+১৬০+১৬১+১৬২+১৬৩। এবং আমাদের মধ্যে (এমন কেহ) নাই যাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই ‡। ১৬৪।+ এবং নিশ্চয় আমরা শ্রেণী বন্ধনকারী

---

* খজাআবংশীয় লোকেরা বলে যে ঈশ্বর দৈত্যদিগের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাহইতে দেবতার জন্ম হইয়াছে। সূর্য্যোপাসকদিগের বিশ্বাস এই যে শয়তানের সঙ্গে পরমেশ্বরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। (ত, হো,)

† অনেকের মত এই যে দৈত্যই দেবতা। আরবা লোকেরা অদৃশ্য জীবদিগকেই দৈত্য বলিত, তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে দৈত্যদিগের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল, অনেকে বলিত দৈত্যগণ তাঁহার কন্যা। কিন্তু দেবতারা জ্ঞাত আছেন যে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য উপস্থিত করা হইবে। কাফেরগণ যে তাহাদিগকে পূজা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তাহাদিগের প্রতিও কেয়ামতে প্রশ্ন হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যে কোন স্থান সাধন ভজনের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে প্রত্যেককে তাহা মান্য করিতে হয়। শেখ আবুবেকর ওরাক বলিয়াছেন যে এস্থানে নির্দ্দিষ্ট স্থান শব্দে বক্ষঃস্থলকে বুঝাইবে। যথা ভয়, আশা, প্রেম ও বাধ্যতা প্রত্যেক সাধু মহাত্মার বক্ষের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থিতি করে। (ত, হো,)

।১৬৫। এবং নিশ্চয় আমরা স্তুতিকারী *।১৬৬। এবং নিশ্চয় তাহারা বলিয়া থাকে।১৬৭।+ "যদি আমাদের নিকটে পূর্ব্বতন লোকেদিগের কোন স্মরণ চিহ্ন (উপদেশ-গ্রন্থাদি) থাকিত তবে অবশ্য আমরা ঈশ্বরের প্রেমিক দাস দিগের (অন্তর্ভুক্ত) হইতাম।১৬৮+১৬৯। অনন্তর তাহারা তৎসম্বন্ধে (কোরাণ সম্বন্ধে) বিদ্রোহী হইল, পরে শীঘ্র জানিতে পাইবে।১৭০। এবং সত্য সত্যই স্বীয় প্রেরিত দাস দিগের সম্বন্ধে আমার উক্তি প্রথমেই হইয়াছে।১৭১। নিশ্চয় তাহারা তাহারাই যে সাহায্য প্রাপ্ত †।১৭২। নিশ্চয় আমার সেই সৈন্য যে তাহারা বিজয়ী।১৭৩। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহা দিগহইতে বিমুখ থাক।১৭৪।+ এবং তাহাদিগকে দেখ, পরে তাহারা ও শীঘ্র দেখিতে পাইবে। ১৭৫। অনন্তর তাহারা কি আমার শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে? ১৭৬। পরে যখন তাহাদের অঙ্গনে (শাস্তি) অবতীর্ণ হইবে তখন ভয়প্রাপ্ত লোকদিগের অশুভ প্রাতঃকাল ঘটিবে ‡। ১৭৭। এবং তুমি কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহা

* প্রেরিত মহাপুরুষ ও বিশ্বাসী লোকদিগের এই উক্তি। তাঁহারা বলেন যে পরলোকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ক্ষণ আমরা কার্য্য শ্রেণীতে দণ্ডায়মান আছি, ও উপাসনা এবং স্তুতি বন্দনা দ্বারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষদিগকে সাহায্য দান করার অঙ্গীকার আদিতেই ঈশ্বরের স্বর্গস্থ গ্রন্থে লিপি বদ্ধ আছে। যথা ঈশ্বর লিপি করিয়াছেন যে আমি ও আমার প্রেরিত পুরুষ অবশ্য বিজয় লাভের অধিকারী (ত, হো,)

‡ পুরাকালে আরবা লোকদিগের মধ্যে লুণ্ঠন ও হত্যা কাণ্ড অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে সকল সৈন্য কোন পরিবারকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিত তাহারা সমুদায়

দিগহইতে বিমুখ হও। ১৭৮।+ এবং দেখ, পরে তাহারাও শীঘ্র দেখিতে পাইবে। ১৭৯। তাহারা যাহা বর্ণন করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালক গৌরবান্বিত প্রভু (অধিক) পবিত্র। ১৮০। এবং প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি সলাম হৌক। ১৮১।+ এবং বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা। ১৮২। (র, ৫)

রাত্রি পর্য্যটন করিয়া গভীর নিদ্রার সময় প্রাতঃকালে আসিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত ও পরিবারটীকে সমূলে সংহার করিত। সাধারণতঃ লুণ্ঠনাদি কার্য্য প্রাতঃকালে হইত বলিয়া লুণ্ঠনের নাম ('সবা') প্রাতঃকাল রাখা হইয়াছে। অন্য সময়ের লুণ্ঠনাদি ব্যাপারকেও প্রাতঃকাল বলিয়া থাকে, এজন্য অশুভ প্রাতঃ-কাল বলিয়া এস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে প্রাতঃকালে হজরত খবির প্রদেশে উপনীত হন, সেখানকার দুর্গ দর্শন করিয়া তখন বলেন "ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ। খবিরকে আমি বিনষ্ট করিলাম।" তৎকালে এই আয়তের পুনরুক্তি হয়। (ত, হো,)

সুরা স *।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

৮৮ আয়ত, ৫ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

স † উপদেশক কোরাণের শপথ। ১। বরং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা অবাধ্যতা ও বিপক্ষতার মধ্যে আছে। ২। তাহাদের পূর্ব্বে কত দলকে আমি সংহার করিয়াছি, তখন তাহারা চীৎকার করিয়াছিল, সেই সময় উদ্ধারের (উপায়) ছিলনা। ৩। এবং তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যহইতে তাহাদের নিকটে ভয় প্রদর্শক আগমন করিল, ও কাফেরগণ বলিল "এ মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিক। ৪। এ, ঈশ্বরসমূহকে এক ঈশ্বরে

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† মহাত্মা আবুবেকর ওরাক ও কৎরব বলেন যে ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী কাফেরদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য আবির্ভূত হইত। সকল সময়ে হজরত উপাসনা কালে উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পড়িতেন। ধর্ম্মবিদ্বেষী লোকেরা বিদ্বেষবশতঃ শীশ দানে রত থাকিত এবং করতালি দিত, যেন তাঁহার পাঠে ব্যাঘাত হয় ও তিনি অশুদ্ধ পড়েন। তখন ঈশ্বর এই সকল অক্ষর প্রেরণ করেন, হজরতের মুখে তাহারা উহা শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইত এবং গোলযোগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হজরতের মন বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। স এই বর্ণে স্রষ্টা ও মহান্ ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণবাচক বিশেষ বিশেষ নাম বা হজরত মোহম্মদের কিংবা কোরাণের নাম ইত্যাদি বুঝায়। (ত, হো,)।

পরিণত করে, নিশ্চয় ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার *। ৫। এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রধান পুরুষগণ চলিয়া গেল (পরস্পর বলিতে লাগিল) যে "চলে যাও স্বীয় ঈশ্বরগণের উপর ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয় এবিষয় প্রত্যাশিত হইয়াছে। ৬। পরবর্ত্তী ধর্ম্মের মধ্যে আমরা ইহা শ্রবণ করি নাই, † ইহা কল্পিত বৈ

* হম্‌জা ও ওমর এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হজরতের পিতৃব্য আবুতালেবের নিকটে আগমনপূর্ব্ব বলে যে "তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য লোক, আমরা তোমার নিকটে এজন্য আসিয়াছি যে তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা স্থাপন কর। সে আমাদের দলের এক এক জন নির্ব্বোধ লোককে প্রবঞ্চনা করিতেছে, নূতন ধর্ম্ম ও নূতন বিধি সকল অনুক্ষণ প্রচার করিয়া আমাদের জাতি মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে। পরে এই অগ্নি নির্ব্বাণ করা যে দুরূহ হইবে তাহার উপক্রম হইয়াছে।" আবুতালেব তাহাদের এই কথা শুনিয়া জহরতকে ডাকিয়া বলেন, "মোহম্মদ. তোমার জ্ঞাতিগণ আসিয়াছেন, তোমার নিকটে তাঁহাদের প্রার্থয়িতব্য এই যে তুমি একে বারে উন্মার্গচারী হইও না, তাঁহাদের আবেদনে মনোযোগ বিধান কর"। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কোরেশবন্ধুগণ, আপনাদের অভিলাষ কি?" তাহারা বলিল "আমাদের ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন করিও না, আমাদের ঈশ্বরদিগের নিন্দা হইতে নিবৃত্ত থাক, আমরাও তোমাকে এবং তোমার অনুগত লোক দিগকে নিপীড়ন করিব না।" হজরত বলিলেন "আমিও আপনাদের নিকটে একটী প্রার্থনা করি, একটী কথায় আমার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে সমগ্র আরবদেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত হইবে ও আজম দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আপনাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে।" কোরেশগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই কথা কি?" হজরত বলিলেন "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এইকথা মান্য করিতে হইবে"। ইহা শুনিয়া সেই প্রধান পুরুষগণ বিরক্ত হইলেন ও পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। (ত, হো,)

† পরবর্ত্তীধর্ম্ম পিতৃ পিতামহের অবলম্বিতধর্ম্ম। (ত, হো,)

নহে। ৭। আমাদের মধ্যহইতে কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ হইল?" বরং তাহারা আমার উপদেশ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, বরং. (এই ক্ষণ পর্য্যন্ত) তাহারা শাস্তি আস্বাদন করে নাই। ৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার দাতা বিজেতা প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার আছে? ৯। স্বর্গ ও পৃথিবীর এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার রাজত্ব কি তাহাদের? অনন্তর তাহাদের রজ্জু যোগে উপরে উঠা আবশ্যক *। ১০। আহারা এক সৈন্যদল যে দলসমূহ হইতে (আসিয়া) সে স্থানে পরাজিত হইবে †। ১১। তাহাদের পূর্ব্বে নুহার সম্প্রদায় ও আদ ও কীলকধারী ফেরওণ ‡ (প্রেরিত দিগের প্রতি) অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১২। এবং সমুদ ও লুতীয় সম্প্রদায় ও এয়াকানিবাসিগণ এই সকল দল §। ১৩। প্রেরিত

* অর্থাৎ যদি কাফেরদিগের পৃথিবীতে ও স্বর্গরাজ্যে কোন ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব থাকে তবে তাহাদের উচিত যে আকাশে উঠে ও উচ্চতম স্বর্গে স্থিতি করিয়া জগতের কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হয়, যাহা হইতে ইচ্ছা হয় প্রত্যাদেশ নিবৃত্ত রাখে, যাহার প্রতি উচ্ছা হয় তাহা প্রদান করে। (ত, হো)

† সে স্থান অর্থে বদরের রণক্ষেত্র। অর্থাৎ বদরে কোরেশগণ হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য উপস্থিত করিয়া পরাজিত হইবে। কোরাণ যে ঐশ্বরিক গ্রন্থ এই আয়ত তাহার একটি প্রমাণ। মদিনাগমনের পর যে বদরে যুদ্ধ হইবে ও কাফেরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে, পরমেশ্বর পূর্ব্বহইতে মক্কাতেই হজরতকে এই সংবাদ দান করিলেন। (ত, হো,)

‡ ফেরওণকে কীলকধারী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহার নিকটে চারিটী লৌহ কীলক ছিল, তদ্দ্বারা সে বিশ্বাসী পুরুষদিগকে উৎপীড়ন করিত।

§ সমুদ জাতি প্রেরিতপুরুষ সালেহকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। প্রথমতঃ সমুদ সালেহের উপদেশ গ্রহণ করে, দ্বিতীয় বার যখন তিনি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের দিকে আসিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন তখন তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী

পুরুষদিগকে অসত্যারোপ করিয়াছে বৈ কেহ ছিল না, অনন্তর শাস্তি নির্দ্ধারিত হইল। ১৩+১৪। (র, ১)

এবং ইহারা (প্রলয়ের) এক (সুর) ধ্বনি বৈ প্রতীক্ষা করিতেছে না, তাহার কোন বিলম্ব নাই। ১৫। এবং তাহারা (উপহাসচ্ছলে) বলে "হে আমাদের প্রতিপালক, বিচার-দিবসের পূর্ব্বে তুমি আমাদিগকে আমাদের পত্রিকা দান কর *। ১৬। তাহারা যাহা বলিতেছে তৎপ্রতি তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং আমার দাস শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে পুনর্মিলনকারী ছিল। ১৭। নিশ্চয় আমি গিরিশ্রেণীকে তাহার সঙ্গে বাধ্য রাখিয়াছিলাম, প্রাতঃসন্ধ্যা তাহারা স্তব করিত। ১৮। এবং একত্রীকৃত পক্ষী সকলকে বাধ্য করিয়াছিলাম, প্রত্যেকে তাহার প্রতি পুনর্ম্মিলনকারী ছিল †। ১৯।

বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর পর সমুদজাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, পরমেশ্বর পুনর্ব্বার তাঁহাকে জীবিত করিয়া তাহাদের নিকটে প্রেরণ করেন, সেই সময় তাহারা সালেহকে চিনিতে পারে না, তিনি যে প্রেরিত পুরুষ তাহার প্রমাণ চাহে। তদুপলক্ষে প্রমাণস্বরূপ পাষাণহইতে উষ্ট্র বাহির হয়। তখন কতক লোক বিশ্বাস স্থাপন করে, কতকগুলি লোক তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (ত, হো)

* অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ যখন হজরতের মুখে কেয়ামতের শাস্তির কথা শ্রবণ করিত, তখন উপহাস করিয়া বলিত আমাদের শাস্তির ভাগ বা নিদর্শনলিপি এইক্ষণই দেও। (ত, শা,)

† পর্ব্বতাদির স্তব স্তুতি করা আপাততঃ যদিচ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি কৌশলে ইহা হওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নহে। পর্ব্বত ও পক্ষি সকল দাউদের অনুগত ছিল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চলিত, তাঁহার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান করিত। (ত, হো,)

এবং তাহার রাজ্যকে আমি দৃঢ় করিয়াছিলাম ও তাহাকে বিজ্ঞান ও মীমাংসার বাক্য (শিক্ষা) দান করিয়াছিলাম। ২০। এবং তোমার নিকট কি (হে মোহম্মদ,) পরস্পর বিরোধকারীদিগের সংবাদ পহুঁছিয়াছে? (স্মরণ কর) যখন তাহারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইল। ২১। + যখন তাহারা দাউদের নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে তাহাদিগহইতে ভীত হইল, তাহারা বলিল "তুমি ভয় করিও না, আমরা দুই বিরোধকারী, আমাদের এক জন অন্যের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অতএব ন্যায়ানুসারে তুমি আমাদের মধ্যে বিচার কর, অত্যাচার করিও না এবং সরল পথের দিকে আমাদিগকে চালনা কর *। ২২। নিশ্চয় এ আমার ভ্রাতা, তাহার ঊনশত মেষ আছে, এবং আমার একটীমাত্র মেষ, পরে সে বলিয়াছে ইহাও আমাকে অর্পণ কর, এবং কথায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছে"। ২৩। সে (দাউদ) বলিল "সত্য সত্যই সে আপনার মেষদলের দিকে তোমার মেষ সকলকে আনয়ন করিতে চাহিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে;" নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা ব্যতীত অধিকাংশ অংশী পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং তাহারা (বিশ্বাসী লোক) অল্প; দাউদ বুঝিতে পারিল যে পরীক্ষা বৈ ইহা নহে, অনন্তর

* মহাপুরুষ দাউদ এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে একদিন বিচারালয়ে বসিয়া বিচার করিতেন, একদিন পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতেন, একদিন সাধন ভজনের জন্য নির্জনে থাকিতেন, তখন দ্বারবান্ কাহাকে ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে দিত না। সে দিন কয়েক ব্যক্তি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। (ত, শা,)।

আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং প্রণত হইয়া পড়িয়া গেল ও (ঈশ্বরের দিকে) প্রত্যাগমন করিল *।২৪। পরে আমি তাহার জন্য উহা ক্ষমা করিলাম, এবং নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার (উন্নত) পদ ও উত্তম পুনর্ম্মিলনভূমি আছে।২৫। হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিলাম, অনন্তর তুমি মানবকুলের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে থাক, এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তবে ঈশ্বরের পথহইতে তোমাকে বিভ্রান্ত করিবে, নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের পথহইতে বিপথগামী হয় তাহাদের জন্য শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা বিচারের দিনকে ভুলিয়াছে।২৬। (র, ২)

এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং যাহা কিছু উভয়ের মধ্যে আছে তাহা আমি নিরর্থক সৃজন করি নাই, ধর্ম্মদ্রোহীদিগের এই অনুমান, অনন্তর যাহারা অগ্নি (দণ্ড) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী তাহাদের প্রতি আক্ষেপ †।২৭। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন

* কথিত আছে যে এ দুই বাদী প্রতিবাদী স্বর্গীয় দূত ছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের গূঢ় উদ্দেশ্য এই ছিল যে নরপাল দাউদের ঊনশত ভার্য্যা ছিল, একোন শত ভার্য্যা সত্ত্বে একটি প্রতিবেশীর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। সেই প্রতিবেশীর নাম উড়িয়া, স্ত্রীর নাম বৎশেবা। তিনি সেই স্ত্রীকে দেখিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহার স্বামীকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে সে প্রাণত্যাগ করে। তৎপর তিনি উক্ত যুবতীকে বিবাহ করেন। বৎশেবার পাণি গ্রহণ উদ্দেশ্যেই তিনি কৌশল করিয়া উড়িয়াকে প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া ছিলেন, তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে না। সেই গুরুতর অপরাধ বুঝাইবার জন্যই স্বর্গীয় দূতদিগের আগমন হইয়াছিল। (ত, শা)

† অর্থাৎ জগৎ নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, জগৎসৃষ্টিতে আমার পূর্ণ শক্তি ও

ও শুভ কর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদিগকে কি আমি ধরাতলে উপদ্রব কারীদিগের তুল্য করিব? আমি কি ধর্ম্মভীরুদিগকে কুক্রিয়া-শীল লোকদিগের তুল্য করিব? *। ২৮। এই গ্রন্থ তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যে অবতারণ করিয়াছি তাহা কল্যাণ বিধায়ক, যেন তাহার আয়ত সকল তাহারা অনুধ্যান করে এবং বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৯। এবং আমি দাউদকে সোলয়মান (পুত্র) দান করিয়াছিলাম, সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনর্ম্মিলনকারী ছিল। ৩০। (স্মরণ কর) যখন তাহার নিকটে অপরাহ্ণে দ্রুতগতি অশ্বসকল (তিনপদে) উপস্থিত করা হইল তখন সে বলিল "নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গ অপেক্ষা ধনাসক্তিকে ভাল বাসি;" এত দূর পর্য্যন্ত যে (সূর্য্য) আবরণের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। ৩১+৩২। (বলিল) "আমার নিকটে সে সকল ফিরাইয়া আন,, পরে (করবাল অশ্বসকলের) পদ ও গলদেশ সংঘর্ষণ প্রবৃত্ত হইল †। ৩৩। এবং সত্য

কৌশল জাজ্জ্বল্যমান বিদ্যমান। কাফেরগণ তাহা বুঝে না, তাহারা অনুমান করে যে আমি দ্যুলোক ভূলোক নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি। (ত, হো,)

* ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছিল যে পরলোকে ঈশ্বর আমাদিগকে তোমাদের তুল্য বা তোমাদিগ অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। তাহাতেই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে সোলয়মান ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্ব তাহাদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে দাউদ অমালেকা জাতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সহস্র ঘোটক লইয়াছিলেন। সোলয়মান উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা প্রাপ্ত হন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে কতগুলি পক্ষধারী সামুদ্রিক ঘোটক ছিল, দৈত্যগণ সমুদ্রহইতে সোলয়মানের জন্য সে সকল আনয়ন করিয়াছিল। এস্থলে প্রসঙ্গ অর্থে উপাসনা, অশ্ব দর্শনে সোলয়মান এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে আপরাহ্নিক উপাসনা ভুলিয়া যান এবং সূর্য্য অস্তমিত হয়। অশ্বের প্রতি আসক্তি

সত্যই আমি সোলয়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনের উপর এক কলেবর স্থাপন করিয়া ছিলাম, তৎপর সে ফিরিয়া আসে *। ৩৪। সে বলিয়াছিল "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে (এমন) রাজত্ব দান কর যে আমার পরে কাহারও জন্য উপযুক্ত নয়, নিশ্চয় তুমি বদান্য †। ৩৫। পরে আমি তাহার জন্য বায়ুকে বাধ্য করি, যেখানে সে চাহিয়াছে তাহার আদেশক্রমে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়াছে। ৩৬। + এবং প্রত্যেক প্রাসাদনির্ম্মাণকারী

বশতঃ তিনি ঈশ্বরোপাসনাহইতে নিবৃত্ত হইলেন বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। এই দুঃখে তিনি ঘোটকবৃন্দকে জব করিতে আদেশ করেন। করবাল অশ্ব সকলের পদ ও গলদেশ সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। অর্থাৎ তিনি কণ্ঠ ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে অশ্ব মাংস ভোজন বৈধ ছিল, ভোজনের জন্য পদের মাংস সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। তিনপদে অশ্ব দণ্ডায়মান হওয়া অশ্বের বিশেষ প্রশংসা। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে সোলয়মান অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছীলেন, দেহ প্রাণশূন্য প্রতীয়মান হইয়াছিল, রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। পরে তিনি আরোগ্যের দিকে ফিরিয়া আইসেন। এরূপ প্রসিদ্ধ যে কোন অধর্ম্মের জন্য সোলয়মানের রাজ্যসম্বন্ধীয় অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিচ্যুত হইয়াছিল। সেই অঙ্গুরীয়কের স্বভাব এপ্রকার ছিল যে তাহা অঙ্গুলিতে যে ব্যক্তি ধারণ করিত, সেই সোলয়মানের আকৃতি লাভ করিত। সেই অঙ্গুলিভ্রষ্ট অঙ্গুরীয়ক সোলয়মানের অনুচর সখরা নামক এক দৈত্য প্রাপ্ত হয়, সে তাহা পরিধান করিয়া চল্লিশ দিন সোলয়মানের সিংহসনে উপবিষ্ট থাকে। পরে অঙ্গুরীয়ক সোলয়মানের হস্তগত হয়, এবং তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। তৎপর তিনি দীনভাবে প্রার্থনা করেন। (ত, হো,)

† সোলয়মান দৈববলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে পার্থিব রাজ্যের প্রতি হজরত মোহম্মদের দৃষ্টি নিপতিত হইবে না। যেহেতু পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমু-

ও বারিগর্ভে প্রবেশকারী শয়তান সকলকে (বাধ্য করিয়াছিলাম)। ৩৭।+ এবং অন্য (দৈত্যগণ) শৃঙ্খলে পরস্পর সম্বন্ধ ছিল *। ৩৮। আমি বলিয়াছিলাম ইহা আমার দান, পরে (তাহাদিগকে) অভয় দান কর বা গণনা না করিয়া আবদ্ধ রাখ ৩৯। এবং নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার জন্য সান্নিধ্য ও পুনর্ম্মিলন আছে। ৪০।(র, ৩)

এবং আমার দাস আয়ুবকে স্মরণ কর, যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল যে "নিশ্চয় আমাকে শয়তান উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে" †। ৪১। (আমি বলিলাম), তুমি আপন পদদ্বারা (ভূমিকে) আঘাত কর, এই স্নানের স্থান শীতল

দায় সম্পদ্ তাঁহার নিকট মশকের পালক তুল্যও পরিগণিত হয় নাই, এ জন্য তিনি এ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন, সোলয়মানের প্রার্থিব রাজ্য ক্রিয়া ও শক্তিগত রাজ্য। এই রাজ্য হজরত মোহম্মদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। হজরত বলিাছেন যে একদা এক দৈত্যে অকস্মাৎ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার নমাজ ভঙ্গ করিতে উদ্য হইয়াছিল, ঈশ্বর আমাকে শক্তি দান করিলেন. আমি তাহাকে ধরিলাম, এবং ইচ্ছা করিলাম যে তাহাকে মস্জেদের স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখি, পরে সোলয়মানের প্রার্থনা স্মরণ কারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেই, সে নিরাশ ও অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যায়। (ত, হো,)

* সোলয়মানের অনুচর কতগুলি দৈত্য সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া মণিমুক্তা আহরণ করিত, কতগুলি স্তপতির কার্য্য করিত। যে সকল দৈত্যউচ্ছৃঙ্খল ও আবধ্য হইয়াছিল, সোলয়মান তাহাদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, যেন কাহাকে উৎপীড়ন না করে। (ত, হো,)

† আয়ুবের রোগ বিপদ্ দুঃখ দেখিয়া শয়তান সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল এবং অনুযোগ করিয়া বলিতেছিল "কি ভাবিতেছ ঈশ্বর যে তোমা হইতে সম্পদ কাড়িয়া লইলেন এবং দুঃখ বিপদে আক্রান্ত করিলেন"। পরে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আয়ুবকে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা দেশচ্যুত করে, তাহারা ভয় পাই-

ও পানীয় *। ৪২। আমার নিজের দয়াবশতঃ এবং বুদ্ধিমান্ লোকদিগের উপদেশের জন্য তাহাকে আমি তাহার পরিজন এবং তাহাদের অনুরূপ তাহাদের সঙ্গী দান করিলাম †। ৪৩। এবং (বলিলাম) স্বহস্তে খোর্ম্মাযষ্টি গ্রহণ কর, পরে তদ্দ্বারা আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করিও না, ‡ নিশ্চয় আমি তাহাকে সহিষ্ণু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনর্ম্মিলনকারী ছিল। ৪৪। এবং হস্তবান্ ও চক্ষুষ্মান্ আমার দাস এব্রাহিম ও এস্হাক এবং ইয়কুবকে স্মরণ কর §। ৪৫। নিশ্চয় আমি পরলোকস্মরণরূপ শুদ্ধ প্রকৃতিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া-

য়াছিল যে তাঁহার রোগ বা তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আম্বিয়া স্থরাতে আয়ুবের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন এবং জেব্রিলযোগে তাঁহাকে এরূপ বলেন। (ত, হো,)

* পরে আয়ুব ঈশ্বরের আদেশানুসারে মৃত্তিকায় পদাঘাত করেন, তাহাতে দুইটী জলস্রোত বাহির হয়, একটি উষ্ণ প্রস্রবণ একটি শীতল প্রস্রবণ। উষ্ণ প্রস্রবণটি স্নানের জন্য হয়, আয়ুব তাহাতে স্নান করিয়া শারীরিক রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, এবং শীতল প্রস্রবণের জল পান করিয়া আন্তরিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। কথিত আছে যে একটীমাত্র প্রস্রবণই ছিল, স্নানের সময় উহার জল উষ্ণ পানের সময় শীতল হইত। (ত, হো,)

† অর্থাৎ আয়ুবের মৃত সন্তান সন্ততি পুনর্জীবিত হইল, এবং সেই সন্তানদিগের অনুরূপ দ্বিগুণ সন্তান হইল। (ত, হো,)

‡ আয়ুবের পত্নীর নাম রহিমা ছিল, আয়ুব যখন গুরুতর রোগে আক্রান্ত তখন সে কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গিয়াছিল, তথায় অনেক বিলম্ব করে, তাহাতে আয়ুব তাহাকে এক শত যষ্টির আঘাত করিবেন বলিয়া শপথ করেন। ঈশ্বরপ্রসাদে আরোগ্য লাভ করিলে পর তিনি সেই শপথ স্মরণ করিয়া প্রহারের ইচ্ছা করেন, তাহাতেই এই উক্তি হয়। (ত, হো,)

§। হস্তবান্ ও চক্ষুষ্মান্ অর্থে সৎকর্ম্মশাল ও তত্ত্বজ্ঞ। (ত, হো,)

ছিলাম। ৪৬। এবং নিশ্চয় তাহারা আমার নিকটে গৃহীত সাধু-দিগের (অন্তর্গত) ছিল। ৪৭। এস্মায়িল ও ইয়সা এবং জোল্-কেফ্‌লকে স্মরণ কর, তাহারা প্রত্যেকে সাধুদিগের (অন্তর্গত) ছিল *। ৪৮। ইহা (এই প্রেরিত পুরুষদিগের তত্ত্ব) স্মরণীয়, নিশ্চয় ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উৎকৃষ্ট পুনর্গমন স্থান আছে। ৪৯।+ তাহাদের জন্য নিত্য উদ্যান সকল দ্বার প্রমুক্ত করিয়া আছে। ৫০। তথায় তাহারা উপধানে ভর দিয়া থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর ফল ও পানীয় চাহিবে। ৫১। এবং তাহাদের নিকটে সমবয়স্কা ঈষন্নিমীলিত-লোচনা নারীগণ থাকিবে। ৫২। বিচারের দিবসের জন্য যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা ইহাই। ৫৩। নিশ্চয় এই আমার (প্রদত্ত) উপজীবিকা, ইহার, কোন বিনাশ নাই। ৫৪।+এই (বিনিময়,) নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদিগের জন্য মন্দ প্রত্যাগমন স্থান নরক লোক, তথায় তাহারা প্রবিষ্ট হইবে, অনন্তর উহা কুৎসিত বিশ্রাম স্থান। ৫৫+৫৬। এই (শাস্তি) উষ্ণ জল ও পিক, তাহারা তাহা আস্বাদন করিবে। ৫৭। ঈদৃশ নানাপ্রকার অন্য (শাস্তি) আছে। ৫৮। তোমাদের সঙ্গে এই দল (নরকে) আগমনকারী, (দেবগণ বলিবে) ইহাদের প্রতি কোন সাধুবাদ না হৌক,

---

* ইয়সা আখ্‌তুবের পুত্র এবং প্রেরিত পুরুষ এলিয়াসের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, পরে তিনি প্রেরিতত্ব লাভ করেন। জোল্ কেফ্‌ল আয়ুবের পুত্র ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রেরিত হন এবং শাম দেশের কোন বিশেষ জাতির নেতৃত্ব পদ লাভ করেন। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক তিনি জোল্‌কেফ্‌ল নামে অভিহিত হন, অনেকে সেই ইয়সাই তিনি এরূপ জানেন। এলিয়াস কর্ত্তৃক ধর্ম্ম স্থাপনের ভার প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার জোলকেফ্‌ল্ নাম হয়। জোলকেফ্‌ল শব্দের অর্থ ভারবাহক। (ত, হো)

নিশ্চয় ইহারা নরকানলে প্রবেশ করিবে। *। ৫৯। তাহারা (অনুগামিগণ), বলিবে "বরং তোমরা সেই, যে তোমাদের প্রতি সাধুবাদ না হৌক, তোমারাই তাহাকে (শাস্তিকে) আমাদের জন্য উপস্থিত করিয়াছ, অনন্তর কুৎসিত স্থান (নরক)"। ৬০। তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ইহা উপস্থিত করিয়াছে পরে তাহাকে অগ্নির মধ্যে দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দেও"। ৬১। এবং তাহারা বলিবে "আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা সেই সকল লোককে দেখিতেছি না, যাহাদিগকে আমরা নিকৃষ্ট গণনা করিতেছিলাম †। ৬২। আমরা, কি তাহাদিগের প্রতি উপহাস করিলাম, বা তাহাদিগ হইতে (আমাদের) চক্ষুসকল বাঁকিয়া গিয়াছে। ‡ ৬৩। নিশ্চয় এই নরকবাসীদিগের বিবাদ সত্য। ৬৪। (র, ৪)

তুমি বল (হে মোহম্মদ), "আমি ভয় প্রদর্শনকারী বৈ নহি, এবং এক পরাক্রান্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। ৬৫। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু তাহার প্রতিপালক, তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল"। ৬৬। তুমি বল "(কেয়ামতের)

* অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশ দলপতিদের সঙ্গে তাহাদের অনুগত লোকেরাও নরকে যাইবে। (ত হো,)

† অর্থাৎ যখন ধর্ম্মবিদ্বেষী কোরেশগণ নরকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে তখন দীন দুঃখী মোসলমানদিগকে যথা এমার, স্বহিব ও খবাব এবং বেলালকে দেখিতে পাইবে না এবং এই রূপ বলিবে। (ত, হো)

‡ নরকে হেয় নিকৃষ্ট মোসলমানদিগকে দেখিতে না পাইয়া নরকবাসী কোরেশদিগের ইহা বিস্ময়সম্বলিত জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য। পরমেশ্বর দীন দুঃখীদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন, কাফেরগণ তাহা দেখিয়া আক্ষেপ করিবে। (ত, হো)

সেই সংবাদ মহান্। ৬৭ +তোমরা তাহার অগ্রাহ্যকারী। ৬৮।
তাহা হইলে যখন পরস্পর বাগ্বিতণ্ডা করে তখন এই উন্নত দলের
(দেবগণের) সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান থাকিত না *। ৬৯। আমি
স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক, এবিষয়ে বৈ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরিত
হয় না"। ৭০। (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক দেবগণকে
বলিলেন "নিশ্চয় আমি মৃত্তিকাযোগে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। ৭১।
অনন্তর যখন তাহা গঠন করিব ও তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুৎকার
করিব, তখন তোমরা তাহার উদ্দেশে প্রণত হইয়া পড়িও"। ৭২।
অনন্তর শয়তান ব্যতীত যুগপত্ সমুদায় দেবতা প্রণাম করিল, সে
গর্ব্ব করিল এবং সে কাফেরদিগের (একজন) ছিল। ৭৩+৭৪।
তিনি বলিলেন "এব্লিস, আমি স্বহস্তে যাহাকে সৃজন করিয়াছি
তাহাকে প্রণাম করিতে তোমার কি প্রতিবন্ধক ছিল, তুমি
অহঙ্কার করিয়াছ, তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের (একজন)?"
৭৫। সে বলিল "আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি
অগ্নিদ্বারা সৃজন করিয়াছ ও তাহাকে মৃত্তিকাদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।"
৭৬। তিনি বলিলেন "অতএব তুমি এস্থান হইতে বহির্গত হও,
অনন্তর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৭৭। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি
বিচারের দিন পর্য্যন্ত আমার অভিসম্পাত রহিল।" ৭৮। সে

* অর্থাৎ হজরত বলিতেছেন যে আমার প্রেরিতত্ব বিষয়ে যাহা তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ, বিবেচনা কর আমি নবি না হইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইত না। দেবতারা যে আমাদের বিষয়ে কথোপকথন করিয়া থাকেন তাহা শুনিতে পাইতাম না। আমার প্রেরিতত্বের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রমাণ নাই যে আদম ও দেবগণের বৃত্তান্ত সেই ভাবে বর্ণন করিতেছি যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থে লিপি বদ্ধ। অথচ তাহা আমি পাঠ করি নাই ও শ্রবণ করি নাই। (ত, হো,)

বলিল "হে আমার প্রতিপালক, অনন্তর আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত অবকাশ দান কর"। ৭৯। তিনি বলিলেন "পরে নিশ্চয় তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের দিন পর্য্যন্ত, অবকাশ প্রাপ্তদিগের (একজন)" । ৮০+৮১। সে বলিল "তোমার গৌরবের শপথ যে আমি অবশ্য তোমার দাসদিগকে তাহাদের মধ্যে চিহ্নিতগণকে ব্যতীত যুগপৎ তাহাদিগকে বিপথগামী করিব"। ৮২+৮৩। তিনি বলিলেন "অনন্তর সত্য এবং সত্য বলিতেছি। ৮৪। তোমা দ্বারাও যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের দ্বারা একযোগে নরক পূর্ণ করিব"। ৮৫। তুমি বল (হে, মোহম্মদ), তৎসম্বন্ধে (কোরাণ প্রচার সম্বন্ধে) আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, এবং আমি ক্লেশ দান কারীদিগের (একজন) নহি। ৮৬। উহা (কোরাণ) সমুদায় জগতের উপদেশ বৈ নহে। ৮৭। এবং অবশ্য তোমরা কিছুকাল পর তাহার সংবাদ জানিবে। ৮৮। (র, ৫)

সূরা জোমর *।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

৭৫ আয়ত, ৮ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

পরাক্রান্ত কৌশলময় পরমেশ্বর হইতে (কোরাণ) গ্রন্থের অবতরণ। ১। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ), সত্যতঃ, গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, অনন্তর তুমি পরমেশ্বরকে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজাকে বিশুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিতে থাক। ২। জানিও ঈশ্বরের জন্যই বিশুদ্ধ পূজা, এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধু সকল (উপাস্য সকল) গ্রহণ করিয়াছে তাহারা (বলে) ঈশ্বরের সান্নিধ্য পদে সন্নিহিত করিবে, তজ্জন্য ব্যতীত আমরা তাহাদিগকে অর্চ্চনা করি না, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহারা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মদ্রোহী একান্তই ঈশ্বর তাহাকে পথপ্রদর্শন করেন না। ৩। যদি ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন তাহা হইলে তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা হইতে যাহাকে ইচ্ছা হইত অবশ্য গ্রহণ করিতেন, পবিত্রতা তাঁহার, তিনি এক মাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বর। ৪। তিনি সত্যতঃ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন, তিনি রজনীকে দিবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও দিবাকে

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

রজনীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করেন এবং সূর্য্য চন্দ্রমাকে বাধ্য করিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঞ্চরণ করে, জানিও তিনি ক্ষমাশীল পরাক্রান্ত। ৫। আমি তোমাদিগকে (হে লোক সকল,) এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, তৎপর তাহা হইতে (সেই ব্যক্তি হইতে) তাহার ভার্য্যা (সৃজন করিয়াছি) এবং তোমাদের জন্য আট জোড়া (পুংস্ত্রী) পশু অবতারণ করিয়াছি, অন্ধকার (আবরণ) ত্রয়ের মধ্যে সৃষ্টির পর তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীর গর্ভে এক প্রকার সৃজনে সৃজন করেন, এই ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই রাজত্ব, তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, অনন্তর কোথায় তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ * । ৬। যদি তোমরা ধর্ম্মদ্রোহী হও তবে নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি বীতানুরাগ থাকিবেন, তিনি স্বীয় ধর্ম্মদ্রোহী দাসদিগের প্রতি প্রসন্ন নহেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তাহা (কৃতজ্ঞতা) তোমাদের জন্য মনোনীত করিবেন, কোন ভারবাহক অন্যের ভার বহন করে না, তৎপর আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের প্রতিগমন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে তিনি

* একমাত্র আদম হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি। কথিত আছে যে প্রথমতঃ তাঁহার ঔরসে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তৎপর তাঁহার পার্শ্বাস্থি হইতে তাঁহার ভার্য্যা হবার সৃষ্টি হয়। গো, উষ্ট্র, ছাগ মেষ এক এক জাতীয় পুংস্ত্রী এক এক জোড়া আটটী পশু লোকের উপকার সাধন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। পরমেশ্বর শুক্রকে ঘনীভূত রক্তে পরিণত করেন, পরে সেই রক্ত মাংস খণ্ডে পরিণত হয়, তৎপর মাংসাচ্ছাদিত অস্থি, অবশেষে সুগঠিত দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রূণের আবরণত্রয় অন্ত্র, জরায়ুকোষ, জঠর। (ত, হো)

তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরের তত্ত্বজ্ঞ । ৭। যখন মনুষ্যকে কোন দুঃখ আশ্রয় করে, তখন সে আপন প্রতিপালককে তাঁহার দিকে উন্মুখ হওতঃ ডাকিয়া থাকে, তৎপর যখন তিনি আপনাহইতে কোন সম্পদ্ তাহাকে দান করেন, তাঁহার নিকটে সে পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিতেছিল তাহা ভুলিয়া যায়, এবং ঈশ্বরের জন্য অংশী নির্দ্ধারিত করে যেন তাঁহার পথ হইতে তাহাকে বিভ্রান্ত করে, তুমি বল (হে মোহম্মদ,) কিছু কাল তুমি আপন ধর্ম্মদ্রোহিতার ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় তুমি নরকাগ্নিনিবাসীদিগের (এক জন) হও। ৮। এই রূপ কাফের (শ্রেষ্ঠ) না যে ব্যক্তি নিশাকালে প্রণত ও দণ্ডায়মান হওতঃ সাধনাকারী, পরলোককে ভয় করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের দয়া আশা করিয়া থাকে সে? * তুমি জিজ্ঞাসা কর যাহারা জ্ঞান রাখে ও যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহারা কি তুল্য? বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা বৈ নহে। ৯।(র, ১)

তুমি (আমার পক্ষ হইতে) বল (হে মোহম্মদ,) হে আমার সেই দাস সকল, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, যাহারা এই সংসারে শুভ কর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের জন্যই শুভ, এবং ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ, সহিষ্ণুদিগকে অগণ্যভাবে তাহাদের পুরস্কার পূর্ণ দেওয়া যাইবে, ইহা বৈ নহে †। ১০। তুমি বল, নিশ্চয় আমি পরমে-

* এস্থলে ঈদৃশ ধর্ম্মসাধক ওমর বা আলি বা এমার অথবা সোলমান কিংবা মসউদের পুত্র আবদুল্লা, সর্ব্বা পেক্ষা প্রসিদ্ধ জোন্নুরিনহন। (ত, হো,)

† যাহারা হিতকার্য্য করে তাহার বিনিময়ে সংসারে তাহাদের হিতানুষ্ঠান অনুসারে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ হয়। অনেকে বলেন আফ্রিকায় যে আবু তালেবের পুত্র

শ্বরকে তাঁহার উদ্দেশে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। ১১। এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে মোসলমানদিগের প্রথম হইব। ১২।• তুমি বল যে নিশ্চয় আমি যদি স্বীয় প্রতিপালককে অগ্রাহ্য করি তবে মহা দিনের শাস্তিকে ভয় করিয়া থাকি। ১৩। বল, আমি ঈশ্বরকে তাঁহার উদ্দেশে স্বীয় ধর্ম্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ১৪। + পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ইচ্ছা কর তোমরা অর্চ্চনা করিতে থাক, তুমি বল, যাহারা আপন জীবনের ও আপন পরিজনের ক্ষতি করিয়াছে নিশ্চয় তাহারাই কেয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত, জানিও ইহা সেই স্পষ্ট ক্ষতি *। ১৫। তাহাদের জন্যই তাহাদের

জাফের ও তাঁহার বন্ধুগগণ প্রস্থান করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি এই আয়তের লক্ষ্য। এস্থানে শুভ কর্ম্ম অর্থে মক্কা হইতে প্রস্থান করা। তাঁহারা আফ্রিকায় প্রস্থান করিয়া নিরাপদে ছিলেন, শত্রুর আক্রমণ ও বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া ছিলেন। "ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ" যিনি ইচ্ছা করেন স্থানান্তরিত হইতে পারেন। কথিত আছে যে পৃথিবীতে যাহারা দুঃখ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে কেয়ামতের দিনে তাহাদিগকে প্রান্তরে উপস্থিত করা যাইবে। তাহার পুরস্কার পরিমাণ করার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপন করা যাইবে না। তাঁহাদের প্রতি অগণ্য ও অপরিমিত পুরস্কার বর্ষিত হইবে। তাঁহাদিগের এত দূর গৌরব হইবে যাহারা সংসারে সুখে নিরাপদে জীবন যাপন করিয়াছিল, উহা দেখিয়া তাহারা ইচ্ছা করিবে যে হায়! আমাদের দেহ যদি অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইত ভাল ছিল, তাহা হইলে অদ্য এই ভাগ্যবান্ লোক দিগের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতাম। (ত, হো)

* অংশিবাদিগণ বলিয়াছিল যে হে মোহম্মদ, তুমি স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ক্ষতি করিলে। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। এবং আব্বাস বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর স্বর্গলোকে প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য গৃহ ও পরিজন সৃজন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে

উপরে অগ্নির চন্দ্রাতপ ও নিম্নে চন্দ্রতাপ হইবে, ইহা (এই শাস্তি,) ইহা দ্বারা পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকেন, হে আমার কিঙ্করগণ, অতএব আমাকে ভয় কর। ১৬। এবং যাহারা প্রতিমা হইতে যে তাহারা তাহার পূজা করিবে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ হয় তাহাদের জন্য সুসংবাদ আছে, অনন্তর তুমি আমার দাসদিগকে সুসংবাদ দান কর, *। ১৭। যাহারা কথা শ্রবণ করে, পরে তাহারা শ্রেয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহারই তাহারা যে বুদ্ধিমান্ †। ১৮। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কি যাহার উপর

ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, গৃহ ও পরিজন প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি অবাধ্য হইবে তাহাকে নরকে লইয়া যাইবেন, তাহার গৃহ ও পরিজন অনুগত অপর ব্যক্তিকে দিবেন,। অতএব পুনরুত্থানের দিনে গৃহ ও পরিজন সম্বন্ধে কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (ত, হো,)

* ঘোর অজ্ঞানতা ও পৌত্তলিকতার সময়ে সোল্‌মালফারসি ও আবু গোফারী এবং ওমরের পুত্র জয়দ ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। পৃথিবীতে মৃত্যুকালে স্বর্গীয় দূতের মুখে তাঁহারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবেন যে পরলোকে তাঁহাদের পাপ ক্ষমা হইবে ও তাঁহারা নিত্য কাল স্বর্গে থাকিবেন। (ত, হো,)

† মহাত্মা আবুবেকর হজরত মোহম্মদের নিকটে গৌরবান্বিত হইলে পর মহানুভব ওস্‌মান ও তলহা ও জবির এবং জয়দের পুত্র সাদ ও আবু ওকাসের পুত্র সাদ এবং অওফের পুত্র আবদুল রহমাণ এই ছয় ব্যক্তি তাঁহার নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, আবুবেকর তদ্বিষয়ে যাহা বলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মোসলমান হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

শাস্তির বাক্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পরে যে ব্যক্তি অগ্নিতে আছে তাহাকে তুমি কি উদ্ধার করিবে? ১৯। কিন্তু যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য (স্বর্গে) প্রাসাদ সকল আছে, তাহার উপরেও বিনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল আছে, তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের অঙ্গীকার আছে, পরমেশ্বর অঙ্গীকার অন্যথা করেন না। ২০। তুমি কি দেখ নাই যে ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, পরে তাহা ধরাতলে প্রস্রবণ যোগে সঞ্চালিত করিয়াছেন, তৎপর তাহা-দ্বারা শস্য ক্ষেত্র বাহির করেন, তাহার বর্ণ বিভিন্ন, তৎপর উহা শুষ্ক হয়, পরে তুমি তাহাকে পীতবর্ণ দর্শন করিয়া থাক, তৎপর তিনি তাহা বিচূর্ণ করেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোক দিগের জন্য উপদেশ আছে। ২১। (র, ২)

অনন্তর পরমেশ্বর যাহার হৃদয়কে এস্‌লাম ধর্ম্মের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন সে কি (যাহার হৃদয় সঙ্কুচিত তাহার তুল্য?) পরন্তু সে স্বীয় প্রতিপালকের আলোকের উপরে আছে; অনন্তর ঈশ্বরস্মরণ বিষয়ে যাহাদের অন্তর কঠিন, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, ইহারা স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে আছে *। ২২। পরমেশ্বর অত্যুত্তম বচন প্রেরণ করিয়াছেন, এক গ্রন্থ যে দুই পরস্পর সদৃশ, † যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করিয়া থাকে

---

* হজরত বলিয়াছিলেন যে পরলোকের প্রতি দৃষ্টি ও ইহলোকের প্রতি বিমুখ হওয়া এবং পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই প্রশস্ত হৃদয়ের লক্ষণ। (ত, হো,)

† "এক গ্রন্থ যে দুই পরস্পর সদৃশ" অর্থাৎ কোরাণ যে তাহার এক আয়ত কথাও

তাহাদের ত্বক্ তাহাতে শিহরিয়া উঠে, তৎপর তাহাদের চর্ম্ম ও তাহাদের অন্তর ঈশ্বর প্রসঙ্গের প্রতি বিনম্র হয়, ইহাই ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন এতদ্দ্বারা পথ দেখাইয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহাকে (চাহেন) পথভ্রান্ত করেন, পরে তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। ২৩। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় আননকে কেয়ামতদিনের বিগর্হিত শাস্তি হইতে নিবারিত করে সে কি শাস্তিগ্রস্ত লোকদিগের ন্যায়?) এবং অত্যাচারী দিগকে বলা হইবে যে যাহা তোমরা করিতেছিলে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর। ২৪। তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে জানে না এমন স্থান হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইয়াছে।২৫। পরে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সাংসারিক জীবনে দুর্গতি ভোগ করাইয়াছেন, এবং নিশ্চয় পারত্রিক শাস্তি গুরুতর, যদি তাহারা জানিত, (ভাল ছিল)। ২৬। এবং সত্য সত্যই আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এই কোরাণে বিবিধ দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি, ভরসা যে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ২৭। আরব্য কোরাণ অক্ষুন্ন, সম্ভব যে তাহারা (তন্মর্ম্মাববোধে) ধর্ম্মভীরু হইবে। ২৮। পরমেশ্বর এক ব্যক্তির (এক দাসের) দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, তাহার সম্বন্ধে অনেক দুশ্চরিত্র অংশী ছিল, এবং একজনের নিষ্কণ্টক এক ব্যক্তি ছিল, দৃষ্টান্ত কি পরস্পর তুল্য? ঈশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশ বুঝিতেছে না *? ২৯। নিশ্চয় তুমি মরিবে, নিশ্চয় তাহারা মরিবে। ৩০।

অর্থের সৌন্দর্য্যাদিতে অন্য আয়তের তুল্য, অথবা একাংশ অন্যাংশের প্রমাণস্বরূপ, তন্মধ্যে বিরোধী ভাব নাই। (ত, হো,)

* অর্থাৎ অনেক প্রভুর এক দাস হইলে তাহাকে কোন প্রভুই আপনার

তৎপর নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থানের দিনে আপন প্রতিপালকের নিকটে পরস্পর বিরোধ করিবে। ৩১। (র, ৩)

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও সত্যের প্রতি যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? কাফেরদিগের জন্য কি নরক লোকে স্থান নাই? ৩২। এবং যে ব্যক্তি সত্য (ধর্ম্ম) সহ আগমন করিয়াছে ও যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে ধর্ম্মভীরু। ৩৩। তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে যাহা ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য তাহা আছে, ইহাই হিতকারী লোক দিগের বিনিময়। ৩৪। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে সেই অকল্যাণ নিবারিত করেন যাহা তাহারা করিয়াছে, এবং যাহা (যে সৎকর্ম্ম) তাহারা করিতেছিল তিনি উত্তমরূপে তাহাদিগের সেই পুরস্কার তাহাদিগকে বিনিময়স্বরূপ দিয়া থাকেন। ৩৫। ঈশ্বর কি আপন দাসের কার্য্য সম্পাদক নহেন যাহা তাঁহা ছাড় হয় সেই (প্রতিমা) সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে ভয় দেখাইয়া থাকে, এবং ঈশ্বর যাহাকে বিপথগামী করেন অনন্তর তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই। ৩৬। এবং ঈশ্বর যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন অনন্তর তাহার কোন পথভ্রান্তকারী নাই, ঈশ্বর কি পরাক্রান্ত প্রতিফলদাতা নহেন? ৩৭। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল কে সৃজন করিয়াছে? তাহারা অবশ্য বলিবে পরমেশ্বর, তুমি বলিও অনন্তর

বলিয়া জানিতে পারে না এবং কেহই পূর্ণরূপে তাহার সংবাদ লয় না, এবং এক দাস এক প্রভুর হইলে প্রভু তাহাকে আপনার বলিয়া মনে করে, এবং তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে। একেশ্বরের ভৃত্য ও বহুদেবতার ভৃত্য ঈদৃশ। (ত, হো,)

তোমরা কি দেখিয়াছ যে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক যদি ঈশ্বর আমাকে দুঃখ দিতে চাহেন তাহারা কি তাঁহার (প্রদেয়) দুখের নিবারক হইবে? অথবা যদি আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিতে চাহেন তাহারা কি তাঁহার অনুগ্রহের অবরোধক হইবে? তুমি বল ঈশ্বরই আমার প্রচুর, নির্ভর কারী লোকেরা তাঁহার প্রতিই নির্ভর করিয়া থাকে। ৩৮। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বীয় ভূমিতে কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্য্যকারক, পরে অচিরে তোমরা জানিতে পাইবে যে (তোমাদের ও আমাদের মধ্যে) কাহার প্রতি তাহাকে নির্য্যাতিত করে এমন শাস্তি উপস্থিত হয় ও তাহার প্রতি চির শাস্তি অবতরণ করে। ৩৯+৪০। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) মানবমণ্ডলীর জন্য গ্রন্থ সত্যভাবে অবতারণ করিয়াছি, অনন্তর যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে পরে আপন জীবনের জন্য (পাইয়াছে,) এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছে পরে (আপনার) প্রতি সে বিপথগামী হয় ইহা বৈ নহে, এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক নও। ৪১। (র, ৪)

পরমেশ্বর প্রাণকে তাহার মৃত্যু কালে হরণ করেন, এবং যাহা (যে প্রাণ) মরে নাই তাহাকে তাহার নিদ্রাবস্থায় (হরণ করেন) অনন্তর যাহার প্রতি মৃত্যুর আদেশ হইয়াছে তাহাকে বদ্ধ রাখেন ও অপর (আত্মাকে) নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তা করে এমন জাতির জন্য নিদর্শন সকল আছে *।

---

* প্রত্যেক মনুষ্যের দ্বিবিধ প্রাণ জীবনগত ও চৈতন্যগত প্রাণ। মৃত্যুকালে জীবনগত প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, জীবনগত প্রাণের বিলোপে চৈতন্যগত প্রাণও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের নিদ্রাকালে চৈতন্যগত প্রাণ তাহাহইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার বিলুপ্তিবশতঃ জীবনগত প্রাণের বিলোপ হয় না। এস্থলে অপর

। ৪২। তাহারা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শফাঅতকারী সকল গ্রহণ করিয়াছে? তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যদিচ গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তাহারা কিছুই ক্ষমতা রাখে না ও জ্ঞান রাখে না। ৪৩। বল, সমগ্র শফাঅত ঈশ্বরেরই, স্বর্গ ও মর্ত্তের রাজত্ব তাঁহার, তৎপর তাঁহার দিকেই তোমরা পুনর্মিলিত হইবে। ৪৪। এবং যখন ঈশ্বর এক, (এই বাক্য) উচ্চারণ করা যায় তখন পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের অন্তর বীতরাগ হয় এবং যখন তাঁহা ব্যতীত যাহা তাহার (নাম) উচ্চারণ করা যায় তখন অকস্মাৎ তাহারা আহ্লাদিত হইয়া থাকে। ৪৫। তুমি বল "হে দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রষ্টা অন্তর্বাহ্যবিৎ পরমেশ্বর, তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছে তুমি সে বিষয়ে স্বীয় দাসমণ্ডলীর মধ্যে বিচার করিবে"। ৪৬। এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে যদি সমগ্র তাহাদের হয় ও তৎসদৃশ তাহার সঙ্গে হয় তবে অবশ্য তাহারা তাহা কেয়ামতের কঠিন শাস্তির বিনিময়ে দিবে, এবং যাহা তাহারা মনে করিতেছিল না ঈশ্বর হইতে তাহা তাহাদের জন্য প্রকাশ পাইবে *। ৪৭। এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে ও যে বিষয়ে তাহারা উপহাস করিতেছিল উহা তাহাদিগকে ঘেরিবে। ৪৮। অনন্তর যখন মনুষ্যকে দুঃখ আশ্রয় করে

প্রাণের প্রেরণ চৈতন্যগত প্রাণের প্রেরণ, অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় ঈশ্বর এই প্রাণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের এই সংস্কার যে পুত্তলিকার অনুরোধমতে তাহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যপদ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পরলোকে তাহাদের সংস্কারের বিপরীত ঈশ্বরহইতে শাস্তি উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

তখন সে আমাকে আহ্বান করিয়া থাকে, তৎপর যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে তাহাকে সম্পদ্ দান করি, তখন সে বলে "(আমার) জ্ঞান প্রযুক্তই তাহা আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে ইহা বৈ নহে;" বরং ইহা পরীক্ষা, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৪৯। তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারা সত্যই ইহা বলিয়াছে, তাহারা যাহা (যে ধন সম্পত্তি অর্জন) করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) দূর করে নাই। ৫০। তাহারা যাহা (যে দুষ্কর্ম্ম) করিয়াছিল পরে তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিল, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, যাহা করিয়াছে তাহার অকল্যাণ সকল অচিরে তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিবে,এবং তাহারা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নহে। ৫১। তাহারা কি জানিতেছে না যে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত উপজীবিকা দিয়া থাকেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৫৪। (র, ৫)

তুমি (আমার পক্ষ হইতে) বল, হে আমার দাসবৃন্দ, যাহারা স্বীয় জীবনসম্বন্ধে অহিতাচরণ করে তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে নিরাশ না হোক, নিশ্চয় ঈশ্বর সমগ্র পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সেই ক্ষমাশীল দয়ালু। ৫৩। এবং তোমরা আপন প্রতিপালকের অভিমুখে প্রত্যাগমন কর, এবং তোমাদের প্রতি শাস্তি পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুগত হও, তৎপর তোমরা আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবে না। ৫৪। এবং তোমাদের প্রতি আকস্মিক শাস্তি ও তোমরা জান না (এমন অবস্থায়) উপনীত হইবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রতিপালক হইতে যে সুমহৎ কল্যাণ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর। ৫৫। + কোন ব্যক্তি বলিবে যে "ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি যে অপরাধ করিয়াছি

তৎপ্রতি হায়! আমার আক্ষেপ, এবং নিশ্চয় আমি উপহাসকারী-দিগের (এক জন) ছিলাম;" অথবা বলিবে "যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন করিতেন, তবে অবশ্য আমি ধর্ম্মভীরু-দিগের (একজন) হইতাম;" কিংবা শাস্তি দর্শনের সময় বলিবে "যদি আমার (সংসারে) পুনর্গমন হয় তবে আমি হিত-কারীদিগের (এক জন) হইব;" (তোমরা তাহার পূর্ব্বে কল্যাণ জনক কোরাণের অনুসরণ কর) ৫৬+৫৭+৫৮। (ঈশ্বর বলিবেন) "হাঁ সত্যই তোমার প্রতি আমার নিদর্শন সকল উপস্থিত হইয়াছিল, পরে তুমি তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছ ও গর্ব্ব করিয়াছ এবং ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের (একজন) হইয়াছ"। ৫৯। এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে পুনরুত্থানের দিন তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের মুখ কলঙ্কিত দেখিবে, নরকে অহঙ্কারী লোকদিগের জন্য কি স্থান নাই? ৬০। এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সহিত উদ্ধার করিবেন, অশুভ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না ও তাহারা শোকাকুল হইবে না। ৬১। ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের স্রষ্টা, এবং তিনি সমুদায় বস্তুর উপরে তত্ত্বাবধায়ক। ৬২। স্বর্গ ও মর্ত্তের কুঞ্জিকা সকল তাঁহারই, * এবং যাহারা ঈশ্বরের

---

* স্বর্গ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা ঈশ্বরের হস্তে। অর্থাৎ তিনি ঊর্দ্ধ ও অধোলোকের সমুদায় ব্যাপারের কর্ত্তা। অন্য কাহারও তদ্বিষয়ে কোন অধি-কার নাই। যাহার হস্তে ভাণ্ডারের চাবি আছে কেবল তাহারই যেমন ভাণ্ডারে প্রবেশাদির অধিকার অন্যের নহে তদ্রূপ স্বর্গ মর্ত্তে একাকী ঈশ্বরেরই অধিকার। (ত, হো,)

নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিকারী। ৬৩। (র, ৬)

তুমি জিজ্ঞাসা কর (হে মোহম্মদ,) "অনন্তর তোমরা কি আমাকে আদেশ করিতেছ হে মূর্খগণ, আমি ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যকে) অর্চ্চনা করিব ?" ৬৪। সত্য সত্যই আমি তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ব্বে" যাহারা ছিল তাহাদের প্রতি এরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে যদি তুমি (ঈশ্বরের) অংশী নিরূপণ কর তবে অবশ্য তোমার ক্রিয়া বিনষ্ট হইবে, এবং অবশ্য তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের (অন্তর্গত) হইবে। ৬৫। বরং ঈশ্বরকে তুমি অর্চ্চনা কর এবং কৃতজ্ঞদিগের (এক জন) হও।৬৬। এবং তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ মর্য্যাদায় মর্য্যাদা করে নাই, এবং পুনরুত্থানের দিনে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মুষ্টিতে ও স্বর্গলোক সকল তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ওতপ্রোত থাকিবে, পবিত্রতা তাঁহারই, তাহারা যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছে তদপেক্ষা তিনি উন্নত। ৬৭। এবং সুর বাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে চাহেন তদ্ব্যতীত যে জন স্বর্গে ও যে জন পৃথিবীতে আছে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, তৎপর তাহাতে পুনর্ব্বার ফুৎকার করা হইবে, অনন্তর অকস্মাৎ তাহারা দণ্ডায়মান হওতঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ৬৮। এবং ধরাতল তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে ও পুস্তক (কার্য্যলিপি) স্থাপন করা যাইবে, এবং সংবাদবাহক ও সাক্ষিগণকে আনয়ন করা হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে বিচার নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ৬৯। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার (ফল) পূর্ণ দেওয়া যাইবে, এবং তিনি তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহার জ্ঞাতা। ৭০। (র, ৭)

এবং দলে দলে ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে নরকের দিকে চালনা করা হইবে, এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে তখন তাহার দ্বার সকল খোলা যাইবে এবং তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে "তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের প্রতি কি প্রেরিত পুরুষগণ আগমন করেন নাই যে তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সকল পাঠ করেন এবং তোমাদের এই দিবসের সাক্ষাৎকার বিষয়ে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন?" তাহারা বলিবে "হাঁ" কিন্তু কাফেরদিগের প্রতি শাস্তির বাক্য প্রমাণিত হইল। ৭১। বলা হইবে "তোমরা নরকের দ্বারে প্রবেশ কর, তথায় নিত্য স্থায়ী হইবে, অনন্তর (নরক) অহঙ্কারীদিগের গর্হিত স্থান হয়। ৭৪। এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গের দিকে চালনা করা হইবে, এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে তাহার দ্বার সকল খোলা যাইবে এবং তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে বলিবে "তোমাদের প্রতি সলাম হোক্, তোমরা সুখী, অনন্তর তথায় প্রবেশ কর, চিরস্থায়ী হইবে"। ৭৩। এবং তাহারা বলিবে "সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা, যিনি আমাদের সম্বন্ধে স্বীয় অঙ্গীকার সফল করিয়াছেন ও আমাদিগকে (স্বর্গ) ভূমির উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, স্বর্গের যে স্থানে ইচ্ছা করি অবস্থিতি করিতেছি, অনন্তর কর্ম্মীদিগের উত্তম পুরস্কার হয়। ৭৪। এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) দেবতাদিগকে দেখিবে যে সিংহাসনের সমন্তাৎ আবেষ্টনপূর্ব্বক আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিতেছে ও তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা করা যাইতেছে, এবং বলা হইয়াছে "বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা"। ৭৫। (র, ৮)

সুরা মুমেন *।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

৮৫ আয়ত, ৯ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম †। ১। পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ। ২। + তিনি পাপক্ষমাকারী অনুতাপগ্রহণকারী কঠিন শাস্তিদাতা মহিমান্বিত, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার দিকেই পুনর্গমন। ৩। ধর্ম্মদ্রোহিগণ ব্যতীত (কেহ) ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না, নগর সকলে তাহাদিগের গমনাগমন (হে মোহম্মদ,) তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে ‡। ৪। ইহাদের (এই সম্প্রদায়ের) পূর্ব্বে নুহীয় সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "হাম" ব্যবচ্ছেদক শব্দ। হ, বর্ণের অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞা যাহা কখন নিবারিত ও খণ্ডিত হয় না। ম, বর্ণের অর্থ তাঁহার রাজ্য যাহার কখন বিচ্যুতি ও বিনাশ নাই। (ত, হো)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ শাম ও এমন প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া হে মোহম্মদ, তুমি মনে করিবে না যে তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে ও তাহাদিগহইতে শাস্তি নিবৃত্ত রাখা হইবে, তাহা নয়। তাহাদের পরিণাম ক্ষতি ও বিনাশ। (ত, হো,)

অনেক দল অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি তাহাদিগকে ধরিতে উদ্যোগ করিতেছিল ও অসত্যরূপে বিবাদ করিয়াছিল তদ্দ্বারা সত্যকে পরাভূত করিবার জন্য, পরে আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ছিলাম, অবশেষে কেমন শাস্তি হইল। ৫। এবং এই প্রকার তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদিগের প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা নরকানলনিবাসী। ৬। যাহারা (ঈশ্বরের) সিংহাসন বহন করে এবং যাহারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখে ও যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি জ্ঞান ও করুণাবশতঃ সমুদায় বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ, অতএব যাহারা (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও তোমার পথের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদিগকে নরক দণ্ড হইতে রক্ষা কর। ৭। হে আমাদের প্রতিপালক, নিত্য উদ্যান সকলে যাহা তুমি তাহাদিগের প্রতি ও যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহার প্রতি ও তাহাদের পিতৃগণ ও তাহাদের পত্নীগণ এবং সন্তানগণের প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছ লইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি বিজ্ঞানময় পরাক্রান্ত। ৮। + অকল্যাণ সকল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর, এবং যে ব্যক্তিকে সেই দিন তুমি অকল্যাণ রাশি হইতে বাঁচাইলে পরে সত্যই তুমি তাহার প্রতি দয়া করিলে, এবং ইহা সেই মহা কৃতার্থতা"। ৯। (র, ১)

নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণকে ডাকিয়া বলা হইবে যে "একান্তই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের শত্রুতা আপন জীবনের প্রতি তোমাদের শত্রুতা অপেক্ষা গুরুতর, যখন তোমরা বিশ্বাসের দিকে আহূত

হইয়াছিলে তখন অগ্রাহ্য করিতেছিলে" *। ১০। তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, দুইবার আমাদিগকে মারিয়াছ ও দুইবার জীবিত করিয়াছ, অনন্তর আমরা আপন অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, পরে নির্গমনের দিকে কোন পথ আছে কি না? ১১। ইহা এই হেতু যে যখন বলা হইত ঈশ্বর একমাত্র তখন তোমরা অগ্রাহ্য করিতে, এবং যদি তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা হইত তোমরা বিশ্বাস করিতে, অনন্তর উন্নত গৌরবান্বিত ঈশ্বরেরই আজ্ঞা। ১২। তিনিই যিনি আপন নিদর্শন সকল তোমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং স্বর্গ হইতে তোমাদের জন্য জীবিকা প্রেরণ করেন, এবং যে ব্যক্তি (ঈশ্বরের প্রতি) উন্মুখ হয় সে ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৩। অনন্তর তোমরা ঈশ্বরকে তাঁহার জন্য ধর্ম্ম বিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে থাক, যদিচ ধর্ম্মদ্রোহিগণ অবজ্ঞা করে। ১৪। সিংহাসনাধিপতি (ঈশ্বর) শ্রেণী সকলের সমুন্নতিবিধায়ক, তিনি স্বীয় আজ্ঞানুসারে আপন দাসদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন আত্মা (জেব্রিল) অবতারণ করিয়া থাকেন যেন সে (লোকদিগকে) সেই সম্মিলন দিবসের ভয় প্রদর্শন করে

---

* অর্থাৎ যখন কাফেরগণ নরকে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা আপন আত্মার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া এবং অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিয়া বলিবে যে, যে সময় ক্ষমতা ছিল তখন কেন বিশ্বাসী হও নাই। এই কথা শুনিয়া স্বর্গীয় দূতগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া এরূপ বলিবেন। (ত, হো,)

† প্রথম মৃত্যু পৃথিবীতে প্রাণত্যাগ, প্রথম জীবনধারণ কবরে জীবিত হওয়া, এবং দ্বিতীয় মৃত্যু কবরে ও দ্বিতীয় জীবনধারণ পুনরুত্থানে। (ত, হো,)

*। ১৫। + যে দিবস তাহারা (কবর হইতে) নির্গমনকারী তখন ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের কিছুই গুপ্ত থাকিবে না, অদ্যকার রাজত্ব কাহার? একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের ণ'। ১৬। অদ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তদনুরূপ বিনিময় দান করা হইবে, অদ্য অত্যাচার নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৭। তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে সেই পুনরুত্থানদিনের ভয় প্রদর্শন কর, যখন শোকাকুলদিগের (শোক ও ভয়ে) হৃদয় গলদেশের নিকটস্থ হইবে, অত্যাচারীদিগের জন্য কোন দয়া হইবে না, কোন পাপক্ষমার অনুরোধকারীর (কথা) গৃহীত হইবে না। ১৮। দৃষ্টির অপকারিতা ও অন্তর যাহা গোপন রাখে তাহা তিনি জানেন। ১৯। এবং পরমেশ্বর যথার্থভাবে বিচার করিয়া থাকেন, এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে (সেই পুত্তলিকাদি) কিছুই বিচার করে না, নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি দ্রষ্টা শ্রোতা। ২০। (র, ২)

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষদিগের পদ ও শ্রেণীর উন্নতিকারক। তিনি মহাপুরুষ আদমের পদ তাঁহার আত্মার সংশোধন দ্বারা সমুন্নত করিয়াছেন, নুহাকে আহ্বান দ্বারা এব্রাহিমকে বন্ধুতা দ্বারা মুসাকে সান্নিধ্য লাভ দ্বারা ঈসাকে বৈরাগ্য দ্বারা এবং মোহম্মদকে শফাঅত দ্বারা সমুন্নত করিয়াছেন। কেহ বলেন "ঈশ্বর শ্রেণী সকলের সমুন্নতি বিধায়ক" অর্থে, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোক দ্বারা পদোন্নত করিয়া থাকেন বুঝায়। তিনি প্রেমিকদিগকে তাঁহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা সমুন্নত করেন। যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন জেব্রিল অবতারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জেব্রিল দ্বারা তাহাকে প্রেরিতত্ব পদে উন্নত করেন। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নিনাদকারী স্বর্গীয় দূত উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে যে অদ্যকার রাজত্ব কাহার? সকলে বলিবে একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের। (ত, হো,)

তাহারা কি ভূতলে ভ্রমণ করে নাই ? তবে দেখিবে তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে তাহাদের অপেক্ষা পরাক্রম ও (উচ্চ দুর্গ ও বৃহৎ নগরাদি) চিহ্নে প্রবলতর ছিল ; পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের নিমিত্ত কোন আশ্রয় ছিল না। ২১। ইহা এজন্য হয় যে তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পরে তাহারা অগ্রাহ্য করে, অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, নিশ্চয় তিনি শক্তিমান্ কঠিন শাস্তিদাতা। ২২। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে স্বীয় নিদর্শন সকল ও উজ্জ্বল প্রমাণ সহ ফেরওণ ও হামান এবং কারুণের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহারা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিক বলিয়াছিল *। ২৩+২৪। পরে যখন সে আমার নিকট হইতে সত্য সহকারে তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল "যাহারা ইহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের সন্তানগণকে বধ কর এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখ ;" পথভ্রান্তিতে ভিন্ন কাফেরদিগের চক্রান্ত ছিল না †। ২৫। এবং ফেরওণ বলিয়াছিল "আমাকে তোমরা

---

* ফেরওণ মেসরের আমলকা জাতির মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিল, সে ঈশ্বরত্বের গর্ব্ব করিয়াছিল, হামান তাহার মন্ত্রী ছিল, কারুণ ফেরওণের একজন পারিষদ ছিল, মুসা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার ও অনেক অদ্ভুদ ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে ও মিথ্যাবাদী বলে। (ত, হো,)

† মুসার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে কেবতীয় সম্প্রদায় বনি এস্রায়িলের পুত্রদিগকে বধ করিতেছিল, তাঁহার জন্ম হইলে পর নিবৃত্ত থাকে। পরে যখন

ছাড়িয়া দেও, আমি মুসাকে বধ করিব, এবং সে যেন আপন প্রতি-পালকের নিকটে (প্রাণরক্ষার জন্য) প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে সে তোমাদের ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত করিবে এবং পৃথিবীতে উপপ্লব প্রকাশ করিবে" *। ২৬। মুসা বলিয়াছিল "যাহারা বিচারের দিনকে বিশ্বাস করেন না নিশ্চয় আমি সেই সমুদায় গর্ব্বিত লোক হইতে আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"। ২৭। (র, ৩)

এবং ফেরওণের স্বগণ সম্পর্কীয় এক বিশ্বাসী ব্যক্তি যে স্বীয় বিশ্বাসকে লুক্কায়িত রাখিতেছিল, বলিল "এজন্য সেই ব্যক্তিকে কি তোমরা বধ করিবে যে সে বলিয়া থাকে আমার প্রতিপালক ঈশ্বর? সত্যই সে তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছে; এবং যদি সে অসত্যবাদী

মুসা উপনীত হইয়া "আমি ঈশ্বরের প্রেরিত" এরূপ বলিতে লাগিলেন, তখন পুনর্ব্বার ফেরওণের পারিষদগণ বলিতে লাগিল যে "বনিএস্রায়িলের বালকদিগকে বধ কর এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখ, তাহারা আমাদের কন্যাগণের সেবা করিবে"। (অ, হো,)

*। ফেরওণ মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল যে মুসাকে হত্যাকরা আবশ্যক। তাহাতে তাহারা বলে 'তুমি তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সে কোন জাদু করিতে পারে, তাহাতে তোমার অমঙ্গল হইবে। লোকে বলিবে যে ফেরওণ মুসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না, তাহাকে বধ করিল। পরামর্শ এই যে পৃথিবীর সমুদায় ঐন্দ্রজালিক লোককে ডাকিয়া আনয়ন করা যাউক, তাহারা তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক"। ফেরওণ এই কথা গ্রাহ্য করিল, সে মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল যে মুসা একজন পেগাম্বর, তাঁহাকে বধ করিতে তাহার ভয় হইল। (ত, হো,)

হয় তবে তাহার অসত্য তাহার সম্বন্ধেই আছে, এবং যদি সত্যবাদী হয় তবে সে যাহা তোমাদের প্রতি অঙ্গীকার করিয়া থাকে তাহার কোনটী (এই পৃথিবীতে) তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, অদ্য ধরাতলে পরাক্রান্তবশতঃ তোমাদের জন্য রাজত্ব, পরে আমাদিগকে ঈশ্বরের শাস্তি হইতে (রক্ষা পাইতে) যদি (তাহা) আমাদের প্রতি উপস্থিত হয় কে সাহায্য দান করিবে ?" ফেরওণ বলিল "যাহা আমি দেখিতেছি তাহা বৈ তোমাদিগকে দেখাইতেছি না, এবং সরলপথ ব্যতীত তোমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছি না"। ২৯। এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এমন এক ব্যক্তি বলিল "হে আমার জ্ঞাতিগণ, যে নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায় সকলের দিনের ন্যায় ভয় পাইতেছি। ৩০। + নুহীর সম্প্রদায় ও আদ এবং সমুদ জাতি ও যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার তুল্য (বা) হয়, এবং ঈশ্বর দাসবৃন্দের প্রতি অত্যাচার আকাঙ্ক্ষা করেন না। ৩১। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই নিনাদের দিবসকে ভয় করিতেছি যে দিন তোমরা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া যাইবে, তোমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে রক্ষা কারী কেহ নাই, এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন অনন্তর তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। ৩২+৩৩। এবং সত্য সত্যই পূর্ব্বে তোমাদের নিকটে ইয়ুসোফ প্রমাণ সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তোমাদের নিকটে সে যাহা আনয়ন করিয়াছিল তৎপ্রতি তোমরা সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত ছিলে, এপর্য্যন্ত সে যখন প্রাণত্যাগ করিল সে পর্য্যন্ত তোমরা বলিয়াছিলে যে, তাহার পরে ঈশ্বর কোন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিবেন

না,* যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘনকারী ও সংশয়প্রবণ তাহাকে এই-রূপে পরমেশ্বর পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৩৪। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে তাহাদের নিকুটে উপস্থিত প্রমাণ ব্যতীত বিবাদ করে তাহাদিগকে (তিনি পথ ভ্রান্ত করেন) ঈশ্বরের নিকটে ও বিশ্বাসী পুরুষদের নিকটে (তাহা) মহা অসন্তোষ, এই রূপ প্রত্যেক গর্ব্বিত অবাধ্যের অন্তরের উপর ঈশ্বর মোহর করিয়া থাকেন"। ৩৫। এবং ফেরওণ বলিল "হে হামাণ, আমার জন্য এক অট্টা-লিকা নির্ম্মাণ কর, আমি পথ সকলে পঁহুছিব। ৩৬।+ দ্যুলোকের পথ সকলে (পঁহুছিব) অনন্তর মুসার ঈশ্বরের দিকে নিরীক্ষণ করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছি, এবং এই-রূপে ফেরওণের জন্য তাহার দুষ্ক্রিয়া সজ্জিত হইয়াছিল, ও

---

*। কথিত আছে যে মুসার সময়ের ফেরওণই ইয়ুসোফের বিদ্যমান কালে ফেরওণ ছিল। ইয়ুসোফের এক মূল্যবান্ অশ্বের মৃত্যু হয়। পরে ইয়ুসোফের প্রার্থনানুসারে ঈশ্বর তাহাকে জীবিত করেন। ইহা দেখিয়া ফেরওণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইয়ুসোফের পরলোক হইলে পর ফেরওণ ধর্ম্ম ত্যাগ করে, এবং মুসার সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহাতেই বিশ্বাসী ব্যক্তি ফেরওণকে বলে যে ইতিপূর্ব্বে ইয়ুসোফ মৃত অশ্বকে জীবন দানাদিরূপ উজ্জ্বল প্রমাণ সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন মুসার সময়ের ফেরওণ ইয়ুসোফের সময়ের ফেরওণের বংশ সম্ভূত ছিল। পরমেশ্বর ইয়কুবের পুত্র ইয়ুসোফকে সেই ফেরওণের নিকটে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিংশতি বৎসর ইয়ুসোফ তাঁহার নিকটে অলৌকিক ক্রিয়া সকল করিয়াছিলেন, কিছুতেই ফেরওণ আকৃষ্ট হয় নাই। ফেরওণের বংশোদ্ভব বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতেছেন যে, ইয়ুসোফ তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন। (ত, হো,)

(তাহাকে সৎ) পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, এবং ফেরওণের প্রবঞ্চনা তাহার বিনাশের প্রতি ভিন্ন ছিল না *। ৩৭। (র, ৪)

এবং বিশ্বাসী ব্যক্তি বলিল "হে আমার জ্ঞাতিগণ, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিব। ৩৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, এই পার্থিব জীবন (সামান্য) সম্ভোগ ইহা বৈ নহে, এবং নিশ্চয় পরলোক উহাই নিত্য নিকেতন। ৩৯। যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিয়াছে পরে তৎ সদৃশ বৈ তাহাকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না, এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি শুভকর্ম্ম করিয়াছে সেই বিশ্বাসী হয়, অনন্তর ইহারাই স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবে, তথায় অগণ্যরূপে জীবিকা দেওয়া যাইবে। ৪০। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, আমার জন্য কি হইল যে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করিয়া থাকি এবং তোমরা আমাকে অগ্নির দিকে আহ্বান কর। ৪১। তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকে যেন আমি ঈশ্বরসম্বন্ধে বিদ্বেষী হই ও যাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই তাহাকে তাঁহার সঙ্গে অংশী নিরূপণ করি, এবং আমি তোমাদিগকে পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল (ঈশ্বরের) দিকে আহ্বান করিয়া থাকি। ৪২। ইহলোকে ও পরলোকে যাহার জন্য আহ্বান নাই তোমরা আমাকে নিঃসন্দেহ তাহার দিকে আহ্বান করিতেছ ইহা বৈ নহে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বরের দিকে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন, এবং নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘণকারিগণ নরকাগ্নি

---

*। ফেরওণ অট্টালিকা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল, তাহা দেখিয়া মুসা ভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে দুঃখ করিও না, দেখ তাহার সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করি। পরে পরমেশ্বর তাহার অট্টালিকা সমাপ্ত হইলে পর ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। (ত, হো,)

নিবাসী। ৪৩। অনন্তর অবশ্য আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা স্মরণ করিবে, এবং আমার কার্য্য ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিতেছি, নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ৪৪। অনন্তর তাহারা যে প্রতারণা করিয়াছিল সেই অশুভ হইতে পরমেশ্বর তাহাকে বাঁচাইলেন এবং ফেরওণের পরিজনকে বিগর্হিত শাস্তি আবেষ্টন করিল *। ৪৫। তাহার (নরকের) উপরে প্রাতঃসন্ধ্যা অনল উপস্থাপিত করা হইবে, এবং যে দিন কেয়ামত স্থিতি করিবে (আমি বলিব) ফেরওণের পরিজনকে গুরুতর শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও। ৪৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তাহারা অগ্নি মধ্যে পরস্পর বিরোধ করিবে তখন দুর্ব্বল লোকেরা যাহারা ঔদ্ধত্যাচরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিবে "নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম, অনন্তর তোমরা কি আমাদিগহইতে অগ্নি (দণ্ডের) আংশিকনিবারণকারী হও?" ৪৭। যাহারা উদ্ধত হইয়াছিল, তাহারা বলিবে "নিশ্চয় আমরা সকলেই তন্মধ্যে আছি,

---

*। ফেরওণ সেই বিশ্বাসী পুরুষকে বধ করিতে আদেশ করে, তিনি পর্ব্বতাভিমুখে পলাইয়া যান, এবং উপাসনা প্রার্থনায় নিযুক্ত হন। পরমেশ্বর শ্বাপদ দলকে সৈন্যরূপে পাঠাইয়া দেন, তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে থাকে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ফল তিনি অবিলম্বে প্রাপ্ত হন, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিশ্চিন্ত থাকেন। কশফোল্ আস্রারে উক্ত হইয়াছে যে ফেরওণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শাস্তিদানের জন্য কতিপয় পারিষদকে প্রেরণ করেন, তাহারা তাঁহার নিকটে পঁহুছিয়া দেখে যে তিনি উপাসনা করিতেছেন, এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদকুল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা ভয় প্রাপ্ত হয় এবং ফেরওণের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করে। ফেরওণ সকলকে শাসন করেন যেন এই কথা প্রকাশ না হয়। পরমেশ্বর জেব্রিল যোগে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। (ত, হো,)

সত্য সত্যই ঈশ্বর দাসদিগের মধ্যে আদেশ (বিচার নিষ্পত্তি) করিয়াছেন"। ৪৮। যাহারা অগ্নিতে অবস্থিত তাহারা নরকের রক্ষকদিগকে বলিবে "তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যেন এক দিন আমাদিগ হইতে শাস্তির (অংশ) খর্ব্ব করেন"। ৪৯। তাহারা বলিবে "তোমাদের নিকটে কি তোমাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ সমাগত হন নাই? (নরকবাসিগণ) বলিবে "হাঁ" তাহারা বলিবে "তবে তোমরা প্রার্থনা করিতে থাক, কিন্তু কাফেরদিগের প্রার্থনা বিভ্রান্তির মধ্যে বৈ নহে। ৫০। (র, ৫)

নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে ও যে দিবস সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে, যে দিবস অত্যাচারীদিগকে তাহাদের হেতুবর্ণন কোন লাভ দর্শাইবে না সেই (কেয়ামতের) দিবস সাহায্য দান করিব, এবং তাহাদের জন্য (অত্যাচারীদের জন্য) অভিসম্পাত ও তাহাদের জন্য অশুভ স্থান আছে। ৫১+৫২। এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে ধর্ম্মালোক দান করিয়াছি এবং বনি এস্রায়িলকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছি। ৫৩।+বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্যই পথপ্রদর্শন ও উপদেশ। ৫৪। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য্যধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ও স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং প্রাতঃসন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিতে থাক। ৫৫। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বরের নিদর্শন সকলসম্বন্ধে তাহাদের প্রতি উপস্থিত প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতণ্ডা করিয়া থাকে তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার বৈ নহে, তাহারা তৎপ্রতি পঁহুছিবে না, অনন্তর তুমি ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় সেই তিনি শ্রোতা দ্রষ্টা *। ৫৬। অবশ্য ভূলোক ও দ্যুলোকের

*। কাফেরগণ কোরাণের অবতরণ ও পুনরুত্থানসম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডা করিয়া

সৃষ্টি (তোমাদের নিকটে) মনুষ্য সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না *। ৫৭। এবং অন্ধও চক্ষুষ্মান্ তুল্য নহে। ৫৮। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহারা ও অসৎকর্ম্মশীল (তুল্য নহে,) তোমরা যে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক তাহা অল্পই। ৫৮। নিশ্চয় কেয়ামত আগমন-কারী, তাহাতে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বিশ্বাস করি-তেছে না। ৫৯। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন যে আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি তোমাদিগের (প্রার্থনা) গ্রহণ করিব, নিশ্চয় যাহারা আমার উপাসনাতে গর্ব্ব করে অবশ্য তাহারা হীন হওতঃ নরকে প্রবেশ করিবে। ৬০। (র, ৬)

সেই পরমেশ্বর যিনি তোমাদের জন্য রজনী সৃজন করিয়াছেন যেন তাহাতে তোমরা বিশ্রাম লাভ কর এবং (পদার্থের) প্রদর্শক দিবা (সৃষ্টি করিয়াছেন) নিশ্চয় ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর প্রতি কৃপাবাবান্, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ধন্যবাদ করে না। ৬১। এই পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি

বলিতেছিল যে কোরাণ ঈশ্বরের বাণী নহে ও পুনরুত্থান সম্ভব নহে, তাহা-তেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার বৈ নহে" অর্থাৎ কাফেরদিগের অন্তরে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা ও ঔদ্ধত্য বিদ্যমান। "ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর" অর্থাৎ তাহাদের অসদাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যিনি মৌলিক উপাদান ব্যতীত স্বর্গ মর্ত্ত সৃজনে সক্ষম তিনি ঈদৃশ ক্ষমতা ও মৌলিক উপাদান সত্ত্বে কি দ্বিতীয় বার মনুষ্য সৃজন করিতে পারেন না? (ত, হো,)

ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অনন্তর কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ। ৬২। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকল অস্বীকার করিতেছিল, এইরূপে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে। ৬৩। সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অবস্থানভূমি ও আকাশকে গুম্বজ করিয়াছেন ও তোমাদিগকে আকৃতিবদ্ধ করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদিগের আকার উত্তম করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ (বস্তু) হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন, এই ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, অবশেষে বিশ্বপালক পরমেশ্বর মহোন্নত। ৬৪। তিনি জীবন্ত, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অনন্তর তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মবিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে থাক, বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা। ৬৫। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যখন আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল উপস্থিত হইয়াছে তখন তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিতে নিশ্চয় আমি নিষিদ্ধ হইয়াছি, এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে বিশ্বপালকের আজ্ঞানুগত হইব। ৬৬। তিনিই যিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকাযোগে তৎপর শুক্রযোগে তৎপর ঘনীভূত শোণিতযোগে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর শিশুরূপে বাহির করেন, তৎপর (তোমাদিগকে পালন করেন) যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তৎপর যেন বৃদ্ধ হও, এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকে পূর্ব্বে প্রাণশূন্য করা হয় এবং (অবশিষ্ট রাখা যায়) যেন তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালে উপনীত হও, সম্ভব যে তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে। ৬৭। তিনিই যিনি বাঁচান ও মারেন, অনন্তর যখন কোন বিষয় (সৃজনে) অবধারিত করেন তখন তাহাকে হোক বলেন ইহা বৈ নহে, পরে তাহাতেই হয়। ৬৮। (র, ৭)

যাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে *? ৬৯। যাহারা গ্রন্থের প্রতি ও স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে যৎসহ প্রেরণ করিয়াছি তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে তাহারা সত্বরই (আপন অবস্থা) জানিবে। ৭০। +যখন তাহাদের গলে গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ হইবে, উষ্ণোদকের মধ্যে তাহারা আকৃষ্ট হইবে, তৎপর অগ্নিতে ঝল্‌সান যাইবে, তৎপর তাহাদিগকে বলা হইবে "ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছিলে সে কোথায়?" তাহারা বলিবে "আমাদিগহইতে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে, বরং পূর্ব্ব হইতে আমরা (ঈশ্বরকে ছাড়িয়া) কিছুকে আহ্বান করিতেছিলাম না, এইরূপে ঈশ্বর কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৭১+৭২+৭৩+৭৪। তোমরা পৃথিবীতে অসত্যসহ যে আনন্দ ও বিলাসামোদ করিতেছিলে তজ্জন্য ইহা (এই শাস্তি)। ৭৫। তোমরা নরকের দ্বারে তথায় নিত্য স্থায়ী হইতে প্রবেশ কর, অনন্তর (উহা) অহঙ্কারীদিগের গর্হিত স্থান হয়। ৭৬। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য্যধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গী-

---

* অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেরগণ সকলে আমার দিকে ফিরিয়া আসিবে আপনাদের কার্য্যের ফল ভোগ করিবে, আমি কোন কারণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। পরমেশ্বর পৃথিবীতেই হজরতের সাক্ষাতে কাফেরদিগকে কোন কোন শাস্তিদিয়াছেন। কেহ হত কেহ বা বন্দী হইয়াছে,অনেকে দুর্ভিক্ষাদি বিপদ্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট শাস্তি পরলোকে হইবে। মক্কার কাফেরগণ তর্কবিতর্কচ্ছলে হজরতদ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিকতা দেখিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে প্রস্রবণের উৎপত্তি ও উদ্যান সকলের প্রকাশ এবং তাঁহার আকাশে আরোহণ তাহাদের সাক্ষাতে হয়। (ত, হো,)

কার সত্য, পরে তাহাদের প্রতি আমি যাহা অঙ্গীকার করি তাহার কোনটি যদি তোমাকে আমি প্রদর্শন করি, বা তোমার প্রাণ হরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহারা ফিরিয়া আসিবে। ৭৭। এবং সত্য সত্যই আমি তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে আমি তোমার নিকটে তাহার বর্ণন করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তোমার নিকটে বর্ণন করি নাই, ঈশ্বরের আদেশানুসারে ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করিতে কোন প্রেরিতপুরুষের (সাধ্য) ছিল না, অনন্তর যখন ঈশ্বরের আদেশ সমাগত হইল তখন সত্যভাবে বিচার নিষ্পত্তি করা গেল, তথায় অসত্যভাষিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল *। ৭৮। (র, ৮)

সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের জন্য গ্রাম্যপশু সৃজন করিয়াছেন যে তোমরা তাহার কোনটীর উপর আরোহণ করিবে ও তাহার কোনটীকে ভক্ষণ করিবে। ৭৯। এবং তন্মধ্যে তোমাদের লাভ সকল আছে, তাহার (কাহার) উপরে আরোহণ করিয়া তোমাদের অন্তরে যে অভিলাষ আছে তাহাতে উপস্থিত হইবে,ও তাহার উপরে ও নৌকাসকলের উপরে তোমরা সমরোপিত হইয়া থাক। ৮০। এবং তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতেছেন, অনন্তর ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের কোনটীকে

---

* ঈশ্বর বলিতেছেন যে কতগুলি পেগাম্বর যথা, ইয়সা প্রভৃতির নাম তোমার নিকটে বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত অনেকে আছে যে তুমি তাহাদের নাম ও বৃত্তান্ত অবগত নও। অনেকে বলেন সমুদায় প্রেরিত পুরুষ আট সহস্র ছিলেন, তন্মধ্যে চারি সহস্র বনি এস্রায়িল ও চারি সহস্র অপর জাতীয়। প্রসিদ্ধ যে সর্ব্বশুদ্ধ একশত চতুর্বিংশতি সহস্র বা ততোধিক প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। (ত, হো,)

তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ ? ৮১। অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কি প্রকার হইয়াছে দেখিবে, তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল এবং ধরাতলে (বৃহৎ নগর দুর্গাদি) নিদর্শানুসারে ও শক্তিতে প্রবলতর ছিল, পরে তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিতেছিল তাহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) নিবারণ করে নাই। ৮২। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ আগমন করিল তখন তাহারা তাহাদের নিকটে যে কিছু বিদ্যা ছিল তজ্জন্য প্রহৃষ্ট হইল এবং তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল * । ৮৩। পরে যখন আমার শাস্তি তাহারা দেখিল তখন বলিল "একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তাঁহার সঙ্গে আমরা যাহার অংশিনিরোপক ছিলাম তৎপ্রতি বিরূপ হইলাম"। ৮৪। অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি দর্শন করিল তখন তাহাদিগের বিশ্বাস তাহাদিগকে ফল দান করিল না, ঈশ্বরের (এই) নিয়ম, যাহা তাঁহার দাস বৃন্দের প্রতি বর্ত্তিয়াছে, এবং তথায় ধর্ম্মদ্রোহিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে †। ১৯। (র, ৯)

---

* তাহারা যাহাকে বিদ্যা বলিত প্রকৃত পক্ষে উহা অবিদ্যা। তাহাদের অসত্যে ভক্তি শ্রদ্ধা, ও সত্যে সন্দেহ অবিশ্বাস এই বিদ্যা ছিল। কেহ কেহ বলেন এস্থলে বিদ্যা অর্থে বাণিজ্য বিদ্যা বা চিকিৎসা বিদ্যা কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা, যদ্দ্বারা কাফেরগণ গর্ব্বিত ও পরাক্রান্ত হইয়া প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়া সকলের প্রতি উপহাস করিয়াছিল, অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর পূর্ব্বতন মণ্ডলীর প্রতি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে শাস্তি পাইবার সময় দোষ স্বীকার করিয়া বিশ্বাসী হইলে কিছুতেই তখন শাস্তি রহিত হইবে না। (ত, হো,)

সুরা হাম সজদা * ।

এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

৫৪ আয়ত, ৬ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম † । ১ । দাতা দয়ালু ঈশ্বর হইতে অবতারণ ‡ । ২ ॥ এক গ্রন্থ যে তাহার বচন সকল আরব্য কোরাণের অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছে, জ্ঞান রাখে এমন জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অগ্রাহ্য করিয়াছে,

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ঈশ্বরের মহানাম ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, সকল ব্যক্তির তাহা উদ্ধারের অধিকার নাই। কথিত আছে 'হা' বর্ণের সাঙ্কেতিক অর্থ ঐশী কৌশল, ম বর্ণের অর্থ, বিশ্বাসীদিগের প্রতি ঈশ্বরের হিত সাধন। বহরোল্ হকায়কে উক্ত হইয়াছে যে সেই বিষয়ের প্রতি "হাম" এই শব্দের লক্ষ্য যাহা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেমাস্পদ মোহম্মদের মধ্যে আছে। কোন উন্নত দেবতা ও সুসমাচারপ্রচারক ও প্রেরিত পুরুষ ও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। হা ও মিম অর্থাৎ হ, ম এই দুই অক্ষর ঈশ্বরের নাম বিশেষ রহমাণের মধ্যে আছে, এই রূপ এই দুই বর্ণ মোহম্মদ এই নামের মধ্যে আছে। অতএব নাম দ্বয়ের অন্তর্গত উক্ত দুই বর্ণের শপথ করিয়া কোরাণের অবতরণ ইত্যাদি বলা যাইতেছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ লোকের সাধারণ জীবনদাতা, বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের শান্তি সংরক্ষণে কৃপাবান্ পরমেশ্বর হইতে কোরাণের অবতরণ। এই দুই নামের সঙ্গে কোরাণের সম্বন্ধ থাকাতে এই প্রমাণিত হইতেছে যে ধর্ম্মও সাংসারিক, আধ্যাত্মিক ও বাহিক কল্যাণ কোরাণের উপর নির্ভর করে। (ত, হো,)

অনন্তর তাহারা শ্রবণ করে না *। ৩+৪। এবং তাহারা বলে "তুমি যাহার প্রতি আহ্বান করিয়া থাক তাহা হইতে আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে আছে এবং আমাদের কর্ণে গুরুভার, আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে আচ্ছাদন আছে, অনন্তর তুমি কার্য্য করিতে থাক আমরাও কার্য্যকারক"। ৫। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ইহা বৈ নহি, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইতেছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র ঈশ্বর, অতএব তাঁহার দিকে সরল থাক ও তাঁহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং অংশিবাদীদিগের ও যাহারা জকাত দান করে না তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, তাহারা পরকালকে অগ্রাহ্য করে। ৬+৭।+ নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য অনিবার্য্য পুরস্কার আছে †। ৮। (র, ১)

---

* কোরাণ এক গ্রন্থ, তাহার বচন সকল নিষেধ বিধি ও দণ্ড পুরস্কারের অঙ্গীকারে বিভক্ত। আরব্য ভাষায় ইহা বিবৃত হইয়াছে, আরব্য ভাষাবিৎ লোকদিগের পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে ইহা অতিসহজ হইয়াছে। ইহা পাপীদিগের সম্বন্ধে নরকের ভয় প্রদর্শক ও বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে স্বর্গের সুসংবাদ দাতা, ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না। (ত, হো,)

† পীড়িত অক্ষম ও দুর্ব্বল লোক সকল যাহারা অশক্তিবশতঃ উপাসনাদি করিতে পারে না তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। সুস্থ ও সবল অবস্থায় ধর্ম্মসাধনার জন্য যে পুরস্কার পরমেশ্বর তাহাদিগকে দান করিতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অসুস্থ দুর্ব্বলতা বশতঃ উপাসনাদি না করিতে পারিলেও সেই পুরস্কার দিবেন। এই জন্যই ব্যক্ত হইয়াছে "তাহাদের জন্য অনিবার্য্য পুরস্কার আছে।" ওমরের পুত্র আবদুল্লা বলিয়াছেন যে হজরত মোহম্মদ এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি পীড়িত হইলে পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতকে আদেশ করেন যে, যে পর্য্যন্ত আমি ইহাকে আরোগ্য দান না করি, সে পর্য্যন্ত এ সুস্থাবস্থায় যে সৎকর্ম্ম করিত সেই কর্ম্ম ইহার নামে লিখিবে। (ত, হো,)

তুমি জিজ্ঞাসাকর (হে মোহম্মদ,) দুই দিবসে যিনি পৃথিবী স্জন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কি তোমরা অবজ্ঞা করিতেছ, এবং তাঁহার সদৃশ নিরূপণ করিতেছ ?. ইনিই জগতের প্রতিপালক। ৯। এবং তিনি তথায় (পৃথিবীতে) তাহার উপরি ভাগে পর্ব্বত সকল স্জন করিয়াছেন, ও তন্মধ্যে আশীর্ব্বাদ রাখিয়াছেন, এবং তথায় চারি-দিবসের মধ্যে জীবিকা সকল নিরূপণ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসু দিগের জন্য (উত্তর) তুল্য হইয়াছে *। ১০। তৎপর তিনি নভোমণ্ডলের দিকে মনোযোগ করিলেন, উহা ধূমময় ছিল, অনন্তর তাহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন „তোমরা সহর্ষে বা বিমর্ষে এস,, উভয়ে বলিল „আমরা সহর্ষে সমাগত হইলাম ; „ ।১১। পরে তিনি দুই দিবসের মধ্যে তাহাকে সপ্ত স্বর্গরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন, ও প্রত্যেক স্বর্গের প্রতি তাহার কার্য্য অনুপ্রাণন করিলেন, এবং আমি পৃথিবীর আকাশকে দীপাবলী দ্বারা (নক্ষত্র মণ্ডল দ্বারা) শোভি করিলাম ও রক্ষা করিলাম, পরাক্রমশালী জ্ঞানময় (ঈশ্বরের) এই নিরূপণ। ১২। পরে যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে তুমি বল „আমি তোমাদিগকে আদ ও সমুদের সদৃশ দৈবী শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছি। ১২। যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ-গণ তাহাদের সম্মুখ ভাগ দিয়া ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া উপ-স্থিত হইল তখন (বলিয়াছিল,) “ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) পূজা করিও না ;,, তাহারা বলিয়াছিল আমাদের প্রতিপালক ঈশ্বর ইচ্ছা

---

* অর্থাৎ অবশিষ্ট চারিদিবসে পৃথিবীর প্রত্যেক বিভাগের লোকের জন্য পরমেশ্বর যব গোধূম, ধান্য, খোর্ম্মা এবং মাংস ইত্যাদি উপজীবিকা নির্দ্ধারণ করেন। “জিজ্ঞাসুদিগের জন্য উত্তর তুল্য হইয়াছে” অর্থাৎ প্রশ্নকারীদিগের প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেওয়া হইয়াছে। (ত, হো)

করিলে দেবতাদিগকে অবতারণ করিবেন, অতএব তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ নিশ্চয় আমরা তদ্বিষয়ে অবিশ্বসী। ১৪। কিন্তু আদজাতি পরে পৃথিবীতে নিরর্থক অহঙ্কার করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল "পরাক্রমে কে আমাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?,, তাহারা কি দেখে নাই যে সেই ঈশ্বর যিনি তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করিতেছিল। ১৫। পরে আমি দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি প্রবল বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম যেন পার্থিব জীবনে তাহাদিগকে দুর্গতির শাস্তি আস্বাদন করায়, এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি অধিকতর দুর্গতিজনক, তাহাদিগকে সাহায্যদান করা হইবে না। ১৬। এবং যে সমুদ জাতি ছিল, পরে আমি তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়াছিলাম, অবশেষে তাহারা পথ প্রদর্শদনের উপর অন্ধতা স্বীকার করিল, অনন্তর তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে লাঞ্ছনার দৈবী শাস্তি আক্রমণ করিয়াছিল। ১৭। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ও ধর্ম্মভীরু হইতেছিল তাহাদিগকে আমি বাঁচাইয়াছিলাম। ১৮। (র, ২)

এবং যে দিবস ঈশ্বরের শত্রুগণ নরকানলের দিকে সমুত্থাপিত হইবে তখন তাহারা নিবারিত হইবে *। ১৮। এ পর্য্যন্ত যখন তাহারা নিকটে উপস্থিত হইবে তখন তাহাদের সম্বন্ধে তাহারা যাহা করিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের কর্ণ ও তাহাদের

---

* কাফেরদিগের শ্রেণীভুক্ত অপর লোক পশ্চাৎ আসিবে, একত্র সকলকে

চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম্মাবলী সাক্ষ্য দান করিবে। ১৯। এবং তাহারা স্বীয় স্পর্শেন্দ্রিয় সকলকে বলিবে „কেন তোমরা আমাদের প্রতি সাক্ষ্য দান করিলে ?,, তাহারা বলিবে "যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্‌পটু করিয়াছেন সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে বাক্‌পটু করিয়াছেন ;" এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃজন করিয়াছেন ও তাহার অভিমুখে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। ২০। তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদের শ্রোত্র ও তোমাদের নেত্র এবং তোমাদের ত্বক্ যে সাক্ষ্য দান করিবে তাহাহইতে লুক্কায়িত থাকিতে পারিবে না, কিন্তু মনে করিয়াছ যে তোমরা যাহা করিতেছিলে ঈশ্বর তাহা জানেন না। ২১। এবং তোমাদের সেই কল্পনা তোমরা যে কল্পনা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে করিতেছিলে, ইহা তোমাদিগকে বিনাশ করিল, অনন্তর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের (অন্তর্গত) হইলে *। ২২। অনন্তর যদি তাহারা ধৈর্য্যধারণ করে তথাপি অগ্নি তাহাদের স্থান হইবে এবং যদি ক্ষমাপ্রার্থনা করে তথাপি তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্তদিগের (অন্তর্গত) হইবে না। ২৩। এবং আমি তাহাদের জন্য সহচর সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা তাহাদের জন্য সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মানব ও দানব মণ্ডলীর প্রতি (শাস্তির) বাক্য যাহা হইয়াছিল তাহাদের প্রতি তাহা

নরকে লইয়া যাওয়া হইবে, এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী দলকে পথে দণ্ডায়মান করাইয়া প্রতীক্ষা করান হইবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ মনে করিত আমরা প্রকাশ্যে যাহা করি তাহা ঈশ্বর জানিতে পান, কিন্তু তিনি আমাদের গুপ্ত কার্য্য জানেন না। ইহা কল্পনা, সত নহে। (ত, হো,)

প্রমাণিত হইল, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল *।২৪। (র, ৩)

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিল "তোমরা এই কোরাণ শ্রবণ করিও না, ইহার (পাঠের) মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল বাক্য বল, সম্ভবতঃ তোমরা জয় লাভ করিবে।২৫। অনন্তর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগকে আমি অবশ্য কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল অবশ্য তাহাদিগকে তাহার অশুভ বিনিময় দান করিব।২৬। ঈশ্বরের শত্রুদিগের এই অগ্নি বিনিময়, তথায় তাহাদের চিরনিবাস হইবে, তাহারা যে আমার নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করিতেছিল, তদনুরূপ তাহাদিগের বিনিময় হইবে।২৭। এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, দানব ও মানবজাতির যাহারা আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের নিকটে প্রদর্শন কর, আমরা তাহাদিগকে আপন পদতলে স্থাপন করিব, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম হইবে"।২৮। নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে যে "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, তৎপর স্থির রহিয়াছে, (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকটে দেবগণ অবতরণ করে, (বলে) ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, আমরা সেই স্বর্গের সুসংবাদ দান করিতেছি তোমরা যাহার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছ †।২৯। ঐহিক

---

* এস্থলে তাহাদের সহচর শয়তান, সম্মুখস্থ সামগ্রী ঐহিক অনিত্য সুখ সৌভাগ্য, পশ্চাদ্বর্ত্তী সামগ্রী অঙ্গীকৃত পারলৌকিক শাস্তি। পরমেশ্বর সাধুকে সাধুদিগের সহবাসে রাখেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার তপস্যা ও সাধুতার বৃদ্ধি করিয়া দেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তাহারাই স্থির রহিয়াছে যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে, নিষেধ বিধি

জীবনে এবং পরলোকে আমরা তোমাদের বন্ধু, এবং সেস্থানে তোমাদের জীবন যাহা চাহে তাহা আছে এবং তোমরা যাহা প্রার্থনা কর সেস্থানে তাহা আছে”। ৩০। ক্ষমাশীল দয়ালু (ঈশ্বর হইতে) ভোজসামগ্রী হয়। ৩১। (র, ৪)

এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে (লোকদিগকে) আহ্বান করিয়াছে ও সৎ কর্ম্ম করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে নিশ্চয় আমি মোসলমান দিগের (একজন) হই, বাক্যানুসারে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ ? *। ৩২। এবং অতীব শুভ ও অশুভ তুল্য নয়, যাহা অতীব শুভ তদ্বারা তুমি (হে মোহম্মদ,) অশুভকে দূর কর, (এরূপ করিলে) পরে সেই ব্যক্তি যে তোমার ও তাহার মধ্যে শক্রতা আছে অকস্মাৎ যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় †। ৩৩। এবং যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করে তাহাদিগকে বৈ এই (প্রকৃতি) দেওয়া হয় না ও যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী তাহাদিগকে বৈ ইহা দেওয়া হয় না। । ৩৪। এবং যদি শয়তান হইতে তোমার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োজিত হয় তবে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা । ৩৫। দিবা ও রাত্রি এবং চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অন্ত-

---

মান্য করিয়া চলিয়াছে, সাধন ভজন করিয়াছে, পাপে প্রবৃত্ত হয় নাই, ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ শূন্য, পরলোকের প্রতি অনুরাগী। (ত, হো,)

* যখন বেলাল আজাঁ দানে প্রবৃত্ত হইতেন তখন ইহুদিরা বলিত কাক ডাকিতেছে ও নমাজে আহ্বান করিতেছে। এইরূপ তাহারা অনেক অন্যায় উক্তি করিত। এই আয়ত বেলালের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। আজাঁ দান সৎকর্ম্মের অন্তর্গত। (ত, হো)

† অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র এই বিশ্বাস করা এবং তাঁহার অংশী নির্ণয় না করা এ দুই শুভাশুভ এক নহে। ক্রোধকে শান্তভাব দ্বারা অপরাধকে ক্ষমাদ্বারা নিবারণ করিবে। (ত, হো)

গত,)তোমরা সূর্য্য ও চন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিও না, যিনি ইহা-দিগকে সৃজন করিয়াছেন যদি তোমরা তাঁহার পূজা করিয়া থাক তবে সেই ঈশ্বরকে নমস্কার কর। ৩৬। পরন্তু যদি তাহারা অহঙ্কার করে (কি ভয়,) পরে যাহারা তোমার প্রতিপালকের নিকটে আছে তাহারা দিবা রাত্রি তাঁহার স্তব করিয়া থাকে এবং তাহারা শ্রান্ত হয় না। ৩৭। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তুমি দেখিয়া থাক ভূমি কর্ষিত হয়, পরে যখন আমি তাহার উপরে বারি বর্ষণ করি তখন (উদ্ভিদুৎপত্তি বশতঃ) স্ফীতহয় এবং (উদ্ভিদ্) সমুদ্গত হয়, নিশ্চয় যিনি তাহাকে জীবিত করিলেন তিনি মৃতসঞ্জীবক, নিশ্চয় তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৩৮। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে কুটিলতা করে আমার নিকটে গুপ্ত থাকে না, অনন্তর যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে নিরাপদে উপস্থিত হয় সে শ্রেষ্ঠ, না যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে সে? তোমরা যাহা ইচ্ছা কর করিতে থাক, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা। ৩৯। নিশ্চয় যাহারা উপদেশকে (কোরাণকে) যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অগ্রাহ্য করিয়াছে (তাহা গুপ্ত নহে,) এবং নিশ্চয় উহা সম্মানিত গ্রন্থ। ৪০। তাহাতে কোন অসত্য তাহার প্রতি (কোরাণের প্রতি) তাহার সম্মুখ ও তাহার পশ্চাৎ হইতে উপস্থিত হয় না, প্রশংসিত বিজ্ঞানময় (ঈশ্বর) হইতে তাহা অবতারিত হইয়াছে। ৪১। তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত পুরুষদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বৈ বলা যাইতেছে না, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দুঃখজনক শাস্তি দাতা। ৪২। এবং যদি আমি তাহাকে আজ্মী ভাষার কোরাণ করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত

,,কেন তাহার আয়ত সকল অভিব্যক্ত করা হয় নাই ? কি আজ্মী (ভাষা) ও আরব্য (লোক) ? তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে উহা তাহাদের জন্য পথ প্রদর্শন ও স্বাস্থ্য, এবং যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের কর্ণে ভার হয় এবং উহা তাহাদের নিকটে অন্ধতা, তাহারা (ঈদৃশ) যেন দূর দেশ হইতে (তাহাদিগকে) আহ্বান করা যাইতেছে। ৪৩। (র, ৫)

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তন্মধ্যে বিপর্য্যয় করা হইয়াছে, এবং যদি (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ব্বে প্রচার না হইত তবে তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করা যাইত, এবং নিশ্চয় তাহারা তৎপ্রতি গভীর সন্দেহের মধ্যে আছে *। ৪৪। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে পরে তাহা তাহার জীবনের জন্য হয় এবং যে ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিয়াছে পরে (তাহার মন্দফল) তাহার উপরেই, এবং তোমার প্রতিপালক দাসদিগের সম্বন্ধে অত্যাচারী নহে। ৪৫। কেয়ামতের জ্ঞান তাঁহার প্রতিই প্রত্যর্পিত হয়, এবং তাঁহার জ্ঞান বতীত কোন ফল আপন আবরণহইতে উন্মুক্ত হয় না ও কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না ও প্রসব করে না, এবং যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন "আমার অংশিগণ কোথায়?,,তাহারা বলিবে „তোমাকে শুনাইয়াছি যে আমাদিগের এ বিষয়ে কোন সাক্ষী নাই"। ৪৬। এবং পূর্ব্বে তাহারা যাহা অর্চ্চনা করিত তাহা-

---

* „তন্মধ্যে বিপর্য্যয় করিয়াছে,, অর্থাৎ কোরাণে কেহ কেহ বিশ্বস স্থাপন করিয়াছে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছে। যদিকেয়ামতের অঙ্গীকার না থাকিত, পুনরুত্থানের পর পাপের দণ্ড দেওয়া যাইবে এরূপ পূর্ব্বে ঈশ্বর অঙ্গীকার না করিতেন তবে তাহাদিগকে এইক্ষণই শাস্তি দেওয়া যাইত। (ত, হো)

দিগহইতে তাহা লুক্কায়িত হইল, এবং তাহারা মনে করিল যে তাহাদের জন্য কোন পলায়নের স্থান নাই। ৪৭। মনুষ্য শুভ প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হয় না, এবং যদি অশুভ তাহাকে আশ্রয় করে তবে নিরাশ হতাশ্বাস হয়। ৪৮। এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে যে দুঃখ তাহার পর যদি আমি অপন সন্নিধান হইতে কোন করুণা তাহাকে ভোগ করাই, তবে সে অবশ্য বলিবে „ইহা আমার জন্যই ও আমি মনে করি না যে কেয়ামত স্থিতি করিবে, এবং যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আসি, নিশ্চয় আমার জন্য তাঁহার নিকটে কল্যাণ আছে ;,, অবশ্য আমি কাফের দিগকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিব এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করাইব। ৪৯। এবং যখন আমি মনুষ্যের প্রতি সম্পদ্দান করি তখন সে বিমুখ হয় ও আপন পার্শ্ব সরাইয়া থাকে এবং যখন তাহাকে অকল্যাণ আশ্রয় করে তখন সে প্রচুর প্রার্থনাকারী হয়। ৫০। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তোমরা কি দেখিতেছ ? যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে (কোরাণ) হয় তাহার পর তোমরা তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া থাক, তবে যে ব্যক্তি মহা বিরুদ্ধভাবেতে আছে তাহা অপেক্ষা কে অত্যাচারী? ৫১। শীঘ্র আমি চতুর্দ্দিকে ও তাহাদের জীবনের মধ্যে আমার নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিব, এপর্য্যন্ত, তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে যে নিশ্চয় ইহা সত্য, তোমার প্রতিপালক কি যথেষ্ট নয় যে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সাক্ষী। ৫২ জানিও নিশ্চয় তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কার বিষয়ে সন্দিগ্ধ, জানিও নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ে আবেষ্টন কারী। ৫৩। (র, ৬)

সুরা শুরা *।

দ্বা চত্বারিংশ অধ্যায়।

৫৩ আয়ত, ৫ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম। ১। অস্‌কা †। ২। এইরূপে তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) ও যাহারা তোমার পূর্ব্বে ছিল তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, ঈশ্বর কৌশলময় পরাক্রান্ত। ৩। স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাঁহারই, তিনি সমুন্নত মহান্। ৪। দ্যুলোক সকল (তাঁহার প্রতাপে) আপনার উপরে বিদীর্ণ হইতে উপক্রম, এবং দেবগণ স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† মহাত্মা আলি বলিয়াছেন "হাম" "অস্‌কা" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দদ্বয়ের অক্ষরাবলীর সাঙ্কেতিক অর্থ ক্রমান্বয়ে দগ্ধ হওয়া, ভয়স্থান, শাস্তি, রূপান্তর হওয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ করা। এই বর্ণাবলীর অবতরণ হইলে হজরতের মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার মণ্ডলী সম্বন্ধে যাহা ঘটিবে সে বিষয়ে আমাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে, এই সকল বর্ণ ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের কৌশলময়, গৌরবান্বিত, জ্ঞানময় দ্রষ্টা ও শক্তিপূর্ণ এই কয় গুণবাচক শব্দের আদি বর্ণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাঙ্কেতিক অর্থও হয়। (ত, হো,)

দয়ালু। ৫। এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধুগণ গ্রহণ করে ঈশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক, এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক নও। ৬। এবং এই রূপে আমি তোমার প্রতি আরব্য কোরাণ প্রত্যাদেশ করিয়াছি যেন তুমি মক্কানিবাসীকে ও যাহারা তাহার পার্শ্বে বাস করে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর এবং সম্মিলনের (কেয়ামতের) দিনের ভয় প্রদর্শন কর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, একদল স্বর্গে ও একদল নরকে থাকিবে। ৭। এবং ঈশ্বর যদি চাহিতেন তবে তাহাদিগকে একমণ্ডলী-ভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন, যাহারা অত্যাচারী তাহাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ৮। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধু সকল গ্রহণ করিয়াছে ? অনন্তর সেই ঈশ্বর তিনিই বন্ধু, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৯। (র, ১)

এবং তোমরা (হে বিশ্বাসিগণ,) যে কোন বিষয়ে (কাফের-দিগের সঙ্গে) বিরোধ কর, অনন্তর তাহার মীমাংসা ঈশ্বরের প্রতি, এই পরমেশ্বরই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি এবং তাঁহার দিকেই পুনর্ম্মিলিত হইতেছি। ১০। তিনি নিখিল স্বর্গ ও মর্ত্তলোকের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের জন্য তোমা-দের জাতি হইতে ভার্য্যা সকল ও চতুষ্পদ জাতি হইতে (পুংস্ত্রী) যুগল সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদিগকে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, কোন পদার্থ তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা। ১১। স্বর্গ ও মর্ত্তের কুঞ্জিকা সকল তাঁহার, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী। ১২। তিনি নূহাকে ধর্ম্মের যে কিছু আদেশ

করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তোমার প্রতি আমি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং এব্রাহিম ও মুসা ও ঈসাকে যে উপদেশ করিয়াছি যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং তাহাতে বিচ্ছিন্ন হইও না, তাহা (তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত,) অংশিবাদীদিগের প্রতি তাহা গুরুতর যাহার দিকে তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক, পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপনার নিকটে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যাহার প্রতি পুনর্ম্মিলিত হন তাহাকে আপনার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ১৩। এবং তাহাদের নিকটে জ্ঞানাগমের পরে আপনাদের মধ্যে শক্রতা বশতঃ বৈ তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় নাই, * নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত (অবকাশ দান বিষয়ে) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ব্বে প্রচার না হইলে অবশ্য তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি হইত, নিশ্চয় তাহাদের পরে যাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করা গিয়াছে তাহারা তদ্বিষয়ে উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে । ১৪। অনন্তর এই (ধর্ম্মের) জন্য পরে তুমি আহ্বান করিতে থাক, যে রূপ তুমি আদিষ্ট হইয়াছ তদ্রূপ স্থিতি কর এবং তাহাদিগের বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং বল "গ্রন্থের যে কিছু ঈশ্বর অবতারণ করিয়াছেন আমি তৎপ্রতি বিশ্বাস করিলাম, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে তোমাদের মধ্যে বিচার করিব ; পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিপালক ও আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের

---

* অর্থাৎ আদ সমুদ প্রভৃতি পুর্ব্বতনমণ্ডলী এবং ইহুদি ও ঈসায়ী সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে তওরয়ত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তকের জ্ঞান লাভ করিয়া শক্রতা বশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া কুপথগামী হইয়াছে। (ত, হো,)

কার্য্য (কার্য্যের ফল) ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্য, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা নাই, পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন করিবেন, এবং তাঁহারই দিকেই পুনর্ম্মিলন"। ১৫। এবং যাহারা ঈশ্বরের (ধর্ম্ম) সম্বন্ধে তাহা গ্রহণ করার পরে বাগ্বিতণ্ডা করে, তাহাদের বাগ্বিতণ্ডা তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে অমূলক, এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি হয়। ১৬। সেই ঈশ্বর যিনি সত্যভাবে গ্রন্থ ও পরিমাণ যন্ত্র অবতারণ করিয়াছেন * এবং কিসে তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছে যে বস্তুতঃ কেয়ামত সন্নিহিত, । ১৭। যাহারা তৎপ্রতি (কেয়ামতের প্রতি) বিশ্বাস রাখে না তাহারা তাহা সত্বর প্রার্থনা করে, ও যাহারা বিশ্বাস রাখে তাহারা তাহা হইতে ভীত হয় এবং জানে যে উহা সত্য, জানিও নিশ্চয় যাহারা পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিয়া থাকে তাহারা দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ১৮। পরমেশ্বর আপন দাসমণ্ডলীর প্রতি দয়াবান্, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন উপজীবিকা দিয়া থাকেন, তিনি শক্তিমান্ পরাক্রান্ত। ১৯। (র, ২)

যে ব্যক্তি পারলৌকিক কৃষিক্ষেত্র ইচ্ছা করে আমি তাহার জন্য তাহার কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি দান করিব এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহার কিছু তাহাকে দান করিয়া থাকি, কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য কোন ভাগ নাই। ২০। তাহাদের কি

---

* এ স্থলে প্রকৃত পক্ষে পরিমাণ যন্ত্র অর্থে ন্যায় পরতা, ঈশ্বর হিতাহিত বিচারের জন্য ন্যায়পরতাকে প্রেরণ করিয়াছেন ও তাহার তত্ত্ব গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এস্থানে পরিমাণ যন্ত্র হজরত মোহম্মদ, ন্যায় বিচারের বিধি তাঁহাতেই আশ্রয় করিয়াছে। (ত, হো,)

সেই অংশী সকল আছে যে তাহাদের জন্য (এরূপ) কোন ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছে যাহা ঈশ্বর আদেশ করেন নাই ? যদি (ঈশ্বরের) মীমাংসা করার বাক্য না হইত, তবে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, নিশ্চয় যাহারা অত্যাচারী তাহাদের জন্য দুঃখকরী শাস্তি আছে। ২১। তুমি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ভয়াকুল আছে এবং উহা তাহাদের প্রতি সঙ্ঘটনীয়, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহারা স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে, তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে আপন প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য তাহা আছে, ইহা সেই মহা উন্নতি। ২২। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে সেই স্বীয় দাসদিগকে পরমেশ্বর যে সুসংবাদ দান করেন তাহা ইহা, তুমি বল(হে মোহম্মদ,) „স্বগণের প্রতি প্রণয় স্থাপন ব্যতীত আমি এই (কোরাণ) সম্বন্ধে কোন পারিশ্রমিক তোমাদের নিকটে প্রার্থনা করিনা ;„ এবং যে ব্যক্তি শুভাচরণ করে আমি তাহাতে তাহার জন্য শুভ বর্দ্ধিত করিয়া থাকি, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল মর্ম্মজ্ঞ *। ২৩। তাহারা কি বলে যে (প্রেরিত

---

* হজরত মদিনায় চলিয়া আসিলে পর আন্‌সার সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে "তুমি আমাদের ভাগিনেয় ও আমাদের ধর্ম্মনেতা, আমরা দেখিতেছি যে তোমার ব্যয় অধিক আয় অল্প। যদি তুমি আদেশ কর তবে আমরা স্বীয় ন্যায়োপার্জ্জিত কিছু অর্থ আনিয়া তোমাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা তুমি আবশ্যক মতে ব্যয় করিবে, তাহাতে অর্থসম্বন্ধে তোমার মনের ভার লাঘব হইবে।" এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, যথা হে মোহম্মদ, তুমি বল যে প্রচারসম্বন্ধে আমি কাহার নিকটে পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করি না, কেবল স্বগণের নিকটে বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করি। অর্থাৎ কোরেশ দলের উচিত যে আমি যে তাহাদের স্বগণ কুটুম্ব, তজ্জন্য আমাকে ভালবাসে, আমার কার্য্যে বাধা না দেয় ও আমরা সঙ্গে শত্রুতা না করে। (ত, হো,)

পুরুষগণ) ঈশ্বরসম্বন্ধে অসত্য বন্দন করিয়াছে? অনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমার মনের উপর মোহর করিবেন, এবং ঈশ্বর অসত্যকে বিনষ্ট করেন ও স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যকে স্থিরীকৃত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহস্যবিৎ। ২৪। এবং তিনিই যিনি স্বীয় দাসদিগের পুনর্ম্মিলন গ্রহণ করেন ও পাপ সকল ক্ষমা করেন এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক তিনি তাহার জ্ঞাতা। ২৫। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তিনি তাহাদের (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করেন, এবং স্বীয় করুণাগুণে তাহাদিগকে অধিক দান করিয়া থাকেন, এবং (এই যে) ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। ২৬। এবং যদি পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগের জন্য উপজীবিকা বিস্তৃত করিতেন তবে অবশ্য তাহারা ধরাতলে বিপ্লব করিত, কিন্তু তিনি যাহা চাহেন সেই পরিমাণে (জীবিকা) অবতারণ করেন, নিশ্চয় তিনি স্বীয় দাসমণ্ডলীসম্বন্ধে জ্ঞাতা দ্রষ্টা। ২৭। এবং তিনিই যিনি তাহাদের নিরাশ হওয়ার পরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় দয়াকে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তিনি প্রশংসিত বন্ধু। ২৮। এবং স্বর্গ মর্ত্তের সৃষ্টি ও উভয়ের মধ্যে যে জন্তু সকল বিস্তার করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অন্তর্গত,) এবং তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম। ২৯। (র, ৩)

তোমাদিগকে যে কোন দুঃখ আশ্রয় করে অনন্তর তোমাদের হস্ত যে (পাপ) অনুষ্ঠান করিয়াছে তজ্জন্য, এবং তিনি অধিকাংশ (পাপ) ক্ষমা করেন *। ৩০। এবং তোমরা পৃথিবীতে

* মহাত্মা আলি বলিয়াছেন যে এই বচন অত্যন্ত আশাজনক, ঈশ্বর বলিতে-

(ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও, এবং তোমাদের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ৩১। এবং সাগরে সঞ্চালিত তরণী সকল গিরিশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অন্তর্গত) । ৩২। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে নিবৃত্ত করেন তখন তাহারা (সমুদ্রের) পৃষ্ঠোপরি (নৌকা সকল) স্থির হয়, নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ লোকদিগের জন্য নিদর্শনাবলী আছে । ৩৩। অথবা তিনি নৌকারূঢ়দিগকে তাহারা যে (অপকর্ম্ম) করিয়াছে তজ্জন্য বিনাশ করেন এবং অধিকাংশ (অপরাধ) ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৩৪। + এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিরোধ করে তাহারা (ঈশ্বরের প্রতি ফল দান যাহা তাহা) জানিবে, তাহাদের জন্য কোন পলায়নের স্থান নাই। ৩৫। অনন্তর তোমাদিগকে যে কোন বস্তু দেওয়া গিয়াছে (উহা) পার্থিব জীবনের ফললাভ, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিতেছে তাহাদের জন্য ও যাহারা গুরুতর পাপ হইতে ও দুরাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করিয়া থাকে এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের (আজ্ঞা) গ্রাহ্য করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা কল্যাণও অধিকতর স্থায়ী; এবং তাহাদের কার্য্য আপনাদের মধ্যে পরামর্শ মতে হয়, ও তাহাদিগকে আমি যে উপজীকা দিয়াছি তাহারা তাহা ব্যয় করিয়া থাকে। ৩৬+৩৭+৩৮। এবং যখন যাহাদের প্রতি নিপীড়ন উপস্থিতহয় তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (তাহাদের

ছেন যে কোন কোন পাপের জন্য বিশ্বাসীদিগের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ পাপ ক্ষমা করা যাইবে। (ত, হো,)

জন্য) । ৩৯। এবং অপকারের বিনিময়ে তৎ সদৃশ অপকার, পরন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সন্ধি স্থাপন করে পরে ঈশ্বরের নিকটে তাহার পুরস্কার আছে, নিশ্চয়• তিনি অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ৪০। এবং নিশ্চয় স্বীয় উৎপীড়িত হওয়ার পরে যাহারা প্রতিহিংসা করে পরে ইহারাই, ইহাদের উপরে (র্ভৎসনার) কোন পথ নাই। ৪১। যাহারা মানবমণ্ডলীর প্রতি অত্যাচার করে এবং ধরাতলে নিরর্থক উৎপাত করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি পথ আছে ইহা বৈ নহে, ইহারাই, ইহাদের জন্য দুঃখ জনক শাস্তি আছে। ৪২। এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় ইহা প্রার্থিত কার্য্য সকলের (অন্তর্গত) । ৪৩। (র, ৪)

এবং যাহাকে ঈশ্বর পথভ্রান্ত করেন পরে তদভাবে তাহার জন্য কোন বন্ধু নাই, এবং তুমি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে বলিবে "ফিরিয়া যাওয়ার দিকে কি কোন পথ আছে ?" ৪৪।এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে তাহারা (নরকের) দিকে হীনতায় কাতর করতঃ উপস্থিত করা যাইতেছে, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নকোণে তাহারা দেখিতেছে, এবং বিশ্বাসী লোকেরা বলিবে "নিশ্চয় যাহারা কেয়ামতের দিনে আপন জীবনকে ও আপন পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ক্ষতি-কারক;" জানিও নিশ্চয় অত্যাচারিগণ চির শাস্তিতে থাকিবে। ৪৫। এবং ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদের কোন সহায় হইবে না যে তাহাদি-গকে সাহায্য দান করিবে, এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন অন-ন্তর তাহার জন্য কোন পথ নাই।৪৬। ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহার প্রতিনিবৃত্তি নাই সেই দিন আসিবার পূর্ব্বে তোমরা আপন প্রতিপালকের (আজ্ঞা) গ্রাহ্য কর, সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়ভূমি নাই এবং তোমাদের কোন অসম্মতির (স্থল)

নাই।৪৭। অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে (জানিও) তাহাদের প্রতি আমি তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করি নাই, প্রচার বৈ তোমার প্রতি (কোন ভার) নাই, এবং নিশ্চয় যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে দয়া মনুষ্যকে আস্বাদন করাই তখন সে তাহাতে আহ্লাদিত হয়, এবং তাহার হস্ত যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে (যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে) তজ্জন্য যদি তাহার প্রতি অকল্যাণ উপস্থিত হয় তবে নিশ্চয় সেই মনুষ্য ঈশ্বরবিরোধী হইয়া থাকে। ৪৮। স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ঈশ্বরের, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন কন্যা দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পুত্র দান করিয়া থাকেন। ৪৯। অথবা তাহাদের সহিত পুত্র ও কন্যা সম্মিলিত করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি শক্তিমান্ জ্ঞানী।৫০।এবং অনুপ্রাণন দ্বারা বা যবনিকার অন্তরাল হইতে ভিন্ন মনুষ্যের (অধিকার) নাই যে ঈশ্বর তাহার সঙ্গে কথা বলেন, অথবা তিনি প্রেরিত পুরুষ (স্বর্গীয় দূত) প্রেরণ করেন, পরে সে তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে ইচ্ছানুরূপ অনুপ্রাণন করিয়া থাকে, নিশ্চয় তিনি উন্নত কৌশলময় । ৫১। এইরূপে আমি তোমার প্রতি স্বীয় বাণীযোগে কোরাণ প্রত্যাদেশ করিয়াছি, পুস্তক কি ও ধর্ম্ম কি তুমি জানিতে না, কিন্তু আমি তাহাকে (প্রত্যাদেশকে) আলোক করিয়াছি, আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করি তদ্দারা আমি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, এবং নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাক।+নিখিল স্বর্গে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে যাহার সেই ঈশ্বরেরই পথ, জানিও ঈশ্বরের দিকে ক্রিয়া সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। (র, ৫)

সুরা জোখরোফ *।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

৮৯ আয়ত, ৭ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম মী†। ১। দীপ্যমান্ গ্রন্থের শপথ। ২। নিশ্চয় আমি ইহাকে আরব্য কোরাণ রূপে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। ৩। এবং নিশ্চয় ইহা মূল গ্রন্থের (স্বর্গে সংরক্ষিত গ্রন্থের) ভিতরে আমার নিকটে ছিল, নিশ্চয় (ইহা) সমুন্নত বৈজ্ঞানিক। ৪। অনন্তর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দল বলিয়া আমি কি তোমাদিগ হইতে (হে কোরেশগণ,) উপদেশকে অপসারণে অপসারিত করিব ? ‡। ৫। এবং পূর্ব্বতন

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী বিজ্ঞাপন ও উদ্বোধন উদ্দেশ্যে হয়, তাহা শ্রবণে শ্রোতার চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। এস্থলে হা ও মিম বর্ণদ্বয় কোরাণের মহাবাক্য শ্রবণের উত্তেজনাসূচক। কশফোল্ অস্রারে উক্ত হইয়াছে যে হার লক্ষ্য ঈশ্বরের জীবন ও মিমের লক্ষ্য তাঁহার রাজত্ব। অক্ষয় জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের শপথ স্মরণ করা যাইতেছে, ইহার মর্ম্ম এই। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমরা কোরাণের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতেছ ও অসত্য বলিতেছ, তজ্জন্য আমি প্রত্যাদেশ নিবারণ করিব না, বরং ক্রমশঃ তাহা প্রেরণ করিব। তোমাদের বিদ্রোহাচরণের জন্য কোরাণকে স্বর্গে প্রত্যাহার করিব না, আমি

লোকদিগের প্রতি সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৬। অনন্তর কোন তত্ত্ববাহক তাহাদের নিকটে আসে নাই যে তাহারা তাহার প্রতি ব্যঙ্গ করে নাই। ৭। তাহাদিগ অপেক্ষা আক্রমণে প্রবলতর লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের দৃষ্টান্ত (বর্ণিত) হইয়াছে। ৮। এবং যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর "কে ভূলোক ও নিখিল স্বর্গলোক সৃজন করিয়াছেন?" তাহারা অবশ্য বলিবে যে "পরাক্রান্ত জ্ঞানী (ঈশ্বর) এ সকল সৃজন করিয়াছেন।" ৯।+তিনিই যিনি তোমাদের জন্য ধরাকে শয্যা করিয়াছেন ও তন্মধ্যে তোমাদের জন্য বর্ত্ম সকল করিয়াছেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০। এবং যিনি আকাশ হইতে পরিমিতরূপে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, পরে তদ্দ্বারা আমি মৃতনগরকে (তৃণ গুল্মাদির উদ্গমে) জীবিত করিয়াছি, এই রূপ (সমাধি হইতে) তোমরা বহির্গত হইবে। ১১। এবং যিনি বহুবিধ (জীবজন্তু) সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও পশু সকলকে যাহার উপরে তোমরা আরোহণ করিয়া থাক সৃজন করিয়াছেন। ১২।+যেন তাহার পৃষ্ঠোপরি তোমরা আরোহণ কর, তৎপর যখন তদুপরি আরূঢ় হও তখন আপন প্রতিপালকের (প্রদত্ত) সম্পদ্ স্মরণ কর এবং বল "পবিত্রতা তাঁহার যিনি আমাদের জন্য ইহা অধিকৃত করিয়াছেন এবং আমরা তৎপ্রতি সমর্থ ছিলাম না" *। ১৩।+এবং

জানিতেছি যে এমন এক জাতি শীঘ্র আসিবে যে তাহারা ইহাকে মান্য করিবে, এবং ইহার উপদেশানুযায়ী আচরণ করিবে। (ত, হো,)

* যখন হজরত অশ্বের রেকাবে পদ স্থাপন করিতেন তখন "বেস্মাল্লা বলিতেন, এবং যখন তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিতেন তখন অল্‌হম্‌দলেল্লাহে

নিশ্চয় আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে পুনর্ম্মিলনকারী"। ১৪। এবং তাহারা তাঁহার জন্য তাঁহার দাসমণ্ডলী হইতে অংশ (সন্তান) নিরূপণ করিয়াছে, নিশ্চয় মনুষ্য স্পষ্ট ধর্ম্মদ্রোহী *। ১৫। (র, ১)

যাহা সৃষ্টি করেন তাহা হইতে কি তিনি কন্যাগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও তোমাদিগকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন? ১৬। এবং ঈশ্বরের জন্য যে সাদৃশ্য বর্ণন করিয়াছে তদ্বিষয়ে যখন তাহাদের একব্যক্তি বিজ্ঞাপিত হয় তখন তাহার মুখ মলিন হইয়া যায় এবং বিষাদপূর্ণ হয়। ১৭। যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপালিত এবং যে কলহে অপ্রকাশিত তাহাকে কি (ঈশ্বর পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন?) †। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের কিঙ্কর সেই দেবতাদিগকে তাহারা নারী স্থির করিয়াছে, তাহাদের সৃষ্টির সময়ে তাহারা কি উপস্থিত ছিল? অবশ্য তাহাদের সাক্ষ্য লেখা যাইবে ও জিজ্ঞাসা করা হইবে ‡। ১৯। এবং তাহারা বলিল "যদি

বচন উচ্চারণ করিতেন, সর্ব্বাবস্থায় সব্‌হানহ (পবিত্রতা তাঁহার) বলিতেন। আরোহীর উচিত যে "অল্‌হমদলেল্লাহে" উচ্চারণ করেন। (ত, হো,)

* ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব, মহিমা ও জ্ঞান স্বীকার করিয়াও কাফেরগণ মূর্খতাবশতঃ তাঁহার সন্তান হইয়াছে এরূপ বলে, দেবতা দিগকে তাঁহার কন্যা বলিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে শারীরিক প্রকৃতি হইতে সন্তান উৎপত্তি হয়, কিন্তু তিনি দৈহিক প্রকৃতি বিবর্জ্জিত, সমুদয় দেহের স্রষ্টা। (ত, হো,)

† ,,যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপালিত,, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেশ ভূষা ও বিলাস আমোদে লালিত পালিত হয় সে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষমতা রাখে না, এবং যে তর্ক বিতর্ক ও বিবাদস্থলে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে না ঈশ্বর কি এরূপ ব্যক্তিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন? আরব্য লোকেরা বীরত্ব ও বাগ্মিতার গর্ব্ব করিত, কিন্তু প্রায়শঃ তাহারা এ দুই বিষয়ে বঞ্চিত থাকিত। (ত, হো,)

‡ হজরত কাফেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমরা কিরূপে জান

ঈশ্বর চাহিতেন তবে আমরা তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিতাম না;” এবিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা অসত্য বলে বৈ নহে *। ২০। তাহাদিগকে কি আমি তাহার (কোরাণের) পূর্ব্বে কোন গ্রন্থ দান করিয়াছি পরে তাহারা তাহার অবলম্বনকারী হইয়াছে? †। ২১। বরং তাহারা বলে যে “নিশ্চয় আমরা আপন পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পদচিহ্নেতে পথ প্রাপ্ত। ২২। এই রূপ তোমার পূর্ব্বে (হে মোহম্মদ,) আমি কোন গ্রামে কোন ভয় প্রদর্শককে প্রেরণ করি নাই যে তাহার সম্পন্ন লোকেরা বলে নাই যে “নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পদচিহ্নেতে অনুসরণকারী”। ২৩। (প্রেরিত পুরুষ) বলিয়াছিল “আপন পিতৃপুরুষদিগকে তোমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম

যে দেবগণ স্ত্রীলোক?” তাহারা বলিয়াছিল যে “ইহা পিতা পিতামহের মুখে শুনিয়াছি, এবং আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি যে তাঁহারা মিথ্যা বলেন নাই।” তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন শীঘ্রই “ইহাদের সাক্ষ্য লেখা যাইবে ও কেয়ামতে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে”। (ত, হো,)

* অর্থাৎ বলে “তাহাদিগকে পূজা করিতে পরমেশ্বর আমাদের সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য। অতএব তিনি তজ্জন্য আমাদিগকে শাস্তি দান করিবেন না”। বাস্তবিক তর্কস্থলে তাহারা মিথ্যা বলিতেছিল, পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর কখন কোন ধর্ম্মবিরোধীর ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যকে অনুমোদন করেন না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, কোরাণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে এমন কোন গ্রন্থ দান করি নাই যে উহা তাহাদের কথার সত্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করিবে, তাহারা বুদ্ধির নিয়মানুসারেও কোন প্রমাণ রাখে না। (ত, হো,)

যদিচ তোমাদের নিকটে আনয়ন করিয়াছি (তথাপি কি তোমরা পিতৃ পুরুষদিগের অনুসরণ করিতেছ)? তাহারা বলিয়াছিল "তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ তৎপ্রতি নিশ্চয় আমরা বিরোধী"। ২৪।. অনন্তর আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, পরে দেখ মিথ্যাবাদীদিগের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে? ২৫। (র, ২)

এবং (স্মরণ কর) এব্রাহিম স্বীয় পিতা ও জ্ঞাতিবর্গকে বলিয়াছিল "আমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে ব্যতীত তোমরা যাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাক তৎপ্রতি নিশ্চয় আমি বীতরাগ, পরে একান্তই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন *।২৬+২৭। এবং সে তাহাকে (একত্ববাদের বাক্যকে) তাহার সন্তানের মধ্যে স্থায়ী বাক্য করিয়াছেন, ভরসা যে তাহারা (কাফেরগণ) ফিরিয়া আসিবে †। ২৮। বরং ইহাদিগকে ও ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে পর্য্যন্ত ইহাদের নিকটে সত্য (ধর্ম্ম) ও দীপ্যমান প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হয় (ধন সম্পত্তি ও দীর্ঘায়ুযোগে) ফলভোগী করিয়াছি। ২০। এবং যখন তাহাদের নিকটে সত্য উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল "ইহা ভোজবাজি, এবং নিশ্চয় আমরা তৎসম্বন্ধে বিরোধী।" ৩০। এবং তাহারা বলিল "এই দুইগ্রামের (মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কেন এই কোরাণ অবতারিত হইল না?" ৩১। তোমার প্রতিপালকের

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যদি তোমরা পিতৃ পুরুষদিগের মতানুসরণ করিয়া থাক তবে কেন তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ এব্রাহিমের অনুসরণ করিতেছ না? (ত, হো,)

† কেহ কেহ বলেন এস্থানে এব্রাহিমের সন্তান হজরত মোহম্মদ, এই বংশেই একত্ববাদ চির প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেহ কেহ বলেন পরমেশ্বর এব্রাহিমের বংশপরম্পরায় একত্ববাদ স্থায়ী করেন। (ত, হো,)

কৃপা (প্রেরিতত্ব) তাহারা কি ভাগ করিতেছে? আমি তাহাদের মধ্যে সাংসারিক জীবনে তাহাদের উপজীবিকা ভাগ করিয়াছি ও তাহাদের একজনকে অন্য জনের উপরে পদানুসারে উন্নত করিয়াছি যেন তাহাদের এক অন্যকে কার্য্যসম্পাদক গ্রহণ করে, তাহারা যাহা সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের কৃপা শ্রেষ্ঠ। ৩২। তাহা না হইলে মানবমণ্ডলী (ধনসংগ্রহে) একদল হইত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের জন্য অবশ্য আমি তাহাদের গৃহের নিমিত্ত ছাদ এবং সোপানাবলী যাহার উপরে (পদস্থাপন করিয়া) উপরে উঠে, এবং তাহাদের গৃহের দ্বার সকল ও সিংহাসন সকল যাহার উপর ভর দিয়া বসে রজত ও কাঞ্চনে প্রস্তুত করিতাম, এ সমুদায় পার্থিব জীবনের ভোগ বৈ নহে, এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে ধর্ম্মভীরু-দিগের জন্য পরলোক *। ৩৩+৩৪+৩৫। (র, ৩)

এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরস্মরণে শৈথিল্য করে, আমি তাহার জন্য পাপপুরুষ নির্দ্ধারণ করি, পরে সে তাহার পারিষদ হয়। ৩৬। এবং নিশ্চয় তাহরা (পাপাপুরুষগণ) তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্ত করে, এবং (মনুষ্য) মনে করে যে তাহারা পথ প্রাপ্ত।

---

* সংসারের প্রতি অবজ্ঞাসূচক এই আয়ত, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমার নিকটে সংসারের কোন মূল্য ও মর্য্যাদা নাই। আমি উৎসাহ দিলে এরূপ হইত যে লোক সকল সংসারের ধনমান অন্বেষণ করিত ও তৎপ্রতি আসক্তি-বশতঃ তাহা সংগ্রহে রত থাকিত এবং এই কারণে সাধন ভজন ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধর্ম্মাচারে রত হইত। যদি তাহাদের গৃহের সোপান, ছাদ ও দ্বার এবং সিংহাসন সকল স্বর্ণ রজতে নির্ম্মাণ করিয়া দিতাম তাহা হইলে ও উহা পার্থিব জীবনের ক্ষণিক ভোগ বৈ হইত না, কিন্তু ধার্ম্মিকলোকেরা ঈশ্বরের নিকটে পারলৌকিক সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

৩৭। এতদূর পর্য্যন্ত যে যখন আমার নিকটে উপস্থিত হইবে তখন (শয়তানকে পাপী) বলিবে যে "যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের ন্যায় দূরতা থাকিত (ভাল ছিল,) অনন্তর তুমি অসৎ সঙ্গী হও"। ৩৮। এবং (আমি বলিব) যখন তোমরা অত্যাচার করিয়াছ তাহাতে তোমরা শাস্তির মধ্যে পরস্পর অংশী হও, অদ্য কখন তোমাদিগকে ফল দর্শাইবে না। ৩৯। অনন্তর তুমি কি (হে মোহম্মদ,) বধিরকে শুনাইতেছ, বা অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতেছ? এবং সেই ব্যক্তিকে যে স্পষ্ট পথ ভ্রান্তিতে আছে (পথ দেখাইতেছ) *? ৪০। অনন্তর যদি আমি তোমাকে (এই পৃথিবীহইতে পূর্ব্বে) লইয়াও যাই পরে নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতিশোধকারী। ৪১। + অথবা তাহাদের প্রতি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তোমাকে দেখাইব, অনন্তর নিশ্চয় আমি তাহাদের উপরে ক্ষমতাশালী। ৪২। অবশেষে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তুমি তাহা অবলম্বন কর, নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ। ৪৩। এবং নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) তোমার জন্য ও তোমার দলের জন্য উপদেশ হয়, এবং অবশ্য তুমি (কেয়ামতে) জিজ্ঞাসিত হইবে। ৪৪। এবং আমি তোমার পূর্ব্বে যাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি সেই আমার প্রেরিত পুরুষ দিগের (বিষয়) জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য কি আমি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম যে পূজিত হইবে? ৪৫। (র, ৪)

এবং সত্য সত্যই আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী সহ ফের-

---

* কোরেশগণ সদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে বলিয়া হজরতের মনে সম্পূর্ণ আশা ছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে থাকেন, তাহাদেরও শত্রুতা ও অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, ইহাতেই ঈশ্বর এরূপ বলেন। (ত, হো,)

ওণ ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে সে বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় আমি নিখিল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত"। ৪৬। অনন্তর যখন সে আমার নিদর্শনাবলী সহ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, অকস্মাৎ তাহারা তৎসম্বন্ধে হাস্য করিতে লাগিল। ৪৭। এবং তাহাকে কোন নিদর্শন প্রদর্শন করি নাই যে তাহা তাহার সদৃশ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না, শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিলাম যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে। ৪৮। এবং তাহারা বলিয়াছিল „হে জাদুগর, তুমি আপন প্রতিপালকের নিকটে যাহা তিনি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পথ প্রাপ্ত *। ৪৯। অনন্তর যখন আমি তাহাদিগহইতে শাস্তি দূর করিলাম তখন অকস্মাৎ তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ৫০। এবং ফেরওণ আপন দলের প্রতি ডাকিয়া বলিল "হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য কি মেসরের রাজত্ব নয়, এই পয়ঃপ্রণালী সকল আমার (প্রাসাদের) নিম্ন দিয়া কি প্রবাহিত হইতেছে না?† অনন্তর তোমরাকি দেখিতেছ না?" ৫১। আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিকৃষ্ঠ। ৫২।+ এবং সে স্পষ্ট কথা

---

* যখন ফেরওণীয় দল দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদি দর্শন করিল,তখন তাহারা কাতর ভাবে মুসার নিকটে প্রার্থনা করিল "তোমার প্রতি ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তুমি প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর করিবেন সেই প্রার্থনা কর।" এস্থলে জাদুগর সম্মানসূচক সম্বোধন। মেসরবাসীদিগের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিশেষ গৌরবের বিদ্যা,জাদু করা প্রশংসিত গুণ ছিল। হে জাদুগর,- অর্থাৎ হে মহাকার্য্যে নিপুণ বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার অগ্রণী। (ত, হো,)

† ফেরওণের প্রাসাদের প্রান্তে নীল নদের স্রোত তিন শত ষাটভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,তন্মধ্যে মোলুক প্রণালী, তুলুন প্রণালী,দমিয়া তু প্রণালী ও তনিসপ্রণালী

বলিতে সমর্থ নয় *। ৫৩। অনন্তর কেন তাহার প্রতি সুবর্ণ কেয়ূর নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অথবা তাহার সঙ্গে সম্মিলিত দেবগণ আগমন করে নাই? *। ৫৪।* অবশেষে সে আপন দলকে নির্ব্বাক্ করিল, পরে তাহারা তাহার অনুগত হইল, নিশ্চয় তাহারা পাষণ্ডদল ছিল। ৫৫। অনন্তর যখন তাহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, তখন আমি তাহাদিগকে যুগপত্ জলমগ্ন করিলাম। ৫৬। + অনন্তর আমি তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ লোকদিগের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী করিলাম। ৫৭। (র, ৫)

এবং যখন মরয়মের পুত্রে (ঈসার) দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল তখন অকস্মাৎ তোমার জ্ঞাতিগণ (হে মোহম্মদ,) তাহাতে উচ্চধ্বনি করিল। ৫৮। এবং বলিল „আমাদের উপাস্য দেব শ্রেষ্ঠ, না সে?„ তাহারা বাদানুবাদচ্ছলে বৈ উহা তোমার জন্য ব্যক্ত করে নাই, বরং তাহারা বিবাদকারী দল ‡। ৫৯। সে (ঈসা) ভৃত্য বৈ নহে, তাহার প্রতি আমি সম্পদ্ দান করিয়াছি এবং

বৃহৎ ছিল, এই চারি জলস্রোত ফেরওণের হর্ম্ম্যমূলে উদ্যানের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তজ্জন্য সে গর্ব্ব করিত। (ত, হো,)

* অর্থাৎ "মুসার জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত, সে স্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারে না।" দুরাত্মা ফেরওণ এ কথা মিথ্যা বলিয়াছিল, যে হেতু ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার জিহ্বার গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়াছিল, তখন লোকের নিকটে তাহা গুপ্ত ছিল। তাহারা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অস্পষ্টভাষী জানিত। (ত, হো,)

+ তৎকালে যাহারা প্রাধান্য ও নেতৃত্ব লাভ করিত তাহাদিগকে স্বর্ণময় কেয়ূর বাহুতে ও হার কণ্ঠে পরাইয়া দিত। এজন্য ফেরওণ বলিল "মুসা যদি একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ও নেতা সত্য হয় তবে কেন পরমেশ্বর তাহাকে কেয়ূর পরাইয়া দেন নাই। (ত, হো,)

‡ হজরত মোহম্মদ কোরেশ জাতীয় প্রধান পুরুষদিগকে বলিয়াছেন "ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যে অন্য বস্তুকে অর্চ্চনা কর তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই।" তাহাতে

বনি এস্রায়িলের জন্য তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়াছি। ৬০। এবং আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের পরিবর্ত্তে দেবগণ সৃজন করিতাম যেন তাহারা ধরাতলে স্থলাভিষিক্ত হয়। ৬১। এবং নিশ্চয় সে (ঈসা) কেয়ামতের নিদর্শন, অতএব তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিও না, এবং (তুমি বল হে মোহম্মদ,) আমার অনুসরণ কর, ইহাই সরল পথ *। ৬২। এবং শয়তান তোমাদিগকে নিবৃত্ত না করুক, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। ৬৩। এবং যখন ঈসা অলৌকিকতা সহ আগমন করিয়াছিল তখন বলিয়াছিল „নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে (হে লোকসকল,) বিজ্ঞান সহ উপস্থিত হইয়াছি, তোমরা যে কোন একটী বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করিয়া থাক তাহা তোমাদের জন্য বর্ণন করিব, পনন্তু তোমরা ঈশ্বরকে

তাহাদের কতগুলি লোক বলিয়া উঠে যে ঈশ্বর ব্যতীত ঈসা হন, তিনি ঈসায়ীদিগের উপাস্য, তুমি মনে কর ঈসা ঈশ্বরের সাধুভৃত্য, এবিষয়ে তোমারও কোন শাস্ত্র নাই।" কোরেশগণ এই কথায় উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল ও মনে করিল যে হজরত পরাস্ত হইলেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে "ঈসা সৃষ্ট পদার্থ হইয়া ঈসায়ীদিগের উপাস্য হইয়াছে, অতএব আমাদের ঈশ্বরও সৃষ্ট পদার্থ হওয়া উচিত। যখন ঈসা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তখন দেবগণ কেন ঈশ্বরের কন্যা হইতে পারিবে না। যদি ঈসায়ীদল ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈসাকে পূজা করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় তবে আমরাও আমাদের দেবগণের সহিত অধোগতি প্রাপ্ত হইব। (ত, হো,)

* কেয়ামতের প্রাক্কালে মিথ্যাবাদী দজ্জাল প্রবল হইয়া উঠিলে মহাপুরুষ ঈসা বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে দমস্ক নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে শুভ্র মনোমেণ্টের নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দুই স্বর্গীয় দূতের ডানায় উভয় করতল স্থাপন করিয়া নামিবেন। তাঁহার পবিত্র কপোলে ঘর্ম্মবিন্দু সকল প্রকাশ পাইবে, যখন মস্তক অবনত করিবেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলহইতে উহা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইবে। এবং যখন মস্তক উন্নত করিবেন তখন নিদাঘকণিকা

ভয় করিতে থাক ও আমার অনুসরণ কর। ৬৪। নিশ্চয় ঈশ্বর তিনিই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অনন্তর তোমরা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, "ইহাই সরল পথ"। ৬৫। পরে সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধ্যে বিরোধ করিল, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে দুঃখজনক দিনের শাস্তিবশতঃ তাহাদের জন্য আক্ষেপ। ৬৬। কেয়ামত যে অকস্মাৎ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইবে তাহা বৈ তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছে না, এবং তাহারা বুঝিতেছেনা। ৬৭। সেই দিবস ধর্ম্মভীরুগণ ব্যতীত বন্ধুগণ তাহাদের এক অন্যের পরস্পর শত্রু। ৬৮। (র, ৬)

হে আমার দাসগণ, অদ্য তোমাদের প্রতি ভয় নাই, এবং তোমরা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৬৯। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং মোসলমান ছিল। ৭০। (তাহাদিগকে বলাহইবে) তোমরা ও তোমাদের ভার্য্যাগণ সানন্দে স্বর্গে প্রবেশ কর। ৭১। তাহাদের প্রতি বৃহৎ সুবর্ণপাত্র ও সোরাহী সকল পরিবেশন করা হইবে, তন্মধ্যে প্রাণ যাহা অভিলাষ করে থাকিবে এবং চক্ষুও স্বাদ গ্রহণ করিবে, * এবং

সকল তাঁহার গণ্ডস্থলে মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইবে। তিনি যে কাফেরের নিকটে উপস্থিত হইবেন তাহার মৃত্যু হইবে। অনন্তর তিনি দজ্জালের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন, দজ্জাল আপনাকে ঈসা মসিহ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। শামদেশে বাবলদনামক গ্রামের নিকটে ঈসা দজ্জালকে প্রাপ্ত হইয়া বধ করিবেন। তখন দুর্দ্দান্ত ইয়াজুজ ও মাজুজ নির্গত হইবে। মহাত্মা ঈসা তুরগিরিতে বিশ্বাসীদিগকে লইয়া যাইবেন এবং সেই স্থানেকে দুর্গ করিয়া থাকিবেন। তৎপর প্রলয় হইবে। অতএব জানা যায় যে ঈসা কেয়ামতের পূর্ব্ব লক্ষণ। (ত, হো,)

* যাহা দর্শনে আনন্দ হয় নয়ন তদ্দর্শনেই স্বাদ গ্রহণ করে। প্রেমাস্পদের রূপ দর্শনেই চক্ষু আস্বাদ প্রাপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিক

তোমরা তথায় নিত্যনিবাসী হইবে। ৭২। এবং ইহাই সেই স্বর্গ, তোমরা যাহা (যে সৎকর্ম্ম) করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। ৭৩। তোমাদের জন্য তথায় প্রচুর ফল আছে, তাহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিবে। ৭৪। নিশ্চয় পাপিগণ নরকদণ্ডের মধ্যে নিত্য নিবাসী হইবে। ৭৫। তাহাদিগহইতে (শাস্তি) শিথিল করা হইবে না, তাহাতে তাহারা তথায় নিরাশ হইয়া থাকিবে। ৭৬। এবং আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা অত্যাচারী ছিল। ৭৭। এবং তাহারা (নরকাধ্যক্ষকে) ডাকিয়া বলিবে „হে প্রভো, উচিত যে আমাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক মৃত্যুর আদেশ করেন;" সে বলিবে "নিশ্চয় তোমরা (এস্থলে) স্থায়ী"। ।৭৮। সত্য সত্যই তোমাদের নিকটে আমি সত্য আনয়ন করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ সত্যের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট। ৭৯। তাহারা কি কোন কার্য্যে সুচেষ্টিত হইয়াছে? অনন্তরনিশ্চয় আমি (তাহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে) সুচেষ্টিত। ৮০। তাহারা কি মনে করিতেছে যে আমি তাহাদের রহস্য ও তাহাদের গুপ্তবাক্য শ্রবণ করি না? হাঁ। (শ্রবণ করি) বরং আমার প্রেরিতগণ তাহাদের নিকটে লিখিয়া থাকে। ৮১। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) "যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান হইত তবে আমি (তাহার) সম্মানকারীদিগের

লোকের অনুরাগ যত প্রবল হয় দর্শনের আস্বাদন ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অনুরাগ প্রেমতরুর ফলস্বরূপ, যাহার যত প্রেম বাড়ে প্রেমাস্পদকে দেখিবার অনুরাগ ও স্পৃহা তাহার তত বৃদ্ধি পায়, সে তত দর্শনের রস আস্বাদন করিতে থাকে স্বর্গবাসিগণ স্বর্গে প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের দর্শনের রস আস্বাদন করিবেন। (ত, হো,)।

প্রথম হইতাম * ৮২ তাহারা যাহা বর্ণনকরে তদপেক্ষা, স্বর্গ মর্ত্তের প্রতিপালক সিংহাসনাধিপতির পবিত্রতা (অধিক)। ৮৩। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, তর্ক করুক ও যাহা অঙ্গীকৃত হইতেছে সেই দিনের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ক্রীড়ামোদ করিতে থাকুক। ৮৪। এবং তিনিই যিনি স্বর্গে উপাস্য ও পৃথিবীতে উপাস্য, এবং তিনি কৌশলময় জ্ঞানী। ৮৫। এবং স্বর্গ মর্ত্তের ও উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহার রাজত্ব যাঁহার তিনি মহোন্নত, এবং তাঁহার নিকটে কেয়ামতের জ্ঞান, এবং তাঁহার দিকে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ৮৬। এবং যে ব্যক্তি সত্যেতে সাক্ষ্য

---

* এই আয়তের মর্ম্ম এই যে যদি ঈশ্বরের কোন পুত্র থাকিত তবে স্পষ্ট প্রমাণে তাহা প্রমাণিত হইত। আমি তাহাকে সম্মান করিতাম। অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে গৌরব দান করিয়া থাকি, তাঁহার সন্তান থাকিলে সেই সন্তানের অবশ্য সম্মান করিতাম। বাস্তবিক তাঁহার সন্তান নাই। এক দিন হারসের পুত্র নজর কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষদিগের সভায় বসিয়া কোরাণের আয়ত বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতেছিল। অলিদ মগয়রা সেই সময়ে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সমুদ্যত ছিল, সে সর্ব্বদা কোরাণের প্রশংসা করিত, সে নজরের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে দুঃখিত হইয়া বলে "নজর, তুমি কোরাণের প্রতি উপহাস করিতেছ? মোহম্মদ, অযথা উক্তি করেন না।" নজর বলিল "আমিও সত্য বলি, মোহম্মদ বলে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, আমিও তাহা বলি এবং দেবগণ তাঁহার কন্যা এই কথা তৎসঙ্গে যোগ করি।" এই উক্তি হজরত শুনিতে পান, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, তাহাতে জেব্রিল উক্ত আয়ত আনয়ন করে। নজর অলিদের নিকটে আসিয়া এই আয়ত পাঠ করিয়া বলে যে মোহম্মদের ঈশ্বর আমার কথা সপ্রমাণ করিয়াছে। যথা "যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান থাকিত তবে আমি সম্মানকারীদিগের প্রথম হইতাম।" অলিদ এই কথা শুনিয়া বলিল "তুমি নির্ব্বোধ, ঈশ্বর তোমার বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা নিষেধ অর্থে হয়, ইহার মর্ম্ম ঈশ্বরের সন্তান নাই।" (ত, হো,)

দান করিয়াছে সে ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে তাহারা শাফয়তের ক্ষমতা রাখে না, এবং তাহারা জানিতেছে। ৮৭। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে কে তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছে? তবে অবশ্য তাহারা বলিবে পরমেশ্বর, অনন্তর কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইবে? ৮৮। এবং (প্রেরিত পুরুষ কর্ত্তৃক) অনেক বলা হইয়া থাকে যে „হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় ইহারা এক দল যে বিশ্বাস করিতেছে না"। ৮৯। (আমি বলিয়াছি) অনন্তর তুমি তাহাদিগ-হইতে বিমুখ হও, এবং সলাম বল, পরে অবশ্য তাহারা জানিতে পাইবে। ৯০। (র, ৭)

সুরা দোখান *।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

৫৯ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম্ মী।১। দীপ্যমান গ্রন্থের শপথ।২। + নিশ্চয় আমি তাহাকে শুভরজনীতে অবতারণ করিয়াছি, নিশ্চয় আমি ভয়প্রদর্শক ছিলাম।৩। তাহাতে (সেই রাত্রিতে) প্রত্যেক দৃঢ় কার্য্য নিষ্পত্তি করা হয় ‡।৪।+ আমি আপন সন্নিধান হইতে (সেই

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

+ এ স্থলে "হাম" এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণের অর্থ, আমি স্বীয় প্রেমাস্পদদিগকে কৃপাগুণে সংরক্ষণ করিয়াছি ইত্যাদি। (ত, হো,)

‡ এই শুভরাত্রি "শবেকদর" নামক রাত্রি। এই রজনী বিশেষ কল্যাণ-যুক্ত। এই রজনীতে মহাগ্রন্থ কোরাণ যাহা ধর্ম্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় লাভের কারণ, এবং আধ্যাত্মিক বাহিক অভীষ্ট সিদ্ধির হেতু, স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই রাত্রিতে কোরাণের অবতরণদ্বারা ঈশ্বর পাপীদিগের ভয়প্রদর্শক হইয়াছেন। অনেকে বলেন যে "শবেবরাত" সেই শুভরাত্রি, উহা শাবান-মাসের মধ্যভাগের রাত্রি। সেই রাত্রিতে দেবগণ অবতীর্ণ হন ও প্রার্থনা পরিগৃহীত হয়, বিবাদ মীমাংসিত ও সম্পদ বিতরিত হয়, এজন্য ইহা কল্যাণ যুক্ত রাত্রি। সমুদায় রজনীর মধ্যে এই শবেবরাত এস্লাম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ রজনী। হদিসে উক্ত হইয়াছে যে এ সেই রজনীতে বনিকল্ব বংশের ছাগ পশু দিগের রোমাবলীর সংখ্যানুসারে পাপীদিগের পাপ ক্ষমা হয়, এই রাত্রিতে

রজনীতে) আদেশ (অবতারণ করিয়াছি।) নিশ্চয় আমি (তোমার) প্রেরক। ৫। তোমার প্রতিপালকের দয়াবশতঃ (তাহা অবতারিত হইয়াছে) তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা। ৬। + যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে (জানিও) তিনি স্বর্গ মর্ত্তের ও উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে, তাহার প্রতিপালক। ৭। তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই তিনিই বাঁচান ও মারেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক। ৮। বরং তাহারা সন্দেহের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। ৯। অনন্তর যে দিবস আকাশ স্পষ্ট ধূম আনয়ন করিবে, মানবমণ্ডলীকে আবৃত করিবে তুমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাক, উহাই দুঃখজনক শাস্তি। ১০ +১১। (তাহারা বলিবে) "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগ হইতে শাস্তি উন্মোচন কর, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হই।" ১২। তাহাদের উপদেশ গ্রহণ কিরূপ? এবং সত্যই তাহাদের নিকটে দীপ্যমান প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছিল। ১৩। + তৎপর তাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইল এবং বলিল "সে শিক্ষিত ক্ষিপ্ত"।১৪। নিশ্চয় আমি অল্প শাস্তির উন্মোচন কারী হই, নিশ্চয় তোমরা (ধর্ম্মদ্রোহিতায়) প্রত্যাবর্ত্তনকারী হও *। ১৫।

অমৃজমের জল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই রজনীতে সাত রকাত নমাজ পড়ে, পরমেশ্বর একশত স্বর্গীয় দূত তাহার প্রতি প্রেরণ করেন, ত্রিশ স্বর্গীয় দূত স্বর্গের সুসংবাদ দান অপর ত্রিশ দূত নরকের শাস্তি হইতে অভয় দান করেন, অন্য ত্রিশ জন সাংসারিক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, দশ স্বর্গীয় দূত তাহা হইতে শয়তানের প্রতারণা দূর করেন এবং নিশিতে ঈশ্বরের দাসদিগের প্রতি সম্পদ্ সকল বিভাগ করেন। (ত, হো,)

* কথিত আছে যে দুর্ভিক্ষের সময়ে আবুসুফিয়ান ও কতিপয় কোরেশ মদিনায় আগমন করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া হজরতকে

যে দিবস আমি মহা আক্রমণে আক্রমণ করিব, নিশ্চয় তখন আমি প্রতিশোধকারী হইব। ১৬। এবং সত্য সত্যই আমি তাহাদের পূর্ব্বে ফেরওণের দলকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকটে গৌরবান্বিত প্রেরিত পুরুষ এই বলিয়া আসিয়াছিল যে "ঈশ্বরের দাসদিগকে তোমরা আমার প্রতি অর্পণ কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৭+১৮।+এবং ঈশ্বরের সমন্ধে ঔদ্ধত্য করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিব। ১৯। এবং তোমরা যে আমাকে চূর্ণ করিবে (তজ্জন্য) নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ২০। এবং যদি আমাকে তোমরা বিশ্বাস না কর তবে আমা হইতে সরিয়া যাও"। ২১। পরে সে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিল যে ইহারা অপরাধী দল। ২২। অনন্তর (আমি বলিলাম) আমার দাসগণ সহ তুমি রাত্রিতে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে। ২৩। এবং সুখে সাগর সমুত্তীর্ণ হও, নিশ্চয় তাহারা এক সৈন্যদল যে নিমগ্ন হইবে *। ২৪। তাহারা কত উপবন ও প্রস্রবণ এবং শস্যক্ষেত্র

বিশেষ অনুরোধ করে। হজরত প্রার্থনা করেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের বিপদ দূর হয়, কিন্তু তাহারা সেই রূপ ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত থাকে। কেহ কেহ বলেন ধূম কেয়ামতের নিদর্শন বিশেষ। যখন লোক সকল আর্ত্তনাদ ও প্রার্থনা করিবে তখন চল্লিশ দিনের পর ধূম বিদূরিত হইবে, তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ঈশ্বর মূসাকে বলিয়াছেন যে তুমি উৎপীড়িত এস্রায়িল সন্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া রজনীতে প্রস্থান কর। কিন্তু ফেরওণ ও তাহার সম্প্রদায় সংবাদ পাইয়া ধরিবার জন্য তোমাদিগের অনুসরণ করিবে। তুমি সাগর কূলে যাইয়া সাগরে যষ্টি প্রহার করিও, তাহাতে সাগরগর্ভে শুষ্ক পথ প্রসারিত হইবে,

ও উত্তম সম্পদ্‌শালী গৃহনিচয় যে তথায় তাহারা আমোদ করিতেছিল পরিত্যাগ করিল। ১৫+২৬। এইরূপে অন্যদলকে (বনি এস্রায়িলকে) আমি তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি। ২৭। অনন্তর তাহাদের প্রতি স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন করে নাই, এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই *। ২৮। (র, ১)

এবং সত্যসত্যই আমি এস্রায়িল বংশকে ফেরওণের দুর্গতি-জনক শাস্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছি, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন কারীদিগের মধ্যে উদ্ধত ছিল। ২৯+৩০। এবং সত্য সত্যই আমি জ্ঞানেতে তাহাদিগকে নিখিল জগতের উপর স্বীকার করি-করিয়াছি। ৩১। এবং তাহাদিগকে কতক নিদর্শন দান করিয়াছি, তন্মধ্যে যাহা স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল (দিয়াছি)। ৩২। নিশ্চয় ইহারা বলিয়া থাকে। ৩৩। "আমাদের প্রথম মৃত্যু বৈ ইহা (পরিণাম) নহে এবং আমরা পুনরুত্থানকারী নহি। ৩৪। যদি তোমরা সত্য বাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর"। ৩৫। তাহারা (কোরেশগণ,) না, তোব্বার সম্প্রদায় ও যাহারা তাহাদের

এস্রায়িল বংশ নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া যাইবে। তুমি পুনর্ব্বার অর্ণববক্ষে যষ্টির আঘাত করিও না, তাহা হইলে বারি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন ফেরওণের সৈন্যদল তোমাদের অনুসরণে সাগরে নামিয়া জলমগ্ন হইবে। (ত, হো,)

* হজরত বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ঈশ্বরকিঙ্করের জন্য স্বর্গে দুই দ্বার আছে, এক দ্বার দিয়া উপজীবিকা অবতরণ করে, অন্য দ্বার দিয়া সৎকর্ম্ম স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সম্বন্ধে উভয় দ্বারের কার্য্য বন্ধ হয়, তাহাতে দ্বার ক্রন্দন করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকাশের ক্রন্দন চতুর্দ্দিক্ আরক্তিম হওয়া। বিশ্বাসীদলের নেতা হোসেন করবলাতে নিহত হইলে স্বর্গ তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ রক্ত বর্ণ হওয়াই সেই ক্রন্দন। মহা পুরুষ মুসার পরলোক হইলে চল্লিশ দিন স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন করিয়াছিল। (ত, হো,)

পূর্ব্বে ছিল (শক্তি সামর্থ্যে) শ্রেষ্ঠ? তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয় তাহারা অপরাধী ছিল *। ৩৬। এবং আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে ক্রীড়াচ্ছলে সৃজন করি নাই। ৩৭। সত্যভাবে ব্যতীত আমি উভয়কে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ বুঝিতেছে না। ৩৮। নিশ্চয় এই বিচারের দিন তাহাদের একত্র হওয়ার সময়। ৩৯।+যে দিন কোন বন্ধু বন্ধু হইতে কিছুই নিবারণ করিবে না এবং যাহাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়াছেন সে বৈ তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় তিনি সেই পরাক্রান্ত দয়ালু। ৪০+৪১। (র, ২)

নিশ্চয় জকুমতরু। ৪২।+অপরাধীদিগের খাদ্য। ৪৩।+তাহা উদরে দ্রবতাম্রের ন্যায় ও উষ্ণোদকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইবে। ৪৪+৪৫। (আমি স্বর্গীয় দূত দিগকে বলিব) তাহাকে ধর, পরে নরকের ভিতরের দিকে তাহাকে আকর্ষণ কর। ৪৬।+ তৎপর তাহার মস্তকের উপরে উষ্ণোদকের শাস্তি সিঞ্চন কর। ৪৭। (বলিব,) আস্বাদন কর নিশ্চয় তুমি (স্বীয় কল্পনায়) পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত। ৪৮। নিশ্চয় এই তাহা যাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছিলে। ৪৯। নিশ্চয় ধার্ম্মিক লোকেরা নিরাপদ স্থানে উদ্যানে ও প্রস্রবণ সকলের মধ্যে থাকিবে। ৫০+৫১।+পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সন্দোস ও আস্তরক (উৎকৃষ্ট কৌষেয় বস্ত্র বিশেষ) পরিধান করিবে। ৫২।+এই রূপ হইবে, এবং আমি তাহা-

---

* পূর্ব্বকালে তোব্বা নামক এক জন মহাপ্রতাপশালী অগ্নি উপাসক মদিনা আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, দুইজন জ্ঞানবান্ লোকের উপদেশে তিনি একেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন। (ত, হো,)

দিগকে সুলোচনা দিব্যাঙ্গনার সঙ্গে বিবাহিত করিব। ৫৩। তথায় নিরাপদে তাহারা প্রত্যেক ফলের প্রার্থী হইবে। ৫৪।+প্রথম মৃত্যু ব্যতীত তথায় তাহারা মৃত্যু আস্বাদন করিবে না, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা করিবেন। ৫৫।+তোমার প্রতিপালকের কৃপানুসারে ইহা সেই মহা কৃতার্থতা। ৫৫। অনন্তর তোমার রসনাযোগে আমি তাহাকে (কোরাণকে) সহজ করিয়াছি ইহা বৈ নহে, সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫৭। অবশেষে তুমি প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষা কারী। ৫৮। (র, ৩)

সুরা জ্বাসিয়া *।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

৩৭ আয়ত, ৪ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম †। ১। বিজ্ঞানময় পরাক্রান্ত (পরমেশ্বর) হইতে গ্রন্থের অবতরণ। ২। নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের জন্য দ্যুলোকেও ভূলোকে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এ স্থলে এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণদ্বয়, ঈশ্বরের সজ্ক্ষিপ্ত নাম। যথা,—হ অর্থে জীবন্ত ও রক্ষক, ম অর্থে রাজা ও মহিমান্বিত। অথবা হ ঈশ্বরের আদি আজ্ঞা, ম, তাঁহার নিত্য রাজত্ব, এই দুই প্রকারেই বর্ণিত হয়। (ত, হো,)

নিদর্শনাবলী আছে। ৩। এবং তোমাদের হইতে ও জন্তুগণ হইতে যাহা (যে বিবিধ আকৃতি) বিকীর্ণ হয় তাহার সৃষ্টিতে যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করে তাহাদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৪।+ এবং দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে ও ঈশ্বর আকাশ হইতে যে জীবিকা (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, পরে তদ্দারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন তাহাতে এবং বায়ুর সঞ্চরণে যে দল জ্ঞান রাখে তাহাদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৫। ঈশ্বরের এই নিদর্শনাবলী, আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) সত্যভাবে পাঠ করিতেছি, অনন্তর ঈশ্বরের (উপদেশ) ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর পরে কোন্ কথাকে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে? ৬। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৭।+ তাহার নিকটে পঠিত হয় যে ঐশ্বরিক নিদর্শন সকল সে (হারসের পুত্র নজর) শ্রবণ করে, তৎপর গর্ব্বিত ভাবে দৃঢ় থাকে যেন তাহা শ্রবণ করে নাই, অনন্তর তুমি তাহাকে দুঃখকর দণ্ডের সংবাদ দান কর। ৮। এবং যখন সে আমার নিদর্শনাবলীর কিছু অবগত হয় তখন তাহাকে ব্যঙ্গ করে, ইহারাই যে ইহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে। ৯। তাহাদের পশ্চাতে নরক আছে এবং তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা ও ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে বন্ধু গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তাহাদিগহইতে (বিপদ্) কিছুই নিবারণ করিবে না, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। ১০। এই (কোরাণ) আলোক, এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীসম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের জন্য দুঃখকরী শাস্তির শাস্তি আছে। ১১। (র, ১)

সেই পরমেশ্বর তিনি তোমাদের জন্য সাগরকে বাধ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে পোত সকল তাঁহার আদেশ ক্রমে সঞ্চালিত হয়,

এবং তাহাতে তোমারা তাঁহার গুণে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। ১২। এবং স্বর্গে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে তাহার সমগ্র তিনি আপন সন্নিধান হইতে তোমাদের জন্য বাধ্য করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ১৩। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে বল যে যাহারা ঐশ্বরিক দিন সকলের প্রত্যাশা রাখে না তাহাদিগকে ক্ষমা করে, তখন তিনি এক দলকে তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য বিনিময় দান করিবেন *। ১৪। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে পরে (তাহা) তাহার জীবনের জন্য হয়, এবং যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে পরে তাহার প্রতি (উহা) হয়, তৎপর আপন প্রতিপালকের দিকে তোমরা পুনর্গমন করিবে। ১৫। এবং সত্য সত্যই আমি এস্রায়িল বংশকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব দান করিয়াছি এবং বিশুদ্ধ বস্তু হইতে উপজীবিকা দিয়াছি, সমুদায় জগতের উপরে তাহাদিগকে উন্নত করিয়াছি। ১৬। এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মের প্রমাণ সকল দান করিয়াছি, তাহাদের নিকটে (ধর্ম্ম) জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পর আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্রোহিতা বশতঃ বৈ তাহারা বিরোধ করে নাই, তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিল তদ্বিষয়ে পুনরুত্থানের দিনে তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে বিচারনিষ্পত্তি করিবেন। ১৭। তৎপর আমি তোমাকে ধর্ম্মবিধির উপরে স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং যাহারা

---

* "যাহারা ঐশ্বরিক দিন সকলের প্রত্যাশা করে না;" অর্থাৎ যাহারা স্বীয় মৃত্যুর দিনকে চিন্তা করে না। এস্থলে পুনরুত্থান ও অন্ধকারের দিন ঐশ্বরিক দিন। কাফেরগণ আপনাদের এই মৃত্যুর দিনকে ভয় করে না। (ত, হো,)

জ্ঞান রাখে না তাহাদের অনুবর্ত্তন করিও না। ১৮। নিশ্চয় তাহারা তোমা হইতে ঈশ্বরের (শাস্তির) কিছুই দূর করিবে না, এবং নিশ্চিত অত্যাচারিগণ তাহাদের এক অন্যের বন্ধু এবং ঈশ্বর ধর্ম্মভীরু দিগের বন্ধু। ১৯। মানবমণ্ডলীর জন্য এই প্রমাণাবলী এবং বিশ্বাসিদলের জন্য ধর্ম্মালোক ও অনুগ্রহ। ২০। যাহারা দুষ্ক্রিয়া সকল করিয়াছে তাহারা কি ভাবিয়াছে যে আমি তাহা-দিগকে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহা-দের অনুরূপ করিব? তাহাদের জীবন ও তাহাদের মৃত্যু তুল্য, তাহারা যাহা আদেশ করিয়া থাকে তাহা মন্দ *। ২১। (র, ২)

এবং সত্যভাবে পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন ও তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তজ্জন্য বিনিময় দেওয়া যাইবে, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ২২। অনন্তর তুমি কি (হে মোহম্মদ,) সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করিয়াছে, এবং জ্ঞান সম্বন্ধে পরমেশ্বর তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন ও তাহার কর্ণ ও তাহার মনের উপর মোহর করিয়াছেন, এবং তাহার চক্ষুর উপরে আবরণ রাখিয়াছেন, পরে ঈশ্বরাভাবে কে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ২৩। এবং তাহারা বলিয়াছে যে "আমাদিগের পার্থিব জীবন বৈ এই

---

* অর্থাৎ গৌরব ও সম্মানে অংশিবাদিগণ বিশ্বাসীদিগের তুল্য হইবে না। যাহারা বিশ্বাস সহকারে প্রাণত্যাগ করিবে তাহারা বিশ্বাসের সহিত জীবিত হইবে। এবং যাহারা অধর্ম্মে মরিবে তাহারা অধর্ম্মে পুনরুত্থিত হইবে। তাহারা যাহা আদেশ করে তাহা মিথ্যা; অর্থাৎ তাহারা অংশিবাদ ও একত্ববাদকে তুল্য বলে। (ত, হো,)

(জীবন) নহে, আমরা মরি ও বাঁচি, এবং কাল বৈ আমাদিগকে বিনাশ করে না ;” এ সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কল্পনা করিতেছে বৈ নহে *। ২৪। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল বচনাবলী পঠিত হয় তখন “যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর” বলা বৈ তাহাদের বিতর্ক হয় না *। ২৫। তুমি বল “পরমেশ্বর তোমাদিগকে জীবিত রাখেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন, তৎপর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে একত্র করিবেন, তাহাতে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না। ২৬। (র, ৩)

এবং ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব, এবং যে দিবস কেয়ামত স্থিতি করিবে সেই দিবস অসত্যবাদিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৭। এবং তুমি প্রত্যেক মণ্ডলীকে (সভয়ে) জানুপরি উপবিষ্ট, প্রত্যেক মণ্ডলীকে স্বীয় পুস্তক (কার্য্য লিপির) দিকে আহূত দেখিবে, তোমরা যাহা করিতেছিলে অদ্য তাহার ফল দেওয়া যাইবে। ২৮। আমার এই পুস্তক (কার্য্যলিপি) সত্যতঃ তোমা-

---

* এই কথার বক্তারা পুনর্জ্জন্মমতের বিশ্বাসী। তাহাদিগের মত এই যে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে পুনঃ প্রকাশিত হয়, পুনর্ব্বার প্রাণত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। এতন্মতাবলম্বীরা মনে করে যে শাকুমুর নামক একজন প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, তিনি এক সহস্র সপ্তশত দেহে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ বলে “যদি মৃত্যুর পর কেয়ামতের সময় লোক সকল জীবিত হইয়া উঠে তোমাদের এই কথা সত্য হয় তবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে পুনর্জ্জীবিত কর”। তাহারা মূর্খতা ও ঈর্ষ্যাবশতঃ এই কথা বলিয়া থাকে। ঈশ্বরের বিধি এই যে নির্দ্ধারিত সময় কেয়ামতে ব্যতীত কেহ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। (ত, হো,)

দের নিকটে বলিতেছে যে তোমরা যাহা করিতেছিলে নিশ্চয় আমি তাহা লিখিতেছিলাম। ২৯। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে পরে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিবেন, ইহাই সেই স্পষ্ট কামনাসিদ্ধি। ৩০। এবং যাহারা অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে তাহাদিগকে (বলিব) "অনন্তর তোমাদের নিকটে কি আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয় নাই? পরে তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ এবং তোমরা অপরাধী দল ছিলে"। ৩১। এবং যখন বলা হয় যে "নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার এবং কেয়ামত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই;" তোমরা বল "আমরা জানি না কেয়ামত কি? ও আমরা (ইহা তোমাদের) কল্পনা বৈ কল্পনা করি না, এবং আমরা প্রত্যয়কারক নহি"। ৩২। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইল ও তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে ঘেরিল। ৩৩। এবং বলা হইবে "তোমরা যেমন তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলিয়া গিয়াছ তদ্রূপ অদ্য আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়াছি, এবং তোমাদের স্থান অগ্নি এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নাই। ৩৪। ইহা সে জন্য যে তোমরা ঈশ্বরের নিদর্শনাবলীকে ব্যঙ্গ করিয়াছ এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে;" অনন্তর অদ্য তাহা হইতে (নরক হইতে) বাহির করা যাইবে না ও তাহাদের আপত্তি গৃহীত হইবে না। ৩৫। অনন্তর দ্যুলোক সকলের প্রতিপালক ও ভূলোকের প্রতিপালক ও নিখিল জগতের প্রতিপালক পরমেশ্বরেরই (সম্যক্) প্রশংসা। ৩৬। এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহারই মহত্ত্ব, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময়। ৩৭। (র ৪)

সুরা আহকাফ * ।

ষড় চত্বারিংশ অধ্যায় ।

৩৫ আয়ত, ৪ রকু ।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

হাম মীম† । ১ । পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ । ২ । আমি নির্দ্দিষ্ট কাল ও সত্যভাবে ব্যতীত নিখিল স্বর্গ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহা সৃজন করি নাই, যে (কেয়ামত) বিষয়ে ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহার অগ্রাহ্যকারী । ৩ । তুমি বল (হে মোহম্মদ,) "তোমরা কি তাহাদিগকে দেখিয়াছ যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক ? আমাকে প্রদর্শন কর যে তাহারা পৃথিবীর কি সৃষ্টি করিয়াছে, স্বর্গনিচয়ে তাহাদের কি অংশ আছে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (প্রমাণ সূচক) ইহার পূর্ব্বকার কোন গ্রন্থ অথবা জ্ঞানের কোন প্রসঙ্গ আমার নিকটে আনয়ন কর"। ৫ । এবং

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

† হা বর্ণের লক্ষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা মিমের লক্ষ্য তাঁহার রাজত্বের মহত্ত্ব । অর্থাৎ স্বীয় মহত্বসমন্বিত রাজ্য ও আজ্ঞার শপথ স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে আমার প্রতি বিশ্বাসী আছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দান করিব না । অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, হা অর্থে একত্ববাদীদিগের সংরক্ষণ, মিম অর্থে তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা । (ত, হো)

যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করে যে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উত্তর দান করে না তাহাদিগ অপেক্ষা কে সমধিক পথভ্রান্ত? এবং তাহারা তাহাদের প্রার্থনায় উদাসীন। ৫। এবং যখন লোক সকল (কেয়ামতে) একত্রীকৃত হইবে তখন (সেই উপাস্যগণ) তাহাদের শত্রু হইবে ও তাহাদের ভজনার অগ্রাহ্যকারী হইবে। ৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমার উজ্জ্বল বচন সকল পঠিত হয় তখন যাহারা সত্যের বিরোধী হইয়াছে তাহারা তাহাদের নিকটে (উহা) উপস্থিত হইলে বলে যে "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল বৈ নহে"। ৭। তাহারা কি বলে "তাহাকে রচনা করিয়াছে?" তুমি বল "যদিও আমি তাহা রচনা করিয়া থাকি অনন্তর ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে কিছুই করিতে পার না, তোমরা যে বিষয়ে (কথা) উপস্থিত করিয়া থাক তিনি তাহার সুবিজ্ঞাতা, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, এবং তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।" ৮। তুমি বল "আমি প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে নূতন নহি, এবং আমি জানি না যে আমার সঙ্গে ও তোমাদের সঙ্গে কি করা যাইবে, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হয় আমি তাহার অনুসরণ বৈ করি না, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ নহি" *। ৯। তুমি বল

---

* অর্থাৎ আমার পূর্ব্বে অনেক প্রেরিত পুরুষ হইয়া গিয়াছে, আমি নূতন নহি; আমার কার্য্যে কেন তোমরা বাধা দেও। আমার মক্কায় থাকা, না এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, তোমরা ভূগর্ভে নিহিত, না প্রস্তরদ্বারা আহত হইবে আমি জানি না। এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর অংশিবাদিগণ আহ্লাদিত হইল, এবং পরস্পর বলিল যে আমাদের ও মোহম্মদের কার্য্য ঈশ্বরের নিকটে তুল্য, আমরা যেমন পরিণামে অজ্ঞাত সেও তদ্রূপ অজ্ঞাত। পুনশ্চ

"তোমরা কি দেখিয়াছ ?যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে কোরাণ হয় ও তোমরা তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর (তাহাতে কি) তাহার সদৃশ (গ্রন্থে) এস্রায়িল বংশের এক সাক্ষী সাক্ষ্যদান করিয়া আছে, অনন্তর সে বিশ্বাসী হইয়াছে এবং তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ, নিশ্চয় পরমেশ্বর অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না।" *১০। (র, ১)

এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছে "(এই ধর্ম্ম) যদি শ্রেষ্ঠ হইত তাহারা ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিত না;" এবং যখন তৎসম্বন্ধে তাহারা পথ প্রাপ্ত হয় নাই তখন অবশ্য বলিবে, ইহা পুরাতন অসত্য †। ১১। এবং ইহার পূর্ব্বে মুসার গ্রন্থ অগ্রণী ও অনুগ্রহ স্বরূপ হয়, এবং অত্যাচারীদিগকে ভয়প্রদর্শন ও হিতকারী লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিতে আরব্যভাষায় এই গ্রন্থ

এ রূপও কথিত আছে যে হজরত স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন যে এক রমণীয় ভূমিতে সদলে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে তদ্রূপ স্থানে চলিয়া যাওয়া হইবে নিশ্চয় জানিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন, এ দিকে প্রস্থানের বিলম্ব ও কোরেশ দিগেরঅত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া উঠে, তাঁহারা মক্কা ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হন। তাহাতেই আমি জানি না আমার সম্বন্ধে ও তোমাদের সম্বন্ধে কি হইবে? আমি প্রত্যাদেশ দ্বারা বৈ চালিত হই না এই উক্তি হয়। (ত, হো)

* এই আয়তের মর্ম্ম এই যে যদি কোরাণ ঈশ্বরের প্রেরিত হয় এবং তোমরা তাহা গ্রাহ্য না কর, তবে মুসা কোরাণের সদৃশ ত ওরয়ত গ্রন্থে কোরাণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, কোরাণ যে ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইবে এবিষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। (ত, হো)

† অর্থাৎ কাফেরগণ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল "যে এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইলে তাহারা আমাদের পূর্ব্বে অবলম্বন করিত না, আমরা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতাম,

(মুসার গ্রন্থের) প্রমাণপ্রদ। ১২। নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে "আমাদের প্রতিপালক ঈশ্বর;" তৎপর (ধর্ম্মে) স্থির রহিয়াছে, পরে তাহাদের উপর কোন ভয় নাই, এবং তাহারা শোক করিবে না। ১৩। ইহারাই স্বর্গনিবাসী, তথায় নিত্যস্থায়ী, যাহা করিতেছিল তদনুরূপ (তাহাদের) বিনিময় আছে। ১৪। এবং আমি মনুষ্যকে তাহার পিতা মাতা সম্বন্ধে হিতানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি, তাহাকে তাহার মাতা কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে এবং তাহার গর্ভে স্থিতি ও তাহার স্তন্য-ত্যাগ ত্রিশ মাস হয়, এপর্য্যন্ত, যখন সে স্বীয় বয়ঃপূর্ণতায় উপনীত হইল ও চল্লিশ বৎসরে উপস্থিত হইল তখন বলিল "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাহায্য দান কর যেন তোমার দাতব্যের যাহা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা মাতার প্রতি দান করিয়াছ তাহার কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি এবং সৎকর্ম্ম করি যে তুমি তাহা অনুমোদন কর এবং আমার জন্য আমার সন্তানবর্গকে সংশোধন কর, নিশ্চয় আমি তোমার দিকে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছি, এবং আমি মোসলমানদিগের (একজন) হই *। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহা-

---

যে হেতু আমরা শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও পাণ্ডিত্যে তাহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। অথবা ইহুদিগণ সলামের পুত্র ও তাহার সহচর গণের এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর বলিয়াছিল "মোহম্মদ যাহা বলিয়া থাকে তাহা যদি উত্তম হইত তবে আমাদের পূর্ব্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না"। (ত, হো,)

* অধিকাংশ ভাষ্যকারের মত এই যে আবুবেকর সদ্দিকের সম্বন্ধে এই আয়তের বিশেষ লক্ষ্য। তিনি ছয় মাস কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন, পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ বৎসরের সময়ে হজরত মোহম্মদের নিত্য সঙ্গী হন। তখন হজরতের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর ছিল। হজরত চল্লিশ

দিগ হইতে যে অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার অত্যুৎকৃষ্ট আমি গ্রহণ করিয়া থাকি ও যাহাদিগের অশুভপুঞ্জ পরিহার করি, স্বর্গনিবাসী-দিগের ভিতরে তাহারা থাকিবে, তাহারা যে অঙ্গীকার প্রাপ্ত হই-য়াছে সেই অঙ্গীকার সত্য। ১৬। এবং সেই ব্যক্তি স্বীয় জনক জননীকে বলিল "তোমাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, তোমরা কি আমাকে নিশ্চিত বলিতেছ যে আমি (কবর হইতে) বাহির হইব, এবং নিশ্চয় আমার পূর্ব্বে বহু যুগ গত হইয়াছে,(কেহই নির্গত হয় নাই,) এবং উভয়ে ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল (বলিতে লাগিল) "তোর প্রতি আক্ষেপ, তুই বিশ্বাসী হ, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য;" পরে সে বলে "ইহা পূর্ব্বতন কাহিনী বৈ নহে" *। ১৭। ইহারাই তাহারা যাহাদের উপর মণ্ডলী সকলের প্রতি (শাস্তির) বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে, নিশ্চয় ইহা-দের পূর্ব্বে দেব দানব গত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত

বৎসর বয়সে প্রেরিতত্ব লাভ করেন, মহাত্মা আবু বেকরের তখন আটত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম। সেই হইতে তিনি হজরতের প্রেরিতত্বে বিশ্বাসী হন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি "হে আমার প্রতিপালক;" ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহার সহায় হন। আবুবেকর পরমেশ্বরের সাহায্যে উৎপীড়িত কোন কোন দাসকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। তিনি সন্তা-নের কল্যাণ জন্য যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তাঁহার কন্যা আয়শা হজরতের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার পুত্র আবদুল্ রহমাণ ও তৎপুত্র আবুঅতিক মোসল-মান হন। আবু কাহাফা ও আবুবেকর ও আবদুল রহমাণ এবং আবু অতিক এই পিতামহ পিতা পুত্র পৌত্র চারি পুরুষ মোসলমান, হজরত স্বীয় সহচর দিগের মধ্যে এক আবুবেকরের বংশেই দর্শন করিয়াছেন। (ত, হো,)

* এক কাফের যে জনকজননীর বিরোধী ছিল তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

ছিল। ১৮। এবং যাহা করিয়াছে, তদনুরূপ প্রত্যেকের জন্য শ্রেণী সকল আছে এবং তাহাদের কার্য্য (কর্ম্ম ফল) তাহাদিগকে পূর্ণ দেওয়া হইবে এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না। ১৯। এবং যে দিবস ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে, (বলা হইবে) স্বীয় পার্থিব জীবনে তোমরা আপনাদের সুখ সামগ্রী সকল লইয়াছ ও তদ্দ্বারা তোমরা ফল ভোগ করিয়াছ, অনন্তর অদ্য দুর্গতির শাস্তি তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে, যে হেতু তোমরা অনুচিত গর্ব্ব করিতে ছিলে এবং যে হেতু তোমরা দুষ্ক্রিয়া করিতেছিলে। ২০। (র, ২)

এবং আদ জাতির ভ্রাতাকে স্মরণ কর, যখন সে আহকাফ ভূমিযোগে আপন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিয়া ভয় প্রদর্শকগণ (এই বলিয়া) চলিয়াগিয়াছিল যে "ঈশ্বরকে ভিন্ন অর্চ্চনা করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি" *। ২১। তাহারা বলিয়াছিল "তুমি কি আমাদের নিকটে আসিয়াছ যে আমাদিগকে স্বীয় উপাস্য দেবগণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবে ? যদি তুমি সত্যবাদীদিগের (এক জন) হও, তবে যাহা (যে শাস্তি) আমাদের প্রতি

---

* প্রেরিত পুরুষ হূদকে আদজাতির ভ্রাতা বলা হইয়াছে, তিনি হূদ জাতির প্রতি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আহকাফ এক বালুকাময় স্থানের নাম, উহা এমন দেশে হজরমৌত নগরের নিকটে ছিল। আদ জাতি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মান্য করিতে অসম্মত হয়, হূদ সেই বালুকাক্ষেত্রে তাহারা চাপা পড়িবে এই ভয় দেখাইয়া ছিলেন। হূদের পূর্ব্বে এক সংবাদবাহক তাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিল, এবং হূদের পরে অনেক প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছিলেন। (ত, হো,)

অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের নিকটে আনয়ন কর”। ২২। সে বলিল যে “ঈশ্বরের নিকটে কখন শাস্তি হইবে তাহার জ্ঞান ইহা বৈ নহে, এবং আমি যৎসহ প্রেরিত হইয়াছি তাহা তোমাদিগের প্রতি প্রচার করিব, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এমন দল দেখিতেছি যে মূর্খতা করিতেছ” ।২৩। অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে (শাস্তিকে) বারিবাহরূপে তাহাদের প্রান্তরের প্রতি সম্মুখীন দর্শন করিল তখন বলিল এই “মেঘ আমাদিগের প্রতি বর্ষণকারী, বরং আমরা যাহা শীঘ্র চাহিয়াছিলাম তাহাই উহা, তন্মধ্যে প্রভঞ্জন আছে, দুঃখকরী শাস্তি আছে। ২৪।+এ আপন প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে সমুদায় বস্তু বিনাশ করিবে;” অনন্তর এরূপ হইল যে তাহাদের আলয় সকল তথায় দৃষ্ট হইতে ছিল না, এই প্রকার আমি অপরাধী দলকে বিনিময় দান করি। ২৫। এবং সত্য সত্যই আমি তাহাদিগকে (আদ জাতিকে) যে বিষয়ে ক্ষমতা দান করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে ক্ষমতা দান করি নাই এবং তাহাদের জন্য চক্ষু ও কর্ণ এবং মন সৃজন করিয়াছিলাম, অনন্তর যখন তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করিতেছিল ও যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে ঘেরিল, তখন তাহাদের শ্রোত্র ও তাহাদের নেত্র এবং তাহাদের চিত্ত তাহাদিগ হইতে কোন (শাস্তি) নিবারণ করিল না। ২৬। (র, ৩)

এবং সত্য সত্যই আমি (হে মক্কাবাসিগণ,) তোমাদের পার্শ্বস্থ যে কোন গ্রাম ছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি এবং নিদর্শনাবলী নানা প্রকার প্রত্যানয়ন করিয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে। ২৭। অনন্তর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা (ঈশ্বরের) সান্নিধ্য জন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছিল সেই উপাস্যগণ কেন তাহাদিগকে সাহায্য দান করিল না? বরং তাহাদিগ হইতে

অন্তর্হিত হইল, এবং ইহাই তাহাদিগের অসত্যাচরণ ও যাহা তাহারা প্রস্তুত করিতে ছিল। ।২৮। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতি একদল দৈত্যকে কোরাণ শ্রবণ করিতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম; অনন্তর যখন তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইল তখন পরস্পর বলিল চুপ কর, পরে যখন সমাপ্ত হইল তখন তাহারা (বিশ্বাসী হইয়া) স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে ভয়প্রদর্শকরূপে চলিয়া গেল * ।২৯। তাহারা বলিল "হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এক গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছি যে মুসার পরে অবতারিত হইয়াছে, উহা তাহার পূর্ব্বে যাহা আছে তাহার প্রমাণকারী হয়, সত্যের প্রতি ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে। ।৩০। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরের আহ্বান স্বীকার কর ও তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং ক্লেশকর দণ্ড হইতে তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন"।৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আহ্বান গ্রহণ করে না, পরে সে ধরাতলে (তাঁহার) পরাভবকারী নহে, এবং তিনি ব্যতীত তাহার বন্ধু নাই, ইহারাই স্পষ্ট বিপথে আছে ।৩২। তাহারা কি দেখে নাই যে সেই ঈশ্বর যিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন এবং উভয়ের সৃষ্টিতে শ্রান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করার বিষয়ে

---

* কেহ বলেন সাত জন, কেহ নয় কেহ দশ কেহ দ্বাদশ কেহ বা সত্তর জন দৈত্য কোরাণ শ্রবনার্থ আসিয়াছিল বলিয়া থাকেন। তাহারা কোরাণ শুনিয়া তাৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং হজরত কর্ত্তৃক প্রচারকরূপে নিযুক্ত হয়। (ত, হো,)

ক্ষমতাবান্, হাঁ নিশ্চয় তিনি সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী। ৩৩। এবং যে দিবস ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে (বলা হইবে) "ইহা কি সত্য নহে?" তাহারা বলিবে "হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, (সত্য,)" তিনি বলিবেন "পরে তোমরা যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলে তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর"।।৩৪। অনন্তর যেমন উদ্যমশালী প্রেরিত পুরুষগণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল তুমি তদ্রূপ ধৈর্য্য ধারণ কর,এবং তাহাদের জন্য ব্যস্ত হইও না, (কেয়ামতের বিষয়) যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে দিন তাহারা দেখিবে যেন (তাহারা মনে করিবে) দিবসের এক দণ্ড বৈ (পৃথিবীতে) স্থিতি করে নাই, ইহাই (প্রচার) অনন্তর দুষ্ক্রিয়াশীল লোকা ব্যতীত নিপাতিত হইবে না। ৩৫। (র, ৪)

সুরা মোহম্মদ *।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

---

৩৮ আয়ত, ৪ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহারা ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে তাহাদের ক্রিয়া সকলকে তিনি ব্যর্থ করিয়াছেন। ১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে এবং মোহম্মদের প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং উহা তাহাদের প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্য, তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের পাপপুঞ্জ দূর করিয়াছেন এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়াছেন। ২। ইহা এ জন্য যে যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল, তাহারা অসত্যের অনুসরণ করিয়াছিল এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহারা আপন প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্যের অনুসরণ করিয়াছিল, এই রূপ পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য তাহাদের অবস্থা সকল বর্ণন করেন। ৩। অনন্তর যখন তোমরা ধর্ম্ম-বিরোধীদিগের সঙ্গে (রণক্ষেত্রে) মিলিত হও তখন সে পর্য্যন্ত তাহাদের কণ্ঠ ছেদন করিও, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অধিক ধ্বংস কর, পরে দৃঢ় বন্ধন করিও, অবশেষে হয় হিতসাধন কর অথবা (অর্থাদি) বিনিময় গ্রহণ কর, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধকর্ত্তা তাহার (যুদ্ধের) অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করে, ইহাই (আজ্ঞা,) এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের এক জনকে অন্য জন দ্বারা পরীক্ষা করেন, এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে নিহত হইয়াছে নিশ্চয় তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে বিফল করিবেন না * ৪। অবশ্য তিনি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন ও তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিবেন। ৫। এবং তিনি তাহাদিগকে যাহার পরি-

---

* বদরের যুদ্ধ কালে এই আজ্ঞা হয়, এই হইতে সংগ্রাম নির্দ্ধারিত হয়। "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগহইতে প্রতিশোধ লইতেন।" অর্থাৎ শত্রুদিগের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইত না, তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা-দিগহইতে প্রতিশোধ লইতেন। তিনি তোমাদের একজন দ্বারা অন্য জনকে পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ বিশ্বাসীকে কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লিপ্ত করেন। (ত,হো,)

চয় দান করিয়াছেন সেই স্বর্গে তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন। ৬। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা ঈশ্বরকে (ঈশ্বরের ধর্ম্মকে) সাহায্য দান কর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন ও তোমাদের চরণ দৃঢ় করিবেন। ৭। এবং যাহারা ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে, পরে তাহাদিগের বিপাক (হৌক,) এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সকলকে তিনি নিষ্ফল করিয়াছেন। ৮। ইহা এজন্য যে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহাকে তাহারা অবজ্ঞা করিয়াছে, অনন্তর তাহাদিগের ক্রিয়া সকল তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন। ৯। পরে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই, তবে দেখিবে তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং কাফেরদিগের (শাস্তি) তাহার অনুরূপ হইবে। ১০। ইহা এজন্য যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রভু, এবং এজন্য যে ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহাদের প্রভু নহে। ১১। (রে, ১)

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য সকল করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, এবং যাহারা ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে তাহারা পশুগণ যেমন ভক্ষণ করে তদ্রূপ সম্ভোগ করে ও ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং অগ্নি তাহাদের জন্য বাসস্থান * ।১২। এবং তোমার সেই গ্রাম অপেক্ষা যাহা তোমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে শক্তি অনুসারে প্রবলতর অনেক গ্রাম হয়, তাহাদিগকে আমি ধ্বংস

---

* অর্থাৎ কাফেরদিগের অবস্থা ও পশুর অবস্থা তুল্য, পশুগণ যেমন শরীরের জন্য ও পানাহারের জন্য জীবন ধারণ করে কাফেরগণও তদ্রূপ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

করিয়াছি, পরে তাহাদের সাহায্যকারী হয় নাই। *। ১৩। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের প্রমাণের প্রতি (বিশ্বাসী) আছে সে কি সেই ব্যক্তির তুল্য যাহার জন্য তাহার গর্হিত কার্য্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে ও যাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে? ১৪। স্বর্গ লোকের বর্ণনা, যাহা ধার্ম্মিকদিগের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তথায় নির্ম্মল জলের প্রণালী সকল আছে, এবং দুগ্ধের প্রণালী সকল আছে, তাহার স্বাদ বিকৃত হয় না, এবং পানকারীদিগের স্বাদজনক সুরার প্রণালী সকল আছে, এবং পরিষ্কৃত মধুর প্রণালী সকল আছে, এবং তথায় তাহাদের জন্য বহুবিধ ফল আছে ও তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা আছে, † তাহারা কি সেই সকল ব্যক্তির তুল্য যাহারা অগ্নিমধ্যে নিত্য নিবাসী হয় ও যাহাদিগকে উষ্ণোদক পান করান হয়, পরে যাহাদিগের অন্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হয়? ১৫। এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ আছে যে তোমার নিকটে (কোরাণ) শ্রবণ করে, এ পর্য্যন্ত যখন তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যায় তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে বলে "এই ক্ষণ তিনি কি বলিলেন?" ইহারাই তাহারা যাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বর মোহর করিয়াছেন, এবং যাহারা

---

* এ স্থলে গ্রাম অর্থে গ্রামনিবাসী বুঝাইবে, মক্কাবাসিগণ হজরতকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, পরমেশ্বর মক্কাবাসীদিগের অপেক্ষা বলবিক্রমে প্রবল অনেক গ্রামবাসীকে ধ্বংস করিয়াছেন। (ত, হো,)

† ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে স্বর্গলোকে কল্পতরুর নিম্নে যেমন চারিটী প্রণালী প্রবাহিত, ঈশ্বর প্রেমিক দিগের হৃদয়ভূমিতে বিশ্বাসতরুর নিম্নেও চারিটী প্রণালী সঞ্চারিত, নির্ম্মল জল প্রণালী বিবেকরূপ প্রণালী, দুগ্ধ প্রণালী মূল জ্ঞানরূপ প্রণালী যাহা চিরকাল বিশুদ্ধ থাকে, সুরা প্রণালী ঈশ্বর প্রেমের উচ্ছ্বাসরূপ

স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে। * । ১৬। এবং যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি তাহাদিগের প্রতি পথ প্রদর্শন বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদিগকে তাহাদের সংসারবিরাগ দান করিয়াছেন। ১৭। তাহারা কেয়ামত বৈ প্রতীক্ষা করিতেছে না যে তাহাদের নিকটে অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে, অনন্তর নিশ্চয় তাহার নিদর্শন সকল আসিয়াছে, পরে যখন তাহাদের নিকটে তাহাদের শিক্ষা (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে তখন কোথা হইতে তাহাদের (উপদেশ গ্রহণ হইবে)। ১৮। অবশেষে জানিও (হে মোহম্মদ,) যে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং বিশ্বাসী পুরুষদিগের ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং ঈশ্বর তোমাদের গমনাগমনের স্থান ও অবস্থিতির স্থান জ্ঞাত আছেন। †। ১৯। (র, ২)।

এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা বলে "কেন কোন সুরা অবতারিত হইল না ;" অনন্তর যখন দৃঢ় সুরা অবতারিত

প্রণালী, বিশুদ্ধ মধু প্রণালী, ঈশ্বর সান্নিধ্য রূপ মিষ্ট আস্বাদন, ফলপুঞ্জ তত্ত্বের প্রকাশ ও ঈশ্বরাবির্ভাব, পাপক্ষমা ইত্যাদি। এ স্থলে স্বর্গোদ্যানস্থ সৌভাগ্যশালী লোকদিগের বর্ণনার পর নরক নিবাসীদিগের দুঃখ ক্লেশের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। (ত, হো,)

* যখন হজরত খোত্‌বা পড়িতেন ও কপট দিগের কুৎসা করিতেন তখন অনেক কপট লোক মস্‌জেদের বাহিরে আসিয়া ব্যঙ্গছলে হজরতের জ্ঞানবান্‌ সহচর দিগকে বলিত "এইক্ষণ তিনি কি কহিলেন ?" (ত, হো,)

† বিশ্বাসী নর নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এই মণ্ডলী সম্বন্ধে হজরতের প্রতি ঈশ্বরের একটী বিশেষ অধিকার দান বলিতে হইবে। তিনি কাহার পাপের জন্য বিহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই ক্ষমা হইবে, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার। (ত, হো,)

হয় ও তন্মধ্যে সংগ্রামের প্রসঙ্গ করা যায়, তখন যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে তাহাদিগকে তুমি দেখিবে যাহার উপরে মৃত্যুর মূর্চ্ছা সঞ্চারিত তদ্বৎ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি তাকাইতেছে, অনন্তর তাহাদিগের প্রতি আক্ষেপ *। ২০। তাহাদের অবস্থা প্রকাশ্যে আনুগত্য ও বিহিত বাক্য, অনন্তর যখন কার্য্য স্থির হয় তখন যদি তাহারা ঈশ্বরকে সত্য বলে তাহাদের জন্য কল্যান হয়। ২১। পরে (হে ক্ষীণ বিশ্বাসীগণ,) তোমরা কি উদ্যত হইয়াছ যে যদি তোমরা কার্য্যাধ্যক্ষ হও পৃথিবীতে উৎপাৎ করিবে ও স্বীয় কুটুম্বিতা ছিন্ন করিবে। ২২। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বধির করিয়াছেন, ও তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন। ২৩। অনন্তর তাহারা কি কোরাণের বিষয় ভাবে না, তাহাদের অন্তরের উপরে কি তাহার কুলুপ আছে। ২৪। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের জন্য ধর্ম্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে শয়তান তাহাদের জন্য (শক্রতা) সাজাইয়াছে, এবং তিনি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছেন। ২৫। ইহা এজন্য যে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন যাহারা তাহাকে অবজ্ঞা করে তাহাদিগকে (কপটদিগকে) তাহারা (ইহুদিগণ) বলিয়াছে যে "শীঘ্র কোন কোন কার্য্যে আমরা তোমাদিগের আনুগত্য করিব;" এবং পরমেশ্বর তাহাদের রহস্য জানিতেছেন। ২৬। অনন্তর (তাহাদের অবস্থা) কিরূপ

---

* অর্থাৎ মোসলমানগণ কাফের দিগের অত্যাচারে ক্লান্ত হইয়া জেহাদের অনুমতিসূচক সুরা প্রার্থনা করিত, যখন আদেশ হইত তখন অপরিপক্ক লোকেরা ভয় পাইয়া মুমূর্ষু লোকের ন্যায় জ্যোতিহীন স্থির দৃষ্টিতে হজরতের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত, তাহারা এই আদেশ হইতে অব্যাহ চাহিত। (ত, হো,)

হইবে যখন দেবগণ তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবে এবং তাহাদের মুখেও তাহাদের পৃষ্ঠে প্রহার করিবে? ২৭। ইহা এজন্য যে তাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে যাহা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ও তাঁহার প্রসন্নতাকে মলিন করিয়াছে, অনন্তর তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট করিয়াছেন। ২৮। (র, ৩)

যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে তাহারা কি মনে করে যে ঈশ্বর তাহাদের ঈর্ষ্যা সকল প্রকাশ করিবেন না? ২৯। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে তোমাকে তাহাদিগকে দেখাইতাম, পরে তুমি তাহাদিগকে অবশ্য তাহাদের লক্ষণ দ্বারা চিনিতে ও কথার স্বরেতে অবশ্য তুমি তাহাদিগকে চিনিতে, এবং ঈশ্বর তাহাদের কার্য্য সকল জানিতেছেন। ৩০। এবং অবশ্য আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব এ পর্য্যন্ত যে তোমাদিগের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধা ও সহিষ্ণুদিগকে অবগত হইব এবং তোমাদের বিবরণ সকল পরীক্ষা করিব। ৩১। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য ধর্ম্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরকে কখন কিছুই পীড়া দিবে না, এবং শীঘ্রই তাহাদের কার্য্য সকল বিনষ্ট হইবে। ৩২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের অনুগত হও ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও এবং স্বীয় কর্ম্মপুঞ্জ বিফল করিও না। ৩৩। নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিয়াছে, তৎপর প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও তাহারা সেই কাফের রহিয়াছে, অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদিগকে কখন ক্ষমা করিবেন না। ৩৪। অবশেষে শিথিল হইও না, এবং শান্তির দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান করিও না, এবং তোমরা বিজয়ী হও, এবং

ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন, ও তিনি তোমাদের কার্য্য সকলকে কখন তোমাদিগ হইতে নষ্ট করিবেন না। ৩৫। পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ইহা বৈ নহে, এবং যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীরু হও তবে তোমাদিগকে তোমাদের পারিশ্রমিক তিনি প্রদান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকটে তোমাদের ধনসম্পত্তি চাহিবেন না। ৩৬। যদি তিনি তোমাদিগ হইতে সৎকার্য্যে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তাহা প্রার্থনা করেন পরে তোমাদিগকে অনুরোধ করেন, তোমরা কৃপণ হও, তবে তিনি তোমাদিগের নীচতা প্রকাশ করেন। ৩৭। জানিও, তোমরা এই লোক যে, ঈশ্বরের পথে (ধর্ম্মযুদ্ধে) ব্যয় করিতে আহূত হইতেছ, অনন্তর তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে কৃপণতা করে এবং যে ব্যক্তি কৃপণতা করে পরে সে আপন জীবনের জন্য কার্পণ্য করে ইহা বৈ নহে, এবং ঈশ্বর ধনী ও তোমরা দীন, এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তোমাদের ছাড়া এক দলকে (তোমাদের) পরিবর্ত্তিত করিবেন, তৎপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না। ৩৮। (র, ৪)

সুরা ফৎহ *।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায়।

২৯ আয়ত, ৪ রকু।

নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ,)

---

* মদিনা প্রস্থানের অষ্টম বৎসরে হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তিনি কতিপয় সহচর সহ মক্কাতীর্থে গিয়া ওমুরাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধুগণ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যে এই বৎসরেই স্বপ্নঘটনা কার্য্যে পরিণত হইবে। হজরত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া জোল্‌ কাদা মাসের প্রথম চন্দ্রোদয়ের সোমবারে ওমুরার এহরাম বন্ধনপূর্ব্বক মদিনা হইতে নির্গত হন, তখন বলি উপহারের জন্য সত্তরটী উষ্ট্র সঙ্গে গ্রহণ করেন। এই যাত্রায় প্রায় সমুদায় ধর্ম্মবন্ধুই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হজরত আসিতেছেন, মক্কার অংশিবাদী কোরেসগণ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিবার জন্য দলবদ্ধ ভাবে মক্কা হইতে বাহির হয়, এবং বলদা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। হজরত এই সংবাদ অবগত হইয়া হোদয় বিয়ায় অবতরণ করেন। কাফেরদিগের পক্ষ হইতে মস্‌উদের পুত্র অয়ওয়া হজরতের নিকটে আসিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জ্ঞাত হয়। তৎপর জলিসকনানী আগমন করিয়া অবগত হয় যে হজরত মোহম্মদ সংগ্রামের অভিলাষী নহেন, কাবাদর্শন ও ব্রতপালন উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। কিন্তু কোরেশগণ মূর্খতাবশতঃ কোনরূপেই হজরতকে সবান্ধবে মক্কায় আসিতে দিতে চাহিল না। হজরত স্বীয় প্রচারবন্ধু ওস্‌মানকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করেন। তাহারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এ দিকে কোরেশগণ ওস্‌মানকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া হজরতের নিকটে প্রচার হইল, তৎ শ্রবণে তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং সকলে কোরেশদিগের সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন

বিজয় দান করিলাম *। ১। + যেন তোমার যে কিছু পাপ পূর্ব্বে হইয়াছে ও যাহা পরে হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন এবং স্বীয় দান তোমার প্রতি পূর্ণ করেন ও সরল পথ তোমাকে প্রদর্শন করেন। । † । ২। + এবং প্রবল

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে কোরেশগণ ওমের পুত্র সহিনকে হজরতের নিকটে পাঠাইয়া এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপন করে যে দুই বৎসরের মধ্যে কোরেশ ও মোসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধ করিবেন না, প্রকাশ্যে বা গোপনে এক দল অন্য দলের বিরোধী হইবেন না, এবং নির্দ্ধারিত হইল যে এ বৎসর হজরত ওমুরা ব্রত ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবেন, আগামী বৎসর মক্কায় আসিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন সন্ধিপত্রে অন্য কতক সর্ত্তও ছিল। এই সন্ধিবন্ধনে হজরতের অধিকাংশ পারিষদ অসন্তুষ্ট হন। হজরত ব্রতভঙ্গের নিয়মানুসারে হোদয় বিয়াতেই মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং কতক উষ্ট্র বলিদান করিয়া কতকগুলিকে মরওয়া বিহিত বলিদানের জন্য মক্কাতে পাঠাইয়া দেন এবং তথাকার দীন দরিদ্রদিগকে দান করেন। হজরতের ধর্ম্মবন্ধুগণও যথানিয়ম তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ব্রতভঙ্গ করেন। হজরত বিশ দিন হোদয় বিয়ায় ছিলেন, প্রত্যাগমনকালে এক দিন রাত্রিতে এই সুরার অভ্যুদয় হয়। তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে অদ্য রজনী এই সুরা অবতারিত হইল, সূর্য্যোদয় অপেক্ষা এই সুরা আমার নিকটে প্রিয়তর। পরে ফত্‌হ সুরা তাঁহাদের নিকটে পাঠ করেন। এই ফত্‌হ সুরা মদিনাসম্পর্কীয়। (ত, হো,)

* "ফত্‌হ" শব্দের অর্থ বিজয়। হদিবিয়ার কোরেশদিগের সঙ্গে সন্ধি বন্ধনই হজরতের বিজয় লাভের বিশেষ উপায় হয়। ইতিপূর্ব্বে মক্কাস্থিত মোসলমানেরা শত্রুভয়ে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস গোপন করিয়া রাখিতেছিল, এই ক্ষণ হইতে প্রকাশ্যে তর্কবিতর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইল ও তাহাদিগের নিকটে কোরাণ পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেক লোক মোসলমান হয় এবং ইহাই মক্কা অধিকারের কারণ হয়। (তে, হো)

† অর্থাৎ বিজয়ের পূর্ব্বে ও পরে বা এই আয়ত অবতরণের পূর্ব্বে বা পরে যে পাপ হইয়াছে ও হইবে তাহার ক্ষমা হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ লোক বলেন,

সাহায্যে পরমেশ্বর তোমাকে সাহায্য দান করেন। ৩। তিনিই যিনি বিশ্বাসীদিগের অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তাহাদের (পূর্ব্ব) বিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সৈন্য ঈশ্বরেরই এবং পরমেশ্বর জ্ঞানবান্ কৌশলময় হন *। ৪ + অপিচ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে তিনি স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা তথায় নিত্যবাসী হইবে এবং তিনি তাহাদের অধর্ম্ম সকল তাহাদিগ হইতে দূর করিবেন, এবং ইহা ঈশ্বরের নিকটে মহা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ৫। এবং তিনি কপট পুরুষ ও কপটনারীদিগকে ও অংশিবাদী পুরুষ ও অংশিবাদিনী নারী-দিগকে যে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কুকল্পনাকারী শাস্তি দান করি-বেন, তাহাদের প্রতি অকল্যাণের চক্র হয়, এবং তাহাদের প্রতি পরমেশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন ও তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছেন, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৬। এবং স্বর্গ ও অবনীর সৈন্যবৃন্দ ঈশ্বরের ও ঈশ্বর পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান্ হন। ৭। নিশ্চয় আমি তোমাকে (হে মোহ-

---

এ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী পাপ আদম ও হবার পাপ, পরবর্ত্তী পাপ মণ্ডলীর পাপঃ অর্থাৎ আদম ও হবার পাপকে হজরতের প্রসাদে ও মণ্ডলীর পাপকে তাঁহার শফা অতে ক্ষমা করা হইবে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে তোমরা ঈশ্বরের ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিতে দৃঢ় যত্নবান্ হও, যাঁহার স্বর্গে ও পৃথিবীতে আধিপত্য তাঁহার সৈন্যের অভাব কি? অরাতিকুলের সঙ্গে সংগ্রামের সময় তিনি কি আপন প্রেমাস্পদ বিশ্বাসীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? এ স্থলে স্বর্গস্থ সৈন্যদের সৈন্য পৃথিবীস্থ সেনা ধর্ম্মযোদ্ধা বিশ্বাসিবৃন্দ। (ত, হো,)

ম্মদ,) সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি। ৮। X যেন তোমরা (হে লোক সকল,) ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাঁহাকে (তাঁহার ধর্ম্মকে) বল বিধান কর ও তাঁহাকে গৌরব দান কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহাকে জপ কর। ৯। নিশ্চয় যাহারা তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করে তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করে ইহা বৈ নহে, তাহাদের হস্তের উপরে ঈশ্বরের হস্ত আছে, অনন্তর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল পরে সে আপন জীবন সম্বন্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ইহা বৈ নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়াছে পরে অচিরেই তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার প্রদান করিবেন। ১০। (র, ১)

শীঘ্র পশ্চাদ্গামী আরব্য যাযাবরগণ তোমাকে (হে মোহম্মদ,) বলিবে "আমাদের সম্পত্তিপুঞ্জ ও আমাদের পরিজনবর্গ আমাদিগকে লিপ্ত রাখিয়াছে, অতএব তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর;" তাহাদের অন্তরে যাহা নয় তাহারা আপন রসনায় তাহা বলে, তুমি বল "অনন্তর কে ঈশ্বর হইতে (রক্ষা করিতে) তোমাদের জন্য কিছু ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদিগের হানি করিতে ইচ্ছা করেন বা তোমাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন? বরং তোমরা যাহা করিতেছ পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১১। বরং তোমরা মনে করিয়াছ যে প্রেরিত পুরুষ

---

* হজরত মোহম্মদ ওমরাব্রতপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আস্‌লম ও জহিনিয়া এবং মজনিয়া প্রভৃতি আরব্য প্রান্তরনিবাসী লোকদিগকে তাঁহার সঙ্গে মক্কাযাত্রা করিতে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন। কোরেশজাতি শত্রুতাচরণ করিয়া সংগ্রাম করিবে ভাবিয়া তাহারা ভীত হয়, তাহা গোপন করিয়া অন্যরূপ আপত্তি

ও বিশ্বাসিগণ কখন স্বীয় পরিবারের নিকটে ফিরিয়া যাইবে না, এবং তোমাদের অন্তরে ইহা (এই ভাব) সজ্জিত হইয়াছে, ও তোমরা কুকল্পনা কল্পনা করিয়াছ এবং তোমরা মৃত্যুগ্রস্ত দল হও
। ১২। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরে নিশ্চয় আমি সেই কাফেরদিগের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৩। দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরেরই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ১৪। যখন তোমরা লুণ্ঠনীয় সামগ্রীপুঞ্জের দিকে তাহা হস্তগত করিতে যাইবে তখন পশ্চাদ্গামী লোকেরা অবশ্য বলিবে "আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করিব," তাহারা চাহে যে ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্ত্তিত করে, তুমি বল তোমরা আমাদের অনুসরণ করিবে না, পূর্ব্বে পরমেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন, পরে তাহারা অবশ্য বলিবে "বরং তোমরা আমাদের সঙ্গে ঈর্ষ্যা করিয়া থাক ;" বরং তাহারা অল্প বৈ বুঝিতেছে না *।
১৫। তুমি পশ্চাদ্গামী আরব্য যাযাবরদিগকে বল যে, "অচিরে

উত্থাপন করে। তাহাতে পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে এই সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

* হজরত হিজরি ষষ্ঠ বৎসরে জেল হজ্জা মাসে হোদয়বিয়া হইতে মদিনায় ফিরিয়া আইলেন, সপ্তম বৎসরে খবিরের সংগ্রামের উদ্যোগ করেন। এই আদেশ হয় যে, যে সকল লোক হোদয় বিয়ায় উপস্থিত ছিল তাহারা মাত্র এই যুদ্ধে যোগ দান করিবে, অন্য লোকে নয়। যখন এই স্থির হইল তখন পশ্চাদ্গামী লোকেরা বলিতে লাগিল যে ছাড়িয়া দেও আমরাও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব ও খবিরে যাইব। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তোমরা এক দল প্রবল যোদ্ধার দিকে আহূত হইবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, কিংবা মোসলমান হইবে ; অনন্তর যদি তোমরা অনুগত হও তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করিবেন, এবং পূর্ব্বে যেমন তোমরা বিমুখ হইয়াছ সেরূপ যদি বিমুখ হও, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্লেশকরী শাস্তিতে শাস্তি দান করিবেন। ১৬। (যুদ্ধ না করিলে) অন্ধের প্রতি দোষ নাই, ও খঞ্জের প্রতি দোষ নাই এবং রোগীর প্রতি দোষ নাই ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করে তাহাকে তিনি স্বর্গোদ্যানে লইয়া যান, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং যে ব্যক্তি বিমুখ হইবে তিনি তাহাকে দুঃখজনক শাস্তিতে শাস্তি দান করিবেন। ১৭। (র, ২)

সত্য সত্যই পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি তখন প্রসন্ন হইয়াছেন যখন তাহারা তরুতলে তোমার সঙ্গে (হে মোহম্মদ,) অঙ্গীকার করিতেছিল, অনন্তর তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তিনি জানিয়াছেন, পরে তাহাদের প্রতি সান্ত্বনা অবতারণ করিয়াছেন, এবং সন্নিহিত বিজয় তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন *। ১৮। +

---

* হজরত মোহম্মদ হোদয় বিয়ায় উপস্থিত হইয়া, তিনি ওমরার জন্য আসিয়াছেন, যুদ্ধের প্রার্থী নহেন, এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য অমিয়ার পুত্র হারেশকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন। মক্কা নিবাসিগণ তাহাকে নগরে প্রবেশ করিতে ও কথা বলিতে বাধা দেয়। হজরত পুনর্ব্বার মহানুভব ওস্‌মানকে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে তাহারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তিনি কোরেশগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন এরূপ রটনা হয়। পনরশত সহচর হজরতের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বৃক্ষতলে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া কোরেশদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অঙ্গীকারে বদ্ধ

এবং প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রী যে তাহারা তাহা গ্রহণ করিবে (পুরস্কার দিয়াছেন,) এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশলময় হন। ১৯। পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রীর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে, অনন্তর ইহা সত্বর তোমাদিগকে দিবেন, এবং তোমাদিগের হইতে লোকের হস্ত নিবারিত করিলেন, এবং যেন (ইহা) বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন হয় ও তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করে *। ২০। + এবং অন্য

করেন। আবদুল্লা মগ্‌ফল বলেন "বৃক্ষ হইতে একটি শাখা হজরতের পৃষ্ঠে পতিত হয়, আমি হজরতের পৃষ্ঠভাগে দণ্ডায়মান ছিলাম, উক্ত শাখা তাঁহার পিঠ হইতে সরাইয়াছিলাম। তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ কোরেশদিগের যুদ্ধে প্রাণান্ত করিবেন ও কখন পলায়ন করিবেন না এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হজরত বলিয়াছিলেন যে "অদ্য তোমরা বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লোক হইলে," এবং তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "এই বৃক্ষতলে যাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তাহাদের কেহ নরকগামী হইবে না।" এই অঙ্গীকারকে "বেঅতরর্‌জ্‌ওয়ান" বলে। পরমেশ্বর এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হন। (ত, হো,)

* হজরত হোদয় িয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবিরে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। চৌদ্দশত লোক সঙ্গে করিয়া তিনি মদিনা হইতে খবিরের দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সহবা নামক স্থান হইতে মরহবা হইয়া চলিয়া যান। প্রত্যূষে হরজা প্রান্তরের পথ দিয়া খবিরের দুর্গের সন্নিহিত হন, তখন দুর্গবাসিগণ এ বিষয় কিছুই অবগত ছিল না, তাহারা দুর্গ হইতে বহির হইয়া উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের কার্য্যে লিপ্ত হইতেছিল। অকস্মাৎ এসলাম সৈন্য দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হওত দুর্গা.ভমুখে চলিয়া যায়। ইহুদিগণ দুর্গের রক্ষক ছিল, তখন মোসলমানমণ্ডলী তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গ অধিকার করে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হজরতের পক্ষে জয় লাভ হয়। প্রচুর ধন সম্পত্তি গৃহসামগ্রী ও আহার্য্য বস্তু মোসলমানেরা অধিকার করেন। খবিরের দুর্গ সুদৃঢ় ছিল, বীরবর আলি কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত হয়। আলি সেই দুর্গের এক লৌহ কপাট উৎপাটন

(লুণ্ঠন সামগ্রীরও অঙ্গীকার করিয়াছেন,) তৎপ্রতি তোমরা (এইক্ষণও) সক্ষম হও নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে ঘেরিয়া আছেন, এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান্ হন *। ২১। এবং যদি ধর্ম্মবিরোধিগণ তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তবে অবশ্য তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে, তৎপর কোন বল ও কোন সাহায্যকারী পাইবে না। ২২। ঈশ্বরের সেই নিয়ম যাহা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং তুমি ঐশ্বরিক নিয়মের কখন কোন পরিবর্ত্তন পাইবে না † । ২৩। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত ও তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত মক্কার সীমান্ত প্রদেশে তাহাদিগের প্রতি তোমাদিগকে বিজয় দানের পর নিবারিত করিয়াছিলেন, এবং পরমেশ্বর তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার দর্শক হন ‡। ২৪। সেই যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারাই তোমাদি-

---

করিয়া আপনার ঢাল প্রস্তুত করেন। ইহুদিগণ অভয় প্রার্থনা করে। তথায় শত্রুগণ ছাগ মাংসের সঙ্গে বিষ মাখাইয়া হজরতকে খাইতে দেয়, উহা ধরা পড়ে, তিনি রক্ষা পান। (ত, হো,)

* এ স্থলে অন্য লুণ্ঠন সামগ্রী ইত্যাদির অঙ্গীকার, পরে পারস্য ইত্যাদি দেশ জয় লাভের পর তথায় যে সকল লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তগত হইবে তাহার অঙ্গীকার। (ত, হো,)

† ইতিপূর্ব্বে অন্য অন্য মণ্ডলীতে প্রেরিত পুরুষগণ বিজয় লাভ করিয়াছেন, প্রেরিত পুরুষগণ জয়যুক্ত হইবেন ইহা ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধি। (ত, হো,)

‡ যখন হজরত হোদয় বিয়ায় ছিলেন তখন তাঁহার প্রাভাতিক উপাসনার সময়ে মক্কানিবাসী আশি জন লোক, তনইম গিরি হইতে অতর্কিত ভাবে অবতরণ করিয়া হজরতকে ও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলীকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিতে উদ্যত হয়। হজরতের সহচরগণ সেই দস্যুদিগের উপর জয় লাভ করেন এবং তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া হজরতের নিকটে লইয়া যান। তিনি সেই দস্যুদিগকে মুক্তি দান করেন, এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

গকে মস্‌জেদোল্‌ হরাম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, এবং বলির দ্রব্যকে আপন স্থানে পহুঁছিতে বাধা দিয়াছে, এবং যদি বিশ্বাসী পুরুষগণ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ যাহাদিগকে তোমারা জান না, পাছে তাহাদিগকে তোমরা বিদলিত কর, পরে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাহাদিগ হইতে তোমাদের প্রতি দুঃখ পহুঁছে (তজ্জন্য জয় লাভ ক্ষান্ত রাখা হয়) যেন ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে লইয়া আইসেন, যদি (এই দুই দল) পরস্পর বিভিন্ন থাকিত তবে অবশ্য আমি তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তিতে শাস্তি দান করিতাম *। ২৫। যখন ধর্ম্মদ্রোহিগণ স্বীয় অন্তরে মূর্খতার অভিমানে অভিমান করিল তখন পরমেশ্বর আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের প্রতি সংসারবিরাগের বাক্য ধার্য্য করিলেন, এবং তাহারা তাহার উত্তম অধিকারী ও তৎসমন্বিত ছিল, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী হন। ।২৬। (র, ৩)

---

* ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, হে মোহম্মদ, মক্কার উন্মার্গচারী লোকেরা, তোমাকে ওমরা ব্রত পালনে বাধা দিল ও বলির পশু সকলকে বলিদানের ভূমিতে পঁহুছিতে দিল না, অতএব তাহারা সমূলে বিনাশ পাইবার উপযুক্ত হইল, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর আমি তোমাকে কোরেশদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিতেছি। যেহেতু তাহাদের সঙ্গে গুপ্ত ভাবে অনেক বিশ্বাসী নরনারী আছে, উহারা আপন বিশ্বাসকে অপ্রকাশিত রাখিয়াছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তোমরা না জানিতে পাইয়া তাহাদিগকেও হত্যা করিয়া বসিবে, পরে তাহাদের হত্যা জন্য তোমরা শোকগ্রস্ত হইবে। কথিত আছে যে সত্তর জন বিশ্বাসী স্ত্রী পুরুষ আপন বিশ্বাস গোপন করিয়া বিদ্রোহী কোরেশদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিল। (ত, হো,)

সত্য সত্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি যথার্থ স্বপ্ন প্রমাণিত করিয়াছেন, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তবে অবশ্য তোমরা আপন মস্তক মুণ্ডন ও কেশচ্ছেদন করতঃ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে মস্জে-দোল্ হরামে প্রবেশ করিবে, অনন্তর তোমরা যাহা জান না তিনি জানেন, পরে তিনি ইহা ব্যতীত সন্নিহিত বিজয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন *। ২৭। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে তত্ত্বালোক ও সত্যধর্ম্মসহ তাহাকে সমগ্র ধর্ম্মের উপরে বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরই যথেষ্ট (সত্যের) প্রকাশক। ২৮। মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদিগের প্রতি কঠিন ও আপনাদের মধ্যে সদয়, তুমি তাহাদিগকে রকুকারক প্রণাম কারক ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসন্নতার অন্বেষণকারী দেখিবে; নমস্কারপুঞ্জের চিহ্নযোগে তাহাদের মুখমণ্ডলে তাহাদের চিহ্ন, তাহাদের এই বৃত্তান্ত তওরয়তে আছে এবং তাহাদের বৃত্তান্ত ইঞ্জিলে আছে, যেমন কোন ক্ষেত্র স্বীয় হরিৎ শাখাকে বাহির করে, পরে তাহাকে সবল করে, অনন্তর

---

* হজরত হোদায়বয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার কোন কোন বন্ধু পরস্পর বলিতেছিল যে " স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য হইল না, আমরা কাবা প্রদক্ষিণ ও ব্রত বিহিত অন্য অন্য নিয়ম পালন করিতে পারিলাম না;" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের স্বপ্নকে সত্য করিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এ বৎসর বিলম্ব হইল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে নিরাপদে আগামী বৎসর মস্জেদোল্ হরামে যাইতে পারিবে, তথায় মস্তক মুণ্ডনাদি করিতে সক্ষম হইবে। তোমরা যাহা জান না ঈশ্বর তাহা জানেন, তোমরা অবিলম্বে জয়লাভ করিবে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; অর্থাৎ ওম্‌রা ব্রত পালনের পূর্ব্বে বিশ্বাসিগণ খবির জয় করিতে পারিবে, ওম্‌রার বিলম্ব হওয়াতে তাহাদের মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে। (ত, হো,)

পরিপুষ্ট হয়, অবশেষে স্বীয় পদোপরি দণ্ডায়মান হওতঃ কৃষকদিগকে পুলকিত করে, (তদ্রূপ মোসমমানদিগের অবস্থা) তাহাতে কাফেরগণ তাহাদের প্রতি ক্রোধ করে, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের সকলকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার দানে পরমেশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন *। ২৯। (র, ৪)

সুরা হোজরাত †।

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

১৮ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সম্মুখে তোমরা অগ্রবর্ত্তী হইও না, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা জ্ঞাতা। ১। হে বিশ্বাসিবৃন্দ, সংবাদবাহকের ধ্বনির উপরে স্বীয় ধ্বনিকে উন্নত করিও না, এবং তোমাদের পরস্পরের

---

* যেমন শস্যক্ষেত্রের ক্ষুদ্র চারা সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া কৃষকের মনে আনন্দ উৎপাদন করে, হজরত ও তাঁহার অনুগামিগণের অবস্থা তদ্রূপ। তাঁহাদের প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের অবস্থা দুর্ব্বল ছিল, সময়ে সবল হইল ও সবলভাবে স্থিতি কলিন, জগতের লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল। (ত, হো,)

† এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রতি উচ্চ কথা বলার ন্যায় তোমাদের ক্রিয়াপুঞ্জ বিফল না হয় উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি তোমরা কথা উচ্চ বলিও না, এবং তোমরা জানিতেছ না। ২। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের নিকটে স্বীয় ধ্বনিকে বিনম্র করে তাহারা ইহারা হয় যে পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা ও মহাপুরস্কার আছে *। ৩। নিশ্চয় যাহারা কুটীর সকলের পশ্চাদ্ভাগ হইতে তোমাকে ডাকে তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না। ৪। এবং যদি তাহাদের নিকটে তুমি আগমন করিবে পর্য্যন্ত তাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য মঙ্গল ছিল † । ৫। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমাদের নিকটে

---

* কয়সের পুত্র সাবেতের কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল, সে সর্ব্বদা হজরতের সঙ্গে তারস্বরে কথা বলিত, এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে সে গৃহে বসিয়া রোদন বিলাপ করিতে থাকে। হজরত এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, হে প্রেরিত পুরুষ, আমার কর্ণে ভার আছে, আমি তোমার সভাতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া থাকি, ভয় হইতেছে যে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। হজরত বলিলেন, "কল্যাণ সহকারে জীবিত থাকিতে ও কল্যাণ সহকারে প্রাণত্যাগ করিতে তুমি কি সম্মত নও? তুমি স্বর্গনিবাসীদিগের অন্তর্গত হও"। সাবেত বলিল, "এই সুসংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম, "আপনার সাক্ষাতে আমি আর কখন উচ্চধ্বনি করিব না।" "পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন," অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই সকল লোকের অন্তর সংসারাসক্তি নিবৃত্তির জন্য বিশুদ্ধ করিয়াছেন। (ত, হো,)

† হজরত এক দল সৈন্য কোন জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কতিপয় লোককে বন্দী করিয়া মদিনায় লইয়া আইসে, বনি তমিম বংশের এক দল যথা জালিসের পুত্র আক্‌রা ও হাজেবের পুত্র অতার এবং বদরের পুত্র জেরকান প্রভৃতি বন্দীদিগের পশ্চাতে মদিনায় মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া হজরতের কুটীরের বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে "হে মোহম্মদ, শাস্ত্র বাহির

কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক সংবাদ আনয়ন করে তবে অনুসন্ধান করিও, এরূপ না হয় যেন অজ্ঞানতা বশতঃ কোন দলে বিপদ উপস্থিত কর, পরে যাহা করিলে তৎসম্বন্ধে অনুতপ্ত হও *। ৬। এবং জানিও তোমাদের মধ্যে ঈরের প্রেরিত পুরুষ আছে, যদি অধিকাংশ কার্য্যে সে তোমাদের আজ্ঞাবহ হয় তবে তোমরা অবশ্য দুঃখে পড়, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস ভাল বাসেন ও তোমাদের অন্তরে তাহা সজ্জিত করিয়াছেন, এবং তোমাদিগের প্রতি অধর্ম্ম ও দুরাচার এবং অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করিয়াছেন,

---

হও. বন্দীদিগের সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য বিধান কর।" তখন হজরত নিদ্রিত ছিলেন, তিনি তাহাদের আহ্বানে জাগরিত হইয়া বাহিরে চলিয়া আইসেন, তাহাদের এক ব্যক্তিকে তিনি বন্দীদিগের প্রতি বিহিত বিধানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, সে অর্দ্ধ লোককে বন্দী রাখিয়া অর্দ্ধলোককে মুক্ত করিতে বলে। হজরত তাহাই করিলেন, এতদুপলক্ষে আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* হজরত মোহম্মদ মদিনা প্রস্থানের নবম বৎসরে অক্‌বার পুত্র অলিদকে মস্তলক পরিবারের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। পৌত্তলিকতার সময়ে মস্তলক পরিবারের সঙ্গে অলিদের বিরোধ ছিল। তাহারা অলিদের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুরাতন শত্রুতা পরিত্যাগ পুর্ব্বক নূতন প্রেমের সূত্রপাত করে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক যোগে বহুলোক অগ্রসর হয়। তাহারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে মনে করিয়া সে হজরতের নিকটে পলায়ন করিয়া চলিয়া যায়, এবং বলে মস্তলক পরিবার বিরোধী হইয়াছে এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং জকাত দানে অসম্মত হইয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন হজরত অলিদের পুত্র খালেদকে কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করেন। খালেদ যাইয়া দেখেন যে তাহারা সামাজিক উপাসনাদি মোসলমান ধর্ম্মের সমুদায় রীতি নীতি পালন করিতেছে, তিনি ফিরিয়া আসিয়া সবিশেষ হজরতকে নিবেদন করেন, তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ইহারাই তাহারা যে ঈশ্বরের কৃপা ও দান অনুসারে পথপ্রাপ্ত, এবং পরমেশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৭+৮। এবং যদি বিশ্বাসী-দিগের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে, পরে তোমরা উভয়ের মধ্যে সম্মিলন স্থাপন কর, অনন্তর যদি তাহাদের এক অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে, তবে যে অন্যায় করিয়াছে যে পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরের আজ্ঞার দিকে ফিরিয়া (না) আইসে সে পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর, পরে যদি ফিরিয়া আইসে তবে উভ-য়ের মধ্যে ন্যায়ানুসারে সন্ধিস্থাপন কর এবং বিচার কর, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারকদিগকে প্রেম করেন * । ৯। বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতা ইহা বৈ নহে, অতএব আপন ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে তোমরা সন্ধি স্থাপন কর এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, সম্ভবতঃ তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১০। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, এক দল অন্য দলকে যেন উপাহাস না করে, হয় তো তাহারা তাহাদিগ অপেক্ষা উত্তম হয় এবং নারীগণ অন্য নারীগণকে যেন (উপহাস না করে) হয়তো তাহারা তাহা-দিগ অপেক্ষা উত্তম হয়, এবং তোমরা অপনাদের প্রতি দোষা-রোপ করিও না, ও পরস্পরকে নীচ উপাধিযোগে ডাকিও না, বিশ্বাস লাভের পর উন্মার্গচারী (বলা,) দুর্নাম হয়, যাহারা পুন-র্ম্মিলিত না হইয়াছে, পরে ইহারাই সেই অত্যাচারী †। ১১।

---

* আবদুল্লারওযাহা ও এবন আবুর এই দুই জনের মধ্যে হজরতের সাক্ষাতে বিবাদ উপস্থিত হয়। গালি তিরস্কার বিরোধ আরম্ভ হইয়া পরে পরস্পর প্রহার ও যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে। উভয়কে সাহায্য দান করিতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বগণ দলবদ্ধ হইয়া মিলিত হয়, তাহাতেই এই আয়ত প্রকাশ পায়। (ত, হো,)

† তামিম পরিবারস্থ কতিপয় লোক, দীন দুঃখী বেলাল ও সোলমান এবং এমার ও হবাবের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিত তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বাহুল্য কল্পনা হইতে নিবৃত্ত থাক, নিশ্চয় কোন কোন কল্পনা পাপ, এবং অনুসন্ধান লইও না ও আপনাদের পরস্পরের দোষ গোপনে চর্ব্বণ করিও না, তোমাদের কোন ব্যক্তি কি আপন মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে? পরে তোমরা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর পুনর্ম্মিলনকারী দয়ালু *। ১২। হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃজন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায় ও

হয়। তোমরা আপনাদের প্রতি দোষারোপ করিও না, ও পরস্পরকে নীচ উপাধি যোগে ডাকিও না, অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতা, অতএব এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর প্রতি দোষারোপ করিলে নিজের প্রতি দোষারোপ করা হয়। মোসলমানকে ইহুদি বা ঈসায়ী ও বিশ্বাসীকে কপট বলা নীচ উপাধিযোগে ডাকা। (ত, হো,)

* হজরতের ধর্ম্মবন্ধুদিগের দুই ব্যক্তি আপনাদের আত্মীয় সোলমান নামক ব্যক্তিকে হজরতের নিকটে পাঠাইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হজরত আপনার অনুগত আসামার প্রতি অন্ন প্রদানের ভার অর্পণ করেন। আসামা বলেন আমার নিকটে কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী নাই। সোলমান ফিরিয়া আসিয়া হজরতের উক্ত পারিষদ দ্বয়কে তাহা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা গোপনে পরস্পর বলিতে থাকেন যে, সোলমান গভীর কূপে পদস্থাপন করিলে কূপ শুষ্ক হইয়া যায়। আসামার সম্বন্ধে বলেন যে "আসামার নিকটে অন্ন ছিল কিন্তু সে কৃপণতা করিয়াছে"। পরে তাঁহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যে, আসামা সত্য বলিয়াছে কি না? তাহার নিকটে অন্ন ছিল, না, খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া কৃপণতা করিয়াছে? পর দিন তাঁহারা হজরতের নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের দন্তের অভ্যন্তরে সদ্য মাংস খণ্ড দেখিতেছি। তাঁহারা বলিলেন আমরা মাংস ভক্ষণ করি নাই। হজরত বলিলেন, আমি খাদ্য মাংসের কথা বলিতেছি না, মনুষ্য মাংসের কথা বলিতেছি। তোমরা সোলমান ও আসামার মাংস ভক্ষণ করিয়াছ। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

পরিবার বিভক্ত করিয়াছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অধিক বিষয়বিরাগী লোক ঈশ্বরের নিকটে তোমাদের মধ্যে সমধিক গৌরবান্বিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ। ১৩। আরব্য যাযাবরগণ বলিল "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম;" তুমি বল "তোমরা বিশ্বাস কর নাই, কিন্তু বল এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, এবং এইক্ষণও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবেশ করে নাই, এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও তবে তিনি তোমাদিগের কর্ম্মপুঞ্জের কিছুই ন্যূন করিবেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু *। ১৪। যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তৎপর সন্দেহ করে নাই, এবং ঈশ্বরের পথে আপন ধন ও আপন জীবন দ্বারা সংগ্রাম করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসী ইহা বৈ নহে, ইহারাই তাহারা যে সত্যবাদী হয়। ১৫। তুমি বল, তোমরা কি স্বীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিতেছ? এবং পরমেশ্বর স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে জ্ঞাত আছেন, ও ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ১৬। তাহারা যে মোসলমান হইয়াছে তজ্জন্য তোমার প্রতি উপকার স্থাপন করিতেছে, তুমি বল আপন এস্‌লাম ধর্ম্মেতে তোমরা আমার প্রতি উপকার স্থাপন

---

* আসদ পরিবারের কতিপয় লোক মদিনায় আগমন করিয়া ধর্ম্মদীক্ষার বচন উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতেছিল "হে প্রেরিত পুরুষ, আরব্য লোক প্রত্যেকে একাকী তোমার নিকটে আসিয়াছে ও আমরা স্বজন ও সপরিবারে আসিয়াছি, অধিকাংশ আরব্য লোক তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, আমরা তাহা করি নাই। অতএব আমরা তোমার প্রতি বিশেষ উপকার স্থাপন করিয়াছি। এতদুপলক্ষে ঈশ্বর এইরূপ বলিতেছেন। (ত, হো,)

করিও না, বরং ঈশ্বর তোমাদের প্রতি উপকার স্থাপন করিতেছেন, যেহেতু যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে জানিও বিশ্বাস দ্বারা তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৭। নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্তের রহস্য জানিতেছেন এবং ঈশ্বর তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার দ্রষ্টা। ১৮ (র, ২)

সুরা কা *।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

৪৫ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কা, † মহৎ কোরাণের শপথ। ১। বরং তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে যেহেতু তাহাদের মধ্য হইতে ভয়প্রদর্শক তাহাদের নিকটে আগমন করিয়াছে, পরে ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিল "ইহা আশ্চর্য্য বিষয়। ২। কি আমরা যখন মরিব ও মৃত্তিকা হইয়া

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† 'কা' পরমেশ্বরের বা কোরাণের নাম বিশেষ। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক অর্থ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

যাইব তখন (পুনরুত্থিত হইব,) এই পুনর্গমন অসম্ভব। ৩। সত্যই মৃত্তিকা তাহাদিগের যাহা (যে অস্থি মাংস) বিনষ্ট করে তাহা আমি জ্ঞাত আছি, এবং আমার নিকটে স্মারক গ্রন্থ আছে। ৪। বরং তাহারা সত্যের প্রতি যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর তাহারা এক বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয় *। ৫। পরিশেষে তাহারা কি তাহাদের উপরিস্থ নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না? আমি তাহাকে কেমন নির্ম্মাণ করিয়াছি ও তাহাকে শোভিত করিয়াছি, এবং তাহার কোন ছিদ্র নাই। ৬। এবং তাহারা পৃথিবীর দিকে (কি দৃষ্টি করিতেছে না?) তাহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি ও তন্মধ্যে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে সর্ব্ববিধ আনন্দজনক (উদ্ভিদ) প্রত্যেক পুনর্ম্মিলনকারী দাসের দর্শন ও উপদেশের জন্য উৎপাদন করিয়াছি। ৭+৮। এবং আমি আকাশ হইতে শুভকর বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে তদ্দ্বারা উদ্যান সকল ও কর্ত্তন করার শস্যকণা এবং উন্নত খোর্ম্মাতরু যাহার স্তরে স্তরে ফল হয় দাসদিগের উপজীবিকা স্বরূপ উৎপাদন করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা মৃতনগরকে জীবিত করিয়াছি, এইরূপে (কবর হইতে) বহির্গমন হয়। ৯ × ১০ × ১১। তাহাদের পূর্ব্বে নুহীয় সম্প্রদায় ও রস্‌সনিবাসিগণ এবং সমুদ ও আদ জাতি এবং ফেরওণ ও লুতের ভ্রাতৃবর্গ এবং আয়কানিবাসিগণ ও তোব্বার সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, প্রত্যেকে প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি

* 'তাহারা এক বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়' অর্থাৎ কোরাণের বা হজরতের বিষয়ে তাহারা ক্ষিপ্ত তুল্য, তাহারা কখন কোরাণকে ইন্দ্রজাল কখন কবিতা, কখন মন্ত্র, হজরতকে কখন উন্মত্ত, কখন ভবিষ্যদ্বক্তা, কখন কবি বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর শাস্তির অঙ্গীকার প্রমাণিত হইল। ১২ X ১৩ X ১৪। অনন্তর আমি কি প্রথম সৃষ্টিতে কাতর হইয়াছিলাম, বরং তাহারা অভিনব সৃষ্টিবিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে। ১৫। (র, ১)

এবং সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছি ও তাহার মন তাহাকে যে মন্ত্রণা দান করে তাহা জ্ঞাত হই এবং আমি প্রাণের শিরা অপেক্ষা তাহার পক্ষে নিকটতর *। ১৬। (স্মরণ কর) যখন দুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে গ্রহণ করিতে থাকে †। ১৭। সে (মনুষ্য) কোন বাক্য উচ্চারণ করে না যে (তখন) তাহার নিকটে রক্ষক সমুপস্থিত নহে। ১৮। এবং মৃত্যুর মূর্চ্ছা সত্যতঃ আসিবে (তাহাকে বলিবে) ইহা তাহাই যাহাকে তুমি অবহেলা করিতেছিলে। ১৯। এবং সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে; দেবগণ বলিবে "ইহাই শাস্তির অঙ্গীকারের দিন"। ২০। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করিবে তাহার সঙ্গে পরিচালক ও সাক্ষী (আগমন করিবে)। ২১। (আমি বলিব) "সত্য সত্যই তুমি এ বিষয়ে সংবাদ রাখিতে না, অনন্তর আমি তোমা হইতে তোমার আবরণ উন্মোচন করিলাম, পরে অদ্য তোমার চক্ষু তীক্ষ্ণ হইল"। ২২। এবং

---

* প্রাণের শিরা সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার সমধিক নিকটবর্ত্তী, এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তদপেক্ষা ঈশ্বর মনুষ্যের অধিক নিকটবর্ত্তী। যেমন মনুষ্য যখন আপনাকে অন্বেষণ করে তখনই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরকে যখন অন্বেষণ করে তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

† এ স্থলে দুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী দুই স্বর্গীয় দূত, তাহারা মনুষ্যের দক্ষিণ ও বামে উপবিষ্ট থাকে ও তাহার বাক্য ও কার্য্য ইত্যাদি লিপি করে। (ত, হো,)

তাহার সহচর (দেবতা) বলিবে "এই তাহা যাহা (যে কার্য্যলিপি) আমার নিকটে উপস্থিত আছে"। ২৩। (আমি সেই দুই স্বর্গীয় দূতকে বলিব) "প্রত্যেক দুর্দ্দান্ত কল্যাণের বিরোধী সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরকে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করে নরকে নিক্ষেপ কর, অনন্তর কঠিন শাস্তির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ কর।" ২৪ + ২৫ + ২৬। তাহার সহচর বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক আমি তাহাকে বিপথগামী করি নাই, কিন্তু সে দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল" ।২৭। তিনি বলিবেন, " আমার নিকটে তোমরা বিরোধ করিও না, এবং বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি পূর্ব্বেই শাস্তির অঙ্গীকার করিয়াছি । ২৮। আমার নিকটে বাক্য পরিবর্ত্তিত করা হয় না এবং আমি দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহি"। ২৯। (র, ২)

(স্মরণ কর) যে দিন আমি নরকলোককে বলিব "তুমি কি (পাপী দ্বারা) পূর্ণ হইয়াছ ?" এবং সে কহিবে "কিছু অধিক আছে কি ?" ৩০। এবং ধার্ম্মিক লোকদিগের জন্য স্বর্গলোক অদূরে সন্নিহিত করা হইবে। ৩১। (আমি বলিব ইহা) সেই যাহা প্রত্যেক প্রত্যাবর্ত্তনকারী (ঈশ্বরের আজ্ঞা) প্রতিপালনকারীর জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে"। ৩২। যে ব্যক্তি অন্তরে ঈশ্বরকে ভয় করে এবং পুনর্ম্মিলনকারী অন্তরের সহিত উপস্থিত হয়। ৩৩। (আমি বলিব) "তোমরা সুখে ইহাতে প্রবেশ কর, ইহাই নিত্যবাসের দিন" । ৩৪। তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে এবং আমার নিকটে অধিক থাকিবে। ৩৫। এবং তাহাদের পূর্ব্বে আমি বহুমণ্ডলীকে বিনাশ করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগ অপেক্ষা বীরত্বে প্রবল ছিল, পরে নগর সকলের প্রতি তাহারা পথ অতিক্রম করিয়াছিল, (তাহাদের) কোন পলায়নের স্থান কি

ছিল ? * । ৩৬। নিশ্চয় ইহাতে যাহার অন্তর আছে সেই ব্যক্তির জন্য অথবা কর্ণকে যে স্থাপন করে এবং যে উপস্থিত থাকে তাহার জন্য উপদেশ আছে †। ৩৭। এবং সত্য সত্যই আমি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মর্ত্ত এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে সৃজন করিয়াছি এবং কোন ক্লান্তি আমাকে আশ্রয় করে নাই। ৩৮। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তৎপ্রতি তুমি (হে মোহম্মদ) ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও অস্ত-গমনের পূর্ব্বে ও রজনীতে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর, পরে সায়ং উপাসনান্তে তাঁহার স্তুতি কর এবং

---

* "তাহারা নগর সকলের প্রতিপথ অতিক্রম করিয়াছিল।" অর্থাৎ সেই সকল লোক বাণিজ্যার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। "তাহাদের কোন পলায়নের স্থান কি ছিল" অর্থাৎ ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায় এমন কোন আশ্রয় ভূমি তাহাদের জন্য ছিল না। যখন সংহারের আদেশ অবতীর্ণ হইল তখন কোন বস্তুই তাহাদিগকে রক্ষা করিল না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যাহার অন্তর চিন্তাশীল ও সচেতন এবং যে ব্যক্তি শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া বিশ্বাস সহকারে কর্ণকে উন্মুক্ত রাখে ও যে জন শ্রবণ কালে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উপস্থিত থাকে অর্থাৎ মনঃ সংযোগ করে, তাহার জন্য কোরাণে উপদেশ আছে। আরবের বিশ্বাসী লোককে অন্তঃকরণযুক্ত, হজরত মোহম্মদের গুণের সাক্ষী, গ্রন্থাধিকারী বিশ্বাসীদিগকে উপস্থিত লোক বলা যায়। কোরাণ শ্রবণের সময় এরূপ কর্ণ স্থাপন আবশ্যক যেন হজরতের মুখ হইতে শ্রবণ করা যাইতেছে, অনন্তর হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা আবশ্যক, তখন এরূপ ভাব হওয়া উচিত যেন জেব্রিল হইতে শ্রবণ করা হইতেছে, পরে তাহা অপেক্ষাও উন্নত অবস্থা আবশ্যক, শ্রোতার এরূপ ভাব হওয়া উচিত, যেন সে ঈশ্বর হইতে শুনিতেছে। ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। (ত, হো,)

প্রণাম সমূহের পরও (স্তুতি কর) *। ৩৯+৪০। এবং সেই দিন ঘোষণাকারী যে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ঘোষণা করিবে তুমি তাহা শ্রবণ করিও। ৪১+সেই দিন তাহারা সত্য মহাধ্বনি শ্রবণ করিবে, ইহাই (কবর হইতে) বাহির হইবার দিন। ৪২। নিশ্চয় আমি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করিয়া থাকি এবং (মৃত্যুর পর) আমার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন।৪৩।+সেই দিন তাহাদের উপর হইতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে, তাহারা সত্বর (বাহির হইবে) এই পুনরুত্থান আমার সম্বন্ধে সহজ। ৪৪। তাহারা যাহা বলিয়া থাকে আমি তাহা জানিতেছি এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ-কারী নও, অনন্তর যে ব্যক্তি শাস্তির অঙ্গীকারকে ভয় করে তুমি কোরাণ দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে থাক। ৪৫। র, ৩

সুরা জারেয়াত †।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

---

৬০ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বিকীরণ রূপে ধূলী বিকীর্ণকারী (বায়ুর) শপথ। ১। +

---

* এ স্থানে স্তুতি অর্থে নমাজ। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং রজনীতে, নমাজ পড়। "প্রণাম সমূহের পরও স্তুতি কর।" অর্থাৎ প্রণাম সকল করিয়াও নমাজ পড়। (ত, হো,)

† এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অনন্তর ভারবহনকারী বায়ুর শপথ ।২। অনন্তর ধীরে (নৌকা) সঞ্চালনকারী (বায়ুর শপথ)।৩। X অনন্তর বিষয়বিভাগকারী (বায়ুর শপথ) * ।৪। X নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতি যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা সত্য ।৫। X এবং নিশ্চয় বিচার সম্ভবনীয় ।৬। বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোকের শপথ † ।৭। নিশ্চয় তোমরা কথার মধ্যে বিরোধকারী ‡ ।৮। যে ব্যক্তি (কল্যাণ হইতে) নিবারিত হইয়াছে সে তাহা হইতে (কোরাণ হইতে) নিবারিত হইয়া থাকে ।৯। মিথ্যাবাদিগণ অভিশপ্ত হইয়াছে ।১০। X তাহারাই (মিথ্যাবাদী) যাহারা অজ্ঞানতাতে বিস্মৃত ।১১। X তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে কখন বিচারের দিন হইবে ।১২। যে দিবস তাহারা অগ্নিতে দণ্ডিত হইবে ।১৩। (আমি বলিব)

---

* বায়ুপুঞ্জসম্বন্ধে ঈশ্বর এই সকল শপথ করেন। প্রথমতঃ ধূলী উড়াইয়া যে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় ও মেঘ উৎপাদন করে তৎসম্বন্ধে শপথ। পরে মেঘ সকলকে বহন করিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার সম্বন্ধে শপথ। পরে বারি বর্ষণের প্রাক্‌কালে যে বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে শপথ। অনন্তর বিষয়বিভাগকারী অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মেঘ সকলকে সঞ্চালন করিয়া বারি বর্ষণে প্রবর্ত্তিত যে বায়ু তাহার শপথ। (ত, শা)

† বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোকের শপথ অর্থাৎ নক্ষত্র পুঞ্জের পরিভ্রমণের পথযুক্ত যে দ্যুলোক তৎসম্বন্ধে শপথ। কেহ কেহ বলেন এই বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোক সপ্তম স্বর্গ। ঈশ্বর এই সপ্তম স্বর্গের শপথ স্মরণ করিতেছেন। (ত, হো)

‡ অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে কথা হইলে তোমরা তাহাকে কখন কবি বল, কখন ঐন্দ্রজালিক কখন বা ভবিষ্যদ্বক্তা কখন ক্ষিপ্ত বলিয়া থাক। কোরাণের সম্বন্ধে কথা হইলে তাহাকে জাদুমন্ত্র, কবিতা ও কল্পিত বাক্য এবং প্রাচীন গল্প বলিয়া থাক। (ত, হো,)

[illegible] শাস্তি ভোগ করিতে থাক, তোমরা যে বিষয়ে ব্যগ্র হইতেছিলে ইহা তাহা। ১৪। নিশ্চয় ধার্ম্মিক লোকেরা স্বর্গোদ্যান ও প্রস্রবণ সকলের মধ্যে থাকিবে। ১৫। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহারা তাহার গ্রহণকারী হইবে, নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্ব্বে হিতকারক ছিল। ১৬। তাহারা রজনীর অল্পক্ষণ শয়ন করিত। ১৭। এবং প্রাতঃকালে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত। ১৮। এবং তাহাদের সম্পত্তিতে প্রার্থীদিগের ও ধনহীনদিগের স্বত্ব ছিল। ১৯। এবং পৃথিবীতে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ২০। এবং তোমাদের জীবনের মধ্যে (নিদর্শনাবলী আছে) অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না? ২১। এবং তোমাদের উপজীবিকা ও যাহা তোমাদের প্রতি অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা আকাশে আছে * । ২২। অনন্তর স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, যেমন তোমরা এই যে কথা বলিতেছ তদ্রূপ নিশ্চয় ইহা সত্য † । ২৩। (র, ১)

তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ) এব্রাহিমের গৌরবান্বিত অভ্যাগতদিগের বৃত্তান্ত সমুপস্থিত হয় নাই ‡ ? ২৪।

---

* অর্থাৎ তোমাদের জীবনোপায় শস্যাদির উৎপত্তির কারণ যে মেঘ তাহা আকাশে আছে। অপিচ তোমাদের প্রতি যে সকল পুরস্কার ও সম্পদ্দানের অঙ্গীকার করা হইতেছে তাহা সপ্তম স্বর্গে আছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরা যেমন কথা কহিতেছ তাহাতে সন্দেহ নাই, তদ্রূপ উপজীবিকাদানবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, নিশ্চয় সত্য। (ত, হো,)

‡ এব্রাহিমের সেই অভ্যাগতগণ একাদশ স্বর্গীয় দূত ছিলেন, তাঁহারা দুরাচার লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ

স্মরণ কর যখন তাহার নিকটে তাহারা প্রবেশ করিল তখন বলিল সলাম। সে কহিল সলাম (মনে মনে কহিল ইহারা) অপরিচিত দল। ২৫। অনন্তর সে আপন পরিজনের নিকটে চলিয়া গেল, পরে স্থূল গোবৎস কবাব আনয়ন করিল। ২৬। + অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহা উপস্থিত করিল, বলিল তোমরা কি ভক্ষণ কর না? ২৭। অনন্তর (তাহারা না খাইলে) সে তাহাদিগ হইতে অন্তরে ভয় পাইল, তাহারা বলিল তুমি ভয় করিও না; এবং তাহারা তাহাকে জ্ঞানবান্ পুত্রসম্বন্ধে সুসংবাদ দান করিল *। ২৮। পরে তাহার ভার্য্যা (বিস্ময় সূচক) শব্দে উপস্থিত হইল, অনন্তর আপন কপোলে (সবিস্ময়ে) চপেটাঘাত করিল এবং বলিল আমি বৃদ্ধা বন্ধ্যা হই। ২৯। তাহারা কহিল এরূপই

কেহ বলেন তাঁহারা জেব্রিল ও মেকায়িল এবং এস্রাফিল এবং জোকায়িল এই চারি জন স্বর্গীয় দূত ছিলেন। (ত, হো,)

* তৎকালে কাহার সঙ্গে কাহার শত্রুতা থাকিলে এক জন অন্য জনের বাটীতে আহারাদি করিত না। দেবগণ ভোজন না করিলে এব্রাহিম ভয় পাইলেন যে ইহারা বা চোর, তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে আসিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবগণ বলিলেন ভয় করিও না, আমরা ঈশ্বরের প্রেরিত। এব্রাহিম কহিলেন ইহা পূর্ব্বে কেন বল নাই, তাহা হইলে আমি এই গোবৎসকে তাহার মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া বধ করিতাম না। জেব্রিল সেই গোবৎস কবাবের উপরে আপন পালক স্থাপন করিলেন, তাহাতে গোবৎস জীবিত হইয়া উঠিল এবং কুর্দ্দন ও নিনাদ করিতে করিতে মাতার অভিমুখে ধাবিত হইল। এব্রাহিমপত্নী সারা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া এই অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। এব্রাহিম গোবৎসের জীবনপ্রাপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। দেবগণ পুনর্ব্বার কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, তোমার একটি জ্ঞানবান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে আমরা তাহার সুসংবাদ দান করিতেছি। (ত, হো)

(কিন্তু) তোমার প্রতিপালক যে নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় কৌশলময় ।৩০। সে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রেরিত পুরুষগণ, অনন্তর তোমাদের কি লক্ষ্য ? ৩১। তাহারা কহিল নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি ।৩২। + যেহেতু সীমালঙ্ঘনকারীদিগের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকটে প্রস্তরে পরিণত চিহ্নিত মৃত্তিকা তাহাদের প্রতি আমরা বর্ষণ করিব * ।৩৩ + ৩৪। অনন্তর তথায় বিশ্বাসীদিগের যে কেহ ছিল, তাহাদিগকে আমি বাহির করিলাম।৩৫। পরে বিশ্বাসীদিগের এক গৃহ ব্যতীত আমি প্রাপ্ত হই নাই †।৩৬। এবং যাহারা দুঃখকর শাস্তিকে ভয় করিয়া থাকে তাহাদের জন্য তথায় নিদর্শন রাখিলাম ।৩৭। এবং মুসাতে (নিদর্শন আছে) (স্মরণ কর) যখন আমি তাহাকে ফেরওণের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম।৩৮। অনন্তর (ফেরওণ) আপন বলে ফিরিয়া গেল, এবং উন্মত্ত বা ঐন্দ্রজালিক বলিল

---

* কথিত আছে যে, সেই সকল প্রস্তর শুভ্র ও কৃষ্ণরেখায় চিহ্নিত ছিল, অথবা যে প্রস্তরের দ্বারা যে ব্যক্তি নিহত হইবে সেই প্রস্তরে তাহার নাম অঙ্কিত ছিল। সেই সমুদায় প্রস্তরবর্ষণে লোক সকল নিহত হইলে উহা তাহাদের সম্পর্কিত কতকগুলি লোকের নিকটে উপস্থিত হয় যাহারা তখন নগরে ছিল না। বাস্তবিক প্রস্তরবর্ষণে নগরবাসী সমুদায় লোকের মৃত্যু হয় নাই। যখন এব্রাহিম জানিতে পাইলেন যে, ইহাঁরা মওত ফক্কাতে লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে যাইতেছেন, তখন তিনি আপন পুত্র লুতের জন্য চিন্তিত হইলেন। দেবতারা বলিলেন যে, তুমি চিন্তা করিও না, লুত ও তাঁহার কন্যাগণ রক্ষা পাইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ লুতের গৃহে কোন বিপদ হয় নাই, তাঁহা ব্যতীত সমুদয় অধিবাসী ও ধর্ম্মবিরোধী লোক সপরিবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

৩৯। পরে আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলাম, পরে তাহাদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিলাম, এবং সে তিরস্কৃত হইল। ৪০। এবং আদ জাতিতে (নিদর্শন আছে স্মরণ কর) যখন তাহাদের প্রতি নিষ্ফল বাত্যা প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৪১। তৎপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে এমত কিছুকেই ছাড়িল না যে তাহাকে জীর্ণ অস্থি তুল্য করে নাই। ৪২। এবং সমুদ জাতিতে (নিদর্শন আছে) (স্মরণ কর) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তোমরা ফল ভোগ করিতে থাক *। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপন প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হইল, পরে তাহাদিগকে মহা নিনাদ আক্রমণ করিল এবং তাহারা দেখিতেছিল। ৪৪। পরে তাহারা দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না এবং প্রতিফলদাতা হইল না। ৪৫। এবং পূর্ব্বে নুহীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা কুক্রিয়াশীল দল ছিল। ৪৬। (র, ২)

এবং স্বর্গ, তাহাকে আমি নিজ শক্তিতে নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান্। ৪৭। এবং পৃথিবী, তাহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি, অনন্তর আমি উত্তম প্রসারণকারী। ৪৮। এবং আমি প্রত্যেক পদার্থ দ্বিবিধ সৃজন করিয়াছি, ভরসা যে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৪৯। (প্রেরিত পুরুষ বলিতেছেন) পরিশেষে তোমরা ঈশ্বরের দিকে পলায়ন কর, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক হই। ৫০। এবং সেই ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্দ্ধারণ করিও না,

---

* অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত; আপন জীবনের ঐহিক সুখ ভোগ করিতে থাক। তিন দিবস পরে তাহারা শাস্তিগ্রস্ত হয়। (ত, হো,)

আমি তোমাদের জন্য তাঁহা হইতে স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক হই। ৫১। এইরূপ তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমন করে নাই যে তাহারা ঐন্দ্রজালিক বা ক্ষিপ্ত বলে নাই।৫২। তাহারা কি এ বিষয়ে পরস্পর নির্দ্দেশ করিয়াছে? বরং তাহারা দুর্দ্দান্ত দল *। ৫৩। অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাও, পরিশেষে তুমি তিরস্কৃত নও। ৫৪। এবং তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, পরে নিশ্চয় উপদেশ বিশ্বাসীদিগকে ফল বিধান করে। ৫৫। এবং আমাকে অর্চ্চনা করিবে এজন্য বৈ আমি মানব ও দানবকে সৃজন করি নাই। ৫৬। এবং তাহাদের নিকটে আমি কোন উপজীবিকা ইচ্ছা করি না এং ইচ্ছা করি না যে আমাকে তাহারা অন্ন দান করে। ৫৭। নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনিই জীবিকাদাতা দৃঢ় শক্তিশালী। ৫৮। নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের জন্য তাহাদের (পূর্ব্ববর্ত্তী) বন্ধুদিগের দণ্ডাংশের ন্যায় দণ্ডাংশ আছে; অনন্তর তাহারা যেন (তজ্জন্য) ব্যগ্র না হয়। ৫৯। অবশেষে যাহারা আপনাদের দিনসম্বন্ধে যাহা তাহাদের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের প্রতি ধিক্। ৬০। (র, ত)

---

* অর্থাৎ পুনরুত্থান হইবে না, পূর্ব্বতন লোকেরা কি পরস্পর এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে? তাহা নহে। (ত, হো,)

সূরা তুর *।

দ্বা-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

৪৯ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুর পর্ব্বতের শপথ। ১।+উন্মুক্ত পত্রে লিখিত গ্রন্থের শপথ। ২+৩।+কাবা মন্দিরের শপথ। ৪।+উন্নত ছাদ (গগনমণ্ডলের) শপথ। ৫।+পরিপূর্ণ সাগরের শপথ †। ৬।

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† তুর পর্ব্বত সায়না গিরি, যথায় মহাপুরুষ মুসা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ কোরাণ বা মুসা যে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা বা তওরয়ত অথবা স্বর্গে দেবতাদিগের জন্য যে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে তাহা। পরিপূর্ণ সাগর মহাসাগর অথবা বহরোল্ হয়ওয়ান নামক সমুদ্র যাহা সর্ব্বোচ্চ স্বর্গের নিম্নে আছে, সেই সমুদ্র হইতে চল্লিশ দিন অবিশ্রান্ত কবর সকলের উপর বারি বর্ষণ হইবে, প্রথম সুরধ্বনির পর বর্ষণ আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় সুরধ্বনিতে মৃতব্যক্তিগণ কবর হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বর্ষণ হইতে থাকিবে। অথবা পরিপূর্ণ সাগর অর্থে নরকলোক। এই কয়েকটি বচনের আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে তুর মানবাত্মা, এই মানবাত্মারূপ পর্ব্বতে বিবেক ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে, লিখিত গ্রন্থ বিশ্বাস, হৃদয়রূপ উন্মুক্ত পত্রে ঈশ্বরের দয়ারূপ লেখনী যোগে লিখিত। এস্থলে কাবামন্দির ঈশ্বর প্রেমিকদিগের অন্তঃকরণ, যাহা ঐশ্বরিক জ্যোতির আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, উন্নত ছাদ উন্নত লোকদিগের আত্মা, পরিপূর্ণ সাগর সেই অন্তঃকরণ যাহা প্রেমানন্দে সম্পন্ন হইয়াছে। (ত, হো,)

নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সম্ভবনীয়। ৭।+তাহার কোন নিবারণকারী নাই। ৮।+যে দিবস আকাশ বিকম্পনে বিকম্পিত হইবে। ৯।+এবং গিরিশ্রেণী বিচলনে বিচলিত হইবে। ১০।+অনন্তর সেই দিবস সেই মিথ্যাবাদীদিগের প্রতি আক্ষেপ। ১১।+যাহারা অযথা বাক্য কথনে আমোদ করিয়া থাকে। ১২। যে দিবস তাহারা নরকাগ্নির দিকে আহ্বানে আহূত হইবে। ১৩। (বলা হইবে) এই সেই অগ্নি যৎসম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে। ১৪। অনন্তর ইহা কি কুহক, অথবা তোমরা দেখিতেছ না। ১৫। ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, পরে ধৈর্য্য ধারণ কর বা ধৈর্য্যাবলম্বন না কর তোমাদের পক্ষে সমান, তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহার বিনিময় তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে ইহা বৈ নহে। ১৬। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ উদ্যান ও সম্পদের মধ্যে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাহারা আনন্দে থাকিবে এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা করিবেন। ১৭+১৮। (বলিবেন) তোমরা যে (সৎকর্ম্ম) করিতেছিলে তজ্জন্য সিংহাসন সকলের উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ভর দিয়া বসিয়া উপাদেয় পান ভোজন করিতে থাক এবং বিশালাক্ষী দিব্যাঙ্গনাদিগকে আমি তাহাদিগের পত্নী করিলাম। ১৯+২০। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাহাদের সন্তানগণ বিশ্বাসানুসারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে (স্বর্গলোকে) সম্মিলিত করিব ও তাহাদের কার্য্যের কিছুই ক্ষতি করিব না, প্রত্যেক মনুষ্য যাহা করিয়াছে তাহা সংরক্ষিত আছে। ২১। এবং আমি তাহাদিগকে ফল ও মাংস যাহা তাহারা ইচ্ছা করে তদ্দ্বারা সাহায্য দান করিব।

২২। তাহারা পরস্পর পানপাত্র তথায় আকর্ষণ করিবে, তন্মধ্যে প্রলাপ বাক্য ও পাপাচার হইবে না। ২৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের দাসগণ ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহারা যেন প্রচ্ছন্ন মুক্তা *। ২৪। এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকটে প্রশ্ন করত সমাগত হইবে। ২৫। তাহারা বলিবে "নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্ব্বে স্বীয় পরিজনের মধ্যে (শাস্তির ভয়ে) ভীত ছিলাম। ২৬। অনন্তর ঈশ্বর আমাদের প্রতি উপকার করিলেন, নরকের দণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন। ২৭। নিশ্চয় আমরা পূর্ব্বে তাঁহাকে আহ্বান করিতাম, নিশ্চয় তিনি উপকারী দয়ালু"। ২৮। (র, ১)

অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) উপদেশ দান করিতে থাক, পরে তুমি স্বীয় প্রতিপালকের দানসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তা নও এবং ক্ষিপ্ত নও। ২৯। বরং তাহারা বলিয়া থাকে, "সে কবি, আমরা তাহার সম্বন্ধে কালের দুর্ঘটনা প্রতীক্ষা করিতেছি"। ৩০। তুমি বল, "প্রতীক্ষা কর, অনন্তর নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের (এক জন)"। ৩১। তাহাদের বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহা আদেশ করে? তাহারা কি দুর্দ্দান্ত দল? ৩২।

---

* অর্থাৎ দাসগণ পবিত্র ভাবে সযত্নে স রক্ষিত মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল। হজরত মোহম্মদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে দাসগণ যদি এরূপ হয় তবে প্রভু কিরূপ হইবে? হজরত বলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের উপরে পূর্ণচন্দ্রের যে রূপ প্রাধান্য, দাসের উপরে প্রভুর সেই প্রকার প্রাধান্য। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অংশিবাদীদিগের সন্তানগণ স্বর্গলোকবাসীদিগের দাস ও তাহাদের ভার্য্যাগণ দিব্যাঙ্গনা হইবে। বিশ্বাসীদিগের সন্তানগণ পৃথিবীতে যে ভাবে পিতার সঙ্গে ছিল স্বর্গলোকেও সেই ভাবে থাকিবে। (ত, হো,)

তাহারা কি বলিয়া থাকে যে তাহাকে (কোরাণকে) রচনা করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৩। অনন্তর যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে উচিত যে এতৎসদৃশ বাক্য উপস্থিত করে। ৩৪। তাহারা কি অন্য কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হই-য়াছে? তাহারা কি সৃষ্টিকর্ত্তা? ৩৫। তাহারা কি স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৬। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার? তাহারা কি অধ্যক্ষ? ৩৭। তাহাদের জন্য কি (স্বর্গের) সোপান আছে যে তন্মধ্যে (আরোহণ করিয়া) (ঈশ্বরবাণী) শ্রবণ করিয়া থাকে? তবে উচিত যে তাহাদের শ্রোতা উজ্জ্বল প্রমাণ আনয়ন করে। ৩৮। তাঁহার জন্য কি কন্যা সকল ও তোমাদের জন্য পুত্রগণ আছে? ৩৯। তুমি কি তাহাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা কর? অনন্তর তাহারা বিনিময়ে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ৪০। তাহাদের নিকটে কি গুপ্তবাক্য আছে? অনন্তর তাহারা লিখিয়া থাকে। ৪১। তাহারা কি প্রবঞ্চনা ইচ্ছা করিয়া থাকে? অনন্তর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারাই প্রবঞ্চিত। ৪২। ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদের জন্য কি উপাস্য আছে? তাহারা যাহাকে অংশী নিরূপণ করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর পবিত্র। ৪৩। এবং তাহারা আকাশের এক খণ্ড পতিত দেখিলে বলিবে (ইহা) সম্বদ্ধ মেঘ। ৪৪। অনন্তর যে পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদের সেই দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাহাতে তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, সে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেও। ৪৫। + যে দিবস তাহাদিগের প্রতারণা তাহাদিগ হইতে কিছুই নিবারণ করিবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৪৬। এবং নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের জন্য এতদ্ভিন্ন শাস্তি আছে, কিন্তু তাহাদের

অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ৪৭। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর, অনন্তর নিশ্চয় তুমি আমার চক্ষুর নিকটে আছে, এবং (প্রাতঃকালে) গাত্রোত্থানের সময়ে ও রজনীর কিয়ৎকাল স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর পরে তাহার স্তব কর এবং তারকাবলী পশ্চাদ্গমন করিলে (স্তব কর)। ৪৮+৪৯। (র, ২)

সুরা নজম্ *।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

---

৬২ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নক্ষত্রের শপথ যখন পতিত হয় †। ১। + তোমাদের সহচর (মোহম্মদ) বিপথগামী হয় নাই, এবং পথ হারায় নাই। ২।

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ যে সকল নক্ষত্র পথিকদিগকে জলে ও স্থলপথে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে সেই সমস্ত নক্ষত্রের শপথ। অথবা হজরতের জন্মকালে যে বিশেষ নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তাহার শপথ। কিংবা এস্থলে নক্ষত্র অর্থে হজরত

এবং প্রবৃত্তি অনুসারে কথা বলে না। ৩। (তাহার প্রতি) যাহা প্রেরিত হয় তাহা প্রত্যাদেশ বৈ নহে। ৪। + দৃঢ় শক্তি-শালী রূপবান্ (জেব্রিল) তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, পরে সে (জেব্রিল) দণ্ডায়মান হইল। ৫ + ৬। + এবং সে উন্নত গগন-প্রান্তে ছিল। ৭। তৎপর নিকটে আসিল, পরে নামিয়া আসিল। ৮। অনন্তর দুই ধনুপরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল। ৯। পরে তাঁহার দাসের প্রতি সেই প্রত্যাদেশ করিল যে প্রত্যাদেশ করিল। ১০। যাহা দর্শন করিল (প্রেরিত পুরুষের) অন্তর তাহাকে মিথ্যা গণ্য করিল না *। ১১। অনন্তর তোমরা কি

মোহম্মদের দেহ যে মেরাজের রজনীতে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিল তাহার শপথ। (ত, হো,)

* জেব্রিলের এরূপ শক্তি ছিল যে তিনি লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি শহরস্তান নগরকে পৃথিবী হইতে উৎপাটন করিয়া স্বীয় পক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এক নিনাদে সমুদ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করিয়াছিলেন। 'জেব্রিল দণ্ডায়মান হইল" অর্থাৎ যে কার্য্যে তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অথবা স্বীয় প্রকৃত আকারে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি গগনপ্রান্তে উন্নত স্থানে উদয়াচলের নিকটে ছিলেন, হজরত তাঁহাকে দেখিতে পান। হজরত ব্যতীত অন্য কেহই জেব্রিলকে দিব্যাকৃতিতে দর্শন করে নাই। হজরত তাঁহাকে দুই বার দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম বারে তিনি তাঁহাকে মৌলিক আকারে দর্শন করিয়া অচৈতন্য হন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিতে পান যে জেব্রিল নিকটে উপবিষ্ট, এক হস্ত তাঁহার বক্ষে, এক হস্ত তাঁহার বাহুতে স্থাপন করিয়া আছেন। আরবের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে এই রীতি ছিল। দুই পক্ষে কোন অঙ্গীকার দৃঢ়বদ্ধ করিতে চাহিলে ধনুর্ব্বাণ সহ পরস্পর সম্মুখীনভাবে উপস্থিত হইত, এবং ধনুকে গুণ স্থাপন করিয়া একযোগে শরনিক্ষেপ করিত, তাহাতে এই বুঝাইত যে উভয় পক্ষে যথাবিধি যোগ স্থাপিত হইল।" "দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল" ইহার মর্ম্ম এই যে হজরতের সঙ্গে জেব্রিলের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইল। (ত, হো,)

(হে লোক সকল,) সে যাহা দেখিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিতেছে? ১২। এবং সত্য সত্যই সে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার সদরতোল্ মন্তহার নিকটে দেখিয়াছিল যাহার নিকটে আশ্রয় ভূমি স্বর্গোদ্যান *। ১৩+১৪+১৫। যখন সদ্‌রাকে যে আচ্ছাদন করিল সেই আচ্ছাদন করিল, তখন (প্রেরিত পুরুষের) দৃষ্টি বক্র হইল না এবং (লক্ষ্যকে) অতিক্রম করিল না। ১৬+১৭। সত্য সত্যই সে আপন প্রতিপালকের কোন মহা নিদর্শন দেখিয়াছিল। ১৮। অনন্তর তোমরা কি লাত ও গরি এবং অপর তৃতীয় মনাতকে দেখিয়াছ †? ১৯+২০। তোমাদের জন্য কি পুত্র ও তাঁহার জন্য কন্যা হয়? ২১। এইবিভাগ সেই সময়

---

* সদ্‌রতোল্ মন্তহা একটি বৃক্ষের নাম। মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্রিয়া সেই বৃক্ষ পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়, তাহাকে অতিক্রম করে না। প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদিগের মতে এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, হজরত সদর তোল মন্তহার নিকটে অন্তশ্চক্ষু যোগে পরমেশ্বরকে দুই বার দর্শন করিয়াছিলেন। সদরতোল মন্তহার নিকটে এক স্বর্গ আছে তাহা সাধুদিগের বিশ্রাম স্থান, অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত আত্মা সকলের আশ্রয়ভূমি। হজরত সেই স্থানে জেব্রিলকে বা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। জেব্রিলের ছয় লক্ষ পক্ষ, এক এক পক্ষ পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদ্‌রতোল মন্তহায় অসংখ্য দেবতার সমাগম হইয়াছিল। সেই বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রে এক এক দেবতা ছিলেন। কথিত আছে তাহার চতুস্পার্শ্বে দেবগণ সুবর্ণরঞ্জিত পতঙ্গপালের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। (ত, হো,)

† লাত প্রতিমা বিশেষ, গরি বৃক্ষবিশেষ। গতফান জাতি তাহাকে পূজা করে। মনাত প্রস্তরবিশেষ। ইজিল ও খজাআ জাতি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। অথবা তাহা প্রতিমা বিশেষ, যাহা কাববংশীয় লোকেরা পূজা করে। কাফেরদিগের সংস্কার এই যে প্রত্যেক প্রতিমার অভ্যন্তরে এক এক দৈত্য অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই দানবগণ বা দেবতা সকল ঈশ্বরের কন্যা। (ত, হো,)

অনুচিত হয়। ২২। ইহা কতক নাম বৈ নহে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে নামকরণ করিয়াছে, পরমেশ্বর এতৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই, তোমরা কল্পনা ও তোমাদের মন যাহা ইচ্ছা করে তাহার অনুসরণ বৈ করিতেছ না, এবং সত্য সত্যই তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রতিপালক হইতে ধর্ম্মালোক উপস্থিত হইয়াছে। ২৩। যাহা ইচ্ছা করে মনুষ্যের জন্য কি তাহা হয়? ২৪। অনন্তর ঈশ্বরেরই ইহলোক ও পরলোক। ২৫। (র, ১)

এবং আজ্ঞা হওয়ার পরে যাহার প্রতি পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন ও সম্মত হন সে ব্যতীত স্বর্গে অনেক দেবতা আছে যে তাহারা তাহাদের শফাঅতে কোন ফল বিধান করে না। ২৬। নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা দেবতাদিগকে কন্যার নামে নাম করণ করিয়া থাকে। ২৭। এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কল্পনাকে বৈ অনুসরণ করিতেছে না, এবং নিশ্চয় কল্পনা সত্যসম্বন্ধে কিছুই ফল বিধান করে না। ২৮। অনন্তর যে আমার প্রসঙ্গ হইতে মুখ ফিরাইয়াছে এবং পার্থিব জীবন বৈ আকাঙ্ক্ষা করে নাই তাহা হইতে তুমি (হে মোহম্মদ,) মুখ ফিরাও। ২৯। জ্ঞানসম্বন্ধে ইহাই তাহাদিগের সীমা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে তাহাকে তিনি উত্তম জানেন এবং যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে তিনি উত্তম জানেন। ৩০। এবং স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও ভূলোকে যে কিছু আছে তাহা ঈশ্বরেরই, যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে যে রূপ কার্য্য করিয়াছে তদনুরূপ তিনি তাহাদিগকে বিনিময় দান করিবেন ও যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদিগকে শুভ বিনিময় দান করিবেন। ৩১।

যাহারা সামান্য পাপ ভিন্ন মহা পাপ ও দুশ্চরিত্রতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রচুর ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদিগকে উত্তম জানেন, যে সময় তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন, ও যে সময় তোমরা আপন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ছিলে, অনন্তর তোমরা আপনাদের জীবনকে বিশুদ্ধ বলিও না, যে ব্যক্তি শুদ্ধাচরণ করিয়াছে তিনি তাহাকে উত্তম জানেন। ৩২। (র, ২)

অনন্তর যে ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছে ও অল্প দান করিয়াছে এবং কৃপণ হইয়াছে তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাকে দেখিয়াছ? *? ৩৩+৩৪। তাহার নিকটে কি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান আছে, অনন্তর সে (সমুদায়) দেখিতেছে? ৩৫। মুসার ও যে (প্রতিজ্ঞা) পূর্ণ করিয়াছিল সেই এব্রাহিমের পুস্তিকা সকলে যাহা আছে তাহার সংবাদ কি প্রদত্ত হয় নাই † ? ৩৬+৩৭+

---

* মখয়রার পুত্র অলিদ হজরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। কাফেরগণ ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বলে "তুই পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছিস ও তাঁহাদিগকে বিপথগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিস্"। সে উত্তর দান করে "কি করি, ঈশ্বরের শাস্তিকে ভয় করিতেছি" ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের এক জন বলে "এই পরিমাণ ধন যদি তুমি আমাকে দান কর, তবে তোমার প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইলে আমি তাহা বহন করিব।" অলিদ তাহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গীকার বদ্ধ হয়, কতক ধন প্রদান করে, অবশিষ্ট দানে কুণ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষেই এই আয়ত সমুদ্ভূত। (ত, হো,)

† এব্রাহিম স্বীয় জীবন সম্পত্তি ও সন্তান ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিতে যে অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, মুসা ও এব্রাহিমের পুস্তিকাতে যাহা লিখিত আছে দুর্ম্মতি অলিদ কি তাহার তত্ত্ব রাখে না? (ত, হো,)

এই যে কোন ভারবাহী অন্যের ভার উত্তোলন করে না। ৩৮।
এবং এই যে যাহা চেষ্টা করে তাহা বৈ মনুষ্যের জন্য নহে।
৩৯। এবং সে আপন চেষ্টাকে (চেষ্টার ফলকে) শীঘ্র (কেয়ামতে) দেখিবে। ৪০। তৎপর তাহাকে পুর্ণ বিনিময় প্রদত্ত হইবে। ৪১। +এবং এই যে তোমার প্রতিপালকের দিকেই সীমা। ৪২। +এবং এই যে তিনি হাসান ও কাঁদান। ৪৩। + এবং এই যে তিনি মারেন ও বাঁচান। ৪৪। +এবং এই যে তিনি দ্বিবিধ পুরুষ ও নারী (জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত শুক্র দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। ৪৫+৪৬। +এবং এই যে তাঁহার দিকেই দ্বিতীয় বার উৎপত্তি। ৪৭।+ এবং এই যে তিনিই ধনী করেন ও মুলধন প্রদান করেন। ৪৮। +এবং এই যে তিনিই শেঅরা নক্ষত্রের সৃষ্টি কর্ত্তা *। ৪৯। +এবং এই যে তিনি প্রথম আদ ও সমুদ জাতিকে সংহার করিয়াছেন, অনন্তর অবশিষ্ট রাখেন নাই †। ৫০ +৫১। +এবং পূর্ব্বে নুহীর সম্প্রদায়কে (সংহার করিয়াছেন) নিশ্চয় তাহারা সমধিক অত্যাচারী ও সমধিক সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। ৫২। এবং মওতফেকা নগরকে ভূতলশায়ী করি-

* দুইটি বিশেষ নক্ষত্রকে শেওরা বলে। একটির নাম গমিসা, অন্যটির নাম অবুর। আবুকিশা যে হজরতের জননীর এক জন পিতামহ ছিলেন, তিনি অবুর নক্ষত্রকে পূজা করিতেন ও পুতুল পূজায় কোরেশদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছেন। কোরেশগণ শত্রুতাবশতঃ হজরতকে আবু কিশার সন্তান বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

† আদজাতি যখন সংহার প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদের বংশীয় কতিপয় লোক মক্কাতে স্থিতি করিত, তাহাদিগকে লকিম গোষ্ঠী বলে। পরে তাহারা ধর্ম্মবিদ্রোহী হয়, তাহাদিগকে শেষ আদ ও পূর্ব্বোক্ত আদ জাতিকে প্রথম আদ বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

য়াছিলেন। ৫৩। + অনন্তর তাহাকে যাহা আচ্ছাদন করিয়াছিল আচ্ছাদন করিয়াছিল *। ৫৪। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের কোন্ সম্পদে তুমি (হে মনুষ্য,) সন্দেহ করিতেছ? ৫৫। এই (প্রেরিত পুরুষ) পূর্ব্বতন ভয়প্রদর্শকশ্রেণীর ভয়প্রদর্শক। ৫৬। নিকটে আগমনকারী (কেয়ামত) নিকটস্থ হইয়াছে। ৫৭। পরমেশ্বর ব্যতীত তাহার প্রকাশক নাই। ৫৮। অনন্তর তোমরা কি এই কথায় চমৎকৃত হইতেছ। ৫৯। + এবং হাস্য করিতেছ ও রোদন করিতেছ না? ৬০। এবং তোমরা আমোদ করিতেছ। ৬১। অনন্তর ঈশ্বরকে তোমরা প্রণাম কর ও তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে থাক। ৬২। (র, ত)

---

* মওতফেকা নগর লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান। নগরবাসিগণ অত্যন্ত দুরাচার ও উৎপীড়ক হইলে পর জেব্রিল নগরকে শূন্যমার্গে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ করে ও বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত প্রস্তররাশি বর্ষণ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। (ত, হো,)

সূরা কমর *।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

৫৫ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ও চন্দ্রমা বিভক্ত হইয়াছে †। ১। এবং যদি তাহারা নিদর্শন দর্শন করে তবে মুখ ফিরায় ও

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† একদিবস রাত্রিতে আবুজহল ও এক ইহুদি হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। আবুজহল বলে "হে মোহম্মদ, কোন অলৌকিক নিদর্শন আমাদিগকে প্রদর্শন কর, অন্যথা তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" হজরত জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি চাও, তখন আবুজহল বলে, মোহম্মদ, তুমি আমাদের জন্য চন্দ্রকে দ্বিধা বিভক্ত কর। ইহা শুনিয়া হজরত চন্দ্রমার প্রতি অঙ্গুলী সঙ্কেত করিলেন, তৎক্ষণাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, এক খণ্ড যথাস্থানে রহিল অপর খণ্ড দূরে স্থাপিত হইল। অতঃপর আবুজহল বলিল, এই দুইভাগকে সংযুক্ত কর, হজরত ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ সংযুক্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া ইহুদি এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু আবুজহল বলিল সে জাদুমন্ত্রে আমার দৃষ্টি ভ্রম জন্মাইয়াছে, বাস্তবিক চন্দ্র দ্বিখণ্ড হয় নাই। আবুজহল পরে এ বিষয় নানাস্থানের পথিক লোককে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা সকলেই বলে যে, অমুক রজনীতে আমরা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড দেখিয়াছি। কিন্তু এসকল দেখিয়া শুনিয়াও সে বিশ্বাস করে নাই। বরং বলে, মোহম্মদ প্রবল জাদুকর। কথিত আছে সে দিন দ্বিধা বিভক্ত

বলে (ইহা) চিরকালের জাদু। ২। এবং তাহারা অসত্যারোপ করে ও স্বেচ্ছার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক বিষয় নির্দ্ধারিত আছে *। ৩। এবং সত্য সত্যই তাহাদের নিকটে (পূর্ব্বতন) সংবাদ এই (কোরাণের) মধ্যে যে কিছু নিষেধ, উচ্চ বিজ্ঞান আছে পহুঁছিয়াছে, অনন্তর ভয়প্রদর্শন ফল প্রদান করে না। ৪ + ৫। অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, সেই দিবস আহ্বানকারী এস্রাফিল কোন গর্হিত বিষয়ের দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান করিবে। ৬। তাহাদের চক্ষু ভয়ে বিহ্বল হইবে, তাহারা কবর সকল হইতে বাহির হইয়া আসিবে, যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল আহ্বানকারীর দিকে ধাবিত, ধর্ম্মদ্রোহিগণ বলিবে এই কঠোর দিন। ৭ + ৮। তাহাদের পূর্ব্বে নুহীর সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর তাহারা আমার দাস (নুহের) প্রতি অসত্যারোপ করিল এবং (উপদেশ শ্রবণ হইতে লোকদিগকে) নিবারিত করিল। ৯। পরে সে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিল "নিশ্চয় আমি পরাভূত, অতএব প্রতিফল দান কর"। ১০। অনন্তর আমি বারিবর্ষণকারী আকাশের দ্বার সকল উন্মুক্ত করিলাম। ১১। + এবং ভূতল হইতে প্রস্রবণ সকল সঞ্চারিত করিলাম, অনন্তর পরিমিত জল কার্য্য সাধনে একত্রিত হইল। ১২। এবং তাহাকে আমি কীলক ও কাষ্ঠফলক সংযুক্ত নৌকার উপর

চন্দ্রমার ভিতর দিয়া হেরা পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়াছিল। চন্দ্রমা দ্বিখণ্ড হওয়া কেয়ামতের পূর্ব্ব লক্ষণ। (ত, হো,)

* কাফেরদিগের দুর্ভাগ্য ও ধার্ম্মিকদিগের সৌভাগ্য ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় নির্দ্ধারিত আছে। (ত, হো,)

চড়াইলাম। ১৩। যে জন কাফের হইয়াছে তাহাকে প্রতিফল দান করিতে আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহা চলিল। ১৪। এবং সত্য সত্যই আমি ইহাকে নিদর্শন রাখিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ১৫। অবশেষে আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন কেমন ছিল। ১৬। এবং সত্য সত্যই আমি কোরাণকে উপদেশের জন্য সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ১৭। আদ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন কেমন হইয়াছিল। ১৮। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি স্থির দুর্দ্দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৯। + উহা লোকদিগকে উৎখাত করিল যেন তাহারা উন্মূলিত খোর্ম্মাতরু ছিল। ২০। অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন কেমন ছিল। ২১। এবং সত্য সত্যই আমি উপদেশের জন্য কোরাণকে সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ২২। (র, ১)

সমুদ জাতি ভয়প্রদর্শকদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ২৩। অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল যে "আমরা কি আপনাদের এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? নিশ্চয় আমরা তখন উন্মত্ততা ও পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব। ২৪। আমাদের মধ্যে কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতারিত হইয়াছে? বরং সে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয়"। ২৫। কে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয় তাহারা কল্য জানিবে। ২৬। নিশ্চয় আমি তাহাদের পরীক্ষাস্বরূপ এক উষ্ট্রীর প্রেরণকারী, অনন্তর (বলিলাম হে সালেহ,) তুমি তাহাদিগকে প্রতীক্ষা কর ও ধৈর্য্যধারণ করিতে থাক। ২৭। এবং তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর যে তাহাদের মধ্যে (কূপের) জল বিভাগ করা হইয়াছে, জলের প্রত্যেক (অংশ) (তাহার অধিকারীর প্রতি)

উপস্থিত করা হইবে। ২৮। অনন্তর তাহারা আপন সঙ্গীকে ডাকিল, পরে আক্রমণ করিল, অবশেষে পদ ছিন্ন করিল *। ২৯। অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন কেমন ছিল। ৩০। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি একমাত্র নিনাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে (সেই ধ্বনিতে) তাহারা তৃণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। ৩১। এবং সত্য সত্যই আমি কোরাণকে উপদেশের জন্য সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ৩২। লুতীয় সম্প্রদায় ভয় প্রদর্শকগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ৩৩। নিশ্চয় আমি লুতের পরিজনের প্রতি ভিন্ন তাহাদের প্রতি প্রস্তর বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে (লুতের পরিজনকে) প্রাতঃকালে আপন সন্নিধানের কৃপা দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে তাহাকে এইরূপে আমি

---

* সমুদ জাতি প্রেরিত পুরুষ সালেহকে অগ্রাহ্য করে এবং তাঁহাকে প্রেরিতত্বের প্রমাণস্বরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলে। তিনি প্রার্থনা বলে, একটী উষ্ট্রীকে প্রস্তরের ভিতর হইতে বাহির করেন। একটি কূপের জল এইরূপ ভাগ করা হইয়াছিল যে, এক দিন সমুদ জাতি ও এক দিন তাহাদের গৃহপালিত পশু এবং এক দিন সেই উষ্ট্রী সেই জল পান করিত। এই অলৌকিক উষ্ট্রী বিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মস্‌দা ও কেদার নামক দুই ব্যক্তিকে সমুদগণ ডাকিয়া উষ্ট্রীকে বধ করিতে বলে। সে সেই উষ্ট্রীকে জলপান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে আক্রমণ করে। প্রথমতঃ মস্‌দা বাণ নিক্ষেপ করিয়া উষ্ট্রীর চরণ বিদ্ধ করে, পরে কেদার সঙ্কেত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া করবাল দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে এবং সমুদগণকে তাহার মাংস বিভাগ করিয়া দেয়। তখন উষ্ট্রীর শাবক সনো পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তিন বার শব্দ করে, পরে তথা হইতে স্বর্গে চলিয়া যায়। কথিত আছে, শাবকটি হত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন দিবস পরে সমুদজাতির উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বিনিময় দান করিয়া থাকি। ৩৪+৩৫। এবং সত্য সত্যই আমার আক্রমণ তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল, অনন্তর ভয় প্রদর্শনের প্রতি তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল। ৩৬। এবং সত্য সত্যই তাহারা তাহাকে তাহার অতিথির মধ্য হইতে ডাকিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদের চক্ষু বিলোপ করিয়াছিলাম, পরে (বলিয়াছিলাম) আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন আস্বাদন কর *। ৩৭। এবং সত্য সত্যই প্রাতঃকালে স্থায়ী শাস্তি তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইল। ৩৮। অনন্তর (আমি বলিলাম) আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন আস্বাদন কর। ৩৯। এবং সত্য সত্যই উপদেশের জন্য আমি কোরাণকে সহজ করিয়াছি, পরে কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ৪০। (র, ২)

এবং সত্য সত্যই ফেরওণের পরিজনের প্রতি ভয় প্রদর্শকগণ উপস্থিত হইয়াছিল। ৪১। তাহারা আমার সমগ্রনিদর্শনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রমের আক্রমণে আক্রমণ করিয়াছিলাম। ৪২। তোমাদের কাফেরগণ কি (হে কোরেশকুল,) ইহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তোমাদের জন্য কি ধর্ম্মপুস্তিকা সকলে উদ্ধারের (বিধি) আছে? ৪৩। তাহারা কি বলিয়া থাকে যে আমরা এক প্রতিহিংসাকারী

---

* সুশ্রী যুবা পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া লূতের নিকটে জেব্রিলাদি যে সকল দেবতা উপস্থিত হইয়াছিলেন, নগরের দুশ্চরিত্র লোকেরা সেই মানবরূপধারী দেবতাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য লূতকে ডাকিয়া অনুরোধ করিয়াছিল। লূত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তাহাতে তাহারা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। তখন জেব্রিল পক্ষাঘাতে তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলেন। (ত, হো,)

দল? ৪৪। শীঘ্র এই দলকে পরাস্ত করা যাইবে এবং পৃষ্ঠ ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যাইবে *। ৪৫। বরং কেয়ামত তাহাদের অঙ্গীকার ভূমি এবং কেয়ামত সুকঠিন ও সুতিক্ত। ৪৬। নিশ্চয় অপরাধিগণ পথভ্রান্তি ও ঈর্ষ্যার মধ্যে আছে। ৪৭। (স্মরণ কর) যে দিবস অনলে তাহারা অধোমুখে আকৃষ্ট হইবে (আমি বলিব) নরকের সংস্পর্শ আস্বাদন কর। ৪৮। নিশ্চয় আমি পরিমিত রূপে সমুদায় বস্তু সৃজন করিয়াছি। ৪৯। এবং আমার আজ্ঞা চক্ষুর পলকসদৃশ এক বার বৈ নহে। ৫০। এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদের সমধর্ম্মী দলকে সংহার করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশগ্রহীতা কি আছে? ৫১। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার প্রত্যেক বিষয় (কার্য্যলিপি) পুস্তিকায় আছে। ৫২। এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লিখিত আছে। ৫৩। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুগণ জলপ্রণালী ও উদ্যান সকলের মধ্যে শক্তিমান্ রাজার নিকটে সত্যের বাসস্থানে থাকিবে। ৫৪+৫৫। (র, ৩)

---

* অর্থাৎ সকলে রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। এই ব্যাপার বদরের যুদ্ধে হইয়াছিল। এই আয়ত হজরতের প্রেরিতত্ব ও কোরাণের সত্যতা বিষয়ে এক প্রমাণ। মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন, যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইল, তখন হজরত কহিলেন এই আয়তের মর্ম্ম কি বুঝিতে পারিলাম না। পরে হঠাৎ বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যে হজরত, বর্ম্ম পরিধান করিতেছেন, এবং বলিতেছেন "এই দলকে পরাস্ত করা যাইবে" ইহার মর্ম্ম কি অদ্য অবধারণ করিলাম। সে দিন শত্রুকুল হত ও বন্দী হইয়াছিল ও তাহাদের অনেক সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। (ত, হো,)

সূরা রহমাণ * ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

৭৮ আয়ত, ৩ রকু ।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

পরমেশ্বর কোরাণ শিক্ষা দিয়াছেন । ১+২ ।+মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন । ৩+৪ । সূর্য্য ও চন্দ্র নিয়মানুসারে ঘুরিতেছে । ৫ । তৃণ ও তরু নমস্কার করিতেছে † । ৬ । এবং আকাশ, তাহাকে তিনি উন্নমিত করিয়াছেন ও পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন যেন তোমরা (আদান প্রদানে) পরিমাণ বিষয়ে অতিক্রম না কর । ৭+৮ । এবং ন্যায়ানুসারে পরিমাণকে তোমরা ঠিক রাখিও এবং পরিমাণ খর্ব্ব করিও না । ৯ । এবং পৃথিবী, তাহাকে তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য সৃজন করিয়াছেন । ১০ ।+তথায় ফলপুঞ্জ ও খোর্ম্মাফলশালী খোর্ম্মাতরু এবং বিচালিযুক্ত শস্য কণা ও সুগন্ধি পুষ্প (আমি সৃজন করিয়াছি) । ১১+১২ । অনন্তর (হে পরি ও মানবগণ,) স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা দুইয়ে অসত্যারোপ

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

† তৃণ ও তরু নমস্কার করিতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে, অথবা ছায়াযোগে নমস্কার করিতেছে । (ত, হো,)

করিতেছ ? ১৩। দগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা যোগে তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৪। + এবং দৈত্যদিগকে অগ্নিশিখা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। ১৫। অনন্তর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ ? ১৬। তিনি দুই পূর্ব্ব ও দুই পশ্চিমের প্রতিপালক *। ১৭। অনন্তর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ ? ১৮। তিনি দুই সাগরকে মিলিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৯। + উভয়ের মধ্যে আবরণ আছে, এক অন্যকে অতিক্রম করে না †। ২০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২১। উভয় হইতে মুক্তা ও প্রবাল বহির্গত হয়। ২২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৩। সাগরেতে সঞ্চরণশীল পর্ব্বততুল্য নৌকাসকল তাঁহারই। ২৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৫। (র, ১)

যে কেহ ইহার উপর (পৃথিবী উপর) আছে সেই অনিত্য। ২৬। + এবং তোমার মহা গৌরব ও বদান্য প্রতিপালকের

---

* "দুই পূর্ব্ব" এক পূর্ব্ব সূর্য্যের উত্তরায়নে ও অপর পূর্ব্ব সূর্য্যের দক্ষিণায়নে নির্দ্দিষ্ট। এইরূপ "দুই পশ্চিম" এক পশ্চিম সূর্য্যের গতি অনুসারে শীতকালে ও অপর গ্রীষ্মকালে নির্দ্দিষ্ট। এই অয়নাদিতে পৃথিবীর পক্ষে অনেক মঙ্গল হয়। তাহা শস্যোৎপত্তি ও জীবের বিশ্রামাদির কারণ। (ত, হো,)

† দুই সাগর, পারস্যসাগর ও রোমীয়সাগর। এক দিকে উভয় সাগরের গর্ত্ত পরস্পর মিলিত। এক সাগরের জল মিষ্ট ও সুরস অপরের জল লবণাক্ত ও বিস্বাদ। কিন্তু দ্বীপ বা অন্য কোন আবরণ মধ্যে থাকা বশতঃ এক সাগরের জল অন্য সাগরের জলকে বিকৃত করিতে পারে না। (ত, হো,)

আনন নিত্য। ২৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ। ২৮। যে জন স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে সেই তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে, প্রতিদিন তিনি একাবস্থায় আছেন। ২৯। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ। ৩০। হে দনুজ ও মনুজ দল, শীঘ্রই তোমাদের জন্য আমি (বিচারে) প্রবৃত্ত হইব। ৩১। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৩২। হে মানব ও দানব-দল, যদি তোমরা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বহির্গত হইতে সক্ষম হও তবে বাহির হইয়া যাও, (ঈশ্বরের) পরাক্রম ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিবে না *। ৩৩। অনন্তর স্বীয় প্রতি-পালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ। ৩৪। তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধূম প্রেরিত হইবে, অনন্তর প্রতিহিংসা করিতে পারিবে না। ৩৫। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করি-তেছ? ৩৬। পরে যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে, তখন তাহা আরক্তিম চর্ম্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইবে। ৩৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করি-

---

* অর্থাৎ তোমারা যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু স্থিতি করিবে। তোমাদের হস্তে এমন কোন ক্ষমতা ও উপায় নাই যে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। কথিত আছে যে, কেয়ামতের দিন স্বর্গীয় দূতগণ পুনরুত্থিত লোকদিগের চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া এরূপ ঘোষণা করিতে থাকিবে যে "হে দৈত্য কুল ও মনুষ্যগণ, এই কেয়ামতের ভূমি, যদি সক্ষম হও বাহিরে যাও," কিন্তু তোমরা বাহির হইতে পারিবে না। (ত, হো,)

তেছ ? ৩৮। অবশেষে সেই দিবস দানব ও মানব স্বীয় অপ-রাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ৩৯। অনন্তর স্বীয় প্রতি-পালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৪০। পাপিগণ আপন লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইবে, পরে ললা-টের কেশযোগে ও পদযোগে গৃহীত হইবে *। ৪১। অন-ন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যা-রোপ করিতেছ ? ৪২। এই সেই নরক, পাপিগণ যাহাকে অসত্য বলিতেছিল। ৪৩। তাহারা তাহার (অগ্নির) মধ্যে ও উচ্ছ্ব-সিত উষ্ণোদকের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে। ৪৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করি-তেছ ? ৪৫। (র, ২)

এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের (সাক্ষাতে) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় পাইয়াছে তাহার জন্য দুই স্বর্গোদ্যান হয় *।৪৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যা-রোপ করিতেছ ? ৪৭। সেই দুই (উদ্যান) বহুতর শাখাযুক্ত। ৪৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা

* অর্থাৎ পাপীদিগকে তাহাদের মলিন মুখ ও শোক দুঃখের অবস্থা দেখিয়া চেনা যাইবে। কেশাকর্ষণ করিয়া কখন তাহাদিগকে নরকে টানিয়া লওয়া যাইবে, কখন বা চরণ ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিচারকে ভয় ও পাপ পরিত্যাগ করে তাহাকে দুইটি স্বর্গোদ্যান দেওয়া যাইবে। একটির নাম উদ্যান অদন, অপরটির নাম উদ্যান নইম। কথিত আছে যে, এক উদ্যানে ঈশ্বরভীরু মনুষ্যের জন্য অপরটি ঈশ্বর ভীরু দৈত্যদিগের জন্য হইবে। প্রত্যেক উদ্যানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার শত বৎ-সরের পথ, এবং প্রত্যেকের ভিতরে সুরম্য আগার, সুরস ও সুদৃশ্য ফল, রূপ-বতী দিব্যাঙ্গনা সকল আছে। (ত, হো,)

অসত্যারোপ করিতেছ ? ৪৯। সেই দুই (উদ্যান) মধ্যে দুই জল প্রণালী প্রবাহিত। ৫০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৫১। সেই দুয়ের মধ্যে সমুদায় ফল দুই প্রকার আছে *। ৫২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৫৩। তাহারা ফর্শ আসনে (পীন উপাধানে) পৃষ্ঠ স্থাপন কারী হইয়া (বসিবে) তাহার (ফর্শের) কৌষেয় আচ্ছাদন হইবে এবং উভয় উদ্যানের ফল পুঞ্জ (তাহাদের) নিকটে থাকিবে। ৫৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৫৫। তথায় (প্রাসাদাদিতে) (লজ্জাবশতঃ) অপ্রশস্তলোচনা অঙ্গনাগণ থাকিবে, তাহাদের পূর্ব্বে মনুষ্য ও দৈত্য তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। ৫৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৫৭। তাহারা (দিব্যাঙ্গনাগণ) ইয়াকুতমণি ও প্রবাল স্বরূপ। ৫৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমার অসত্যারোপ করিতেছ। ৫৯। শুভ কর্ম্মের বিনিময় শুভ বৈ নহে। ৬০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যরোপ করিতেছ ? ৬১। এবং সেই দুই ভিন্ন (আরও) দুই স্বর্গোদ্যান হয়। ৬২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৬৩। সেই দুই (উদ্যান) অতিশয় হরিৎ। ৬৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ

---

* অর্থাৎ এক প্রকার ফল আছে যাহা পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যবিধ অভিনব ফল আছে যাহা কখন নয়নগোচর হয় নাই। (ত, হো,)

করিতেছ? ৬৫। তাহাদের ভিতরে দুই বেগবতী পয়ঃপ্রণালী হয়। ৬৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্য আরোপ করিতেছ? ৬৭। সেই দুই (উদ্যানের) মধ্যে ফলপুঞ্জ ও খোর্ম্মা এবং দাড়িম্ব তরু হয়। ৬৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৯। তথায় উত্তমা সুন্দরী নারীগণ হয়। ৭০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন সম্পদের প্রতি তোমারা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭১। দিব্যাঙ্গনাগণ পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে (বরের জন্য) লুক্কায়িত। ৭২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৩। তাহাদের পূর্ব্বে মনুষ্য ও দৈত্য তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। ৭৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৫। তাহারা হরিদ্বর্ণ উপাধানের উপর পৃষ্ঠ স্থাপন করিবে ও উৎকৃষ্ট আসনে বসিবে। ৭৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৭। তোমার মহিমান্বিত ও মহাবদান্য প্রতিপালকের নাম শুভজনক। ৭৮। (র, ৩)

সুরা ওয়াকেয়া *।

ষড়্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

---

৯৬ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(স্মরণ কর) যখন সঙ্ঘটনীয় (কেয়ামত) ঘটিবে। ১।+তাহা ঘটিবার সময় কোন অসত্য বক্তা নাই। ২। (সেই দিন) এক দলের অবনমনকারী এক দলের উন্নমনকারী ।৩ + (স্মরণ কর) যখন পৃথিবী বিকম্পনে বিকম্পিত এবং পর্ব্বতপুঞ্জ বিচূর্ণনে বিচূর্ণিত হইবে। ৪+৫।+তখন ধূলী বিক্ষিপ্ত হইবে। ৬।+এবং তোমরা তিন প্রকার হইবে। ৭। অনন্তর দক্ষিণদিকের লোক, দক্ষিদিকের লোক কি? ৮। এবং বামদিকের লোক, বামদিকের লোক কি? ৯। অগ্রগামিগণ, অগ্রগামী † । ১০।

---

* এই সুরা মক্কাকে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† আদমের ঔরসজাত যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণের সময় দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলেন তাঁহারা দক্ষিণ দিকের লোক, অথবা সেই দিবস যাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে কার্য্যলিপি অর্পিত হইবে তাঁহারা দক্ষিণ দিকের লোক, মহা ভাগ্যবান্। তাঁহারা স্বর্গোদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিবেন, এবং আদমের ঔরসজাত যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণের সময়ে তাঁহার বাম পার্শ্বে ছিল তাহারা বাম দিকের লোক, অথবা সেই দিবস যাহাদিগের বাম হস্তে কার্য্য লিপি অর্পিত হইবে তাহারা বাম দিকের লোক, দুর্ভাগ্যবান্, তাহারা নরকে স্থিতি করিবে। নরক স্বর্গের বাম

ইহারাই সম্পদের উদ্যান সকলে সন্নিহিত। ১১+১২। পূর্ব্ব-বর্ত্তী লোকদিগেয় একদল এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগের অল্পাংশ *। ১৩+১৪। সুবর্ণ খচিত সিংহাসন সকলের উপরে থাকিবে। ১৫ + তাহার উপরে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া (পীনোপধানে) পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিবে। ১৬। তাহাদের নিকটে নিত্যস্থায়ী বালক (ভৃত্য) গণ আবখোরা ও আফ্‌তাবা এবং নির্ম্মল সুরার পানপাত্র সহ ঘুরিতে থাকিবে। ১৭+১৮। +তদ্দ্বারা চৈতন্য-বিলোপ ও শিরঃপীড়া হয় না। ১৯। + এবং সেই ফলপুঞ্জ যাহা তাহারা মনোনীত করিবে এবং সেই পক্ষিমাংস যাহা তাহারা ইচ্ছা করিবে (তৎসহ ভৃত্যগণ গমনাগমন করিবে)। ২০ + ২১। এবং বিশালাক্ষী দিব্যাঙ্গনাগণ থাকিবে ।২২। + তাহারা প্রচ্ছন্ন মুক্তাসদৃশ। ২৩। তাহারা (সাধুগণ) যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় (আমি দিব)। ২৪। তথায় তাহারা "সলাম" "সলাম" কথিত হওয়া ব্যতীত নিরর্থক বাক্য ও পাপ বাক্য শ্রবণ করিবে না। ২৫+২৬। এবং দক্ষিণদিকের লোক, দক্ষিণদিকের লোক কি? ২৭। তাহারা কণ্টকহীন বদরীতরু এবং ফলপূর্ণ মোজ বৃক্ষের তলে ও প্রসারিত ছায়াতে থাকিবে। ২৮+২৯+ ৩০।+নিপতিত বারি এবং অচ্ছেদ্য ও অনির্ব্বার্য্য প্রচুর ফলের

পার্শ্বে স্থিত। ধর্ম্মেতে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা অগ্রগামী, যথা ফরওণের বিশ্বাসী-পরিজন ও আবুবেকর এবং আলি অথবা যাহারা কোরাণের অধিকারী কিংবা যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রগামী, তাহারা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গে যাইবে। (ত, হো,)

* পূর্ব্ববর্ত্তী লোক অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী মুহা এব্রাহিম প্রভৃতি পেগাম্বরবর্গের মণ্ডলীয় লোক অধিক, পশ্চাদ্বর্ত্তী কেবল হজরত মোহম্মদের মণ্ডলীর লোক। (ত, হো,)

মধ্যে থাকিবে। ৩১+৩২+৩৩+এবং উন্নত ফর্শ আসনে থাকিবে। ৩৪। নিশ্চয় আমি একপ্রকার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে (দিব্যাঙ্গনাগণকে) সৃষ্টি করিয়াছি। ৩৫। অনন্তর তাহাদিগকে আমি কুমারী করিয়াছি। ৩৬। দক্ষিণদিকের লোকদিগের জন্য সমবয়স্কা ও প্রেমিকা করিয়াছি *। ৩৬। (র, ১)

পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের এক দল এবং পশ্চাদ্বর্ত্তীলোকদিগের এক দল †। ৩৭+৩৮। + এবং বামদিকের লোক সকল, বাম-

---

* তেত্রিশ বৎসর বয়সের সমুদায় কন্যাগণ সমবয়স্কা, তাহাদের স্বামিগণও এই বয়সপ্রাপ্ত। বালিকাদিগকে স্বর্গে আনয়ন করা হইলে উপরিউক্ত বয়স পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। বৃদ্ধাদিগকেও এই বয়ঃক্রমে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। কোন নারী পৃথিবীতে স্বামী গ্রহণ করিয়া না থাকিলে কোন এক স্বর্গবাসীর ভার্য্যা করিয়া দেওয়া যাইবে। যদি স্বামী থাকে কিন্তু স্বামী স্বর্গবাসী নয় তবে অন্য কোন স্বর্গবাসীর প্রতি সেই নারী প্রদত্ত হইবে, এবং যদি স্বামী স্বর্গবাসী হয় তবে পুনর্ব্বার তাহারই হস্তে অর্পিত হইবে। একাধিক স্বামী থাকিলে শেষ স্বামীই স্বর্গে স্বামী বলিয়া পরিগণিত হইবে। (ত, হো,)

† যখন "পশ্চাদ্বর্ত্তী দলের অল্প" এই আয়ত অবতীর্ণ হয় তখন ওমর অশ্রুপূর্ণ লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমরা তোমার অনুগত ও তোমার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছি, এ কি, আমাদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত উদ্ধার পাইবে না।" তাহাতেই "পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের এক দল ও পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকদিগের এক দল" এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। হজরত এই আয়ত পাঠ করিলে ওমর সন্তুষ্ট হন। হজরত বলেন "আদম হইতে আমার সময় পর্য্যন্ত এক দল ও আমাহইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত এক দল উদ্ধার পাইবে। স্বর্গবাসীদিগের একশত বিংশতি শ্রেণী হইবে এবং তাহার ৬০ ষাট শ্রেণী আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত।" এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে হজরতের অনুবর্ত্তী মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি চিরকালের জন্য নরকবাসী হইবে না। (ত, হো,)

দিকের লোক কি? ৩৯। উষ্ণ বায়ু উষ্ণোদকের মধ্যে এবং ধূম যাহা শীতল ও সম্মান্য নয় তাহার ছায়ায় থাকিবে। ৪০+৪১+৪২। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্ব্বে আমোদে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ৪৩। এবং মহা পাপে নিয়ত স্থিতি করিতেছিল। ৪৪+৪৫। এবং বলিতেছিল "কি যখন আমরা মরিব ও মৃত্তিকা হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জ হইব তখন কি নিশ্চয় আমরা সমুত্থিত হইব? অথবা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষগণ (সমুত্থিত হইবে?) ৪৬+৪৭+৪৮। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকগণ নিরূপিত দিনে এক সময়েতে একত্রীকৃত হইবে। ৪৯। তৎপর নিশ্চয় তোমরা হে বিপথগামী ও অসত্যারোপকারিগণ, অবশ্য জকুম তরুর (ফল) ভক্ষণ করিবে। ৫০+৫১।+অনন্তর তদ্দ্বারা উদরপূর্ণকারী হইবে। ৫২। পরে তাহার উপরে উষ্ণোদক পান করিবে। ৫৩। অবশেষে তৃষ্ণার্ত্ত উষ্ট্রের পানের ন্যায় পানকারী হইবে। ৫৪। বিচারের দিবসে ইহাই তাহাদের আতিথ্যোপহার। ৫৫। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না? ৫৬। অবশেষে যাহা জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয় তোমরা কি তাহা দেখিয়া থাক? ৫৭। তোমরা কি তাহা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টিকর্ত্তা? ৫৮। আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং আমি তোমাদের সদৃশ অন্য দলকে (তোমাদের স্থানে) পরিবর্ত্তিত করিতে ও তোমরা জ্ঞাত নয় এমন স্থানে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে কাতর নহি। ৫৯+৬০। এবং সত্য সত্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি জ্ঞাত হইয়াছ, তবে কেন উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৬১। যাহা তোমরা বপন কর অনন্তর তাহা কি তোমরা দেখ? ৬২। তোমরা কি অঙ্কুর উৎপাদন কর? না, আমি

অঙ্কুর উৎপাদক। ৬৩। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি, পরে তোমরা বিস্মিত হও। ৬৪। (বল) "নিশ্চয় আমরা প্রতিফলপ্রাপ্ত। ৬৫। + বরং আমরা বঞ্চিত"। ৬৬। অনন্তর তোমরা কি সেই জল দেখিয়াছ যাহা পান করিয়া থাক? ৬৭। তোমরা কি তাহা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ? অথবা আমি বর্ষণ কারী? ৬৮। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহা বিস্বাদ করিতে পারি, অনন্তর তোমরা কেন ধন্যবাদ করিতেছ না? ৬৯। পরে সেই অগ্নি দেখিয়াছ যাহা প্রজ্বলিত করিয়া থাক? ৭০। তোমরা কি তাহার বৃক্ষকে সৃষ্টি করিয়াছ, অথবা আমি সৃষ্টি কর্ত্তা? ৭১। আমি পথিকদিগের জন্য তাহাকে উপদেশ ও লাভস্বরূপ করিয়াছি। ৭২। অনন্তর স্বীয় মহা প্রতিপালকের নামের স্তব করিতে থাক। ৭৩। (র, ২)

অবশেষে নক্ষত্রমণ্ডলীর নিপাতভূমিসম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি *। ৭৪। + এবং নিশ্চয় ইহা মহা শপথ যদি তোমরা বুঝিতে পার। ৭৫। + নিশ্চয় ইহা গৌরবান্বিত কোরাণ। ৭৬। + গুপ্তগ্রন্থে (স্বর্গস্থ গ্রন্থে) স্থিত। ৭৭। + পবিত্র পুরুষগণ ব্যতীত ইহাকে স্পর্শ করে না। ৭৮। নিখিল জগতের প্রতিপালক হইতে (ইহা) অবতারিত। ৭৯। অনন্তর তোমরা কি এই বাণীর প্রতি অগ্রাহ্যকারী। ৮০। + এবং আপনাদের (লভ্যাংশ) এই কর যে তোমরা অসত্যারোপ করিয়া থাক। ৮১। অনন্তর কেন যখন প্রাণ কণ্ঠে উপস্থিত হয় ও তোমরা তখন দেখিতে

---

* এ স্থলে নক্ষত্রাবলী অর্থে কোরাণের বাক্যাবলী, নিপাতভূমি অর্থে হজরতের পবিত্র অন্তঃকরণ। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। (ত, হো,)

পাও না। ৮২+৮৩।+এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তৎসঙ্গে নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। ৮৪। অনন্তর যদি তোমরা দণ্ডার্হ না হও তোমরা সত্যবাদী হইলে তবে কেন তাহাকে (আত্মাকে) ফিরাইয়া লও না। ৮৫+৮৬। অবশেষে কিন্তু যদি সে মৃত ব্যক্তি (ঈশ্বরের) সান্নিধ্যবর্ত্তীদিগের (অন্তর্গত) হয় তবে আরাম ও সুগন্ধি পুষ্প এবং সম্পদের উদ্যান আছে। ৮৭+৮৮+৮৯। এবং যদি কিন্তু দক্ষিণদিকের লোক হয় তবে তোমার প্রতি (স্বর্গলোক,) দক্ষিণদিকের লোকের সলাম আছে। ৯০+৯১। এবং যদি কিন্তু বিপথগামী ও অসত্যারোপকারীদিগের অন্তর্গত হয় তবে উষ্ণোদকের আতিথ্যোপহার এবং নরকে প্রবেশ ৯২+৯৩+৯৪। নিশ্চয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। ৯৫। অনন্তর তুমি স্বীয় প্রতিপালকের মহা নামের স্তব কর। ৯৬। (র, ৩)

সূরা হদিদ *।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

২৯ আয়ত, ৪ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহা স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরকে স্তব করিতেছে এবং তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ১। তাঁহারই স্বর্গ ও পৃথিবীর

পাও না। ৮২+৮৩।+এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তৎসঙ্গে নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। ৮৪। অনন্তর যদি তোমরা দণ্ডার্হ না হও তোমরা সত্যবাদী হইলে তবে কেন তাহাকে (আত্মাকে)

রাজত্ব, তিনি বাঁচান ও মারেন, এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্ ২। তিনি (সর্ব্বাপেক্ষা) প্রথম ও অন্তিম ও বাহ্য এবং গুপ্ত, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ৩। তিনিই যিনি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন, তৎপর উচ্চ স্বর্গের উপরে স্থিতি করিয়াছেন, পৃথিবীতে যাহা উপস্থিত হয় ও যাহা তাহা হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং যাহা আকাশ হইতে অবতারিত হয় ও যাহা তথায় সমুত্থিত হইয়া থাকে জ্ঞাত হন, এবং যে স্থানে তোমরা থাক তিনি তথায় তোমাদের সঙ্গে থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দ্রষ্টা। ৪। স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁহারই, এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকল প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ৫। তিনি রাত্রিকে দিবার মধ্যে প্রবিষ্ট করেন ও দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন, এবং তিনি অন্তরের রহস্যবিদ্। ৬। তোমরা (হে লোক সকল,) ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং যে বিষয়ে তোমাদিগকে তিনি উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাক, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও (সদ্) ব্যয় করিয়াছে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। ৭। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না? তিনি তোমাদিগকে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ডাকিতেছেন, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে সত্যই তোমাদিগ হইতে তিনি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। ৮। তিনি যিনি স্বীয় দাসের প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রেরণ করেন যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির করে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপাবান্ দয়ালু। ৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে ঈশ্বরের পক্ষে ব্যয় করিতেছ না? এবং

স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকার ঈশ্বরেরই, যে ব্যক্তি জয়লাভের পূর্ব্বে দান করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে সে তোমাদের তুল্য নয়, ইহারা পদানুসারে যাহারা পশ্চাৎ ব্যয় করে ও যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং পরমেশ্বর প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন ও তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১০। (র, ১)

সে কে যে ঈশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করে? অনন্তর তিনি তাহার জন্য দ্বিগুণ করেন এবং তাহার নিমিত্ত মহা পুরস্কার আছে *। ১১। (স্মরণ কর) যে দিন তুমি (হে মোহম্মদ,) বিশ্বাসী পুরুষ বিশ্বাসিনী নারীদিগকে দেখিবে যে তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে সঞ্চরণ করিতেছে (বলা হইবে) "তোমাদের প্রতি সুসংবাদ, অদ্য স্বর্গোদ্যান সকল (তোমাদের জন্য) উহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তোমরা চিরবাসী হইবে, ইহাই সেই মহা কৃতার্থতা," †। ১২। যে দিবস কপট পুরুষ ও কপট নারীগণ বিশ্বাসী-দিগকে বলিবে "আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমাদের জ্যোতি হইতে আমরা জ্যোতি আকর্ষণ করিব;" বলা হইবে "তোমরা আপনাদের পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া যাও, পরে জ্যোতি অন্বেষণ কর;"

---

*। এস্থলে ঈশ্বরকে ঋণদানের অর্থ ধর্ম্মযুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। যাহারা যুদ্ধে অর্থ দান করিয়া থাকে তাহারা পরলোকে তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে। (ত, শা,)

†। কেয়ামতের সময় ধার্ম্মিক লোক সকল যখন সরাত পোলের উপর দিয়া গমন করিবে তখন ভয়ানক অন্ধকার হইবে। বিশ্বাসের আলোক তাহাদের সঙ্গে অগ্রে অগ্রে চলিবে এবং দক্ষিণ দিকে যে সৎকার্য্য সকল সঞ্চিত হয় সেই দিকে আলোক সঞ্চারিত হইবে। (ত, শা,)

অনন্তর তাহাদের মধ্যে এক প্রাচীর স্থাপিত হইবে, তাহার এক দ্বার থাকিবে, তাহার (প্রাচীরের) অভ্যন্তর ভাগে কৃপা ও তাহার বহির্দ্দেশে তাহাদের সম্মুখ দিকে শাস্তি থাকিবে *। ১৩। তাহারা তাহাদিগকে (বিশ্বাসীদিগকে) ডাকিয়া বলিবে " আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?" তাহারা বলিবে " হাঁ, কিন্তু তোমরা আপনাদের জীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছ ও (আমাদের অকল্যাণ) প্রতীক্ষা করিয়াছ ; এবং সন্দেহ করিয়াছ ও বাসনা সকল তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, এত দূর পর্য্যন্ত যে ঈশ্বরের আদেশ উপস্থিত হইল আর প্রতারক (শয়তান) ঈশ্বরের (আদেশ) সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত করিল। ১৪। অনন্তর অদ্যকার দিনে তোমাদিগ হইতে ও যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগ হইতে অপরাধের বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, তোমাদিগের আশ্রয় স্থান অগ্নি, ইহাই তোমাদিগের বন্ধু, এবং (উহা) গর্হিত প্রত্যাবর্ত্তনভূমি"। ১৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের জন্য কি সময় আসে নাই যে ঈশ্বরের ও যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গে তাহাদিগের অন্তঃকরণ নম্র হয় এবং পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের অনুরূপ না হয়, অনন্তর তাহাদের সম্বন্ধে কাল দীর্ঘ হইয়াছে,

---

*। প্রাচীরের ভিতরের দিকে অদূরে স্বর্গলোক তথায় বিশ্বাসিগণ গমন করিবে, বাহিরের দিকে নরক, তথায় কপট লোকেরা যাইবে। কিন্তু কপট লোকেরা, পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া কোন জ্যোতি দেখিতে পাইবে না। পরে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিবে, তখন যে তাহাদের ও বিশ্বাসীদিগের মধ্যে এক প্রাচীর স্থাপিত। সেই প্রাচীরের একটি দ্বার থাকিবে তাহারা কাতর হইয়া সেই দ্বার দিয়া দৃষ্টি করিয়া বিশ্বাসীদিগকে দেখিবে যে তাহারা আনন্দে স্বর্গোদ্যানের দিকে যাইতেছে। (ত, হো,)

অবশেষে তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদিগের অধিকাংশ পাষণ্ড। ১৬। জানিও নিশ্চয় পরমেশ্বর পৃথিবীকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া থাকেন, সত্যই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিয়াছি, ভরসা যে তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে। ১৭। নিশ্চয় ধর্ম্মার্থদাতা পুরুষ ও ধর্ম্মার্থ দাত্রী নারীগণ বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করিয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিগুণ দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে সত্যবাদী ও স্বীয় প্রতিপালকের সন্নিধানে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত, তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার ও তাহাদের জ্যোতি আছে, এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ইহারাই নরকলোকনিবাসী। ১৯। (র, ২)

তোমরা জানিও যে পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও আমোদ হয়, সৌন্দর্য্য ঘটা ও আপনাদের মধ্যে গর্ব্ব এবং ধন ও সন্তান সন্ততিতে বৃদ্ধি হয়, তাহা বারিবর্ষণ সদৃশ যে কৃষকদিগকে (তদ্দ্বারা) যে অঙ্কুরোদ্গম হয় আনন্দিত করে, তৎপর (কোন দৈব ঘটনায়) শুষ্ক হয়, পরে তাহাকে তুমি পাণ্ডুবর্ণ দেখিবে, তৎপর চূর্ণ হইয়া যায়, পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও ক্ষমা আছে, এবং পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী বৈ নহে। ২০। স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও স্বর্গ লোকের দিকে তোমরা অগ্রসর হও, তাহার বিস্তৃতি স্বর্গ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির তুল্য, যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহা তাদের জন্য রক্ষিত, ইহাই ঈশ্বরের করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে দান করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহা কৃপা

বান্‌। ২১। কোন বিপদ ধরাতলে ও তোমাদের জীবনে উপস্থিত হয় না যে পূর্ব্বে তাহা গ্রন্থে লিখিত হয় নাই, নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ২২। + যেন তাহাতে তোমরা যাহা নষ্ট হইয়াছে তৎপ্রতি শোক না কর এবং যাহা তোমাদের প্রতি সমাগত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আহ্লাদিত না হও, ঈশ্বর প্রত্যেক গর্ব্বিত আত্মাভিমানীকে প্রেম করেন না। ২৩। + যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কৃপণ হইতে আদেশ করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া যায়, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনি (তদ্বিষয়ে) নিষ্কাম প্রশংসিত। ২৪। সত্য সত্যই আমি স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিকে প্রমাণাবলী সহ প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাদের সঙ্গে গ্রন্থ ও পরিমাণ যন্ত্র (নিয়মপ্রণালী) অবতারণ করিয়াছিলাম যেন লোকসকল ন্যায়েতে স্থিতি করে, এবং আমি লৌহ অবতারণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে গুরুতর সংগ্রাম ও মনুষ্যের জন্য লাভ আছে, এবং তাহাতে পরমেশ্বর জ্ঞাত হন যে গোপনে কে তাঁহাকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দান করে, নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত *। ২৫। (র, ৩)

এবং সত্য সত্যই আমি নুহাকে ও এব্রাহিমকে প্রেরণ করি-

---

*। ঈশ্বরের প্রেরিত জল, অগ্নি ও লবণ এবং লৌহ এই চারিটি দ্রব্য বিশেষ শুভ কর। লৌহ দ্বারা সমুদায় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই বিশেষ লাভ হইয়া থাকে এবং শর, করবালাদি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। তৎসাহায্যে কাফেরদিগের উপর বিশ্বাসীদিগের জয়লাভ ও তাহাদের নগর আপদশূন্য হইয়া থাকে। গোপনে ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দানের অর্থ এই যে প্রেরিত পুরুষের অসাক্ষাতে সাহায্য দান করা। কপট লোকেরা সাক্ষাতে হজরতের সহায়তা করিত, অসাক্ষাতে তাঁহার সপক্ষ থাকিত না। (ত, হো,)

য়াছি এবং উভয়ের সন্তানবর্গের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তাহাদের কতক লোক পথপ্রাপ্ত এবং তাহাদের অধিকাংশ দুশ্চরিত্র। ২৬। তৎপর তাহাদের পশ্চাতে আপন প্রেরিত পুরুষদিগকে আমি অনুগামী করিয়াছিলাম এবং মরয়মের পুত্র ঈশাকে অনুগামী করিয়াছিলাম ও ইঞ্জিল গ্রন্থ দিয়াছিলাম এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরে দয়া ও করুণা স্থাপন করিয়াছি, এবং নির্জ্জনাশ্রয়, তাহা তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা অন্বেষণ ব্যতীত আমি তাহাদের সম্বন্ধে তাহা লিপি করি নাই, অনন্তর তাহার সংরক্ষণ, তাহা সত্য সংরক্ষণ করে নাই; পরে আমি তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিয়াছি, এবং তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড*। ২৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দুই ভাগ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন† এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন তদ্দারা তোমরা চলিতে থাকিবে, এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, পরমেশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৮।+তাহাতে গ্রন্থাধিকারিগণ জানিবে যে তাহারা ঈশ্বরের কোন উপকারের প্রতি ক্ষমতা রাখে না এবং উপকার ঈশ্বরের হস্তে আছে, তিনি

---

* মহা পুরুষ ঈশার মণ্ডলীর অন্তর্গত কতিপয় লোক তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইঞ্জিলের বিধি অমান্য করিয়া কাফের হয়, কতিপয় লোক উক্ত ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া পর্ব্বতে চলিয়া যায়, অবিবাহিত থাকিয়া অন্ন পান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি এই বিধি ছিল না। (ত হো,)

† হজরত মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের এক অনুগ্রহ এবং সাধারণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি আর এক অনুগ্রহ। (ত, হো,)

যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহা বিধান করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহোপকারী। ২৯। (র, ৪)

সুরা মজ্বাদলা * ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

২২ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সত্যই পরমেশ্বর সেই নারীর কথা যে তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ) আপন স্বামিসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছে ও ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিতেছে শ্রবণ করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর তোমাদের দুইয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা দ্রষ্টা † । ১। তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় ভার্য্যা

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এক দিন সামেতের পুত্র ওস্ স্বীয় ভার্য্যা খওলার সঙ্গে সঙ্গত হইতে অভিলাষী হয়, খওলা অসম্মতি প্রকাশ করে। ওস্ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে "তুই আমার মাতৃতুল্য।" পৌত্তলিকতার সময়ে আরব্য পুরুষেরা এইরূপ উক্তি করিলেই ভার্য্যা বর্জ্জিত হইত। খওলা এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের নিকটে যাইয়া অভিযোগ করে, হজরত বলেন "তুমি ওসের সম্বন্ধে অবৈধ হইয়াছ।" খওলা বলে "সে আমাকে বর্জ্জন করে নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত কহেন

দিগকে (মাতা বলিয়া) পরিত্যাগ করে তাহাদের মাতা তাহারা হয় না, তাহাদের মাতা যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে তাহারা বৈ নহে, এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যা ও অবৈধ কথা বলে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল মার্জ্জনাকারী * । ২। এবং যাহারা আপন ভার্য্যাগণকে বর্জন করে তৎপর যাহা বলিয়াছে তৎপ্রতি (তাহা ভঙ্গ করিতে) ফিরিয়া আইসে, তবে উভয়ের সংস্পর্শ হওয়ার পূর্ব্বে (একটি দাসের) গ্রীবা মুক্তি (আবশ্যক) এই আদেশ, এতদ্দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৩। অনন্তর যে ব্যক্তি দাস প্রাপ্ত না হয় পরে উভয়ের সংস্পর্শ হওয়ার পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে দুই মাস তাহার রোজা পালন (বিধি), অবশেষে যে ব্যক্তি অক্ষম হয় তবে ষাট জন দরিদ্রকে আহার দান করিবে, ইহা এজন্য যে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, এইং ইহাই ঈশ্বরের সীমা, এবং কাফেরদিগের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে † । ৪। নিশ্চয় যাহারা পর-

---

"বর্জ্জন করিয়াছে বৈ আমি মনে করিতেছি না, তুমি তাহার সম্বন্ধে অবৈধ হইয়াছ।" অনেক গুলি শিশু সন্তান ছিল ও ওসের সঙ্গে বহুকালের প্রণয় ছিল বলিয়া খওলা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইল ও পুনর্ব্বার হজরতের নিকটে প্রার্থনা জানাইল, হজরত সেই উত্তর প্রদান করিলেন। তখন উর্দ্ধমুখে খওলা ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল "পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলাম।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কোন নারীকে মা বলিলেই সে মা হয় না, গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য কেহ মাতা নহে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মা বলিয়া তাহার সহবাস হইতে বিরত হইয়াছে সে যদি পুনরায় সেই স্ত্রীর সহবাস ইচ্ছা করে, তবে সহবাসের পূর্ব্বে প্রায় চিত-

মেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যেমন লাঞ্ছিত হইয়াছেন তদ্রূপ তাহারা লাঞ্ছিত হয়, এবং সত্যই আমি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছি, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের জন্য দুর্গতির শাস্তি আছে। ৫। যে দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে এক যোগে সমুত্থান করিবেন তখন তাহারা যাহা করিয়াছে তাহাদিগকে জানাইবেন, পরমেশ্বর তাহা মনে রাখিয়াছেন এবং তাহারা তাহা ভুলিয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে সাক্ষী। ৬। (র, ১)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) দেখ নাই যে ঈশ্বর স্বর্গেতে যাহা আছে ও পৃথিবীতে যাহা আছে জানিতেছেন, (এমন) তিন জনের পরস্পর গুপ্ত কথা হয় না যে তিনি তাহাদের চতুর্থ নহেন, এবং (এমন) পাঁচজন নহে যে তিনি তাহাদের ষষ্ঠ নহেন এবং যে স্থানে হউক এতদপেক্ষা নূতন ও অধিকাংশ লোক নয়, যে তিনি তাহাদের সঙ্গে নহেন, তৎপর তাহারা যাহা করিয়াছে কেয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহা জানাইবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী *। ৭। পরস্পর গুপ্ত কথনে যাহারা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? তৎপর

স্বরূপ তাহাকে এক জন ক্রীত দাসের দাসত্ব মুক্ত করিতে হইবে। তদভাবে ক্রমান্বয়ে দুই মাস রোজা পালনের বিধি। তাহাতে অক্ষম হইলে ষাট্ জন দরিদ্রকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা প্রচুর রূপে ভোজন করাইবে। (ত; হো,)

* এক দিন ওমরের পুত্র রবি ও রবির ভ্রাতা জয়ব আমিয়ার পুত্র সফ ওয়ানের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিল। এক জন কহিল, আমরা যাহা বলি ঈশ্বর কি তাহা জানেন? অন্য ব্যক্তি বলিল, কতক জানেন কতক জানেন না। তৃতীয় জন বলিল, যদি কতক জানেন তবে সমুদায় জানিয়া থাকেন যেহেতু তাঁহার জ্ঞানে প্রতিবন্ধক নাই। তাহাতেই এই আয়ত হয়। (ত, হো,)

তাহারা যে বিষয়ে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রতি পুনঃ প্রবৃত্ত হয়, এবং পাপ ও শত্রুতা এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি দুরাচরণ বিষয়ে গোপনে কথোপকথন করে এবং যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, ঈশ্বর যে (বাক্য) দ্বারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন নাই ও তৎসহযোগে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে এবং আপন মনেতে বলে "যাহা আমরা বলিয়া থাকি তজ্জন্য কেন ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দান করেন না?" তাহাদের জন্য নরক যথেষ্ট, তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে, অনন্তর (উহা) গর্হিত স্থান *। ৮। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা পরস্পর গোপনে কথা বল, তখন পাপ ও শত্রুতা এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি দুরাচরণ বিষয়ে গুপ্ত কথোপকথন করিও না, এবং সৎকর্ম্ম ও সাধুতা বিষয়ে গোপনে প্রসঙ্গ করিও, ও সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও যাঁহার দিকে তোমরা সমুত্থিত হইবে। ৯। বিশ্বাসীদিগকে বিষণ্ণ করিতে শয়তানের গুপ্ত কথোপকথন ইহা বৈ নহে, ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত তাহাদের কিছুই অনিষ্টকারক নাই, এবং অতএব বিশ্বাসী-গণ যেন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১০। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে সভাতে (স্থান) প্রমুক্ত রাখিও তখন

---

* ইহুদি ও কপট লোকদিগের এরূপ স্বভাব ছিল যে, যখন হজরত কোথাও সৈন্য প্রেরণ করিতেন ও তাহাদের সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইত, তখন তাহারা পথ প্রান্তে বসিয়া এই ভাবে আকার ইঙ্গিতে পরস্পর কথোপকথন করিত যে বিশ্বাসী লোকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া মনে করিত যে প্রেরিত সৈন্যদলের ঘোর বিপদ্ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহারা মহা শোকার্ত্ত হইত। হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন, তাহারা তিন দিবস নিষেধ মান্য করে পরে আবার তদ্রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,।

স্থান প্রযুক্ত করিও, ঈশ্বর তোমাদের জন্য প্রমুক্তি বিধান করিবেন এবং যখন বলা হয় তোমরা উঠ, তখন উঠিও, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও যাহাদিগকে পদানুক্রমে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পরমেশ্বর সমুন্নত করিবেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা *। ১১। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন কর তখন স্বীয় গুপ্ত কথনের পূর্ব্বে কিছু খয়রাত উপস্থিত করিও, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গল ও পরম পুণ্য, অনন্তর যদি (দানের সামগ্রী) প্রাপ্ত না হও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু †। ১২। তোমরা কি স্বীয় গুপ্ত কথনের পূর্ব্বে খয়রাত উপস্থিত করিতে ভয় পাইলে? অনন্তর যখন কর নাই এবং ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন তখন উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ

---

* বদর রণক্ষেত্রের এক দল লোক আসিয়া হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু হজরতকে ঘেরিয়া বসিয়াছিলেন, বদরের লোকগণ সলাম করিয়া মস্জেদের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, কেহ তাহাদিগকে স্থান দান করে না। তখন হজরত বলেন, হে অমুক, হে অমুক গাত্রোত্থান কর, তখন তাঁহারা উঠিয়া বদরনিবাসীদিগকে স্থান দান করেন উহা দেখিয়া কপট লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে। তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হজরতের সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার জন্য তাঁহার নিকটে লোকের ভিড় হইত, ক্রমে এত লোকের সমাগম হইতে থাকে যে কথা বলিতে তাঁহার অবকাশ হইয়া উঠে না। তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে খয়রাতের নিয়ম দশ দিন পর্য্যন্ত ছিল, পরে তাহা রহিত হয়। মহাত্মা আলি এক এক দিন এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন এক দিন এক দণ্ড মাত্র তিনি এ কার্য্য করিয়াছিলেন, অন্য কেহ নহে। (ত, হো,)

ও জকাত দান কর এবং পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ। ১৩। (র, ২)

এক দলের সঙ্গে যাহারা প্রণয় স্থাপন করিয়াছিল, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা তোমাদের নহে ও তাহাদেরও নহে, এবং তাহারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে এবং তাহারা বুঝিতেছে *। ১৪। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে তাহা অশুভ। ১৫। তাহারা আপনাদের শপথকে ঢালরূপে গ্রহণ করিয়াছে, পরে ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে, অবশেষে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি আছে। ১৬। তাহাদিগের ধন সম্পত্তি ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততি ঈশ্বরের (শাস্তির) কিছুই তাহাদিগ হইতে নিবারণ করিবে না, ইহারাই নরকানলনিবাসী, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী। ১৭। যে দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে যুগপৎ সমুত্থাপন করিবেন তখন তাহারা তাঁহার

---

* নবতলের পুত্র আবদোল্লা এক জন কপট লোক ছিল। সে প্রেরিত পুরুষের সহবাসে থাকিত ও তাঁহার কথা শুনিয়া ইহুদিদিগকে যাইয়া বলিত। এক দিবস হজরত কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু সহ কুটীরে ছিলেন, তখন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন যে এইক্ষণ এমন এক জন লোক আসিবে তাহার মন অহঙ্কৃত ও উচ্ছৃঙ্খল এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দর্শন করে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ আবদোল্লা উপস্থিত হইল। হজরত তাহাকে দেখিয়াই বলেন তুমি কেন আমাকে গালি দেও ও তোমার অমুক ২ বন্ধু গালি দিয়া থাকে। আবদুল্লা ও তাহার বন্ধুগণ শপথ করিয়া বলিল যে কখন আমরা এরূপ অপরাধ করি নাই, তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

প্রতি শপথ করিবে যেমন তোমাদের প্রতি শপথ করিয়া থাকে এবং মনে করে যে তাহারা কিছুর উপরে আছে, জানিও নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ১৮। তাহাদের উপরে শয়তান বিজয় লাভ করিয়াছে, অনন্তর ঈশ্বর স্মরণে তাহাদিগকে বিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে, ইহারাই শয়তানের লোক, জানিও নিশ্চয় শয়তানের দল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, ইহারাই অতিশয় লাঞ্ছনার মধ্যে আছে। ২০। পরমেশ্বর লিখিয়াছেন যে অবশ্য আমি বিজয়ী হইব ও আমার প্রেরিত পুরুষগণ (বিজয়ী হইবে) নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত। ২১। তুমি (এমন) কোন সম্প্রদায়কে পাইবে না যে ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে যদিও তাহারা তাহাদের পিতা ও তাহাদের সন্তান এবং তাহাদের কুটুম্ব হয় তাহাদিগের প্রতি আবার বন্ধুতা স্থাপন করে, ইহারাই যে তিনি তাহাদের অন্তরে ধর্ম্ম লিখিয়াছেন এবং আপনার প্রাণ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন যাহার ভিতর দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও তাহারা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে, ইহারাই ঈশ্বরের সম্প্রদায়, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বরের লোক, তাহারা মুক্ত হইবে। ২২। (র, ৩)

সুরা হশর *।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

২৪ আয়ত, ৩ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

স্বর্গেতে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে ঈশ্বরকে স্তব করিতেছে এবং পরমেশ্বর পরাক্রান্ত জ্ঞানময়। ১। তিনিই যিনি গ্রন্থাধিকারীর মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রথম (সৈন্যসংগ্রহে) তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তোমরা (হে মোসলমানগণ,) মনে কর নাই যে তাহারা বাহির হইবে, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে তাহাদের দুর্গ সকল ঈশ্বরের (শাস্তি) তাহাদিগ হইতে নিবারণ করিবে, অনন্তর তাহারা যাহা মনে করে নাই সেই স্থান হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) তাহাদিগের প্রতি উপস্থিত হইল এবং তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিল, এবং তাহারা আপনাদের গৃহপুঞ্জ স্বহস্তে ও বিশ্বাসীদিগের হস্তে নষ্ট করিতে লাগিল, অবশেষে হে চক্ষুষ্মান্ লোক সকল, শিক্ষা লাভ কর †। ২। যদি পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† মদিনার চারি পাঁচ ক্রোশ অন্তরে এক দল ইহুদি বাস করিত, তাহারা নজিরগোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। প্রথমতঃ তাহারা হজরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল, পরে মক্কার কাফেরদিগের সঙ্গে তাহারা পত্রাদি দ্বারা যোগ স্থাপন

দেশচ্যুতি লিপি না করিতেন তবে অবশ্য পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন, এবং পরলোকে তাহাদের জন্য অগ্নিদণ্ড রহিয়াছে। ৩। ইহা এ জন্য যে তাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে পরে নিশ্চয় পরমেশ্বর (তাহার সম্বন্ধে) কঠিন শাস্তিদাতা হন। ৪। তোমরা যে খোর্ম্মাতরু ছেদন করিয়াছ, অথবা তাহা আপন মূলোপরি দণ্ডায়মান থাকিতে রাখিয়াছ, তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই হইয়াছে এবং তাহাতে দুরাচারগণ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে *।৫। পরমেশ্বর আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি তাহা-

---

করে, এবং এক দিন হজরত যেখানে বসিয়াছিলেন তাহাদের কেহ উপর হইতে সেই স্থানে একটী বৃহৎ যাঁতা যন্ত্র ফেলিয়া দেয়, তাহা তাহার উপরে পড়িলে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত, ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। তখন হইতে হজরত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে মোসলমানদিগকে একত্রিত করেন। যখন তিনি সদল বলে যাইয়া তাহাদিগকে আবেষ্টন করিলেন তখন তাহারা ভয় পাইল। তাহারা হজরতের শরণাপন্ন হইল। তিনি তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন, এবং স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা যে সমস্ত ধনসম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে তাহা লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। তাহাদের গৃহ উদ্যান শস্যক্ষেত্রাদি হজরতের হস্তগত হইল, তাহাদের গৃহদ্বার উচ্ছিন্ন হইল। (ত, হো,)

* নজিরগোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণের সময় পুরাতন খোর্ম্মা বৃক্ষ রাখিয়া নূতন তরুগুলিকে ছেদন করিতে সৈন্যদিগের প্রতি হজরতের আদেশ হইয়াছিল। সলামের পুত্র অবদোল্লা ও আবুলয়লি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবুলয়লি বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছিল আর বলিতেছিল যে এতদ্দ্বারা কপটদিগের হৃদয় ছিন্ন করিতেছি। আবদোল্লা মহা উৎসাহে বৃক্ষ কাটিতেছিল এবং বলিতেছিল যে জানিতেছি পরমেশ্বর এই সকল বৃক্ষ মোসলমানদের হস্তে পুনঃ প্রদান করিবেন, যে সকল খোর্ম্মাতরু উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের জন্য রাখিতেছি। (ত, হো,)

দের যাহা কিছু প্রত্যর্পণ করিলেন তৎপ্রতি তোমরা (হে বিশ্বাসি-গণ) অশ্ব ও উষ্ট্র চালনা কর নাই, কিন্তু পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত পুরুষকে যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন বিজয়ী করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী *। ৬। পরমেশ্বর গ্রামবাসীদিগের যে কিছু স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের ও (তাহার) স্বজনবর্গের এবং অনাথ-দিগের ও দরিদ্রদিগের ও পথিকদিগের জন্য হয়, যেন তাহা তোমাদের ধনীদিগের মধ্যে হস্তে হস্তে গৃহীত না হয়, এবং প্রেরিত পুরুষ তোমাদিগকে যাহা দান করে পরে তোমরা তাহা গ্রহণ করিও, এবং তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করে পরে তাহা হইতে তোমরা নিবৃত্ত থাকিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা †।৭। + দেশত্যাগী নির্ধন পুরুষদিগের জন্য, যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা অন্বেষণ এবং ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দান করিতে গিয়া স্বীয় গৃহ ও সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারাই তাহারা যে সত্যবাদী।৮। এবং

---

* নজির বংশীয় লোকেরা স্থানান্তরিত হইবার সময় পঞ্চাশটি বর্ম্ম ও পঞ্চাশ পতাকা এবং তিন শত চল্লিশটি করবাল ফেলিয়া যায়. তাহাদের ধনসম্পত্তি গৃহাদি সমুদায় হজরত অধিকার করেন এবং স্বেচ্ছানুসারে এক এক বস্তু তিনি আপন অনুগত এক এক জনকে প্রদান করেন। "তৎপ্রতি তোমরা অশ্ব ও উষ্ট্র চালনা কর নাই," অর্থাৎ এই সকল সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য অশ্বারোহণে বা উষ্ট্রারোহণে যাইয়া তোমাদিগকে বিশেষ যুদ্ধ করিতে হয় নাই ও ক্লেশ পাইতে হয় নাই। (ত, হো,)

† পৌত্তলিক লোকেরা যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিত, তাহাদের দলপতি তাহার চতুর্থাংশ লইত এবং আর এক অংশ আপনার জন্য উপঢৌকন বলিয়া গ্রহণ করিত, সেই অংশের নাম সফি। দলপতি অবশিষ্টাংশ দলের জন্য রাখিয়া

যাহারা ইহাদের (মোহাজ্বদিগের) পূর্ব্বে আলয়ে (মদিনাতে) ও বিশ্বাসে (এস্‌লাম ধর্ম্মে) স্থিতি করিয়াছিল, যে ব্যক্তি তাহাদের অভিমুখে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল তাহাকে ভালবাসে এবং যাহা (দেশচ্যুত লোকদিগকে) প্রদত্ত হয় তাহাতে আপন অন্তরে কোন স্পৃহা উপলব্ধি করে না, এবং যদিচ তাহাদের অভাব থাকে তথাপি (অন্যকে) আপন (বস্তুর) প্রতি অধিকার দান করে, এবং যাহারা আপন জীবনকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহাদের জন্য (ধনের অংশ আছে,) অনন্তর ইহারাই তাহারা যে মুক্ত হইবে * ।৯। এবং যাহারা ইহাদের পরে উপস্থিত হইয়াছে বলিতেছে "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের জন্য এবং আমাদের সেই ভ্রাতাদের জন্য যাহারা বিশ্বাসে আমাদিগের অগ্রে গমন করিয়াছে ক্ষমা কর, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাদের অন্তরে ঈর্ষ্যা প্রদান করিও না, নিশ্চয় তুমি অনুগ্রহকারক দয়াময় ।১০। (র, ১)

দিত, দলের ধনী লোকেরা আপনাদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইত, দরিদ্রগণ বঞ্চিত থাকিত। নজির গোষ্ঠীর লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের সম্বন্ধে তদ্রূপ আচরণ হইবে বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রধান প্রধান লোকেরা মনে করিয়া হজরতকে বলিয়াছিলেন "প্রেরিত মহাপুরুষ, আপনি লুণ্ঠিত সামগ্রীর চতুর্থাংশ ও সফি গ্রহণ করুন, আমরা অবশিষ্টাংশ বিভাগ করিয়া লই"। কিন্তু পরমেশ্বর সেই ধনে হজরতের স্বত্ব স্থাপন করেন। আয়তোল্লিখিত বিধি অনুসারে তাহার এক এক অংশ যথা যোগ্য পাত্রে বিভক্ত হয়, যে অংশ ঈশ্বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহা মস্‌জেদ কাবামন্দির সংস্কারে ব্যয়িত হইতে থাকে। (ত, হো,)

হজরত আন্‌সার লোকদিগকে ডাকাইয়া মোহাজের (দেশত্যাগী) সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন "হে আন্‌সার সম্প্রদায়, যদি ইচ্ছা কর নজির গোষ্ঠীর ধন সম্পত্তি তোমাদিগকে বিভাগ

কপট লোকদিগের দিকে (হে মোহম্মদ,) তুমি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে সেই আপন ভ্রাতা দিগকে বলিয়া থাকে "যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হইব, এবং আমরা কখন তোমাদের বিষয়ে কাহারও অনুগত হইব না, ও যদি তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করা হয় তবে অবশ্য আমরা তোমা-দিগকে সাহায্য দান করিব;" এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী *। ১১। যদি তাহারা বহিষ্কৃত হয় ইহারা তাহাদের সঙ্গে বহির্গত হইবে না এবং যদি যুদ্ধ করা হয় তবে তাহাদিগকে সাহায্য দান করিবে না, এবং যদি তাহাদিগকে সাহায্য দানও করে তবে অবশ্য (পরে) পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া যাইবে, তৎপর সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। ১২। অবশ্য তোমরা (হে মোসলমানগণ,) তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর অপেক্ষা ভয়েতে

করিয়া দিতে পারি, মোহাজ্বের দল পূর্ব্ববৎ তোমাদের নিবাসে স্থিতি করিবে, এবং তোমরা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি মোহাজ্বেরদিগকে দান করিব, তাহারা তোমাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া ওকাসের পুত্র সাদ ও মাজের পুত্র সাদ এবং এবাদার পুত্র সাদ যে মদিনা নিবাসী আনসারদিগের অগ্রণী ছিলেন, বলিলেন "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমাদিগের ইচ্ছা যে ধন সম্পত্তি সমুদায় মোহাজ্বেরদিগকে ভাগ করিয়া দেন, এবং তাঁহারা সেই রূপ আমাদের আলয়ে বাস করুন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা আমাদের আবাস উজ্জ্বল ও পবিত্র হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত তাঁহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পরমেশ্বর তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন। (ত, হো,)

* এবন আবি ও এবন নবৃতন এবং রফাআ ও তাহাদের দলস্থ লোকেরা নজির পরিবারকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করে "তোমাদের সঙ্গে আমরা ঐক্য হই, তোমরা মোহম্মদের সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ আমরা তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ রহিল,

প্রবল হও, ইহা এ জন্য যে তাহারা (এমন) একদল যে জ্ঞান রাখে না। ১৩। দুর্গসমন্বিত গ্রামেতে অথবা প্রাচীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে ব্যতীত দলবদ্ধ ভাবে তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, তাহাদের সংগ্রাম আপনাদের মধ্যে কঠোর হয়, তুমি তাহা দিগকে দলবদ্ধ মনে করিতেছ, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত, ইহা এ জন্য যে তাহারা (এমন) একদল যে জ্ঞান রাখে না। ১৪। তাহাদের অল্প পূর্ব্বে যাহারা আপন কার্য্যের দুর্গতি ভোগ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সদৃশ (ইহাদের অবস্থা হইবে,) এবং ইহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে *। ১৫। শয়তানের অবস্থার তুল্য (তাহাদের অবস্থা,) (স্মরণ কর) যখন সে মনুষ্যকে "ধর্ম্মদ্রোহী হও" বলিল, পরে যখন ধর্ম্মদ্রোহী হইল তখন সে বলিল "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি বীতরাগ, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি" †। ১৬। অনন্তর উভয়ের (এই) পরিণাম হইল, নিশ্চয় উভয়ে (শয়তান ও সেই মনুষ্য) নরকাগ্নিতে থাকিবে, তথায় নিত্য নিবাসী হইবে, এবং অত্যাচারীদিগের জন্য এই বিনিময়। ১৭। (র, ২)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা কল্যকার (পরকালের) জন্য

যদি মোহম্মদ, তোমাদের উপর জয়ী হয় এবং তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করে, আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব। এই উপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কিয়দ্দিন পূর্ব্বে বদরের যুদ্ধে কাফেরদিগের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল এই নজির গোষ্ঠীরও তাহাই ঘটিবে। (ত, শা,)

† অর্থাৎ শয়তান পরলোকে এরূপ বলিবে। বদরের যুদ্ধের দিনও সে এক জন কাফেরের রূপ ধারণ করিয়া হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লোকদিগকে

পাঠাইয়াছে তাহা চিন্তা করে, এবং তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছে তোমরা তাহাদের সদৃশ হইওনা, অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের জীবনের (কাল্যাণ) বিস্মৃত করিয়াছেন, ইহারাই সেই পাষণ্ড লোক। ১৯। নরকানলনিবাসী ও স্বর্গনিবাসী তুল্য নহে, স্বর্গনিবাসী, তাহারাই সিদ্ধকাম। ২০। যদি আমি এই কোরাণ পর্ব্বতোপরি অবতারণ করিতাম তবে তুমি (হে মোহম্মদ,) অবশ্য ঈশ্বরের ভয়ে তাহাকে বিদীর্ণ ও অবনত দেখিতে, * এবং এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানবমণ্ডলীর জন্য বর্ণন করিতেছি, ভরসা যে তাহারা চিন্তা করিবে। ২২। তিনিই ঈশ্বর যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অন্তর্বাহ্যবিৎ, তিনি দাতা দয়ালু। ২১। তিনিই ঈশ্বর যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, রাজা অতিপবিত্র নির্ব্বিকার অভয়দাতা রক্ষক বিজেতা পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত, যাহা অংশী নিরূপিত হয় তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের পবিত্রতা (অধিক)। ২৩। সেই ঈশ্বরই স্রষ্টা আবিষ্কর্ত্তা আকৃতির বিধাতা, উত্তম নাম সকল তাঁহারই, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে এবং তিনিই বিজয়ী কৌশলময়। ২৪। (র, ৩)

উৎসাহ দান করিয়াছিল, যখন সে হজরতের পক্ষে দেবসৈন্য সকল দৃষ্টি করিল তখন পলাইয়া গেল। আনফাল সুরাতে এবিষয় বিবৃত হইয়াছে। কপট লোকদিগের অবস্থা এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ। (ত, শা,)

* অর্থাৎ কোরাণের মর্ম্ম পর্ব্বত পরিগ্রহ করিতে পারিলেও ঈশ্বরভয়ে নত হইত ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কাফেরদিগের অন্তর পর্ব্বত অপেক্ষাও কঠিন। (ত, হো,)

সুরা মম্‌তহনত *।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

১৩ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বিশ্বাসিগণ, আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা তাহাদের নিকটে প্রণয় সহকারে (লিপি) প্রেরণ করিতেছ, এবং বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি যে সত্য উপস্থিত হইয়াছে তাহারা তৎপ্রতি অবিশ্বাসী, তোমরা আপন প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ বলিয়া তাহারা তোমাদিগকে ও প্রেরিত পুরুষকে বহিস্কৃত করিতেছে, আমার পথে ও আমার প্রসন্নতা অন্বেষণে জেহাদ করিতে তোমরা যদি বাহির হও তাহাদের প্রতি প্রণয়কে লুকাইয়া রাখ, কিন্তু তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তাহা আমি উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা করে অনন্তর সত্যই সে সরল পথ হারায় †। ১। তাহারা

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।

† মদিনা প্রস্থানের ষষ্ঠবৎসরে হজরত গোপনে মক্কাগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন আবু বলতার পুত্র মোহাজের সম্প্রদায়স্থ খাতেবনামক ব্যক্তি মক্কায় কোরেশ দিগকে এবিষয়ে জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠায়। হজর-

তোমাদিগকে পাইলে তোমাদিগের শত্রু হইবে এবং তাহারা অমঙ্গল সাধনে তোমাদের প্রতি স্বীয় হস্ত ও স্বীয় রসনা প্রসারণ করিবে, এবং ভাল বাসে যে তোমরা কাফের হও। ২। কেয়ামতের দিনে তোমাদের কুটুম্ব ও তোমাদে সন্তানগণ তোমাদের উপকার করিবে না, তিনি তোমাদিগের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তোমারা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার দর্শক। ৩। নিশ্চয় এব্রাহিম ও তাঁহার সঙ্গীদিগের প্রতি অনুসরণ তোমাদের জন্য উত্তম, (স্মরণ কর) যখন তাহারা আপন দলকে বলিল "নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি ও তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাক তাহার প্রতি বীতরাগ, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইয়াছি এবং যে পর্য্যন্ত না তোমরা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর সে পর্য্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হইল;" কিন্তু এব্রহিমের বাক্য আপন পিতার প্রতি (এই) " অবশ্য অবশ্য আমি

তকে জেব্রিল এই সংবাদ দান করেন। হজরতের আজ্ঞা ক্রমে আলি ও জবির ও মেকদাদ রোজেখাক্‌নামক স্থানে যাইয়া আবুওমরের ভৃত্য সারা হইতে পত্র কাড়িয়া লন, এবং হজরতের হস্তে উহা সমর্পণ করেন, হজরত খাতেবকে ডাকিয়া এরূপ পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে শপথ করিয়া বলে "আমি এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নাই, আমার পরিবারবর্গ মক্কাতে আছে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ করে মোহাজের সম্প্রদায়ে এমন কেহই নাই, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে এই ভাবিয়া আমি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তদ্রূপ পত্র লিখিয়াছি। খাতেবের কথায় ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হন, হজরত তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া বলেন যে খাতেব যাহা বলিয়াছে সত্য, তাহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,

তোমার জন্য (হে পিতঃ,) ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং ঈশ্বর ইহতে তোমার নিমিত্ত (শাস্তি) কিছুই (দূর করিতে) আমি সক্ষম নহি, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার প্রতি আমরা নির্ভর করিলাম, এবং তোমার প্রতি আমরা উন্মুখ হইলাম, এবং তোমার প্রতি (আমাদের) প্রতিগমন। ৪। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের দ্বারা পরাভূত করিও না, এবং হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা"। ৫। সত্য সত্যই তোমাদের জন্য (তোমাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবস আশা করে তাহার জন্য তাহাদের মধ্যে শুভ অনুসরণীয় আছে, এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া যায়, পরে নিশ্চয় (তাহার সম্বন্ধে) সেই ঈশ্বর প্রশংসিত নিষ্কাম। ৬। (র, ১)

পরমেশ্বর সমুদ্যত যে তোমাদের মধ্যে এবং তাহাদের যাহাদিগের প্রতি তোমরা শত্রুতা স্থাপন করিয়াছ তাহাদের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমতাবান্, ও ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু *। ৭। যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে সংগ্রাম করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের আলয় হইতে বহিষ্কৃত করে নাই, তোমরা যে তাহাদিগের হিত সাধন করিবে ও তাহাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করিবে তাহা হইতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নিবারণ

---

* বিশ্বাসিগণ মক্কাস্থিত পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে বন্ধুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলেন, তাহাতেই পরমেশ্বর এই অঙ্গীকার করেন। পরে আবুসুফিয়ান ও ওমরের পুত্র সহল এবং হজামের পুত্র হকিম প্রভৃতি আরবের প্রধান পুরুষগণ যে মোসলমানদিগের ভয়ানক শত্রু ছিল এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বন্ধু হয়, এবং তাহাদের সহচরগণও মোসলমানকূলের প্রতি প্রণয় স্থাপন করে। (ত, হো,

করিতেছেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর ন্যায়বান্‌দিগকে প্রেম করেন *। ৮। ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে এবং তোমাদি-দিগকে তোমাদের আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদের বহিষ্করণে (অন্যকে) সাহায্য দান করিয়াছে তাহাদের প্রতি বন্ধুতা করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন ইহা বৈ নহে, এবং যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করে অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী। ৯। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের নিকটে মোহা-জের বিশ্বাসিনী নারীগণ উপস্থিত হয় তখন তাহাদিগকে তোমরা পরীক্ষা করিও, পরমেশ্বর তাহাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদিগকে বিশ্বাসিনী জান তবে তাহাদিগকে কাফের দিগের প্রতি পুনঃ প্রেরণ করিও না, ইহারা তাহাদের জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারাও ইহাদের নিমিত্ত বৈধ হয় না, এবং তাহারা যাহা (কাবিন সূত্রে) ব্যয় করিয়াছে তাহাদিগকে তোমরা তাহা প্রদান করিও, যখন তাহাদিগকে তাহাদের মোহর (স্ত্রীধন) প্রদান কর তখন ইহাদিগকে তোমাদের বিবাহ করিতে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নয়, এবং তোমরা কাফের নারীকূলের সম্বন্ধ গ্রহণ করিও না, ও যাহা তোমরা (কাবিনে) ব্যয় করিয়াছ, তাহা চাহিয়া লইবে, অপিচ উচিত যে (অংশিবাদিগণ) যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা চাহে, ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, তিনি তোমাদের মধ্যে আদেশ করিতেছেন, এবং পরমেশ্বর

---

* হজরতের সঙ্গে খজাআ বংশীয় লোকগণ এইরূপ সন্ধি ও অঙ্গীকারসূত্রে বদ্ধ ছিল যে তাহারা কখন মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে না ও এস্‌লাম ধর্ম্মের শত্রুদিগের সাহায্য দান করিবে না। তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এরূপ বলেন। (ত, হো,)

জ্ঞানী বিজ্ঞাতা *। ১০। এবং যদি তোমাদের ভার্য্যাবর্গের কোন এক জন কাফের দিগের নিকট তোমাদিগ হইতে হারাইয়া যায়, তবে (সেই কাফেরগণকে) দণ্ডিত করিও, অনন্তর যাহাদিগের স্ত্রী চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে তাহারা যাহা (কাবিনের শর্ত্তে) ব্যয় করিয়াছে তদনুরূপ দান করিও, এবং সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও যাহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী †। ১১। হে স্বর্গীয়

---

* হোদয়বিয়াতে যখন সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সন্ধির এক শর্ত্ত ছিল যে মক্কা হইতে যে মোসলমান মদিনায় চলিয়া যাইবে হজরত মোহম্মদ তাহাকে পুনর্ব্বার মক্কায় কাফেরদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন মোসলমান মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে চলিয়া যায় কোরেশগণ তাহাকে আর ফিরিয়া পাঠাইবে না। হজরতের হোদয়বিয়ায় অবস্থান কালে এক দল মোসলমান মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদের সঙ্গে সবিয়াএস্লামিয়ানাম্নী এক নারী ছিল, তাহার পশ্চাতে তাহার স্বামী মোসাফেরমখ্জুমী উপস্থিত হইয়া হজরতকে বলে যে "সন্ধির নির্দ্ধারণ এরূপ যে আমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার নিকটে আসিবে তুমি তাহাকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে।" তখন স্বর্গীয় দূত জেব্রিল আবির্ভূত হইয়া হজরতকে বলেন "পুরুষের সম্বন্ধে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছে, নারীর সম্বন্ধে নয়। বিশ্বাসিনী নারীকে কাফেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করা উচিত নহে।,, এবং এই আয়ত অবতীর্ণ হায়। "তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও" অর্থাৎ সেই নারীগণ শপথ করিয়া বলিবে যে স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা ও অন্য কাহার প্রতি প্রণয় তাহাদের আগমনের কারণ নহে, অপর কোন সাংসারিক উদ্দেশ্যও হেতু নহে, বরং তাহারা পরমেশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ এবং এস্লামধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কাফেরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে করিও, পরিণামে তোমাদেরই জয়লাভ হইবে। তাহাদিগের যে সকল ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যাহাদিগের স্ত্রী ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কাফেরদিগের শরণাগত হইয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের প্রদত্ত স্ত্রীধনের অনুরূপ প্রদান রূপধ

সংবাদবাহক, যদি বিশ্বাসিনী নারীগণ ঈশ্বরের সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপণ করিবে না ও চুরি করিবে না ও ব্যভিচার করিবে না এবং আপন সন্তানগণকে হত্যা করিবে না এবং অসত্যকে তাহা বন্ধন পূর্ব্বক আপন হস্ত ও আপন পদের মধ্যে আনয়ন করিবে না ও বৈধ বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে দোষ করিবে না, এই বিষয়ে তোমাকে আত্মোৎসর্গ করিতে তোমার নিকটে আগমন করে তবে তুমি তাহাদের আত্মোৎসর্গ গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু *। ১২। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদের উপরে ঈশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন তোমরা সেই দলের সঙ্গে বন্ধুতা করিও না, যেমন কবরস্থিত ধর্ম্মদ্রোহিগণ

করিবে। মোহাম্মদের সম্প্রদায়ের ছয় জন নারী ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কাফেরদিগের নিকটে চলিয়া গিয়াছিল। হজরত লুণ্ঠিত সামগ্রী হইতে তাহাদের স্বামীদিগকে প্রাপ্য স্ত্রীধন প্রদান করেন। সন্ধি পর্য্যন্ত এই আদেশ প্রচলিত ছিল, সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হইলে পর রহিত হয়। (ত, হো,)

* মক্কা অধিকারের দিন পুরুষগণ দীক্ষা গ্রহণ বা আত্মোৎসর্গ করিতে আইসে। আরবের বিপথগামী অজ্ঞান স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় জীবিত সন্তানকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিত, গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করিত, সেই জন্যই সন্তান হত্যা করিবে না এই অঙ্গীকারের উল্লেখ হইয়াছে। "অসত্যকে তাহা বন্ধনপূর্ব্বক আপন হস্ত ও পদের মধ্যে আনয়ন করিবে না" অর্থাৎ অবৈধজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া স্বীয় হস্ত পদের মধ্যে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করিবে না। কথিত আছে যে এই সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া নারীগণ এক জলপূর্ণ পাত্রে হস্ত স্থাপন করিত, পরে হজরত স্বীয় হস্ত জলে ডুবাইতেন। কেহ কেহ বলেন হজরতের আজ্ঞানুসারে খদিজাদেবীর ভগিনী অমিয়া নারীগণের দীক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

নিরাশ হইয়াছে তদ্রূপ নিশ্চয় তাহারা পরলোকে নিরাশ হই-
য়াছে *। ১৩। (র, ২)

সূরা সফ্‌ফ †।

এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

---

১৪ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে (সকলেই) পরমেশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, এবং তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১। হে বিশ্বাসিগণ, যাহা তোমরা কর না তাহা কেন বলিয়া থাক? ২। তোমরা যাহা কর না তাহা তোমাদের বলা ঈশ্বরের নিকটে মহা বিরক্তিকর। ৩। নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রেণীবদ্ধরূপে তাঁহার পথে যাহারা সংগ্রাম করে তাহাদিগকে প্রেম করিয়া

---

* কবরস্থিত লোকেরা যেমন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার আর আশা রাখে না, তদ্রূপ ইহুদিগণও পারলৌকিক পুরস্কারের কোন আশা রাখে না। (ত, হো)

† এই সূরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

থাকেন, তাহারা পরস্পর যেন দৃঢ়বদ্ধ অট্টালিকা। ৪। এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা আপন দলকে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেন নিপীড়ন করিতেছ? এবং বস্তুতঃ তোমরা জানিতেছ যে একান্তই আমি তোমাদের প্রতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত;" পরে যখন তাহারা কুটিলতা করিল, তখন ঈশ্বর তাহাদের অন্তঃকরণ অসরল করিলেন, এবং ঈশ্বর দুর্ব্বৃত্তদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৫। এবং (স্মরণ কর) যখন মরয়মের পুত্র ঈসা বলিল "হে বনি এস্রায়িল, নিশ্চয় আমি তওরাত গ্রন্থ অপেক্ষা আমার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার প্রমাণকারক ও আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ যাহার নাম আহমদ আগমন করিবেন তাঁহার সুসংবাদ দাতারূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক তোমাদের প্রতি প্রেরিত;" অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে সে বহু অলৌকিকতা সহ আগমন করিল তখন তাহারা বলিল "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল"। ৬। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে ও সে এস্‌লাম ধর্ম্মের দিকে আহুত হইতেছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৭। তাহারা আপন মুখে ঐশ্বরিক জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে চাহে, এবং যদিচ ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিরক্ত হয় তথাপি পরমেশ্বর স্বীয় জ্যোতি পূর্ণ করিবেন। ৮। তিনিই যিনি আপন প্রেরিতপুরুষকে ধর্ম্মালোক ও সত্য ধর্ম্ম সহ পাঠাইয়াছেন, অংশিবাদিগণ যদিচ বিরক্ত হয় তথাপি সমগ্র ধর্ম্মের উপরে তাহাকে জয়যুক্ত করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ৯। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, সেই বাণিজ্যের প্রতি তোমাদিগকে কি পথ প্রদর্শন করিব যে ক্লেশকরী শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে? ১০। তোমরা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ঈশ্বরের পথে আপন ধনপুঞ্জ ও আপন জীবনদ্বারা জেহাদ কর, যদি তোমরা বুঝিয়া থাক তবে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণ। ১১+তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যানে যাহার নিম্নদিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে এবং নিত্য স্বর্গে বিশুদ্ধ আবাস সকলে লইয়া যাইবেন, ইহাই মহা মনোরথ সিদ্ধি। ১২।+এবং অন্য (সম্পদ্) যাহা তোমরা ভাল-বাস (প্রদান করিবেন) ঈশ্বরহইতেই আনুকূল্য ও সন্নিহিত বিজয়, এবং তুমি বিশ্বাসিবৃন্দকে সুসংবাদ দান কর। ১৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরেরই আনুকূল্যদাতা হও, যথা মরয়মের নন্দন ঈসা স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বলিয়াছিল " কে ঈশ্বরের পক্ষে আমার সাহায্যকারী ?" ধর্ম্মবন্ধুগণ উত্তর দান করিয়াছিল "আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী ;,, অনন্তর এস্রায়িল বংশীয় একদল বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং একদল ধর্ম্মবিরোধী হইল, অবশেষে আমি বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের শত্রুর উপরে সাহায্য দান করিলাম, পরে তাহারা বিজয়ী হইল *। ১৪। (র, ২)

---

* মহাত্মা ঈসার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ যত্ন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত মোহম্মদের স্বর্গারোহণের পর তৎ স্থলাভিষিক্ত (খলিফাগণ) তাঁহদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। (ত, শা,)

স্থরা জোমোয়া *।

দ্বা ষষ্টিতম অধ্যায়।

১১ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, তিনি সুপবিত্র রাজা পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১। তিনিই যিনি অশিক্ষিত লোকদিগের প্রতি তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, সে তাঁহার আয়ত সকল তাহাদের নিকটে পাঠ করে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করে এবং তাহা-দিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ২। † এবং তাহাদের অপর লোক দিগের জন্য (প্রেরণ করিয়াছেন) যে এইক্ষণও তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময় ণ। ৩। ইহাই ঈশ্বরের করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহা কৃপাবান্। ৪। যাহারা তওরাত গ্রন্থ বহনে

---

* এই স্থরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ এই প্রেরিত পুরুষ অন্য অশিক্ষিত লোকদিগের জন্যও প্রেরিত। পারস্য দেশীয় লোক সেই অশিক্ষিত লোক, তাহাদেরও স্বর্গীয় গ্রন্থ ছিল না। পরমেশ্বর প্রথমতঃ আরবদিগকে এই ধর্ম্মের জন্য সৃষ্টি করেন, পরে পারস্যদেশীয় লোক এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আরবদিগের সঙ্গে যোগ দান করে। (ত, শা,)

বাধ্য হইয়াছে, তৎপর তাহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত গ্রন্থ-পুঞ্জ বহন করিয়া থাকে যে গৰ্দ্দভ তাহার দৃষ্টান্ত তুল্য, যাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত বিগর্হিত, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না *। ৫। তুমি (হে মোহম্মদ,) বল "হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে (অন্য) মানব ব্যতীত তোমরাই ঈশ্বরের বন্ধু, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কর,,। ৬। তাহাদের হস্ত যাহা (যে পাপ) পূৰ্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য কখন তাহারা তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে না, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানী। ৭। তুমি বল "নিশ্চয় সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ পরে অবশ্য উহা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, তৎপর অন্তর্বাহ্যবিৎ (পরমেশ্বরের) দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, অবশেষে তোমরা যাহা করিতেছিলে তিনি তাহার সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। ৮। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা জোমোয়া দিবসের নমাজের জন্য আহুত হও তখন ঈশ্বরস্মরণের দিকে সত্বর হইও এবং ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করিও, যদি তোমরা বুঝিতেছ তবে ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণ। ৯। যখন উপাসনা সমাপ্ত হয় তখন পৃথিবীতে বিছিন্ন হইয়া পড়িও, এবং ঈশ্বরের করুণায় (জীবিকা)

---

* তওরাত গ্রন্থ বহন না করার অর্থ তওরাতের বিধি অনুসারে কার্য্য না করা। ইহুদিগণ তাহাদের ধৰ্ম্মগ্রন্থ তওরাত অধ্যয়ন করিত মাত্র, কিছু তদনুযায়ী কার্য্য করিত না। তজ্জন্য গৰ্দ্দভের পুস্তক বহনের অবস্থা তুল্য তাহাদের অবস্থা হইয়াছে। (ত, হো,)

অন্বেষণ করিও,ও ঈশ্বরকে প্রচুররূপে স্মরণ করিও, সম্ভবতঃ তোমরা উদ্ধার পাইবে। ১০। এবং যখন তাহারা বাণিজ্য অথবা আমোদ দর্শন করে তখন তৎপ্রতি ধাবিত হয় ও তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া যায়, তুমি বল "ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা আমোদ অপেক্ষা ও বাণিজ্য অপেক্ষা উত্তম, এবং ঈশ্বর জীবিকা দাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ,,। ১১। (র, ২)

সূরা মোনাফেকোন *।

ত্রয়ঃষষ্টিতম অধ্যায়।

১১ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) কপট লোকেরা উপস্থিত হয় বলে "আমরা সাক্ষ্যদান করিতেছি যে তুমি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং ঈশ্বর জানিতেছেন যে তুমি তাঁহার প্রেরিত;,, এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করেন যে নিশ্চয় কপট লোকেরা মিথ্যাবাদী। ১। তাহারা আপনাদের শপথকে ঢালরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, অনন্তর (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবারণ করে, নিশ্চয় যাহা করিয়া থাকে তাহাতে তাহারা

* এই সূরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মন্দ লোক * । ২। ইহা এজন্য যে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তৎপর ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে, অবশেষে তাহাদের মনের উপর মোহর করা হইয়াছে, অনন্তর তাহারা জ্ঞান রাখে না। ৩। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দর্শন কর তাহাদের (বিনম্র) কলেবর তোমাকে বিস্ময়াপন্ন করে, এবং যদি তাহারা কহিতে থাকে তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ গোচর কর, তাহারা যেন প্রাচীরস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ, তাহারা প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের উপর গণনা করে, তাহারা শত্রু, তুমি তাহাদিগ হইতে সাবধান হইও, ঈশ্বর তাহাহাদিগকে বিনাশ করুন, কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে † ? ৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় এস, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা স্বীয় মস্তক ঘূরাইয়া থাকে, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে ও তাহারা অহঙ্কার করিতেছে। ৫। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তাহাদিগের সম্বন্ধে তুল্য, ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর দুর্ব্বৃত্তদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬। ইহারাই যাহারা বলিয়া থাকে

---

* কপট লোকেরা আপনাদের সভায় মোসলমানদিগের দোষ ঘোষণা ও নিন্দা করিত। তাহাদিগকে এ বিষয়ে ধরিলে অস্বীকার করিয়া শপথ পূর্ব্বক বলিত যে এ কথা আমরা কখন বলি নাই। (ত, শা,)

† "প্রাচীরস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ" অর্থাৎ বুদ্ধি বিবেচনা ও জ্ঞান শূন্য। "কহিতে থাকে" অর্থাৎ শপথাদি করিতে থাকে। তাহারা "প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের উপর গণনা করে" ইহার অর্থ নগরে কোন রূপ কোলাহল হইলেই তাহারা ভীরুতা বশতঃ মনে করে যে তাহাদিগকে বা সৈন্য আক্রমণ করিতে আসিল। (তা, হো,)

"যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের নিকটে আছে যে পর্য্যন্ত না তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যয় করিও না;" স্বর্গ ও পৃথিবীর ভাণ্ডার সকল ঈশ্বরের, কিন্তু কপট লোকেরা জানিতেছে না। ৭। তাহারা বলিয়া থাকে "যদি আমরা মদিনার দিকে ফিরিয়া যাই তবে অবশ্য তথাহইতে শ্রেষ্ঠ লোক নিকৃষ্টকে বহিষ্কৃত করিবে;" এবং ঈশ্বরের, ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের এবং বিশ্বসী দিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু কপট লোকেরা বুঝিতেছেনা। ৮। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের ধন সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইতে তোমাদিগকে শিথিল না করে এবং যাহারা ইহা করে, পরে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ৯। তোমাদের কাহার প্রতি মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে তোমাাদিগকে আমি উপজীবিকারূপে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর, পরে সে বলিবে "হে আমার প্রতিপালক, কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত যদি তুমি আমাকে অবকাশ দিতে তাহা হইলে সদকা (ধর্ম্মার্থ ফকির দিগকে দান) দান করিতাম ও সাধুদিগের (একজন) হইতাম"। ১০। এবং পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহার কাল উপস্থিত হইলে কখন অবকাশ দান করেন না, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১১। (র, ২)

— —

সুরা তগাবোন * ।

চতুঃ ষষ্টিতম অধ্যায় ।

১৮ আয়ত, ২ রকু ।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

যাহা কিছু স্বর্গেতে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, তাঁহারই রাজত্ব ও তাঁহারই প্রশংসা এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী । ১ । তিনিই যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদের কেহ ধর্ম্মবিরোধী ও তোমাদের কেহ বিশ্বাসী হইয়াছে এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দর্শক । ২ । তিনি ঠিকভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে আকৃতি বদ্ধ করিয়াছেন, পরন্তু তোমাদের উত্তম আকৃতি করিয়াছেন এবং তাঁহার দিকেই (তোমাদের) প্রতিগমন । ৩ । স্বর্গে ও মর্ত্তে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানিতেছেন, এবং তোমরা যাহা গোপনে কর ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তাহা জ্ঞাত হন ও পরমেশ্বর অন্তরের রহস্যজ্ঞ । ৪ । পূর্ব্বে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদের সংবাদ কি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই ? অনন্তর তাহারা আপন কার্য্যের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য দুখঃজনক

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

শাস্তি আছে। ৫। ইহা এজন্য যে তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ উজ্জ্বল প্রমাণাবলী সহ উপস্থিত হইতেছিল, পরে তাহারা বলিয়াছিল "কি মনুষ্য আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে?" অবশেষে ধর্ম্মবিরোধী হইল ও মুখ ফিরাইল এবং পরমেশ্বর নিঃস্পৃহ হইলেন, ও ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত। ৬। ধর্ম্মদ্রোহিগণ মনে করিয়াছে যে তাহারা কখন সমুত্থাপিত হইবে না, তুমি বল (হে মোহম্মদ,) হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য তোমরা সমুত্থাপিত হইবে, তৎপর তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার সংবাদ তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ৭। অনন্তর ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমি অবতারণ করিয়াছি তাহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৮। যে দিন তোমাদিগকে একত্রীভূত করার দিনের জন্য একত্রীকৃত করা হইবে ইহাই কেয়ামতের দিন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা হইতে তাহার পাপ সকল তিনি দূর করিবেন, এবং তাহাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ থাকিবে, ইহাই মহা মনোরথ সিদ্ধি। ৯। এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারাই নরকানলনিবাসী, তথায় চিরকাল থাকিবে এবং (ইহা) কুৎসিত স্থান। ১০। (র, ১)

ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় না, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তাহার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। ১১। এবং

তোমরা (হে লোক সকল,) ঈশ্বরের আনুগত্য কর ও প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করিতে থাক, অনন্তর যদি তোমরা বিমুখ হও তবে (জানিও) আমার প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার বৈ নহে। ১২। সেই ঈশ্বর তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব উচিত যে বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১৩। হে বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় তোমাদের ভার্য্যাগণ ও সন্তানগণের মধ্যে কেহ তোমাদের জন্য শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে সাবধান হইও, এবং যদি ক্ষমা কর ও উপাক্ষো কর এবং মার্জ্জনা কর তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৪। তোমাদের ধন সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান সন্ততি পরীক্ষা ইহা বৈ নহে, এবং সেই পরমেশ্বর তাঁহার নিকটেই মহা পুরস্কার। ১৫। অনন্তর তোমরা যত দূর পার ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর, তোমাদের জীবনের জন্য কল্যাণ হইবে, এবং যে ব্যক্তি আপন জীবনকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে পরে ইহারাই তাহারা যে উদ্ধার পাইবে। ১৬। যদি তোমরা ঈশ্বরকে উত্তমঋণে ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তাহা দ্বিগুণ করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং ঈশ্বর মর্য্যাদাভিজ্ঞ দয়ালু। ১৭।+তিনি অন্তর্বাহ্যবিৎ পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১৮। (র, ২)

সুরা তলাক *।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

১২ আয়ত, ২ রকু।

(দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে সংবাদবাহক, (তুমি স্বীয় মণ্ডলীকে বল,) যখন তোমরা ভার্য্যাদিগকে বর্জ্জন কর তখন তাহাদিগকে তাহাদের (ঋতুর) গণনায় বর্জন করিবে, এবং তোমরা সেই গণনাকে পরিগণিত করিও এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিও না, এবং তাহারা স্পষ্ট দুষ্কর্ম্ম করিতে ভিন্ন বাহির হইবে না, এবং এই সকল নির্দ্ধারণ পরমেশ্বরের, যে ব্যক্তি তাঁহার নির্দ্ধারণাবলীকে উল্লঙ্ঘন করে পরে সে নিশ্চয় আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, (হে বর্জনকারী,) তুমি জান না, সম্ভবতঃ পরমেশ্বর ইহার পরে কোন ব্যাপার সংঘটন করিবেন †। ১। অনন্তর যখন তাহারা স্বীয় নির্দ্ধারিত কালে উপস্থিত

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ ঋতুগণনা অনুসারে স্ত্রী বর্জন করিবে, তিন ঋতু পর্য্যন্ত গণনা করিয়া প্রতীক্ষা করা আশ্যক। ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে ভার্য্যাকে বর্জন করিবে, তাহা হইলে সমুদায় ঋতু পূর্ণ রূপে পরিগণিত হইবে। ঋতুর পরে স্ত্রী শুদ্ধ হইলেও তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে না। ইতি পূর্ব্বে নারী যে গৃহে বাস করিত বর্জন অবস্থায় সেই গৃহে থাকিয়া সে নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ করিবে। সে স্বয়ং বহির্গত হইবে

হয় তখন তাহাদিগকে বৈধরূপে গ্রহণ করিও, অথবা বৈধরূপে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিও, এবং তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়-পরায়ণ লোককে সাক্ষী গ্রহণ করিও এবং ঈশ্বর উদ্দেশ্য সাক্ষ্য ঠিক রাখিও, ইহাই (আদেশ,) যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাকে এতদ্দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহার জন্য মুক্তি বিধান করেন ২। এবং তিনি তাহাকে যে স্থান হইতে সে মনে করে না সেই স্থান হইতে জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে পরে তিনিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় কার্য্যে উপনীত হইবেন, সত্যই পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ৩। তোমাদের ভার্য্যাদিগের মধ্যে যাহারা ঋতুর সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে ও যাহারা ঋতুমতী হয় নাই, যদি তোমরা সন্দেহ কর তবে তাহাদের গণনা তিন মাস, এবং গর্ভবতী নারীগণের গর্ভ স্থাপন (প্রসব করা) পর্য্যন্ত তাহাদের নির্দ্ধারিত কাল, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহার জন্য তাহার কার্য্য সহজ করিয়া দেন। ৪। ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, ইহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহা হইতে তাহার অপরাধ সকল দূর করিবেন ও তাহার পুরস্কার বৃদ্ধি করিবেন। ৫। তোমরা তাহাদিগকে (বর্জ্জিতা ভার্য্যাদিগকে) যে আপন আয়ত্ত স্থানে বাস কর তথায় রাখিয়া দেও, এবং তাহাদিগকে (এমন) যন্ত্রণা দিও না যে তাহাদের প্রতি তোমরা সঙ্কট আনয়ন করিবে, যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তবে যে পর্য্যন্ত না

না, অন্য কেহ তাহাকে বাহির করিবে না। এরূপ বাহির হওয়া দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত। উভয়ের পুনঃসম্মিলনের আশায়ই নির্দ্দিষ্ট কাল এরূপ বদ্ধ থাকার বিধি। পরমেশ্বর এই অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। (ত, হো,)

তাহারা আপন গর্ভ স্থাপন করে সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের প্রতি দান করিতে থাকিবে, অনন্তর যদি তোমাদের (সন্তানের) জন্য স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে, এবং বৈধরূপে পরস্পরের মধ্যে তোমরা কায করিতে থাক, এবং যদি তোমরা ক্লেশ দান কর তবে তাহাকে অন্য নারী স্তন্য দান করিবে। ৬। উচিত যে স্বচ্ছল ব্যক্তি আপন স্বচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করে এবং যাহার প্রতি তাহার উপজীবিকা সঙ্কোচ করা হইয়াছে সে যেন পরে ঈশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাকে, পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহাকে যেমন (শক্তি) দান করিয়াছেন তদনুরূপ বৈ ক্লেশ দান করেন না, শীঘ্রই পরমেশ্বর অসচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা বিধান করিবেন। ৭। (র, ১)

এবং অনেক গ্রাম (গ্রামবাসী) আপন প্রতিপালকের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, অনন্তর আমি কঠিন হেসাবানুসারে তাহাদের হেসাব লইয়াছি, এবং গুরুতর শাস্তিতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিয়াছি। ৮। পরে তাহারা স্বীয় কার্য্যের অপকারিতা আস্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যের পরিণাম ক্ষতি হইয়াছে।৯। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, অবশেষে হে বুদ্ধিমান্ বিশ্বাসী লোকসকল তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, সত্যই পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি এক উপদেশ (কোরাণ) অবতারণ করিয়াছেন। ১০। এক প্রেরিত পুরুষ (পঠাইয়াছেন,) সে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী পাঠ করিয়া থাকে, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে যেন তাহাদিগকে তমঃ পুঞ্জ হইতে আলোকের দিকে বাহির করে এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

য়রে ও সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন যাহার নিম্ন দিয়া জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা নিত্যনিবাসী হইবে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদের জন্য অত্যুত্তম জীবিকা বিধান করিয়াছেন। ১১। সেই পরমেশ্বর যিনি সপ্তস্বর্গ ও তৎসদৃশ পৃথিবীসম্পর্কে সৃজন করিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে আদেশ অবতারণ করেন যেন তোমরা জানিতে পার যে ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে শক্তিশালী, অপিচ নিশ্চয় পরমেশ্বর জ্ঞানানুসারে সমুদয় আয়ত্ত করিয়াছেন। ১২।। (র, ২,)

সুরা তহরিম। *

ষষ্ঠ ষষ্টিতম অধ্যায়।

---

১৮ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে সংবাদবাহক, ঈশ্বর তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন স্বীয় ভার্য্যাদিগের সন্তোষ প্রয়াস করত তাহা কেন অবৈধ করিতেছ? এবং পরমেশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু †। ১। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের শপথ উন্মোচন তোমাদের জন্য বিধি দিয়াছেন, এবং

---

* এই সুরা মদিনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† হজরত মধুর শরবত ভাল বাসিতেন। একদা তাঁহার অন্যতম ভার্য্যা জয়নব কিঞ্চিৎ মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, হজরত যখন তাঁহার গৃহে উপ-

পরমেশ্বর তোমাদের বন্ধু, এবং তিনি জ্ঞাতা বিজ্ঞাতা *। ২।

স্থিত হইতেন তখন তিনি মধুপানা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তদনুরোধে তাঁহার আলয়ে হজরতকে কিছু অধিক বিলম্ব করিতে হইত। ইহা তাঁহার কোন কোন পত্নীর পক্ষে কষ্টকর হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আয়শা ও হফ্‌সা পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে হজরত যখন জয়নবের গৃহে মধুর শরবত পান করিয়া আমাদের কাহার নিকটে আগমন করিবেন তখন বলিব যে তোমার মুখ হইতে মগফুরের গন্ধ নির্গত হইতেছে। মগফুর অরকতনামক বৃক্ষ বিশেষর নির্য্যাস, তাহা অতিশয় দুর্গন্ধ। হজরত সুগন্ধ ভালবাসিতেন, দুর্গন্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একদিন তিনি মধু পান করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকর নিকটে উপস্থিত হন, প্রত্যেকেই বলেন "হজরত, আপনার মুখ দিয়া মগফুরের গন্ধ আসিতেছে;" তিনি উত্তর করেন "আমি মগফুর খাই নাই, জয়নবের আলয়ে মধুর শরবত পান করিয়াছি।" তাঁহারা বলিলেন "হয়তো মধুমক্ষিকা অরকত কুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়াছিল।" ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইলে হজরত কহিলেন "ঈশ্বরের শপথ আর কখন উহা পান করিব না।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। প্রসিদ্ধ এই যে হজরত হফ্‌সার বারের দিন তাঁহার গৃহে যাইতেন, একদা তিনি হজরতের আজ্ঞাক্রমে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, হজরত কেব্‌ত কুলোদ্ভবা দাসীপত্নী মারিয়াকে ডাকাইয়া নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন। হফ্‌সা তাহা অবগত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হজরত বলেন "হে হফ্‌সা, যদি আমি তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অবৈধ করি তাহাতে তুমি কি সম্মত নও?" তিনি বলিলেন "হাঁ সম্মত"। হজরত কহিলেন "একথা কাহার নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তোমার নিকটে গুপ্ত রহিল"। হফ্‌সা সম্মত হইলেন। কিন্তু যখন হজরত তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন তৎক্ষণাৎ হফ্‌সা আয়শাকে যাইয়া এই সুসংবাদ দান করিয়া বলিলেন "আমরা কেব্‌তনারীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছি।" পরে হজরত আয়শার গৃহে আগমন করিলে তখন আয়শা ইঙ্গিতে এই বৃত্তান্ত বলেন। এতদুপলক্ষে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যে মারিয়াকে পরমেশ্বর তোমার প্রতি বৈধ করিয়াছেন তাহাকে কেন আপনার সম্বন্ধে অবৈধ করিয়া তুলিলে ও শপথ করিলে? (ত, হো,)

* অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তযোগে শপথ ভঙ্গ করিতে ঈশ্বর বিধি দিয়াছেন। সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি সুরা মায়দাতে বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

এবং (স্মরণ কর) যখন সংবাদবাহক স্বীয় ভার্য্যাদিগের কাহার নিকটে কোন কথা গোপনে বলিল, পরে যখন তাহা সেই স্ত্রী জ্ঞাপন করিল এবং পরমেশ্বর তাহার নিকটে উহা প্রকাশ করিলেন, (প্রেরিত পুরুষ) তাহার কোনটী (হফ্‌সাকে) জানাইল ও তাহার কোনটী হইতে মুখ ফিরাইল, অনন্তর যখন তাহাকে তাহা জানাইল তখন সে জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমাকে ইহা জানাইয়াছে?" সে বলিল "জ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বর) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন" *। ৩। তোমরা দুই জনে (হে পেগম্বরের, দুই ভার্য্যা) যদি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আইস, (ভাল হয়,) অনন্তর নিশ্চয় তোমাদের অন্তর কুটিল হইয়াছে, এবং যদি তাহার প্রতি (তাহাকে ক্লেশ দানে) তোমরা পরস্পর অনুকূল হও তবে নিশ্চয় (জানিও) সেই ঈশ্বর তিনি ও জেব্রিল এবং সাধু বিশ্বাসিগণ তাহার বন্ধু আছেন, এবং অতঃপর দেবগণ সাহায্যকারী হয়। ৪। যদি সে তোমাদিগকে বর্জ্জন করে তবে তাহার প্রতিপালক সমুদ্যত যে তোমাদিগ অপেক্ষা উত্তম মোসলমান বিশ্বাসিনী সাধনপরায়ণা পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্তা অর্চ্চনাকারিণী উপবাসব্রতধারিণী বিবাহিতা ও কুমারী নারীদিগকে তাহাকে বিনিময় দান করেন। ৫। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের জীবনকে

---

* অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ কর, যখন হজরত, মারিয়াকে গ্রহণ করায় অবৈধতা বিষয়ে অথবা মধুপান সম্বন্ধে হফ্‌সানাম্নী আপন পত্নীকে গোপনে বলেন, পরে হফ্‌সা তাহা সাধ্বী আয়শাকে জ্ঞাপন করেন, হফ্‌সা যে আয়শাকে বলেন ঈশ্বর হজরতের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন। হজরত তাহার কতক হফ্‌সাকে জানাইলেন, অর্থাৎ তোমাকে এই এই কথা বলিয়াছিলাম, তুমি ইহার মধ্যে এই কথা প্রকাশ করিয়াছ, এবং কোন কোন কথা তিনি হফ্‌সাকে কহিলেন না। (ত, হো,)

ও আপনাদের পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধনপুঞ্জ মানবগণ ও (প্রতিমা বা স্বর্ণ রজতাদি) প্রস্তররাশি, তাহার উপরে দুর্দ্দম কঠোর দেবগণ (নিযুক্ত,) তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে না এবং যাহা আজ্ঞা করা হয় তাহা করিয়া থাকে। ৬। (বলিবে) "হে ধর্ম্ম-বিরোধিগণ, অদ্য তোমরা আপত্তি করিও না, তোমরা যাহা করিতেছ তদ্রূপ বিনিময় দেওয়া যাইবে ইহা বৈ নহে"। ৭। (র, ১)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের দিকে তোমরা বিশুদ্ধ প্রত্যাগমনে প্রত্যাগমন কর * তোমাদিগ হইতে তোমাদের দোষ সকল নিরাকরণ করিতে এবং স্বর্গোদ্যান সকলে যাহার নিম্নদিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, যে দিবস পরমেশ্বর সংবাদবাহককে ও তাহার সঙ্গী বিশ্বাসী দিগকে বিষণ্ণ করেন না সেই দিবস লইয়া যাইতে তোমাদের প্রতিপালক সমুদ্যত আছেন, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখভাগে ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে এবং তাহারা বলিবে "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৮। হে সংবাদবাহক, তুমি ধর্ম্মদ্রোহী ও কপট লোকদিগের সঙ্গে জেহাদি করিও এবং তাহাদের প্রতি কঠিন হইও, এবং তাহাদের আবাস নরকলোক, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৯। পরমেশ্বর ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নিমিত্ত নুহের ভার্য্যা ও লুতের ভার্য্যার দৃষ্টান্ত

---

* সরল অন্তঃকরণের প্রত্যাবর্ত্তন বা অনুতাপ এরূপ হয় যে মনেতে আর কখন কৃত পাপের চিন্তার উদয় হয় না, অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। ইহাই বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্ত্তন বা অনুতাপ। (ত, শা,)

বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা আমার ভৃত্যদিগের মধ্যে দুই ভৃত্যের অধীনে (বিবাহিতা) ছিল, পরে তাহারা উভয়ে ক্ষতি করিল, অনন্তর তাহারা (নুহ ও লুত) তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না, এবং বলা হইল " তোমরা দুই জনে প্রবেশকারীদিগের সঙ্গে নরকাগ্নিতে প্রবেশ কর,, * ।১০। এবং পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের জন্য ফেরওণের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, এবং (স্মরণ কর) যখন সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য স্বর্গে আপন সন্নিধানে একটি আলয় নির্ম্মাণ কর, এবং আমাকে ফেরওণ ও তাহার ক্রিয়া হইতে রক্ষা কর এবং অত্যাচারিদল হইতে আমাকে উদ্ধার কর " † । ১১ । + এবং এমরাণের কন্যা মরয়মের (দৃষ্টান্ত) যে স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে সংরক্ষণ করিয়াছিল, অনন্তর আমি তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম, এবং সে আপন প্রতিপালকের বাক্যাবলী ও তাঁহার গ্রন্থ সকলকে প্রত্যয় করিয়াছিল এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী দিগের (একজন) ছিল। ১২ । (র, ২)

---

* অর্থাৎ স্বীয় ধর্ম্ম ঠিক রাখিও, স্বামী কোন স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারে না। এ কথা সাধারণ নারীকে বলা হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত নয় যে, হজরতের সহধর্ম্মিণীদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। (ত, শা,)

† এই নারী মহাপুরুষ মুসাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহায় ছিলেন এবং ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, পরিশেষে ফেরওণ তাঁহাকে বহু যন্ত্রণা দানে হত্যা করে। (ত, শা,)

সূরা মোল্‌ক *।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

৩০ আয়ত, ২ রকু।

(দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তিনি মহা সমুন্নত যাঁহার হস্তে রাজত্ব, এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১।+ যিনি কার্য্যতঃ তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে এই পরীক্ষা করিতে জীবন ও মৃত্যু সৃজন করিয়াছেন, এবং তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ২।+ যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তুমি (হে দর্শক,) কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না, অনন্তর চক্ষুকে ফিরাইয়া আন, কোন ত্রুটি কি দেখিতেছ? তৎপর দুই বার নয়ন ফিরাইয়া আন, তোমার দিকে চক্ষু নিস্তেজ হইয়া ফিরিয়া আসিবে, এবং তাহা ক্লান্ত থাকিবে। ৩। এবং সত্য সত্যই আমি পৃথিবীর আকাশকে (নক্ষত্ররূপ) দীপাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছি, এবং তাহাকে (সেই নক্ষত্রপুঞ্জকে) শয়তানকুলের তাড়ানের যন্ত্র করিয়াছি এবং আমি তাহাদের জন্য নরকদণ্ড প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৪। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য নরকদণ্ড আছে, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৫। যখন তথায় তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা এক নিনাদ শ্রবণ

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

করিবে এবং তাহা গর্দ্দভধ্বনি (তুল্য) * ।৬। + যখন কোন দল তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহা ক্রোধে খণ্ড খণ্ড হইবার উপক্রম হইবে, তাহার প্রহরী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে "তোমাদের নিকটে কি ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হয় নাই?" ৭। তাহারা বলিবে "হাঁ নিশ্চয় আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শক আসিয়াছেন ৮। + অনন্তর (তাঁহার প্রতি) আমরা অসত্যারোপ করিয়াছি, এবং বলিয়াছি যে পরমেশ্বর কিছুই অবতারণ করেন নাই; তোমরা মহা পথ ভ্রান্তির মধ্যে বৈ নও,,। ৯। এবং বলিবে "যদি আমরা শুনিতাম অথবা বুঝিতাম তবে নরক নিবাসীদিগের মধ্যে থাকিতাম না" ।১০। অনন্তর আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিবে, অবশেষে নরক-নিবাসী দিগের জন্য অভিসম্পাত্ হৌক,। ১১। নিশ্চয় যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ১২। তোমরা আপন বাক্য গোপন কর বা তাহা প্রকাশ কর নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহস্যজ্ঞ। ১৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না? এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ। ১৪। (র, ১)

তিনিই যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিনীত করিয়াছেন, অনন্তর তোমরা তাহার চতুর্দ্দিকে চলিতে থাক, তাঁহার (প্রদত্ত) জীবিকা হইতে ভোগ কর, এবং তাঁহার দিকেই পুনরুত্থান। ১৫। যে ব্যক্তি স্বর্গে আছেন তিনি যে (হে কাফেরগণ,) তোমাদিগকে মৃত্তি-

---

* যখন কাফেরদিগকে উপস্থিত করা যইবে তখন নরক কোলাহল করিবে, এবং তাহার উচ্ছ্বাস হইতে থাকিবে। উষ্ণ দেগের উচ্ছ্বসিত জলস্থিত মাংসের ন্যায় নরক তাহাদিগকে এক বার উপরে তুলিবে ও এক বার নীচে নামাইবে। (ত, হো,)

কায় প্রোথিত করিবেন তাহা হইতে কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছ? অনন্তর অকস্মাৎ এই (পৃথিবী) তোলপাড় হইবে। ১৬।+যে ব্যক্তি স্বর্গেতে আছেন তিনি যে তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্ষী মেঘ প্রেরণ করিবেন তাহাহইতে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অনন্তর কেমন আমার ভয় প্রদর্শন অবশ্য জানিবে। ১৭। এবং সত্য সত্যই তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, অবশেষে আমার শাস্তি কেমন হইয়াছিল? ১৮। তাহারা কি আপনাদের উপরে প্রসারিত ও সঙ্কুচিতপক্ষ পক্ষিকুলকে দেখিতেছে না? পরমেশ্বর বৈ তাহাদিগকে (কেহ) ধারণ করিতেছে না, নিশ্চয় তিনি সকল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিকারী। ১৯। কে এ সে, যে তোমাদের জন্য সৈন্য, (সৈন্যপরিচালক,) ঈশ্বর ভিন্ন তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবে? ধর্ম্মদ্রোহিগণ প্রতারণাতে বৈ নহে। ২০। যদি তিনি স্বীয় জীবিকা বন্ধ করেন কে এ যে সে তোমাদিগকে উপজীবিকা দান করিবে? বরং তাহারা অবাধ্যতায় ও পলায়নে স্থিরতর। ২১। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় মুখের দিকে নত হইয়া (অধোমুখে) গমনকরে সে অধিকতর পথ প্রাপ্ত? না, যে ব্যক্তি সরল পথে সোজা হইয়া গমন করে সে *? ২২। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তিনিই, যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাদের নিমিত্ত চক্ষু ও কর্ণ এবং হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। ২৩। তুমি বল, তিনিই যিনি ধরাতলে তোমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার দিগেক তোমরা একত্রীকৃত

---

* অর্থাৎ কাফেরগণ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টি করে না, অধোবদনে গমন করে, প্রবঞ্চনার প্রান্তরে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসিগণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া সরল পথে চলে। (ত, হো,)

হইবে। ২৪। এবং তাহারা বলিয়া থাকে „যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে এই অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে" । ২৫। বল, (এই) জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে বৈ নহে, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ নহি। ২৬। অনন্তর যখন তাহা নিকটবর্ত্তী দেখিবে তখন কাফের দিগের মুখ মলিন হইবে, এবং বলা হইবে „যাহা তোমরা চাহিতে ছিলে এই তাহা,,। ২৭। তুমি বল "তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি পরমেশ্বর আমাকে ও আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগকে বধ করেন অথবা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে কে ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে দুঃখজনক শাস্তি হইতে বাঁচাইবে? * ২৮। বল তিনিই পরমেশ্বর, আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, অনন্তর তোমরা শীঘ্রই জানিবে কে সে, যে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে? ২৯। বল, দেখিয়াছ কি যদি তোমাদের জল শুষ্ক হইয়া যায় তবে কে স্রোতোজল তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে? ৩০। (র, ২,)

---

* অর্থাৎ বিশ্বাস ও একত্ববাদ ব্যতীত ঈশ্বরের শাস্তি হইতে তোমাদিগকে অন্য কেহই বাঁচাইতে পারিবে না। (ত, হো,)

সূরা কলম। *।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

৫২ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ন, † লেখনীর ও যাহা লিখিত হয় তাহার শপথ ১। ‡ ।+ তুমি (হে মোহম্মদ,) স্বীয় প্রতিপালকের দানসম্বন্ধে ক্ষিপ্ত নও §। ২। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অখণ্ড পুরস্কার আছে। ৩। এবং নিশ্চয় তুমি মহা চরিত্রে আছ। ৪। অনন্তর তুমি অচিরে দেখিবে ও তাহারা দেখিবে। ৫। + যে তোমাদের মধ্যে কাহার সঙ্কটাবস্থা। ৬। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি তাঁহার পথ

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ন, এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণ ঈশ্বরের নামাবলীর কুঞ্জিকা। ইহা জ্যোতি ও সাহায্যদাতা এই দুই নামের প্রকাশক, এবং ঈশ্বরের রহমাণ নামের অন্তিম বর্ণ। কথিত হইয়াছে যে ইহা সুরা বিশেষের নাম বা আলোকফলকের কিংবা স্বর্গস্থ প্রণালী বিশেষের নাম, অথবা বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাহায্য দানের শপথ। প্রসিদ্ধ যে এই নুন (ন) মৎস্যবিশেষের নাম যাহার পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী স্থাপিত। (ত, হো,)

‡ প্রথমতঃ ঈশ্বর যাহা সৃজন করেন তাহা লেখনী, পরে মসীপাত্র সৃষ্টি করেন, এই দুইয়ের ও মসীপাত্র হইতে মসী গ্রহণ করিয়া লেখনী যাহা লিপি করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার শপথ স্মরণ করিলেন। ঈশ্বরের লেখনী জ্যোতির্ময়ী জগদ্ব্যাপিনী শক্তিবিশেষ, লিপি আদেশ প্রত্যাদেশ। (ত, হো,)

§ অলিদের পুত্র মগয়রার কথার উত্তরে এই উক্তি হইয়াছে। (ত, হো।

হইতে হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে তিনি উত্তম জ্ঞাত এবং তিনি পথ প্রাপ্ত দিগকে সুবিজ্ঞাত। ৭। অনন্তর তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অনুগত হইও না। ৮। তাহারা ভালবাসে যে, যদি তুমি শিথিল হও তবে তাহারাও শিথিল হইবে। ৯। এবং তুমি প্রত্যেক শপথকারী নীচ নিন্দাকারী কথার ছিদ্রান্বেষণে গমনকারী কল্যাণের প্রতিবোধকারী সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধী উদ্ধত লোকের অতঃপর জারজের অনুগত হইও না, এজন্য যে সে ধনশালী ও বহু পুত্রবান্ *। ১০+১১+১২+১৩+১৪। যখন তাহার নিকটে আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয় তখন সে বলে ইহা পূর্ব্বতন উপাখ্যানাবলী। ১৫। সত্বরই আমি নাসিকার উপরে তাহাকে চিহ্নিত করিব। ১৬। নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে সেরূপ পরীক্ষা করিয়াছি যে রূপ উদ্যানস্বামীদিগকে পরীক্ষা করিয়া ছিলাম, (স্মরণ কর) যখন তাহারা শপথ করিয়াছিল যে অবশ্য প্রাতঃকালে তাহা উৎচ্ছিন্ন করিবে এবং "এন্‌শায়

---

* যখন হজরত এই আয়ত কোরেশদিগের সভায় পাঠ করিলেন, যে সকলে দোষের উল্লেখ হইয়াছে অলিদ তাহা নিজের চরিত্রে বিদ্যমান দেখিল, কিন্তু জারজ শব্দের বাচ্য হইতে পারে সে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল "আমি কোরেশদলপতি, আমার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ লোক, কিন্তু জানি মোহম্মদ অসত্য বলে না, জারজ যে বলিল ইহা কেমন করিয়া আপনার সম্বন্ধে আরোপ করিব?" সে এরূপ চিন্তা করিয়া উন্মুক্ত করবাল হস্তে মাতার নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক ভয়প্রদর্শন করিলে পর জননী এরূপ বলিল যে "তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা ছিল না, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার ধনের উত্তরাধিকারী হইবে এরূপ আশা করিতেছিল, তাহাতে আমার ঈর্ষ্যা হইল, আমি অমুক দাসকে ক্রয় করিয়া অনায়ন করি ও তাহার সঙ্গে মিলিত হই, তুমি তাহারই সন্তান। তখন অলিদ হজরতের বাক্যের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করে। (ত, হো,)

আল্লা” (যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন) বলিতেছিল না * । ১৭+১৮। অনন্তর তোমার প্রতিপালক হইতে এক ঘূর্ণায়মান (শাস্তি বিশেষ) সেই (উদ্যানের) উপরে ঘূরিয়াছিল এবং তাহারা নিদ্রিত ছিল। ১৯। পরে প্রাতঃকালে তাহা যেন উন্মূলিত হইল। ২০। + অবশেষে প্রভাত হইলে তাহারা পরস্পর ডাকিতেছিল। ২১।+ “যদি তোমরা উচ্ছেদকারী হও তবে প্রভাতে স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর”। ২২। অনন্তর চলিয়া গেল ও তাহারা পরস্পর গোপনে বলিতেছিল যে “অদ্য তোমাদের নিকটে কোন দরিদ্র তথায় প্রবেশ করিবে না”। ২৩+২৪। এবং প্রত্যূষে ক্ষমতাশালী (আপনাদিগকে মনে করতঃ) সেই কল্পের উপরে চলিল। ২৫। অনন্তর যখন তাহারা তাহা দেখিল, বলিল “নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্ত। ২৬।+বরং আমরা বঞ্চিত” ।২৭। তাহাদের মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিল “আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে কেন তোমরা স্তব করিতেছ না ?” ২০। তাহারা বলিল

---

* এমন দেশের অন্তর্গত সনা নামক প্রদেশে এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন, তাঁহার খোর্মা ইত্যাদি ফলের এক উদ্যান ছিল। তিনি সেই উদ্যানের ফল সংগ্রহ করিবার দিন দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া আনিতেন এবং তরুতলে এক শয্যা প্রসারণ করিতেন। হস্ত প্রসারণ করিয়া বৃক্ষের যে ফল ধরা যাইতে পারিত না, বায়ু যাহা নিক্ষেপ করিত, অথবা শয্যার দিকে যাহা পতিত হইত তিনি তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। আপন লভ্য ফলেরও দশ ভাগের এক ভাগ দীন দুঃখীদিগকে দিতেন। সেই ধার্ম্মিক পুরুষের পরলোক হইলে পর তাঁহার পুত্রগণ পরস্পর বলিল যে “ সম্পত্তি অল্প পরিবার অধিক, পিতা যেরূপ করিয়াছেন আমরা তদ্রূপ আচরণ করিলে আমাদের জীবিকা সঙ্কীর্ণ হইবে। প্রত্যূষে দরিদ্রগণ সংবাদ না পাইতে আমরা উদ্যানে যাইয়া সমুদায় ফল ছিঁড়িয়া আনিব।” তখন তাহারা শপথ করে। পরমেশ্বর এইরূপ বলেন। (ত, হো,)

"আমাদের প্রতিপালকেরই পবিত্রতা, নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইয়াছি"। ২৯। অবশেষে তাহাদের এক জন অন্য জনের নিকটে পরস্পর তিরস্কার করত অগ্রসর হইল। ৩০। তাহারা বলিল "হায়, আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা সীমা লঙ্ঘনকারী হইয়াছি। । ৩১। ভরসা যে আমাদের প্রতিপালক ইহা অপেক্ষা উত্তম (উদ্যান) আমাদিগকে বিনিময় দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে সমুৎসুক"। ৩২। এই প্রকার শাস্তি; এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি (ইহা অপেক্ষা) গুরুতর, যদি তাহারা জানিত (ভাল ছিল)। ৩৩। (র, ১)

নিশ্চয় ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে সম্পদের উদ্যান সকল আছে। ৩৪। অনন্তর আমি কি মোসলমানদিগকে পাপীদিগের তুল্য করিব? ৩৫। তোমাদের কি হইয়াছে (হে কাফেরগণ,) তোমরা কেমন আজ্ঞা করিতেছ? ৩৬। তোমাদের নিকটে কি গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে তোমরা পাঠ করিয়া থাক? নিশ্চয় তাহাতে যাহা মনোনীত কর তাহা তোমাদের জন্য হয়। ৩৭+৩৮। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি প্রতিজ্ঞা সকল আছে যে কেয়ামতের দিনি পর্য্যন্ত পহুঁছিবে? নিশ্চয় যাহা তোমরা নির্দ্ধারণ করিয়া থাক তাহা তোমাদের জন্য হয়। ৩৯। তুমি তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) জিজ্ঞাসা কর তাহাদের কে এ বিষয়ে প্রতিভূ *। ৪০। তাহাদের জন্য কি অংশী সকল আছে? অনন্তর উচিত যে যদি তাহারা সত্যবাদী হয় তবে আপন অংশীদিগকে উপস্থিত করে। ৪১। যে দিবস পদ হইতে আবরণ

---

* অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে সক্ষম আছে যে পরলোকে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে? (ত, হো,)

উন্মোচন করা যাইবে ও তাহারা যে প্রণামের দিকে আহুত হইবে তখন সক্ষম হইবে না *। ৪২। + তাহাদের চক্ষে কাতরতা হইবে, দুর্গতি তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইবে, এবং সত্যই তাহারা প্রণামের দিকে আহুত হইতেছিল, বস্তুতঃ তাহারা স্থির ছিল। ৪৩। অনন্তর আমাকে ও যাহারা এই বাক্যকে অসত্য বলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, যে স্থান হইতে জানিতেছে না তথা হইতে সত্বরই অল্পে অল্পে তাহাদিগকে আমি টানিয়া লইব †।৪৪। এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল দৃঢ়। ৪৫। তুমি কি তাহাদিগ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছ? অনন্তর তাহারা গুরুতর দণ্ডার্হ। ৪৬। তাহাদের নিকটে কি গুপ্ত তত্ত্ব আছে, পরে তাহারা (তাহা) লিখিয়া থাকে? ৪৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং এবং মৎস্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় হইও না, যখন সে প্রার্থনা করিয়াছিল তখন বিষাদপূর্ণ ছিল ‡। ৪৮। যদি তাহার এই জ্ঞান না থাকিত যে তাহার

---

* পদ হইতে আবরণ উন্মোচন করার অর্থ ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রান্ত প্রদর্শন করা বা ঈশ্বরের প্রকাশ পাওয়া অথবা সুকঠিন ও ভয়ানক ব্যাপার প্রকাশ পাইয়া পড়া। হজরত বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর সেই দিবস মহা জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবেন, তিনি সিংহাসনের পদ প্রান্ত হইতে আলোক বিকীর্ণ করিবেন, সমুদায় বিশ্বাসী নরনারী তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইবে, যাহারা পৃথিবীতে কপট ভাবে প্রণাম করিয়াছিল তাহারা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। যখন তাহারা প্রণাম করিতে চাহিবে পরিবে না, তাহাদের পৃষ্ঠ বক্র হইবে না। (ত, হো,)

† "সত্বরই অল্পে অল্পে তাহাদিগকে আমি টানিয়া লইব" অর্থাৎ আমি ক্রমে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত করিব। (ত, হো,)

‡ মৎস্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তি মহাপুরুষ ইয়ুনস, তিনি লোকের উৎপীড়নে অধৈর্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপ মৎস্যের গর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সুরা ইয়ুনসে বিবৃত্ত হইয়াছে। (ত, হো,)

প্রতিপালকের কৃপা আছে তবে অবশ্য মরুভূমিতে সে নিক্ষিপ্ত হইত এবং সে লাঞ্ছিত হইত।৪৯। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে সাধুদিগের (এক জন) করিয়া লইলেন।৫০। এবং নিশ্চয় কাফেরগণ সমুদ্যত যে তোমাকে আপন দৃষ্টিতে পদস্খলিত করে, যখন তাহারা কোরাণ শ্রবণ করে ও বলিয়া থাকে যে "নিশ্চয় সে ক্ষিপ্ত"।৫১। এবং উহা জগদ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ বৈ নহে।৫২। (র, ২)

সুরা হাক্কা *।

উন সপ্ততিতম অধ্যায়।

৫২ আয়ত, ২ রকু।

(দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বাস্তবিক (কেয়ামত)।১। কি সেই বাস্তবিক?২। কি সে তোমাকে জানাইয়াছে বাস্তবিক কি হয়?৩। সমুদ ও আদ জাতি কেয়ামতের বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছিল।৪। অনন্তর কিন্তু সমুদ জাতি সীমাতিক্রান্ত নিনাদে মারাগেল।৫। এবং কিন্তু আদ জাতি পরে সীমাতিক্রান্ত মহা বাত্যায় মারা গেল।৬। সপ্ত রাত্রি অষ্ট দিবা মূলচ্ছেদনে (বিনাশ সাধনে) তাহাদের প্রতি

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

উহা প্রবল ছিল, অনন্তর তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূতলশায়ী দেখিতেছ যেন তাহারা শুষ্ক খোর্ম্মাতরুর কাণ্ড *। ৭। অনন্তর তুমি কি তাহাদিগকে কিছু অবশিষ্ট দেখিতেছ ? ৮। এবং ফেরওণ ও তাহার পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারা এবং মোতফেকাতনিবাসিগণ পাপাচারে উপস্থিত হইয়াছিল। ৯। অনন্তর তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রেরিতকে অমান্য করিয়া ছিল; অবশেষে মহা আক্রমণে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় যখন জল সীমা অতিক্রম করিল তখন আমি তোমাদিগকে (তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে) নৌকায় আরোহণ করাইলাম, যেন ইহাকে তোমাদের জন্য উপদেশস্বরূপ করি এবং কোন স্মরণারকারক কর্ণ স্মরণ রাখে। ১০+১১। ১২। অনন্তর যখন সুর বাদ্যে একবার ফুৎকারে ফুৎকরা করা হইবে এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতশ্রেণী সমুত্থাপিত হইবে তখন তাহারা এক বিচূর্ণনে চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে। ১৩+১৪। পরিশেষে সেই দিবস সঙ্ঘটনীয় (কেয়ামত) সঙ্ঘটিত হইবে। ১৫।+এবং আকাশ বিদীর্ণ হইবে, পরন্তু উহা সেই দিবস শ্লথ হইয়া পড়িবে। ১৬।+ এবং দেবতারা ইহার প্রান্তভাগে থাকিবে, সেই দিবস (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের সিংহাসন আট জনে আপনার উপর বহন করিবে †। ১৭। সে দিবস তোমাদিগকে (হে লোক সকল,) সম্মুখে আনয়ন করা

---

* অর্থাৎ ভূতলে পতিত অন্তঃসারশূন্য ছিন্নমূল খোর্ম্মাতরুর নিম্নভাগের ন্যায় তাহারা পড়িয়া আছে, সকলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া তাহারা অপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে বাত্যা শেষ হইয়াছিল। (ত, হো,)

† এই ক্ষণ চারি জন ফেরেস্তার স্কন্ধে ঈশ্বরের সিংহাসন আছে, সে দিবস আট জনের প্রয়োজন হইবে। (ত, শা,)

হইবে, তোমাদের কোন গোপনীয় গুপ্ত থাকিবে না।১৮। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কার্য্যলিপি) তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইয়াছে পরে তাহাকে বলা হইবে "গ্রহণ কর এবং আপন কার্য্যলিপি পাঠ কর ১৯। বলিবে "নিশ্চয় আমি মনে করিতেছিলাম যে একান্তই আমি আপন হেসাবের সঙ্গে মিলিত হইব। ২০।+ অনন্তর সে উন্নত স্বর্গোদ্যানে যাহার ফলপুঞ্জ সন্নিহিত, মনোমত জীবন যাপনে থাকিবে।২১+২২+২৩। (বলা হইবে) " অতীত কালে যাহা সম্পাদন করিয়াছ তজ্জন্য সুমিষ্ট ভোজন পান কর।" ২৪। এবং কিন্তু যে ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কার্য্যলিপি) তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইয়াছে, পরে সে বলিবে " হায়! আপন পুস্তক যদি আমাকে না দেওয়া হইত। ২৫+২৬। এবং আপন হেসাব কি না জানিতাম (ভাল ছিল)। ২৭। হায়, যদি ইহা অন্তক হইত! ২৮। আমার সম্পত্তি আমা হইতে (শাস্তি) নিবারণ করিল না। ২৯। আমা হইতে আমার রাজত্ব বিলুপ্ত হইল"। ৩০। (বলা হইবে "হে দেবগণ,) ইহাকে ধর, পরে গল-বন্ধন ইহার গলে স্থাপন কর। ৩১।+তৎপর ইহাকে নরকে প্রবেশ করাও। ৩২।+তাহার পর শৃঙ্খলেতে যাহার দৈর্ঘ্য সত্তর হস্ত তাহাকে আনয়ন কর। ৩৩। নিশ্চয় সে মহা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। ৩৪।+এবং দরিদ্রকে আহার দানে প্রবৃত্তি দান করিত না। ৩৫। অনন্তর অদ্য তাহার জন্য এ স্থানে

সেই দিবস পার্ব্বত্য ছাগপশুর আকৃতি ফেরস্তাগণ ঈশ্বরের সিংহাসন স্কন্ধে বহন করিবেন। তাহাদের পায়ের খুর হইতে জানু দেশ পর্য্যন্ত দূরতা এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গের দূরতার তুল্য। দেবতারা আট শ্রেণীতে সেই সিংহাসন ধারণ করিবেন। (ত, হো,)

কোন বন্ধু নাই। ৩৬। +এবং পীতবারি ব্যতীত খাদ্য নাই।৩৭।+ পাপীলোক ব্যতীত তাহা ভক্ষণ করে না"। ৩৮। (র, ১)

অনন্তর আমি তোমরা যাহা দেখিতেছ ও যাহা দেখিতেছ না তাহার শপথ করিতেছি। ৩৯+৪০। নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) মহা প্রেরিতের বাক্য। ৪১।+এবং উহা কবির কথা নহে, যাহা তোমরা বিশ্বাস করিতেছ তাহা অল্পই। ৪২। এবং ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য নহে, যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছ তাহা অল্পই। ৪৩। নিখিল জগতের প্রতিপালকহইতে তাহা অবতারিত। ৪৪। এবং যদি (প্রেরিত পুরুষ) আমার সম্বন্ধে কোন কোন কথা রচনা করে তবে অবশ্য আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিব। ৪৫+৪৬। তৎপর অবশ্য তাহার হৃদয়ের শিরা ছিন্ন করিব। ৪৭। অনন্তর তাহা হইতে (শাস্তির) নিবারণকারী তোমাদের মধ্যে কেহ নাই। ৪৭। এবং নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ হয়। ৪৮। নিশ্চয় আমি জানিতেছি যে তোমাদের মধ্যে অসত্যবাদিগণ আছে। ৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রতি আক্ষেপজনক হয়। ৫০। এবং নিশ্চয় ইহা ধ্রুব সত্য। ৫১। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) স্বীয় মহা প্রতিপালকের নামের স্তব কর। ৫২। (র, ২)

সুরা মারেজ্‌। *

সপ্ততিতম অধ্যায়।

৪৪ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে সঙ্ঘটনীয় শাস্তি বিষয়ে পদস্থ পরমেশ্বর হইতে যাহার কোন নিবারণকারী নাই এক জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিল †।১+২+৩। সেই দিবস যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হয় দেবগণ ও আত্মা তাঁহার দিকে উত্থান করিতে থাকে ‡।৪।+ অনন্তর তুমি উত্তম ধৈর্য্যে ধৈর্য্য ধারণ কর।৫। নিশ্চয় তাহারা তাহা দূরে দেখিতেছে।৬।+ এবং আমি তাহা নিকটে দেখিতেছি।৭। যে দিবস গগনমণ্ডল দ্রবীভূত তাম্র সদৃশ হইবে।৮।+এবং গিরিশ্রেণী বিচিত্র ঊর্ণা তুল্য হইবে।৯।+ এবং কোন আত্মীয় আত্মীয়ের (পাপের সংবাদ) জিজ্ঞাসা করিবে না।

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† কথিত আছে যে এই জিজ্ঞাসু আবুজহল ছিল। কেয়ামতের শাস্তি সত্বর উপস্থিত করার জন্য হজরতের নিকটে সেই প্রার্থনা করিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেরদিগের সম্বন্ধে এই রূপ দীর্ঘ হইবে। কেয়ামতের প্রান্তরে পঞ্চাশটি বিশ্রাম ও অবস্থিতিস্থান আছে, লোকদিগকে প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে সহস্র বৎসর রাখিয়া দিবে। (ত, হো,)

১০।+ পরস্পর তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে, অপরাধিগণ অভিলাষ করিবে যে যদি সেই দিবস শাস্তির বিনিময়ে আপন সন্তানকে ও আপন পত্নীকে এবং আপন ভ্রাতাকে ও আপন স্বগণকে যাহাকে (পৃথিবীতে) স্থান দিয়াছে দান করে।১১+১২+১৩+এবং ধরাতলে যাহারা আছে সমুদায়কে (বিনিময় দান করে) তৎপর তাহাকে মুক্তি দেয়। ১৪।+নানা, নিশ্চয় উহা (নরক) শিখাবান্ অগ্নি, শিরশ্চর্ম্ম আকর্ষণ করিয়া থাকে *। ১৫+১৬+যাহারা (ধর্ম্ম পথ হইতে) ফিরিয়া গিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে এবং (পার্থিব সম্পত্তি) সংগ্রহ করিয়াছে পরে (তাহা) বদ্ধ রাখিয়াছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া লয়। ১৭+১৮। নিশ্চয় মনুষ্য ধৈর্যহীন সৃষ্ট হইয়াছে। ১৯।+যখন তাহার প্রতি অকল্যাণ উপস্থিত হয় তখন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে।২০।+এবং যখন কল্যাণ তাহার প্রতি উপস্থিত হয় তখন (তাহার) নিবারক হইয়া থাকে।২১।+উপাসকগণ, সেই যাহারা স্বীয় উপাসনাতে দৃঢ়ব্রত, এবং যাহাদের সম্পত্তির মধ্যে প্রার্থী ও দরিদ্রের নিমিত্ত স্বত্ব নির্দ্ধারিত আছে, এবং যাহারা বিচারের দিবসকে সত্য বলিয়া থাকে, এবং সেই যাহারা আপন প্রতিপালকের শাস্তি হইতে ভীত তাহারা ব্যতীত। ২২+২৩+২৪+২৫+২৬। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি অনির্ব্বার্য্য। ২৭। এবং সেই যাহারা আপন ভার্য্যাদিগের সম্বন্ধে কিংবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (দাসীদিগের সম্বন্ধে) ব্যতীত আপন জননেন্দ্রিয়ের সংরক্ষক

---

* অগ্নিজিহ্বা কাফেরদিগের মস্তক দুই শত কি এক শত বৎসরের পথ হইতে আকর্ষণ করিবে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, নরকানলের শিখা কাফেরদিগকে তদ্রূপ টানিবে। (ত, হো,)

(তাহারা ব্যতীত,) অনন্তর নিশ্চয় তাহারা ভর্ৎসনার যোগ্য নহে। ২৮+২৯+৩০। অনন্তর যাহারা এতদ্ব্যতীত অভিলাষ করে পরে ইহারাই তাহারা যে সীমালঙ্ঘনকারী। ৩১ এবং সেই যাহারা স্বীয় গচ্ছিত (সামগ্রীর) ও স্বীয় অঙ্গীকারের সংরক্ষক। ৩২।+ এবং সেই যাহারা আপন সাক্ষ্যদানে প্রতিষ্ঠিত। ৩৩।+ এবং সেই যাহারা আপন উপাসনার প্রতি অবধান করে। ৩৪। ইহারাই স্বর্গোদ্যান সকলে সম্মানিত। ৩৫। (র, ১)

অনন্তর কেন (হে মোহম্মদ,) ধর্ম্মদ্রোহিগণ, তোমার সম্মুখে দলে দলে দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে ধাবমান *? ৩৬+৩৭। তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি কামনা করে যে সম্পদের উদ্যানে আনীত হইবে? ৩৮।+ নানা, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উহা-দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি যে তাহারা জানে †। ৩৯। অনন্তর আমি পূর্ব্ব পশ্চিমের প্রতিপালকের নামে শপথ করিতেছি যে নিশ্চয় আমি তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টলোক (তাহাদের স্থানে) পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম, এবং আমি কাতর নহি। ৪০+৪১। অনন্তর যে পর্য্যন্ত না তাহারা আপন দিনের সঙ্গে যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে সাক্ষাৎ করে সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিরর্থক কার্য্য ও ক্রীড়ামোদ করিতে ছাড়িয়া দেওয়। ৪২। + যে

---

* উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর অংশিবাদিগণ হজরতের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল যে যদি মোহম্মদের বন্ধুগণ পারলৌকিক উদ্যানের আশা করে, আমরাও তাহাদের পূর্ব্বে আশা পোষণ করিতেছি। এতদুপলক্ষে এই আয়ত হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তাহারা শুক্রযোগে সৃষ্ট হইয়াছে, শুক্রের সঙ্গে পবিত্র আধ্যাত্মিক জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। কলঙ্ক অপবিত্রতা হইতে মুক্ত না হইলে ও দেবচরিত্র লাভ না করিলে কেহ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। (ত, হো,)

দিন তাহারা কবর হইতে বেগে নির্গত হইবে যেন তাহারা কোন স্থাপিত লক্ষ্যের দিকে দৌড়িতেছে (বোধ হইবে)। ৪৩। সেই দিন তাহাদের চক্ষু অভিভূত হইবে, দুর্গতি তাহাদিগকে ঘেড়িয়া লইবে, এই সেই দিন যাহা তাহাদিগকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ৪৪। (র, ২)

সুরা নুহ। *।

এক সপ্ততিতম অধ্যায়।

---

২৮ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় আমি নুহকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম (বলিয়াছিলাম) যে তুমি আপন দলকে তাহাদের প্রতি দুঃখকরী শাস্তি আসিবার পূর্ব্বে ভয় প্রদর্শন কর। ১। সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিমিত্ত স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক, এই যে তোমরা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিও ও তাঁহাকে ভয় করিও এবং আমার অনুগত হইও। ২+৩।+ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ সকল ক্ষমা করিবেন এবং এক নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তোমাদিগকে (শাস্তি ও মৃত্যু হইতে) অবকাশ দিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বরের নির্দ্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হয় যদি তোমরা

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

জ্ঞাত থাক ক্ষান্ত রাখা হয় না,,। ৪। সে বলিয়াছিল "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আপন দলকে দিবারজনী আহ্বান করিতেছি, পরন্তু আমার আহ্বান পলায়ন করা বৈ তাহাদের সম্বন্ধে (কিছুই) বৃদ্ধি করে নাই। ৫+৬। এবং নিশ্চয় আমি যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা স্বীয় অঙ্গুলি স্বীয় কর্ণে স্থাপন করিল ও স্বীয় বস্ত্র (আপনাদের উপর) পরিবেষ্টন করিল এবং (বিদ্রোহিতায়) স্থিরতর হইল ও অহঙ্কারে অহঙ্কার করিল। ৭। তৎপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলাম। ৮। তৎপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম এবং তাহাদিগকে গোপনে বলিলাম। ৯।+ অনন্তর কহিলাম স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল হন। ১০।+তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বারিবর্ষণকারী আকাশ (মেঘ) প্রেরণ করিবেন। ১১।+ধনসম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন এবং তোমাদের নিমিত্ত বহু উদ্যান ও তোমাদের নিমিত্ত বহু জলপ্রণালী উৎপাদন করিবেন। ১২। কি হইয়াছে যে তোমরা গৌরবের পরমেশ্বরের প্রতি ভরসা স্থাপন করিতেছ না? ১৩। এবং বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার সৃজন করিয়াছেন। ১৪। তোমরা কি দেখিতেছনা যে ঈশ্বর কেমন করিয়া স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৫।+এবং সেই সকলের মধ্যে চন্দ্রমাকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন ও দিবাকরকে দীপস্বরূপ করিয়াছেন। ১৬। এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন *। ১৭।+

* অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাদের আদিপুরুষ আদমের দেহরূপ বৃক্ষকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। (ত, হো,)

তৎপর তোমাদিগকে তন্মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন এবং তোমাদিগকে এক প্রকার বহিষ্করণে বহিষ্কৃত করিবেন। ১৮। এবং পরমেশ্বর তোমাদের জন্য ধরাতলকে শয্যা করিয়াছেন যেন তোমরা তাহার প্রসারিত পথ সকলে চলিতে থাক,,। ১৯+২০। (র, ১)

নুহ বলিল " হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহারা আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে ও সেই সকল লোকের অনুসরণ করিয়াছে যাহাদের সম্পত্তি ও যাহাদের সন্তান সন্ততি ক্ষতি ভিন্ন তাহাদের পক্ষে বৃদ্ধি করে নাই *। ২১। এবং তাহারা মহা প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চনা করিয়াছে,,। ২২। এবং বলিয়াছে "তোমরা কখন স্বীয় উপাস্যদেব দিগকে পরিত্যাগ করিও না, ওদ্দ ও সোওয়া ও ইয়গুস এবং ইয়উক ও নস্‌রকে ছাড়িও না †। ২৩। এবং সত্যই তাহারা বহুলোককে বিপথগামী করিয়াছে। ২৪। এবং বিপথ গমনে বৈ তুমি অত্যাচারীদিগকে (হে পরমেশ্বর,) বৰ্দ্ধিত করিও না। ২৫।

---

* নুহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সাধারণ লোকেরা স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের দলপতিগণ তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দান ও প্রতারণা করিল। তাহারা তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা কুক্রিয়াশীল হইল, এবং তাহাদের হিংসা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাইল। (ত, হো,)

† ওদ্দ তদানীন্তন কালের পুরুষাকৃতি প্রতিমা বিশেষ; সোওয়া নারীর আকৃতি প্রতিমা; ইয়গুস এক প্রকার প্রতিমা যে শার্দ্দূলবৎ তাহার আকার; ইয়উক অশ্বাকৃতি প্রতিমা; নস্‌র প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ, তাহার আকার গৃধ্রসদৃশ। নুহীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল প্রতিমা পূজা করিত। পুনশ্চ কথিত আছে, উক্ত পাঁচ নামে পূর্ব্বকালে পাঁচ জন সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া লোকে পূজা করিত। (ত, হো,)

আপন পাপের জন্য তাহাদিগকে জলে ডুবান হইল, পরে অনলে প্রবেশ করান হইল, অবশেষে আপনাদের জন্য তাহারা পরমেশ্বরকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইল না। ২৫। এবং নুহ বলিল "হে আমার প্রতিপালক, ধরাতলে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের কোন আলয় পরিত্যাগ করিও না *। ২৬। নিশ্চয় যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও তবে তোমার দাসদিগকে তাহারা বিপথগামী করিবে, এবং দুরাচর কাফের বৈ জন্ম দান করিবে না। ২৭। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যে ব্যক্তি আমার আলয়ে বিশ্বাসী হইয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে ও (সমুদায়) বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীদিগকে ক্ষমা কর, এবং অত্যাচারীকে সংহার ভিন্ন বর্দ্ধিত করিও না। ২৮। (র, ২)

সূরা জেন্ন †।

দ্বা সপ্ততিতম অধ্যায়।

২৮ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বল (হে মোহম্মদ,) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে

---

* "কোন গৃহ পরিত্যাগ করিও না" অর্থাৎ কাহাকেও জীবিত রাখিও না। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

যাহা দৈত্যদিগের একদল শ্রবণ করিয়াছে, পরে তাহারা বলিয়াছে যে "নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য্য কোরাণ শুনিয়াছি *। ১।+উহা সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, অনন্তর আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে আমরা কখন কাহাকে অংশী করিব না। ২।+এবং এই যে আমাদের প্রতিপালকের মহোচ্চতর মহিমা, তিনি কোন ভার্য্যা ও কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। ৩।+এবং এই যে আমাদের নির্ব্বোধ লোকে ঈশ্বরের প্রতি অতিরিক্ত বলিতেছিল। ৪।+এবং এই যে আমরা মনে করিতেছিলাম যে মনুষ্য ও দৈত্য ঈশ্বরের প্রতি কখন অসত্য বলে না। ৫।+এবং এই যে মানবমণ্ডলীর কয়েক ব্যক্তি দানবকুলের কয়েক জনের প্রতি আশ্রয় লইতেছিল, পরে তাহাদের সম্বন্ধে উহা আবধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে †। ৬।+এবং এই যে তাহারা মনে করিয়াছে যেমন তোমরা মনে করিয়াছ যে

---

* ইতিপূর্ব্বে সুরা আহকাফে উক্ত হইয়াছে যে এক দল দৈত্য হজরতের নিকটে আসিয়া কোরাণ শ্রবণপূর্ব্বক বিশ্বাসী হইয়াছিল। কেহ বলে তাহারা নয় জন ছিল, কেহ বলে সাত জন ছিল। তাহারা দৈত্যপরিবারের মধ্যে প্রধান এবং শয়তানের সাধারণ সৈন্য দলের অধিনায়ক ছিল। তাহারা বিশ্বাসী হইয়া স্বজাতির নিকটে যাইয়া নানা কথা বলিতেছিল, ঈশ্বর তাহার সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

† যখন কোন পথিক ভয়ঙ্কর প্রান্তরে উপস্থিত হইত, তখন বলিত "দুষ্ট লোকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই প্রান্তরের স্বামী দৈত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি"। পথিকদিগের বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা তাহারা নিরাপদ হইত। এই রূপ আশ্রয় প্রার্থনায় দৈত্যদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছিল। (ত,হো,)

ঈশ্বর কখন কাহাকে প্রেরণ করিবেন না। ৭। এবং এই যে আমরা আকাশকে ধরিলাম, পরে তাহাকে দৃঢ় প্রহরী ও দীপ্ত তারকাবলী দ্বারা পূর্ণ পাইলাম *। ৮। এবং এই যে আমরা (ঈশবাণী) শ্রবণের জন্য তাহার স্থানে স্থানে বসিতেছিলাম, পরে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে এইক্ষণ আপনার জন্য লক্ষীকৃত দীপ্ত তারা (উল্কাপিণ্ড) প্রাপ্ত হয়। ৯।+এবং এই যে আমরা বুঝিতেছি না যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে অমঙ্গল ইচ্ছা করিয়াছে, না, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন †। ১০।+এবং আমাদের মধ্যে কতিপয় সাধু আছে ও আমাদের মধ্যে কতিপয় ইহা ব্যতীত, আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় সকল হই। ১১।+এবং এই যে আমরা বুঝিয়াছি যে পৃথিবীতে কখন আমরা ঈশ্বরকে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন দ্বারা তাহাকে কখন পরাভূত করিব না। ১২।+এবং এই যে আমরা যখন উপদেশ শ্রবণ করিলাম তখন তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইলাম, অনন্তর যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে সে কোন ক্ষতি ও কোন অত্যাচারকে ভয় করে না। ১৩।+ এবং এই যে আমাদের মধ্যে কতক মোসলমান ও আমাদের মধ্যে কতক পাপী, অনন্তর যে সকল ব্যক্তি মোসলমান হইয়াছে, পরে ইহারাই সরল পথের

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর যে উচ্চ স্বর্গে স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে কথা বলেন, দৈত্যগণ তদুপরি আরোহণ করিয়া শুনিতে না পায় এ জন্য কতিপয় দেবতা প্রহরীরূপে নিযুক্ত আছেন, এবং দৈত্যদিগকে তাড়াইবার জন্য উল্কাপিণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হয়। (ত,হো,)

† অর্থাৎ দীপ্ততারা কি পৃথিবীর লোককে দগ্ধ করিবার জন্য সঞ্চালিত হয়, না ঈশ্বর এই উপায়ে আমাদিগকে তাড়াইয়া মঙ্গল বিধান করিতে চাহেন। (ত,হো,)

চেষ্টা করিয়াছে। ১৪। এবং কিন্তু অপরাধিগণ, পরে তাহারা নরকের জন্য ইন্ধন হয়। ১৫।+এবং (বল, হে মোহম্মদ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে যে মনুষ্য) যদি পথে দণ্ডায়মান হয় তবে আমি তাহাকে প্রচুর জল পান করাইয়া থাকি, *।১৬।+ তাহাতে আমি তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করি, এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয়, তিনি কঠিন শাস্তির মধ্যে তাহাকে আনয়ন করেন। ১৭।+এবং এই যে ঈশ্বরের জন্য মন্দির, পরে (তথায়) ঈশ্বরের সঙ্গে তোমরা (অন্য) কাহাকে আহ্বান করিও না। ১৮।+এবং এই যে যখন ঈশ্বরের দাস (মোহম্মদ) তাঁহাকে আহ্বান করিতে দণ্ডায়মান হয় তখন (দৈত্যগণ) ভিড় করিয়া তাহার প্রতি পড়িবার উদ্যত হয়। ১৯। (র, ১)

তুমি বল (হে মোহম্মদ,) আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিতেছি ইহা বৈ নহে, এবং তাঁহার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে অংশী করি না। ২০। বল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দুঃখ দিতে ও সরল পথে আনয়ন করিতে ক্ষমতা রাখি না। ২১। বল, নিশ্চয় আমাকে ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কেহ কখন আশ্রয় দান করিবে না, এবং আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন আশ্রয় কখনও প্রাপ্ত হইব না। ২২। + কিন্তু আমি ঈশ্বর হইতে (সংবাদ) প্রচার ও তাঁহার সংবাদ আনয়ন, (করিয়া থাকি) এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অবাধ্যতাচরণ করে নিশ্চয়

---

* অর্থাৎ লোকে যদি ধর্ম্মপথে সরল পথে স্থির থাকে, তবে তাহাকে পরমেশ্বর প্রচুর সম্পদ্ প্রদান করেন, ও অভয় দান করেন। (ত, (হো,)

তাহার জন্য নরকাগ্নি আছে, তথায় নিত্যনিবাসী হইবে। ২৩। এ পর্য্যন্ত যে তাহাদিগকে যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে যখন তাহা দেখিবে তখন অবশ্য জানিবে যে সহায় অনুসারে কে সমধিক দুর্ব্বল এবং গণনায় অল্পতর ? ২৪। তুমি বল “ আমি তাহা জানি না, তোমাদিগকে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা হয়তো নিকটে, অথবা তজ্জন্য আমার প্রতিপালক কিছু সময় নির্দ্ধারিত করিবেন *। ২৫। তিনি রহস্য-বিৎ, অনন্তর তিনি স্বীয় রহস্য বিষয়ে প্রেরিতপুরুষদিগের যাহাকে মনোনীত করেন তাহাকে ব্যতীত (অন্য) কাহাকেও জ্ঞাপন করেন না, পরে নিশ্চয় তিনি সেই (প্রেরিতপুরুষের) সম্মুখভাগে ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে রক্ষক প্রেরণ করেন। ২৬+২৭।+তাহাতে প্রকাশ পায় যে সত্যই তাহারা আপন প্রতিপালকের সংবাদাবলী পঁহুছাইয়াছে, এবং যে কিছু তাহাদের নিকটে আছে তিনি তাহা ঘেরিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু গণনায় আয়ত্ত করিয়াছেন †। ২৮। (র, ২)

---

* অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আয়ত শ্রবণ করিয়া কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এই শাস্তির অঙ্গীকার কখন পূর্ণ হইবে? তাহাতে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে রহস্য জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, পরে শয়তানের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে দেবতাগণকে প্রহরী নিযুক্ত করেন, এবং নিজে যে প্রেরিত এ বিষয়ে ভুল না হয় ইহাই প্রহরী নিয়োগের অন্যতর কারণ। অপর লোকদিগের জ্ঞানে ভুল হইতে পারে, প্রেরিত-পুরুষের জ্ঞান সন্দেহশূন্য। (ত, শা,)

সুরা মোজ্জম্মেলো *।

ত্রি সপ্ততিতম অধ্যায়।

২০ আয়ত, ২ রকু।

(দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে কম্বলাবৃত পুরুষ, †। ১।+অল্পক্ষণ ব্যতীত রাত্রিতে দণ্ডায়-মান থাক। ২।+তাহার অর্দ্ধ বা তাহার অল্প ন্যূন অংশ (নমাজে দণ্ডায়মান থাক)। ৩।+অথবা তাহার উপর অধিক কর, এবং ধীর পাঠে কোরাণ পাঠ কর। ৪। নিশ্চয় আমি এই ক্ষণ তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য অবতারণ করিব ‡। ৫। নিশ্চয় রজনীতে সমুত্থান ইহা সুখভঙ্গবশতঃ এবং ঠিক বাক্য উচ্চারণপ্রযুক্ত অতিশয় কঠিন। ৬। নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার কার্য্যাভিনিবেশ বাহুল্য। ৭।

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বে হজরত যখন নমাজ পড়িতেন, তখন এক কম্বল দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী খদিজা দেবী বলিয়াছেন যে উহা দীর্ঘে চতুর্দ্দশ হস্ত এক উত্তরীয় বস্ত্রস্বরূপ ছিল. তাহার অর্দ্ধাংশ আমার মস্ত কোপরি থাকিত, অপরার্দ্ধ দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া তিনি নমাজ পড়িতেন। পরমেশ্বর সেই বস্ত্রাবৃত মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে আমি সহজ কথা সকল বলিয়াছি। এইক্ষণ নিষেধবিধি, বৈধাবৈধ ও দণ্ড পুরস্কারের আজ্ঞা প্রদান করিব। যাহা কাফেরদিগের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা ও প্রতিপালন করা কঠিন হইবে। (ত, হো,)

এবং প্রপিলাকের নাম স্মরণ কর, ও তাঁহার দিকে বিচ্ছিন্নরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়। ৮। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব তাঁহাকে কার্য্যসম্পাদকরূপে গ্রহণ কর। ৯। এবং তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তৎপ্রতি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাহাদিগকে উত্তম বর্জ্জনে বর্জন কর। ১০। এবং আমাকে ও ধনবান্ মিথ্যাবাদী (কোরেশ দিগকে) ছাড় এবং তাহাদিগকে অল্প অবকাশ দাও *। ১১। নিশ্চয় আমার নিকটে বন্ধন সকল ও নরক আছে। ১২। +এবং কণ্ঠাবরোধক খাদ্য ও দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৩। সেই দিবস পৃথিবী ও গিরিশ্রেণী কম্পিত হইবে এবং পর্ব্বত সকল বিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাস্তূপ হইয়া যাইবে। ১৪। নিশ্চয় আমি (হে মক্কাবাসিগণ,) তোমাদের প্রতি প্রেরিতপুরুষ, তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা প্রেরণ করিয়াছি যেমন ফেরওণের প্রতি প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৫। অনন্তর ফেরওণ সেই প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, পরে আমি তাহাকে কঠিন আক্রমণে আক্রমণ করিয়াছিলাম। ১৬। অবশেষে যদি তোমরা কাফের হইয়া থাক তবে যে দিবস বালকদিগকে বৃদ্ধ করিবে, আকাশ যাহাতে বিদীর্ণ হইবে, কেমন করিয়া সেই দিবস তোমরা রক্ষা পাইবে ? তাঁহার অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত হয় †। ১৭+১৮। নিশ্চয় ইহা উপদেশ, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করিবে। ১৯। (র, ১)

---

* এই আয়ত অবতরণের কিয়ৎকাল পরেই বদরের যুদ্ধ সঙ্ঘটন ও কোরেশ দলপতিগণ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ চিন্তা ও ভয়ে সেই দিবস বালকগণের কেশ শুভ্র হইয়া যাইবে, তাহাদের জীবনে বৃদ্ধত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ও সেই দিবস আকাশ বিদীর্ণ হইবে। (ত, হো,)

নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত হইতেছেন যে তুমি ও তোমার এক দল সহচর রজনীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ও তাহার অর্দ্ধাংশ এবং তাহার এক তৃতীয়াংশ (নমাজে) দণ্ডায়মান থাক, এবং ঈশ্বর দিবারাত্রি পরিমাণ করিয়া থাকেন, তিনি জানিয়াছেন যে তোমরা কখন তাহা ধারণ করিতে পার না, অতএব (অনুগ্রহপূর্ব্বক) তিনি তোমাদের প্রতি ফিরিলেন, অনন্তর কোরাণের যাহা সহজ তাহা হইতে তোমরা পাঠ কর, তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে অচিরে তোমাদের কেহ কেহ পীড়িত হইবে, অপর লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহে (উপজীবিকা) অনুসন্ধান করত পৃথিবীতে পর্য্যটন করিবে, এবং অন্য লোক ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকিবে, অতএব তাহার যাহা সহজ তাহা পাঠ কর, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং জকাত দান কর ও ঈশ্বকে উৎকৃষ্ট ঋণে ঋণদান কর, এবং তোমরা আপনাদের জীবনের জন্য যে কিছু কল্যাণ পুর্ব্বে প্রেরণ করিবে তাহা ঈশ্বরের নিকটে প্রাপ্ত হইবে, তিনি কল্যাণ এবং পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ ; এবং তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় পরমেশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২০। (র, ২)

সুরা মোদ্দসেসরো * ।

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়।

৫৬ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ, † । ১ ।+ দণ্ডায়মাণ হও পরে ভয় প্রদর্শন কর। ২ ।+ এবং আপন প্রতিপালককে পরে গৌরবান্বিত কর। ৩ ।+ এবং স্বীয় বস্ত্রপুঞ্জকে পরে শুদ্ধ কর ‡। ৪ ।+ এবং অশুদ্ধতাকে পরে দূর কর। ৫ ।+ এবং অধিক অভিলাষ করত উপকার করিবে না। ৬ ।+ এবং স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য পরে

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† হজরত বলিয়াছেন "এক সময়ে আমি পথ দিয়া চলিতেছিলাম, অকস্মাৎ আকাশ হইতে এক ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, উপরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে সেই দিব্যপুরুষ যিনি হেরাগহ্বরে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন, শূন্যমার্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, বস্ত্র দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত কর।" আমি এ বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে এইরূপ প্রত্যাদেশ হইল। এস্থানে বস্ত্রাবৃত, প্রেরিতত্ত্ববসনে আবৃত এই অর্থও হয়। (ত, হো,)

‡ বস্ত্রপুঞ্জ শুদ্ধ করার অর্থ, বস্ত্রকে মালিন্য মুক্ত করা, অথবা আরবের প্রধান পুরুষদিগের দীর্ঘ পরিচ্ছদের বিপরীত খর্ব্ব পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, ইহাই তাহাদের আচরণ পরিত্যাগের প্রথম চিহ্ন। ধার্ম্মিক লোকেরা পাঁচটি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ

ধৈর্য্য ধারণ কর। ৭। অনন্তর যখন সুর বাদ্যে ফুৎকার করা হইবে তখন এই সেই দিন যে ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে কঠিন দিন, সহজ নয়। ৮+৯+১০। আমাকে এবং যাহাকে আমি অসামান্য সৃজন করিয়াছি ও যাহাকে প্রভূত ধন ও সমুপস্থিত বহু সন্তান প্রদান করিয়াছি এবং যাহার জন্য (সম্পদ্ আধিপত্যের) শয্যা প্রসারণ করিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দাও *। ১১+১২+১৩+১৪। তৎপর সে অভিলাষ করিতেছে যে আমি অধিক দান করিব। ১৫। না না, নিশ্চয় সে আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে শত্রু হয়। ১৬। অচিরে আমি তাহাকে উপরে উঠাইব †। ১৭।

ধারণ করেন, প্রেমের পরিচ্ছদ, তত্ত্বজ্ঞানের পরিচ্ছদ, একত্ববাদের পরিচ্ছদ, বিশ্বাসের পরিচ্ছদ, এস্লাম ধর্ম্মের পরিচ্ছদ। এই সকল পরিচ্ছদকে নির্ম্মল রাখার সম্বন্ধেও এই উক্তি হইতে পারে। (ত, হো,)

* অলিদ মগয়রা হজরত হইতে সুরাবিশেষ শ্রবণ করিয়া স্বজনবর্গের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল "এইক্ষণ মোহম্মদ হইতে যে বাণী শ্রবণ করিলাম, উহা মনুষ্য ও দৈত্যের বাক্য নহে। সেই কথার এমন একটি মাধুর্য্য ও লালিত্য এবং তেজ ও সৌন্দর্য্য আছে যে অন্য কোন বাক্যের তাহা নাই, এই বচনই প্রবল হইবে, পরাস্ত হইবে না ও অবনতি স্বীকার করিবে না।" কোরেশগণ এতৎশ্রবণে মনে করিল যে অলিদ এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। অবশেষে আবুজহল তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া তাহাদের অজ্ঞানতার পোষকতায় প্রবর্ত্তিত করে। তাহাতে সে কোরাণকে কুহক বলে। হজরত এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হন। ঈশ্বর এতদুপলক্ষেই এই সকল আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† এক অত্যুচ্চ অগ্নিময় পর্ব্বত আছে, পাপীদিগকে উক্ত পর্ব্বতের চূড়ায় চড়াইয়া নিম্নে নিক্ষেপ করা হইবে। অথবা নরকে এক উচ্চ ভূমি আছে, তাহার উপরে কেহ উঠিতে পারে না, অলিদকে অগ্নিময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সম্মুখদিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, পশ্চাদ্ভাগে যমদূতগণ অগ্নিময় মুদ্গরের প্রহার করিবে। অলিদের জন্য এই মহাশাস্তি নির্দ্ধারিত। (ত, হো,)

নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল ও ঠিক করিয়াছিল *। ১৮।+অনন্তর বিনষ্ট হৌক, সে কেমন ঠিক করিয়াছে। ১৯।+তৎপর বিনষ্ট হৌক সে কেমন ঠিক করিয়াছে। ২০।+তাহার পর দেখিল। ২১।+ তৎপর (কোরাণের বিষয়ে) মুখ বিরস করিল ও ললাট কুঞ্চিত করিল।২২।+তাহার পর পিঠ ফিরাইল ও গর্ব্ব করিল। ২৩।+ পরে বলিল "ইহা (ঐন্দ্রজালিকহইতে) অনুকৃত ইন্দ্রজাল বৈ নহে।২৪।+ইহা মানবীয় বচনাবলী বৈ নহে"।২৫। অচিরে আমি তাহাকে নরকে লইয়া যাইব।২৬। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে (হে মোহম্মদ,) নরক কি হয়? তাহা (কাহাকে) অবশিষ্ট রাখে না ও ছাড়ে না।২৭। মনুষ্যের প্রদাহক।২৮। তৎপ্রতি উনবিংশতি (অধ্যক্ষ)।২৯। এবং আমি দেবতা দিগকে বৈ নরকের স্বামী করি নাই, কাফের দিগের পরীক্ষার জন্য বৈ তাহাদের সঙ্খ্যা (অল্প) করি নাই, তাহাতে গ্রন্থাধিকারিগণ প্রত্যয় করিবে, এবং বিশ্বাসে বিশ্বাসিগণ বর্দ্ধিত হইবে, এবং যাহা দিগকে গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে তাহারা ও বিশ্বাসিগণ সন্দেহ করিবে না, তাহাতে যাহাদের অন্তঃকণে রোগ আছে তাহারা ও কাফেরগণ

---

* অলিদ কোরাণের প্রশংসা করিলে কোরেশগণ তাহাকে তিরস্কার করে। সে বলে "মোহম্মদকে তোমরা ক্ষিপ্ত বলিয়া থাক, অথচ তোমরা নিশ্চয় জান তাহার জ্ঞানপূর্ণ আছে, সে দৈত্যাশ্রিত নহে। মনে করিতেছ যে সে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, কিন্তু সে জ্যোতির্ব্বিদ্ ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় কথা বলে না। এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া থাক, কিন্তু সে কখন অসত্যবাদিতাদোষে দোষী হয় নাই। তোমরা তাহাকে কবি বলিয়া অনুমান কর, কিন্তু তাহার কথা কাব্য নহে।" ইহা শুনিয়া সকলে বলিল "তুমিই ভাবিয়া দেখ যে তাহাকে কি বলা যাইবে।" অলিদ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল "সে ঐন্দ্রজালিক।" তাহাতেই এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বলিবে "পরমেশ্বর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করিয়াছেন?" এইরূপ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ ভ্রান্ত করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছাকরেন পথ দেখাইয়া থাকেন, * এবং তোমার প্রতি-পালকের সৈন্যকে (সাহায্যের জন্য প্রেরিত দেব সৈন্যকে) তিনি বৈ জানেন না, এবং ইহা লোকের জন্য উপদেশ বৈ নহে। ৩০। (র, ১)

নানা, চন্দ্রের শপথ। ৩১। + এবং রজনীর শপথ যখন পিঠ ফিরায়। ৩২। + এবং উষা কালের শপথ যখন প্রকাশ পায় ৩৩। + নিশ্চয় উহা (নরক) এক মহাসামগ্রী। ৩৪। + মনুষ্যের জন্য ভয়প্রদর্শক। ৩৫। + তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হয় বা পশ্চাদগমন করে তাহার জন্য ভয়প্রদর্শক। ৩৬। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিয়াছে তজ্জন্য দক্ষিণ দিকের লোক ব্যতীত (নরকে) বন্ধক থাকে। ৩৭+৩৮। তাহারা স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে, অপরাধীদিগের সম্বন্ধে (এই) প্রশ্ন করিবে। ৩৯+৪০। + কিসে তোমাদিগকে নরকে আনয়ন করিল"? ৪১। তাহারা বলিবে "আমরা উপাসকদিগের অন্তর্গত ছিলাম না। ৪২। + এবং দরিদ্রদিগকে আহার দিতাম না। ৪৩। + এবং তার্কিকদিগের সঙ্গে তর্ক করিতাম। ৪৪। + এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যু আমাদের প্রতি উপস্থিত হইল বিচারের দিনকে

---

* এই আয়ত শ্রবণ করিয়া আবুজহল কোরেশবন্ধুদিগকে ডাকিয়া বলিল "শুন উনিশ জনের অধিক লোক মোহম্মদের সহায় ও বন্ধু নাই এবং নরকে প্রহরী নাই, তোমাদের এক জন কি তাহাদের দশ জনকে দূর করিতে পারিবে না?" তাহাতে আবুঅল্ আসদ বলিল যে "আমি সতর জনকে পরাস্ত করিব, অবশিষ্ট দুই জনের জন্য তোমরা আছ।" (ত, হো,)

মিথ্যা বলিতাম"। ৪৫+৪৬। অনন্তর শফাঅতকারীদিগের শফাঅত তাহাদিগকে ফল বিধান করিবে না। ৪৭। পরে তাহাদের কি ছিল যে উপদেশের অগ্রাহ্যকারী হইল। ৪৮। +তাহারা যেন পলাতক গর্দ্দভ যে ব্যাঘ্র হইতে পলায়ন করিয়াছে। ৪৯+৫০। বরং তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছা করিতেছে যে (তাহাদিগকে) উন্মুক্ত পুস্তক প্রদত্ত হয়। ৫১।+ ৫২। কথন নয় (দেওয়া হইবে না) বরং তাহারা পরলোককে ভয় করিতেছে না।৫৩ (কোরাণ সম্বন্ধে বলে) "নিশ্চয় ইহা উপদেশ কথন নয়"। ৫৪। অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা আবৃত্তি করুক। ৫৫। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন ব্যতীত তাহারা আবৃত্তি করে না, তিনি ক্ষমাশীল ও ভয়ার্হ। ৫৬। (র ১)

সুরা কেয়ামত *।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

৪০ আয়ত, ২ রকু।

নিশ্চয় আমি কেয়ামতের দিন সম্বন্ধে শপথ করিতেছি। ১। + এবং নিশ্চয় (পাপের জন্য) ভর্ৎসনাকারী প্রাণসম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি। ২। মনুষ্য কি মনে করিতেছে যে আমি কখন

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাহার অস্থি সংগ্রহ করিব না ? ৩। বরং আমি তাহার অঙ্গুলীর শিরোভাগ ঠিক করিতে সক্ষম। ৪। বরং মনুষ্য ইচ্ছা করে যে আপন অগ্রস্থিত (কেয়ামতের) প্রতি অপরাধ করে। ৫। প্রশ্ন করে যে "কখন কেয়ামতের দিন হইবে ?"। ৬। অনন্তর যখন দৃষ্টি নিস্তেজ হইবে। ৭।+ এবং চন্দ্রমা তমসাবৃত হইবে। ৮। + রবি শশী সম্মিলিত হইয়া পড়িবে। ৯।+ সেই দিন মনুষ্য বলিবে "পলায়নের স্থান কোথায় ?" ১০। নানা, কোন আশ্রয় নাই।১১। তোমার প্রতিপালকের নিকটে (হে মোহম্মদ,) সেই দিন বিশ্রাম স্থান। ১২। মনুষ্যকে সেই দিন সে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে রাখিয়াছে তাহা জ্ঞাপন করা হইবে *। ১৩। বরং মনুষ্য আপন জীবনসম্বন্ধে প্রমাণ। ১৪। এবং সে যদিচ স্বীয় আপত্তি সকল উপস্থিত করে, (তথাপি তাহা যে মিথ্যা আপত্তি বুঝিতে পারিবে)। ১৫। তৎসঙ্গে (কোরাণের সঙ্গে) আপন জিহ্বাকে (তুমি হে মোহম্মদ,) তাহা শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পরিচালিত করিও না †। ১৬। নিশ্চয় আমার প্রতি তাহা (তোমার

---

* ,,যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে,, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছে। "যাহা পশ্চাতে রাখিয়াছে" যে ধন সম্পত্তি পৃথিবীতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহারা বিদিত হইবে, এবং তজ্জন্য আক্ষেপ করিবে। অতএব অনুতাপাস্ত্রে পাপ সংহার করা আবশ্যক। দান বিতরণ দ্বারা ধন সম্পত্তি অগ্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইবে। (ত, হো,)

† যখন জেব্রিল কোরাণ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হজরতও পড়িতেন। কোন কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া পড়িতে অক্ষম হইলে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তাহাতে পরমেশ্বর বলেন যে সেই সময় পড়িবার প্রয়োজন নাই, শ্রবণ করা ও মনে ধারণ করা আবশ্যক। (ত, শা,)

হৃদয়ে) সংগ্রহ করার ও তাহা পাঠের (ভার)। ১৭। অনন্তর যখন তাহা (স্বর্গীয় দূত) পাঠ করে, তখন তুমি (অন্তরে) তাহার পাঠের অনুসরণ করিও। ১৮। তৎপর নিশ্চয় আমার প্রতি তাহার ব্যাখ্যার (ভার)। ১৯। না না, বরং (হে কাফেরগণ,) তোমরা সংসারকে ভাল বাস। ২০। + এবং পরলোককে পরিত্যাগ কর। ২১। সেই দিন কতক মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। ২২। +আপন প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিকারক হইবে। ২৩। এবং সেই দিন কতক মুখ আকুঞ্চিতললাট হইয়া পড়িবে। ২৪।+তুমি মনে করিতেছ যে তাহাদের প্রতি কোন বিপদ্ আনয়ন করা হইবে। ২৫। নানা, যখন (সংসারের বিচ্ছেদে কাতর) প্রাণ কণ্ঠে পহুঁছিবে। ২৬। এবং বলা হইবে "মন্ত্রবিদ্ কে আছে * ?" ২৭। এবং (মুমূর্ষু) মনে করিবে যে এই বিচ্ছেদ হয়। ২৮।+ এবং চরণ চরণের সঙ্গে জড়িয়া যাইবে। ২৯। সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রস্থান। ৩০। (র ১)

পরে সে (কোরাণ) প্রত্যয় করিল না, ও উপাসনা করিল না †। ৩১। + কিন্তু অসত্যারোপ করিল এবং ফিরিয়া গেল। ৩২। তৎপর বিলাসগতিতে আপন পরিজনের নিকটে গেল। ৩৩। তোমার প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে আক্ষেপ। ৩৪। তৎপর তোমার প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে তোমার প্রতি আক্ষেপ ‡। ৩৫। মনুষ্য

---

* অর্থাৎ সেই ব্যক্তি উপস্থিত স্বর্গীয় দূতকে বলিবে যে মন্ত্রাদি প্রয়োগে আরোগ্য দান করিতে পারে এমন লোক কে আছে? (ত, হো,)

† এ ব্যক্তি আবু জহল। (ত, হো,)

‡ এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত দেখিলেন যে আবু জহল আনন্দে চলিয়া যাইতেছে, তিনি তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার প্রতি আক্ষেপ এরূপ বলিলেন। (ত, হো,)

কি মনে করে যে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। ৩৬। সে কি এক বিন্দু শুক্র নয় যাহা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে? ৩৭। তৎপর ঘনীভূত রক্ত হইয়াছে, পরে (হস্তপদাদি) তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশেষে সুগঠিত করিয়াছেন। ৩৮। + পরে তাহা হইতে দ্বিবিধ নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৯। ইনি মৃতকে সঞ্জীবিত করা বিষয়ে কি সক্ষম নহেন? ৪০। (র, ২)

সূরা দহর *।

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায়।

৩১ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কালের মধ্যে কি কোন এক সময় মনুষ্যের প্রতি উপস্থিত হইয়াছিল যে কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই †? ১। নিশ্চয় আমি মনুষ্যকে মিশ্রিত (স্ত্রী-পুরুষের) শুক্রযোগে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহাকে পরীক্ষা করি, পরে তাহাকে শ্রোতা ও দ্রষ্টা

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এ স্থলে জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ নিশ্চয়ার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এক কাল উপস্থিত হইয়াছিল যে সেই সময়ে কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই। চল্লিশ বৎসর মক্কা ও তায়েফের মধ্যে লোকে শুক্র ও জলানিল মৃদগ্নি এই চতুর্ভূত, যাহা দ্বারা দেহ সংগঠিত হয় বুঝিত না, এবং জানিত না যে তাহার নাম কি ও তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কৌশলে কি উপকার হইয়া থাকে? (ত, হো,)

করিয়াছি। ২। নিশ্চয় আমি তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়াছি, হয় কৃতজ্ঞ এবং অথবা কৃতঘ্ন হোক। ৩। নিশ্চয় আমি ধর্ম্মদ্রোহী-দিগের জন্য গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ এবং অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৪। নিশ্চয় সাধুলোকেরা (পরলোকে) সেই পানপাত্র হইতে পান করিবে যাহা কর্পূর প্রস্রবণের মিশ্রণ হয়, ঈশ্বরের ভৃত্যগণ তাহা হইতে পান করিবে, তাহারা (সেই প্রস্রবণকে) সঞ্চালনে (ইতস্ততঃ) সঞ্চালন করিবে। ৫+৬। তাহারা সঙ্কল্প পূর্ণ করে ও সেই দিবসকে ভয় করিয়া থাকে যাহার অকল্যাণ পরিব্যাপক হয় *। ৭। এবং তাহারা দরিদ্রকে ও অনাথকে এবং বন্দীকে ভোজ্য উহার প্রয়োজনসত্ত্বে ভোজন করাইয়া থাকে। ৮ (বলে) "ঈশ্বরের আনন উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার করাইতেছি,

---

* একদা হজরত আপন প্রিয় জামাতা আলির গৃহে উপস্থিত হইয়া দৌহিত্র হোসন ও হোসেনকে পীড়িত দেখেন। তিনি প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে বলি-লেন যে, "তোমরা কোন সঙ্কল্প কর, তাহাতে তোমার পুত্রদ্বয় আরোগ্য লাভ করিবে।" তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন যে তিন দিবস রোজা পালন করিবেন। ঈশ্বরকৃপায় হোসন ও হোসেন রোগমুক্ত হইলেন। তাঁহারা রোজা পালন করি-লেন, প্রথম দিবস যখন আলি ও ফাতেমা ব্রতান্তে নিশামুখে কয়েক খানা রুটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক দরিদ্র আসিয়া খাদ্য প্রার্থী হয়। রুটিকা অধিক ছিল না, আলি নিজের অংশ সেই দুঃখীকে দান করিলেন, ফাতেমাপ্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ অংশ তাহাকে দিলেন, তাঁহারা শুদ্ধ জল পান করিয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে যখন তাঁহারা ব্রতান্ত পারণা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন এক অনাথ আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করে, তাঁহারা সমুদায় অন্ন তাহাকে প্রদান করেন। তৃতীয় রজনীতে পারণার সময় এক বন্দী আসিয়া ভোজ্য প্রার্থনা করে, তাহাকে সেই দিনের আহার্য্য তাঁহারা প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে ঈশ্বর আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

ইহা বৈ নহে, তোমাদিগ হইতে কোন বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা করি না। ৯। নিশ্চয় আমরা সেই দুরূহ বিরস দিনে স্বীয় প্রতিপালক হইতে ভীত আছি”। ১০। অনন্তর পরমেশ্বর এই দিনের কাঠিন্য হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন ও তাহাদের প্রতি আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি সংয়োজিত করিলেন। ১১। এবং তাহারা যে ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে তজ্জন্য স্বর্গোদ্যান ও কৌষেয় বস্ত্র তাহাদের বিনিময় হইবে। ১২। তথায় তাহারা সিংহাসন সকলের উপরে উপাধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া থাকিবে, তথায় আতপ ও কঠিন শীত দেখিবে না। ১৩। এবং (সেই উপবনের) ছায়া তাহাদের সম্বন্ধে সন্নিহিত ও তাহার ফলপুঞ্জ বাধ্যতায় বাধ্য থাকিবে। ১৪। এবং তাহাদের প্রতি রৌপ্যময় তৈজসপাত্র ও সোরাহি সকল যে কাচবৎ হয়, পরিবেশিত হইবে। ১৫। রজতের কাচ, (পানপাত্র দাতৃগণ) তাহা পরিমাণে পরিমিত করিয়াছে। ১৬। এবং তথায় পানপাত্র পান করাণ হইবে, তন্মধ্যে সল্‌সাবিল নামাভিহিত শুণ্ঠির প্রস্রবণের মিশ্রণ হয় *। ১৭+১৮। এবং তাহাদের প্রতি বালক(ভৃত্য)গণ সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত মুক্তাফল মনে করিবে। ১৯। যখন তুমি দৃষ্টি করিবে তৎপর ঐশ্বর্য্য ও মহারাজত্ব দর্শন করিতে পাইবে। ২০। তাহাদের উপরে হরিদ্বর্ণ সোন্দোস ও আস্তব্‌রক বসনাবলী ও তাহারা রজতকঙ্কণে অলঙ্কৃত হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক

---

* শুণ্ঠি অর্থাৎ শুষ্ক আদ্রকের যোগে সুরা সুরস ও অধিক আনন্দজনক হইয়া থাকে। (ত, হো,)

তাহাদিগকে নির্ম্মল সুরা পান করাইবেন্। *। ২১। (বলা হইবে) "নিশ্চয় এই তোমাদের জন্য বিনিময় হইল, তোমাদের চেষ্টা আদৃত হইল"। ২২। (র,১)

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) কোরাণ ক্রমশঃ অবতারণে অবতারণ করিয়াছি। ২৩। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার নিমিত্ত ধৈর্য্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগের পাপী বা ধর্ম্ম-বিদ্রোহী লোকদিগের অনুগত হইও না। ২৪। এবং প্রাতঃসন্ধ্যা আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। ২৫। এবং রজনীর কিয়দংশ পরে তাঁহাকে নমস্কার কর ও দীর্ঘ রজনী তাঁহাকে স্তব কর। ২৬। নিশ্চয় ইহারা সংসারকে প্রেম করে এবং আপন পশ্চাদ্ভাগে গুরু-তর দিবসকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ২৭। আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের দেহগ্রন্থিকে দৃঢ় করিয়াছি এবং যখন আমি ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের সদৃশ (এক দল তাহাদের স্থলে)পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিব। ২৮। নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) উপদেশ হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। ২৯। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছা করিবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৩০। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং অত্যাচারিগণের জন্য ক্লেশকরী শাস্তি প্রস্তুত আছে। ৩১। (র,২)

---

* তহুর শব্দের অর্থ নির্ম্মল গ্রহণ করা গিয়াছে। তহুর নামে স্বর্গীয় প্রস্রবণ বিশেষও আছে, তাহার জলপানে ঈর্ষ্যাদ্বেষ হইতে অন্তর নির্ম্মুক্তি হয়, অথবা পানকারীর অন্তর হইতে ঈশ্বরবিরাগ ও বিষয়াশক্তির মলিনতা চলিয়া যায়। (ত, হো,)

সূরা মোরসলাত * ।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

৫০ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

মৃদুসঞ্চারিত (বায়ুর) শপথ। ১+অনন্তর বেগে বেগবান্ (বায়ুর শপথ) ।২। +এবং (জলদজাল) বিকীরণে বিকীরণ-কারী (বায়ুর শপথ)। ৩। + অবশেষে বিয়োজনে বিয়োজক (বায়ুর শপথ) † । ৪। অনন্তর কারণ প্রদর্শন অথবা ভয়প্রদর্শনের জন্য উপদেশ অবতারণকারী (দেবগণের শপথ)। ৫+৬।+ তোমরা যাহা অঙ্গীকৃত হইতেছ তাহা অবশ্য সঙ্ঘটনীয়।৭। অনন্তর যখন তারকাপুঞ্জ নির্ব্বাপিত হইবে। ৮। +এবং যখন গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইবে। ৯।+এবং যখন গিরিশ্রেণী উৎখাত হইবে ১০। এবং যখন প্রেরিত পুরুষগণ (যথাসময়ে) একত্রীভূত হইবে। ১১। (জিজ্ঞাসা করা যাইবে) "কোন্ দিবসের জন্য (নক্ষত্রাদিকে) নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে?" ১২। (তাহারা বলিবে) "বিচারনিষ্পত্তির দিনের জন্য।" ১৩। এবং কিসে জানাইয়াছে তোমাকে বিচারনিষ্পত্তির দিন কি? ১৪। সেই দিবস অসত্যারোপকারদিগের জন্য আক্ষেপ। ১৫।

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এই সকল বাক্য বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিও প্রয়োগ হইতে পারে। ত, হো,

আমি কি পূর্ব্বতন লোকদিগকে বিনাশ করি নাই? ১৬। তৎপর পরবর্ত্তী লোকদিগকেও তাহাদের অনুগামী করিব। ১৭। আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এরূপ করিয়া থাকি। ১৮। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ১৯। আমি কি তোমা-দিগকে নিকৃষ্ট বারি (শুক্র) দ্বারা সৃজন করি নাই? ২০। অনন্তর তাহা এক দৃঢ় স্থানে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (সময়) পর্য্যন্ত রাখি-য়াছি। ২১+২২। অনন্তর পরিমাণ করিয়াছি, অবশেষে আমি উত্তম পরিমাণকারক। ২৩। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ২৪। আমি কি ধরাতলকে জীবিত ও মৃতব্যক্তিগণের সংগ্রহকারী করি নাই *?+২৫+২৬। +এবং তন্মধ্যে উন্নত গিরি-শ্রেণী স্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সুরস জল পান করাই-য়াছি। ২৭। সেই দিবস অসত্যারোপকারী লোকদিগের জন্য আক্ষেপ। ২৮। (বলা হইবে) "সেই বস্তুর নিকটে যাও, যাহার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছিলে"। ২৯। ত্রিশাখাবিশিষ্ট (ধূমের) ছায়ার দিকে যাও, তাহা ছায়াপ্রদায়ক নহে, এবং তাহা জ্বলন্ত অগ্নি নিবারণ করিবে না †। ৩০+৩১। নিশ্চয় তাহা অট্টালিকা তুল্য (বৃহৎ) স্ফুলিঙ্গ সকল নিক্ষেপ করে। ৩২। যেন তাহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। ৩৩। অসত্যারোপকারীদিগের জন্য

---

* অর্থাৎ পৃথিবী জীবিত লোকদিগকে পৃষ্ঠে ধারণ করে, মৃত ব্যক্তিদিগকে গর্ভে পোষণ করিয়া থাকে। (ত, হো)

† নরক লোক হইতে তিনটী শাখা বহির্গত হয়, একটী জ্যোতির শাখা তাহা বিশ্বাসীদিগের উপর ছায়া বিস্তার করে, অন্য একটী ধূমময়শাখা, তাহা কপটদিগের উপর ছায়া দান করিয়া থাকে। অপরটী জ্বলন্ত হুতাশনের শাখা তাহা কাফেরদিগের উপর বিস্তৃত হয়। (ত, হো,)

সেই দিন আক্ষেপ। ৩৪। এই এক দিন যে তাহারা কথা বলিবে না। ৩৫। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না যে পরে আপত্তি করে। ৩৬। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৩৭। বলা হইবে "এই বিচারনিষ্পত্তির দিন, আমি তোমাদিগকে ও পূর্ব্বতন লোকদিগকে একত্রিত করিয়াছি। ৩৮। অনন্তর যদি তোমাদের প্রবঞ্চনা থাকে তবে আমার প্রতি প্রবঞ্চনা কর"। ৩৯। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪০। র, ১।

নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুলোকেরা যে ছায়া ও পয়ঃপ্রণালী এবং ফলপুঞ্জ অভিলাষ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে থাকিবে। ৪১+৪২। (বেলা হইবে) "তোমরা যাহা করিতেছিলে তজ্জন্য সুমিষ্ট ভোজন ও পান কর"। ৪৩। নিশ্চয় আমি এই প্রকার হিত-কারীলোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। ৪৪। সেই দিন অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪৫। (বলা হইবে) "অল্প ভক্ষণ কর ও ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।" ৪৬। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪৭। এবং যখন তাহাদিগকে বলা যায়, "উপাসনা কর," তাহারা উপাসনা করে না। ৪৮। সেই দিবস অসত্যারোপ-কারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪৯। অন্তর এই (কোরাণের) পরে কোন্ কথাকে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে? ৫০। র, ২।

সুরা নবা *।

অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায়।

৪০ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাহারা কোন্ বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছে? ১। সেই মহাসংবাদের বিষয়ে যে বিষয়ে তাহারা বিরোধকারী। ২+৩। না, না, শীঘ্র তাহারা (তাহা) জানিতে পাইবে। ৪। তৎপর না, না, শীঘ্র জানিতে পাইবে। ৫। আমি কি পৃথিবীকে শয্যা ও পর্ব্বতশ্রেণীকে কীলকস্বরূপ করি নাই? ৬+৭।+ এবং তোমাদিগকে স্ত্রীপুরুষ সৃজন করিয়াছি। ৮।+ এবং নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রাম করিয়াছি। ৯। + এবং রজ-নীকে আবরণ করিয়াছি। ১০। এবং দিবাকে জীবিকা অন্বেষণের কাল করিয়াছি। ১১। এবং তোমাদের উপরে দৃঢ় সপ্ত (স্বর্গ) নির্ম্মাণ করিয়াছি। ১২। এবং সমুজ্জ্বল দীপ (সূর্য্য) সৃজন করিয়াছি। ১৩। এবং বারিবর্ষী বারিদজাল হইতে বারিবিন্দু বর্ষণ করিয়াছি। ১৪। তাহাতে তদ্দ্বারা শস্যকণা ও উদ্ভিদ এবং

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল নিঃসারিত করি *। ১৫+১৬। নিশ্চয় বিচারনিষ্পত্তির দিন এক নির্দ্ধারিত কাল হয়। ১৭। যে দিবস সুররাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, তখন দলে দলে (কবর হইতে) উপস্থিত হইবে। ১৮। এবং আকাশ উন্মুক্ত হইবে, তখন অনেক দ্বার হইয়া যাইবে। ১৯। এবং পর্ব্বতসকলকে চালিত করা হইবে, অনন্তর মরিচিকা (তুল্য) হইয়া যাইবে। ২০। নিশ্চয় নরক দুর্ব্বিনীত লোকদিগের জন্য প্রতীক্ষাকারী প্রত্যার্ত্তন-ভূমি হইবে। ২১+২২। তাহারা তথায় বহুযুগ স্থিতি করিবে। ২৩। তথায় তাহারা পীত ও উষ্ণ বারি ব্যতীত কোন শৈত্য ও পানীয় আস্বাদন করিবে না। ২৪+২৫। সমুচিত বিনি-ময় দেওয়া যাইবে। ২৬। নিশ্চয় তাহারা বিচারের আশা করি-তেছিল না। ২৭। এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ২৮। এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়াছি। ২৯। (অসত্যারোপ করিয়াছিল,) অতএব (বলিব) স্বাদ গ্রহণ কর, অনন্তর শাস্তি ব্যতীত তোমা-দিগের প্রতি (কিছু) বৃদ্ধি করিব না। ৩০। (র, ১)

নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুলোকদিগের জন্য মনোরথ সিদ্ধি। ৩১। উদ্যান সকল ও দ্রাক্ষাতরু সকল থাকিবে। ৩২ এবং সমবয়স্কা নবযুবতীগণ † এবং পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করিতেছে এরূপ পানপাত্র থাকিবে। ৩৩+৩৪। তথায় তাহারা নিরর্থক বাক্য ও অসত্য শ্রবণ করিবে না। ৩৫। তোমার প্রতিপালক হইতে

---

* "পরিবেষ্টিত উদ্যান" অর্থাৎ বৃক্ষে বৃক্ষে জড়িত উদ্যান। (ত, হো,)

† স্বর্গে নারী ষোড়শবর্ষীয়া পুরুষ ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন, নরনারী সকলেই তেত্রিশ বৎসর বয়স্কা হইবে। (ত, হো,)

(হে মোহম্মদ;) দানের হেসাবানুসারে বিনিময় হয়। ৩৬। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং যাহা কিছু উভয়ের মধ্যে আছে তাহার প্রতিপালক, তিনি দাতা, তাঁহার (প্রতাপে) তাহারা কথা বলিতে পারিবে না। ৩৭। যে দিবস দেবগণ ও আত্মা সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইবে, তখন পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে অনুমতি করিবেন সে ব্যতীত কথা বলিবে না, এবং সে ঠিক বলিবে। ৩৮। সত্য এই দিন, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে আপন প্রতিপালকের দিকে স্থান গ্রহণ করুক। ৩৯। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সন্নিহিত শাস্তিবিষয়ে ভয় প্রদর্শন করিলাম, যে দিবস মনুষ্য তাহার হস্ত যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা দর্শন করিবে এবং কাফেরগণ বলিবে যে "হায়! যদি আমি মৃত্তিকা হইতাম, (ভাল ছিল) ৪০। (র, ২)

সুরা নাজেয়াত *।

উন অশীতিতম অধ্যায়।

---

৪৬ আয়ত, ২ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কঠিনরূপে (কাফেরদিগের প্রাণ) আকর্ষণকারী (দেবগণের) শপথ। ১। + এবং (বিশ্বাসীদিগের প্রাণ) বহিষ্করণে বহিষ্কারক। ২। + এবং সন্তরণে সন্তরণকারক। ৩। + (অনন্তর) আজ্ঞাপালনে সর্ব্বো-

---

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পরি অগ্রগমনে অগ্রগামী। ৪।+অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক (দেবগণের শপথ) *। ৫। (স্মরণ কর) সেই দিবসকে যে স্পন্দনকারক (পর্ব্বতাদি) স্পন্দিত হইবে। ৬। অনুবর্ত্তী তাহার অনুবর্ত্তন করিবে †। ৭। সেই দিন বহু হৃদয় ত্রস্ত হইবে। ৮। তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যাইবে। ৯। তাহারা বলিতেছে "আমরা কি পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হইব? ১০। যখন আমরা বিকৃত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখন কি (পুনরুত্থিত হইব)?" ১১। তাহারা বলিল "সেই সময় (বিচারস্থলে) ফিরিয়া আসা ক্ষতিজনক"। ১২। অনন্তর উহা এক চীৎকার ইহা বৈ নহে ‡। ১৩। অবশেষে অকস্মাৎ তাহারা সাহেরাতে আসিবে §। ১৪। তোমার নিকটে কি (হে

---

* এক দেবতা আছেন যে তিনি কাফেরদিগের শিরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রাণ টানিয়া বাহির করেন। এক স্বর্গীয় দূত বিশ্বাসীদিগের শরীরের বন্ধন উন্মোচন করেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ আনন্দে স্বর্গলোকের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু শারীরিক ক্লেশ ও রোগযন্ত্রণা অন্যপ্রকার, এবিষয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী তুল্য, এস্থলে আত্মারই প্রসঙ্গ হইয়াছে। বিশ্বাসীর আত্মাই আনন্দে গমন করে। একশ্রেণীর দেবতা আছেন যে তাঁহারা আকাশে সন্তরণ করেন, অর্থাৎ উড্ডীয়মান হন। কোন আজ্ঞা হইলে তাহা পঁহুছাইবার জন্য এক অন্য অপেক্ষা বেগে অধিক অগ্রসর হন। ঈশ্বর তাঁহাদের শপথ করিলেন, কখন ইঁহাদের গুণ ও সৌন্দর্য্যাদিরও দিব্য করা হয়। (ত, শা,)

† এক সুরধ্বনির অনুসরণে আর এক সুরধ্বনি হইবে, দুই বার সুরধ্বনি হইলেই মৃত সকল জীবিত হইয়া বাহির হই। (ত, হো)

‡ অর্থাৎ এস্রাফিলের এক সুরধ্বনিতে কবরস্থ সমুদায় লোক জীবিত হইবে। (ত, হো,)

§ জেরুজেলমের অদূরে রিহানামকপর্ব্বতের পার্শ্বে সাহেরা নামক এক স্থান আছে। সেই স্থানেই পুনরুত্থিত লোক সকল সমবেত হইবে। কথিত আছে যে পরমেশ্বর তখন তাহাকে চল্লিশটী পৃথিবীর তুল্য বিস্তৃত করিবেন। (ত, হো,)

মোহম্মদ,) মুসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই? ১৫। (স্মরণ কর,) যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তুয়নামক পুণ্যপ্রান্তরে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ১৬। "তুমি ফেরওণের নিকটে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারী।১৭। অনন্তর বল পবিত্র হওয়ার দিকে তোমার কি (অভিলাষ) আছে? ১৮।+ এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি ভয় করিবে"। ১৯। অনন্তর সে তাহাকে মহানিদর্শন প্রদর্শন করিল। ২০। পরে সে অসত্যারোপ করিল ও অবাধ্য হইল। ২১। তৎপর দৌড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ২২। অনন্তর (লোক) সংগ্রহ করিল, পরে ডাকিল। ২৩। পরিশেষে বলিল "আমি তোমাদের মহাপ্রতিপালক"। ২৪। অবশেষে পরমেশ্বর ঐহিক ও পারলৌকিক শাস্তিতে তাহাকে ধরিলেন। ২৫। নিশ্চয় যাহারা আশঙ্কা করে তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে শিক্ষা আছে। ২৬। (র,১)

সৃষ্টিতে তোমরা কি দৃঢ়তর, না আকাশ? (পরমেশ্বর)তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৭। তিনি তাহার ছাদ সমুন্নত করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে ঠিক রাখিয়াছেন। ২৮।+তাহার রাত্রিকে অন্ধকার করিয়াছেন, এবং তাহার ঊষা বাহির করিয়াছেন। ২৯। এবং ইহার পরে ভূতলকে প্রসারিত করিয়াছেন। ৩০। তাহা হইতে তাহার জল এবং তাহার তৃণক্ষেত্র বাহির করিয়াছেন। ৩১। এবং গিরিশ্রেণীকে তোমাদের ও তোমাদের গ্রাম্যপশুদিগের লাভের জন্য দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন। ৩২+৩৩। অনন্তর (স্মরণ কর) যখন ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইবে।৩৪। যে দিবস মনুষ্য (কার্য্যে) যাহা চেষ্টা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে। ৩৫।+এবং যে দর্শন করিতেছে তাহার জন্য নরক প্রকাশিত হইবে। ৩৬। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।৩৭।+এবং পার্থিব জীবনকে স্বীকার করিয়াছে।

৩৮।+পরে নিশ্চয়ই সেই নরকলোক (তাহার) অবস্থিতি স্থান। ৩৯। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পাইয়াছে এবং চিত্তকে বিলাসবাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, অনন্তর নিশ্চয় সেই স্বর্গলোক (তাহার) অবস্থিত স্থান। ৪০+৪১। কেয়ামতের বিষয় তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে কখন তাহার সমুপস্থিতি হইবে। ৪২। তাহার স্মরণ সম্বন্ধে (জ্ঞানসম্বন্ধে) তুমি (হে মোহম্মদ,) কিসে আছ *? ৪৩। তোমার প্রতিপালকের প্রতিই তাহার (জ্ঞানের) সীমা। ৪৪। যাহারা তাহাকে ভয় করে তুমি তাহাদের ভয়প্রদর্শক ইহা বৈ নও। ৪৫। যে দিবস তাহারা উহা দর্শন করিবে যেন এক সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল বৈ তাহারা (পৃথিবীতে) বিলম্ব করে নাই (মনে করিবে)। ৪৬। (র, ২)

সুরা অবস।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) অশীতিতম অধ্যায়। ৪২ আয়ত, ১ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সে মুখ বিরস করিল ও মুখ ফিরাইল। ১।+যেহেতু তাহার নিকটে এক অন্ধ উপস্থিত হইয়াছে †। ২। এবং কিসে তোমাকে

---

* আয়শা বলিয়াছেন, যে হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন কেয়ামতপ্রকাশের সময় পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন। তাহাতেই ঈশ্বর বলিলেন তুমি কেয়ামতের জ্ঞানবিষয়ে কিসে আছ, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের অধিকারী তুমি নও, সাবধান তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। (ত, হো,)

† একদা আম মকতুমের পুত্র অবদোল্লা হজরতের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন হজরত কোরেশ জাতীয় সম্ভ্রান্ত ধনী পুরুষদিগের নিকটে এসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। উক্ত অবদোল্লা অন্ধ ছিলেন, তিনি জানিতে

জানাইয়াছে হয় তো সে শুদ্ধ হইবে ? ৩।+অথবা উপদেশ গ্রহণ করিতেছে ; অনন্তর উপদেশদান তাহাকে উপকৃত করিতেছে ।৪। কিন্তু যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, অবশেষে তুমি তাহার জন্য মনোযোগ বিধান করিতেছ ।৫+৬। এবং সে যে শুদ্ধ হয় না তাহাতে তোমার প্রতি কি অনুযোগ ? ৭। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়াছে ও যে (ঈশ্বরকে) ভয় করিতেছে, অনন্তর তুমি তাহার সম্বন্ধে উপেক্ষা করিতেছ। * । ৮+৯+১০। না, না, নিশ্চয়ই (কোরাণের আয়ত) উপদেশ। ১১।। পরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে সাধু মহাত্মা লেখকদিগের হস্তে (লিখিত) যে শুদ্ধ উন্নত সম্মানিত পুস্তিকাপুঞ্জ তাহা আবৃত্তি করুক। ১২+ ১৩+১৪+১৫+১৬। মনুষ্য বিনষ্ট হউক, কিসে তাহাকে বিদ্রোহী করিল। ১৭। কোন্ পদার্থ হইতে তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন ? শুক্র দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে নিয়মিত করিয়াছেন। ১৮+১৯। তৎপর (প্রসব হওয়ার) পথ তাহার পক্ষে সহজ করিয়াছেন। ২০। তৎপর তাহাকে মারিলেন, অবশেষে তাহাকে কবরে স্থাপিত করিলেন। ২১। তাহার পরে

পারেন নাই যে কীদৃশ লোক হজরতের নিকটে উপবিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া হজরতের কথা ভঙ্গ করেন, তজ্জন্য হজরত বিষণ্ণ হন এবং মুখ বিরস করেন এবং মুখ ফিরাইয়া লন। তাহাতে জেব্রিল আয়ত উপস্থিত করেন। (ত, হো,)

* যখন জেব্রিল এই আয়ত সকল পাঠ করিলেন, তখন হজরতের মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। তিনি অবদোল্লার পশ্চাতে ধাবিত হন ও তাঁহাকে ধরিয়া মস্জিদে লইয়া আসেন, বসিবার জন্য আপন চাদর আসন করিয়া দেন ও তাঁহার অন্তরকে প্রফুল্ল করেন। তৎপর যখন তাঁহাকে দেখিতেন সম্মান করিতেন। দুইবার যুদ্ধযাত্রার সময় তাঁহাকে মদিনার খলিফার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

যখন ইচ্ছা করিলেন তাহাকে বাঁচাইলেন। ২২। না না, তিনি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে তাহা সম্পাদন করে না। ২৩। অনন্তর উচিত যে মনুষ্য স্বীয় অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ২৪। নিশ্চয় আমি বারিবর্ষণ করিয়াছি। ২৫। তৎপর ক্ষেত্রকে বিদীর্ণ করিয়াছি। ২৬। পরে তন্মধ্যে শস্যকণিকা ও দ্রাক্ষা এবং সেও ও জয়তুন এবং খোর্ম্মাতরু এবং ঘনপাদপসন্নিবিষ্ট উদ্যান সকল এবং ফল ও তৃণ তোমাদের ও তোমাদের পশু সকলের লাভের জন্য আমি উৎপাদন করিয়াছি। ২৭+২৮+২৯++৩০+৩১+৩২। পরিশেষে যখন ঘোর নিনাদ হইবে। ৩৩। সেই দিবস লোক স্বীয় ভ্রাতা হইতে ও স্বীয় মাতা হইতে এবং স্বীয় পিতা হইতে এবং স্বীয় ভার্য্যা হইতে ও স্বীয় পুত্র হইতে পলায়ন করিবে। ৩৪+৩৫+৩৬। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির একভাব হইবে যে তাহাকে (অন্যের সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত রাখিবে। ৩৭। সেই দিবস কতক আনন উজ্জ্বল সহাস্য সহর্ষ থাকিবে। ৩৮+৩৯। এবং সেই দিবস কতক মুখ যে তাহার উপরে মালিন্য হইবে। ৪৯। কালিমা তাহাকে আচ্ছাদন করিবে। ৪১। ইহারাই তাহারা যে দুরাচার কাফের। ৪২। (র, ১)

সুরা তক্বির।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) একাশীতিতম অধ্যায়। ২৯ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন সূর্য্য আবৃত হইবে। ১। এবং যখন নক্ষত্রমণ্ডলী মলিন হইবে। ২। এবং যখন পর্ব্বতশ্রেণী সঞ্চালিত হইবে। ৩। এবং যখন আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হইবে *। ৪। এবং যখন আরণ্য

---

* আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রী আরবীয় লোকদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী। কেয়ামতের সময়ে তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিবে। (ত হো,)

পশু (হিংস্র অহিংস্র) একত্রিত হইবে। ৫। এবং যখন সাগর সকল উচ্ছ্বসিত হইবে। ৬। এবং যখন জীবাত্মা সকল (সাধু সাধুর সঙ্গে অসাধু অসাধুর সঙ্গে) মিলিত হইবে। ৭। এবং যখন জীবৎ অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত (কন্যা) দিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে "কোন্ অপরাধে হত হইয়াছ * ? ৮+৯। এবং যখন কার্য্যলিপি সকল খোলা যাইবে। ১০। এবং যখন আকাশ উৎপাটিত হইবে। ১১। এবং যখন নরক প্রজ্বলিত হইবে। ১২।+এবং যখন স্বর্গ সন্নিহিত করা হইবে। ১৩।+ তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা উপস্থিত করিয়াছে জ্ঞাত হইবে †। ১৪। অনন্তর (দিবসে) লুক্কায়িত হয় (পশ্চিম দিকে) ভ্রমণ করে এবং (সূর্য্যরশ্মিতে) প্রচ্ছন্ন হয় যে সকল নক্ষত্র তাহার শপথ করিতেছি। ১৫।+১৬ রজনী যখন অন্ধকারাবৃত হয় তাহার (শপথ করিতেছি)। ১৭।+ ঊষা যখন সমুদিত হয় তাহার (শপথ করিতেছি)। ১৮।+যে নিশ্চয় উহা (কোরাণ) সিংহাসনাধিপতি (ঈশ্বরের) নিকটে পদস্থ আজ্ঞাবহ গৌরবান্বিত শক্তিশালী তৎপর বিশ্বস্ত প্রেরিতপুরুষের বাণী।১৯+২০+২১। এবং তোমাদের সহচর ক্ষিপ্ত নহে । ২২। এবং সত্য সত্যই সে তাহাকে (স্বর্গীয় দূত জেব্রিলকে) সমুজ্জ্বল গগণপ্রান্তে দেখিয়াছে। ২৩। এবং সে গুপ্ত বিষয়ে (প্রত্যাদেশে) কৃপণ নহে

---

* আরবীয় লোকেরা অর্থাভাবে প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া শিশু কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিত, পুনরুত্থান কালে সেই কন্যাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে "তোমরা কি জন্য হত হইয়াছ?" তাহারা বলিবে "অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে বধ করিয়ছে।" তাহাতে হত্যাকারী লাঞ্ছিত হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তাহারা পৃথিবীতে যে সকল সদসৎকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফলভোগ করিবে। (ত, হো,)

।২৪। এবং তাহা (কোরাণ) তাড়িত শয়তানের বাক্য নহে।২৫।+ অনন্তর তোমরা কোথায় যাইতেছ? ২৬। তাহা বিশ্বের উপদেশ বৈ নহে।২৭।+তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চাহে যে সরল পথে চলে তাহার জন্য (উপদেশ বৈ নহে)।২৮। এবং বিশ্বপালক পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে বৈ তোমরা (উপদেশ) ইচ্ছা কর না।২৯।(র, ১)

সুরা এন্‌ফেতার।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) দ্বাশীতিতম অধ্যায়। ১৯ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।১।+এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যাইবে *।২।+এবং যখন সমুদ্র সকল সঞ্চালিত হইবে।৩।+এবং যখন সমাধিপুঞ্জ বিপর্য্যস্ত হইবে।৪।+ তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাৎ রাখিয়া দিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবে।৫। হে মনুষ্য, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তোমাকে সঙ্গঠিত করিয়াছেন, অনন্তর তোমাকে ঠিক করিয়াছেন, যে আকারে তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাকে সংযোজিত করিয়াছেন, সেই গৌরবান্বিত প্রতিপালকের সম্বন্ধে কিসে তোমাকে প্রবঞ্চিত করিল।৬+ ৭+৮। না না, বরং তোমরা কেয়ামতসম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতেছ।৯। +এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গৌরবান্বিত লিপিকর

---

* নক্ষত্রাবলী ফানুসের ন্যায় স্বর্গের সম্মুখভাগে জ্যোতির শৃঙ্খলে লট্‌কান আছে। সেই শৃঙ্খল দেবতাদিগের হস্তে রহিয়াছে। যখন স্বর্গবাসিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তখন তাহা তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে, এবং তারকাপুঞ্জ ভূতলে পড়িয়া যাইবে। (ত, হো,)

সকল রক্ষক আছে। ১০+১১।+ তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহারা জ্ঞাত হয়। ১২। নিশ্চয় সাধুলোকেরা সম্পদের মধ্যে থাকিবে। ১৩।+ এবং নিশ্চয় পাপাচারিগণ নরকে থাকিবে। ১৪।+ বিচারের দিবস তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে। ১৫। এবং তাহারা তথা হইতে অন্তর্হিত হইবে না। ১৬। এবং কিসে তোমাকে (হে মনুষ্য,) জানাইয়াছে যে বিচারের দিন কি? ১৭।+ তৎপর কিসে তোমাকে জানাইয়াছে বিচারের দিন কি? ১৮। যে দিবস কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছুই ক্ষমতা রাখিবে না, এবং সেই দিবস ঈশ্বরের আজ্ঞাই থাকিবে। ১৯। (র, ১.)

সুরা তৎফিফ।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ত্রয়োশাতিতম অধ্যায়। ৩৬ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সেই অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীদিগের প্রতি আক্ষেপ *। ১।+ যাহারা (নিজের জন্য) লোকের সম্বন্ধে যখন (দ্রব্য) পরিমাণ করে, পূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২। এবং যখন তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে তুল করিয়া দেয়, ক্ষতি করিয়া থাকে। ৩। এই সকল লোক কি মনে করে না যে তাহারা সেই মহাদিনের জন্য যে দিন লোক সকল নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিবে সমুত্থাপিত হইবে? ৪+৫+৬। না

---

* মদিনানিবাসিগণ তৌলও মাপে অতিশয় অপচয় করিত। হজরতে মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া আসিবার সময় পথে এই সুরা অবতারিত হয়। (ত, হো,)

না, নিশ্চয় দুর্ব্বৃত্তলোকদিগের কার্য্যলিপি সেজ্জিনেতে হইবে * । ৭। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে সেজ্জিন কি? ৮। লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা। ৯। সেই দিবস সেই অসত্যারোপকারী-দিগের জন্য আক্ষেপ। ১০।+যাহারা বিচারেরদিনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে। ১১। এবং প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপী ব্যতিরেকে তৎপ্রতি অসত্যারোপ করে নাই। ১২।+যখন আমার নিদর্শনাবলী তাহার নিকটে পড়া যায় তখন সে বলে "(এ সকল) পূর্ব্বতন কাহিনী"। ১৩। না না, বরং তাহারা যে আচরণ করিতে-ছিল তাহা তাহাদিগের অন্তরে কালিমা বদ্ধ করিয়াছে। ১৪। না না, নিশ্চয় তাহারা সেই দিবস স্বীয় প্রতিপালক হইতে লুক্কা-য়িত থাকিবে। ১৫।+তৎপর নিশ্চয় তাহারা নরকে প্রবেশকারী হইবে। ১৬। তাহার পর তাহাদিগকে বলা হইবে "ইহাই তাহা যাহার সম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে"। ১৭। না না, নিশ্চয় সাধুদিগের (কার্য্যলিপি) এল্লেয়িনে হইবে †। ১৮। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে এল্লেয়িন কি? ১৯। লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা। ২০।+ সন্নিহিত (দেবগণ) তাহার প্রতি উপস্থিত হয় ‡। ২১। নিশ্চয় সাধুলোকেরা সম্পদের মধ্যে থাকিবে।২২।+ সিংহাসন সকলের উপরে (বসিয়া) নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ২৩।+ তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সম্পদের স্ফূর্ত্তি দর্শন করিবে। ২৪। মোহর আঁটা বিশুদ্ধ সুরা হইতে তাহাদিগকে পান করাণ

---

* সেজ্জিন শয়তান ও তাহার অনুচরদিগের নিবাসভূমি, অথবা শয়তান ও পাপীদিগের কার্য্যলিপি। (ত, হো,)

† উচ্চতম স্বর্গের স্থানবিশেষের নাম এল্লেয়িন, অথবা সাধুদিগের কার্য্যলিপি এল্লেয়িন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ উচ্চপদস্থ দেবগণ এল্লেয়িনকে অভ্যর্থনা করিবে (ত, হো,)

হইবে। ২৫। (মোমের স্থলে) তাহার মোহর মৃগনাভি হইবে, এবং পরে ইহার মধ্যে উচিত যে স্পৃহাকারিগণ স্পৃহা করে। ২৬। এবং তস্‌নিম হইতে তাহার মিশ্রণ। ২৭।+ (উহা) এক প্রস্রবণ হয়, সন্নিহিত দেবগণ (তাহা হইতে বারি) পান করিয়া থাকে * । ২৮। নিশ্চয় অপরাধিগণ বিশ্বাসীদিগের প্রতি হাস্য করিতেছিল। ২৯। এবং যখন তাহারা (কাফেরগণ) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত তখন পরস্পর কটাক্ষপাত করিত। ৩০। এবং যখন স্বীয় পরিজনের নিকটে ফিরিয়া যাইত তখন সহর্ষে ফিরিয়া যাইত † । ৩১। এবং যখন তাহারা অহাদিগকে (বিশ্বাসী-দিগকে) দেখিত বলিত যে নিশ্চয় ইহারা বিপথগামী।৩২। এবং তাহাদের প্রতি রক্ষক প্রেরিত হয় নাই। ৩৩। অনন্তর অদ্য বিশ্বাসিগণ ধর্ম্মদ্রোহীদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। ৩৪।+ সিংহাসনোপরি (উপবিষ্ট হইয়া) নিরীক্ষণ করিতেছে (বলিতেছে)। ৩৫। কাফেরদিগকে কি তাহারা যাহা করিয়াছে তদনুরূপ বিনিময় দেওয়া হইয়াছে? ৩৬। (র, ১)

---

* তস্‌নিম এক জলপ্রণালীর নাম। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ আর্শের নিম্নদেশ হইতে বেহেশ্‌তে তাহার স্রোত নিপতিত হইয়া থাকে। তাহার জল বিশুদ্ধ ও বেহেশ্‌তবাসী-দের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পানীয়। ঈশ্বরের সন্নিহিত দেবগণের প্রতি ঈশ্বরের অমিশ্র প্রেম, অতএব তাঁহাদের পানীয় অমিশ্র ও বিশুদ্ধ। যাহাদের ঈশ্বরপ্রেম সাংসারিক প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত, তাহাদের সুরা অন্য সুরা দ্বারা মিশ্রিত। (ত, হো,)

† একদিন মহাত্মা আলি কতিপয় মোসলমানের সঙ্গে পথদিয়া যাইতেছিলেন, কয়েকজন কপট লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া হাসিয়াছিল, এবং নয়নকোণে ইঙ্গিত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ছিল, পরে বন্ধুদিগকে বলিয়াছিল আমাদের না মস্তক ইনি? আলি ইহা শ্রবণ করিয়া মহা হাস্য করেন। তিনি হজরতের মস্‌জেদ উপস্থিত না হইতেই এই সকল আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সুরা এন্‌শকাক।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) চতুরশীতিতম অধ্যায়। ২৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ১। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য কর্ণার্পণ করিবে, সে (আজ্ঞাশ্রবণের) উপযুক্ত হয়। ২। এবং যখন পৃথিবী আকৃষ্ট হইবে। ৩ এবং তন্মধ্যে যে কিছু আছে নিক্ষিপ্ত হইবে, ও সে শূন্য হইয়া যাইবে। ৪। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য কর্ণপাত করিবে ও সে উপযুক্ত হয়। ৫। তখন হে মনুষ্য, নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের প্রতি (সাক্ষাৎকারের জন্য) প্রযত্নে প্রযত্নবান্ হইবে, পরে সাক্ষাৎকারী হইবে। ৬। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তিকে তাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার পুস্তক (কার্য্যলিপি) প্রদত্ত হইয়াছে পরে অচিরেই সে সহজবিচারে বিচারিত হইবে।৭+৮। এবং সহর্ষে স্বীয় পরিজনের দিকে ফিরিয়া যাইবে।৯। এবং কিন্তু যাহাকে তাহার পুস্তক তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে পরে অচিরেই সে মৃত্যুর প্রতি আহুত হইবে। ১০+১১। এবং নরকে পঁহুছিবে। ১২। নিশ্চয় সে (সংসারে) আপন পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৩। নিশ্চয় সে মনে করিয়াছিল যে (ঈশ্বরের দিকে) পুনরাগমন করিবে না। ১৪। হাঁ, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার বিষয়ে দর্শক ছিনলেন।১৫। অনন্তর আরক্তিম গগণপ্রান্তের এবং রজনীর ও যে সমস্ত সে সংগ্রহ (গোপন) করে সেই সকলের এবং চন্দ্রমার যখন সে পূর্ণ হয় আমি শপথ করিতেছি যে অবশ্য এক অবস্থা

হইতে অবস্থান্তরে তোমরা আরূঢ় হইবে।১৬+১৭+১৮+১৯।অনন্তর পরে তাহাদের কি হইল যে বিশ্বাস করিতেছে না ?২০। এবং তাহাদিগের নিকটে কোরাণ গঠিত হয় তাহারা প্রণাম করে না। ২১। প্রত্যুত ধর্ম্মদ্রোহিগণ অসত্যারোপ করে।২২। এবং যাহা তাহারা মনে পোষণ করে ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত। ২৩। অনন্তর তুমি তাহাদিগকে দুঃখকরী শাস্তির সংবাদ দান কর। ২৪। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য অক্ষুণ্ণ পুরস্কার আছে। ২৫। (র, ১)

সুরা বোরুজ্।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ২২ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

এবং বোরুজ্‌যুক্ত আকাশের ও অঙ্গীকৃত দিবসের এবং উপস্থিত ও উপস্থাপিতের শপথ *। ১+২+৩। ইন্ধনযুক্ত অগ্নিকুণ্ডনিবাসিগণ মারা গিয়াছে †। ৪+৫ যখন তাহারা। (রাজা ও

---

* বোর্জ নভোমণ্ডলের দ্বাদশ অংশ। উপস্থিত ও উপস্থাপিত সাক্ষী ও সাক্ষ্য। একমতে উপস্থিত হজরত মোহম্মদ, উপস্থাপিত তাঁহার মণ্ডলী, অথবা উপস্থিত তাঁহার মণ্ডলী উপস্থাপিত অপর মণ্ডলী সকল, এসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ত, হো,)

† এমনদেশে জোনওয়াস নামক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা ঐন্দ্রজালিক অনুচর ছিল, তাহার প্রতি রাজা রাজ্যসংক্রান্ত বিশেষ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সে বৃদ্ধাবস্থায় এক বালককে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, এবং তাহাকে আপন বিদ্যা শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়। বালক তাহাতে মনোযোগ বিধান না করিয়া একজন সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে উপদিষ্ট ও দীক্ষিত হয়। কিছু দিন পরে তাহা দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য প্রকাশ পায়। রাজা

অনুচরগণ) তাহার নিকটে বসিয়াছিল। ৬। এবং বিশ্বাসীদিগের প্রতি যাহা করিতেছিল তাহারা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল। ৭। এবং তাহারা স্বর্গ ও মর্ত্ত যাঁহার রাজত্ব সেই পরাক্রান্ত প্রশংসিত পরমেশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাসস্থাপন করিতেছে তাহাকে ব্যতীত তাহাদের অপরাধ ধরিল না, এবং ঈশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে সাক্ষী। ৮+৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী নরনারীগণকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে, তৎপর অনুতাপ করে নাই, পরে তাহাদের জন্য নরকদণ্ড ও তাহাদের জন্য দহনশাস্তি আছে। ১০। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান সকল আছে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত হয়, ইহাই মহা মনোরথসিদ্ধি। ১১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ কঠিন। ১২। নিশ্চয় তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন এবং দ্বিতীয় বার করিবেন। ১৩। এবং তিনি ক্ষমাশীল বন্ধু। ১৪। তিনি সম্মানিত উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি। ১৫। যাহা ইচ্ছা করেন তাহার বিধায়ক। ১৬। তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ,) ফেরওণ ও সমুদের সেনাবৃন্দের সংবাদ পঁহুছিয়াছে? ১৭+১৮। বরং কাফেরগণ অসত্যারোপেই আছে। ১৯। এবং পরমেশ্বর তাহাদের

পৌত্তলিকতা ও একেশ্বরবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বালককে একেশ্বর বাদী জানিয়া নানা উপায়ে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। বালকের দৈববলপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কিছুতেই তাহাকে হত্যা করিতে পারেন না। পরে বালক নিজেই নিহত হইতে প্রস্তুত হয়। রাজা তাহার নির্দ্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিধন করেন। কিন্তু রাজানুচরগণ বালকের দৈবশক্তি দেখিয়া তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মপথ আশ্রয় করে। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হন, এবং পর্ব্বত প্রান্তে কতগুলি অগ্নিকুণ্ড করেন। স্বীয় অনুচরবর্গের প্রত্যেককে ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিয়া যাহাদিগকে একেশ্বরবিশ্বাসী জানিতে পাইয়াছিলেন একে একে ক্রমশঃ তাহাদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

পার্শ্ব দিয়া আবেষ্টনকারী। ২০। বরং সেই গৌরবান্বিত কোরাণ (স্বর্গলিপি) ফলকে সংরক্ষিত। ২১+২২। (র, ১)

সুরা তারেক।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ষড়শীতিতম অধ্যায়। ১৭ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আকাশের ও নিশায় আগমনকারীর শপথ। ১। এবং কিসে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) জানাইয়াছে যে নিশায় আগমনকারী কি? ২। সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। ৩। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে তাহার প্রতি (দেবতা) রক্ষক নাই। ৪। অনন্তর উচিত যে মনুষ্য দেখে যে সে কিসে দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ৫। বেগবান্ বারি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ৬। তাহা (পুরুষের) পৃষ্ঠ এবং (নারীর) অস্থির ভিতর হইতে নির্গত হয়। ৭। নিশ্চয় তিনি তাহার পুনর্বিধানে ক্ষমতাবান্। ৮। যে দিবস অন্তস্তত্ত্ব সকল পরীক্ষিত হইবে। ৯। তখন তাহার (মনুষ্যের) কোন শক্তি ও কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। ১০। মেঘযুক্ত আকাশের শপথ। ১১। বিদারণীয় পৃথিবীর শপথ। ১২। নিশ্চয় এই (কোরাণ) সিদ্ধান্ত বাক্য। ১৩। এবং তাহা অনর্থ বাণী নহে। ১৪। নিশ্চয় তাহারা ছলনায় ছলনা করিয়া থাকে। ১৫। এবং আমিও ছলনায় ছলনা করিয়া থাকি। ১৬। অনন্তর তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দান কর, কিছুকাল তাহাদিগকে অবকাশ দাও। ১৭ (র, ১)

সুরা আলা।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ১৯ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি স্বীয় মহোচ্চ প্রতিপালকের নামের স্তব কর। ১। যিনি

স্থষ্টি করিয়াছেন, পরে সংগঠিত করিয়াছেন। ২। এবং যিনি নিয়মিত করিয়াছেন, অবশেষে পথপ্রদর্শন করিয়াছে। ৩। এবং যিনি শষ্প্য সমুদ্ভেদ করিয়াছেন। ৪। পরে তাহাকে শুষ্ক ও মলিন করিয়াছেন। ৫। অচিরে আমি তোমাকে (হে মহোম্মদ,) পড়াইব, পরিশেষে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত বিস্মৃত হইবে না, * নিশ্চয় তিনি ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত আছে জ্ঞাত আছেন। ৬+৭। এবং সহজ (ধর্ম্মবিধির) জন্য তোমাকে আমি সাহায্য দান করিব। ৮। অনন্তর যদি কোরাণের উপদেশ ফলোপ-দায়ক হয় তবে উপদেশ দান করিতে থাক। ৯। যে ব্যক্তি ভয় পায় সে অচিরে উপদেশ গ্রহণ করিবে। ১০। এবং অত্যন্ত হতভাগ্য ব্যক্তি যে মহানলে উপস্থিত হইবে তাহা হইতে দূরে থাকিবে।১১+১২। তৎপর সে তন্মধ্যে মরিবে না ও বাঁচিবে না। ১৩। সত্যই যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়াছে সে মুক্তি পাইয়াছে। ১৪। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের নাম আবৃত্তি ক'রয়াছে, অনন্তর উপাসনা করিয়াছে।১৫। বরং (হে হতভাগ্য লোকসকল,) সাংসারিক জীবন তোমরা অধিকার করিতেছ। ১৬। এবং পরলোক উৎকৃষ্ট ও সমধিক স্থায়ী। ১৭। নিশ্চয় ইহা পূর্ব্বতন গ্রন্থ সকলে এব্রা-হিমও মুসার গ্রন্থে (লিখিত আছে)। ১৮+১৯। (র, ১)

---

* যখন জেব্রিল আয়ত বা স্থূরা সহ হজরতের নিকটে অবতীর্ণ হইয়া তাহা পাঠ করিতেন, হজরতও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। জেব্রিল পাঠ সমাপ্ত না করি-তেই হজরত ভুলিয়া বা যান এই ভয়ে প্রথম হইতে পড়িতেন। এজন্য পরমেশ্বর এই আরত প্রেরণ করেন। এই আয়তে হজরতের প্রতি এই শুভ সংবাদ আছে যে যাহা আমি তোমাকে শিক্ষা দান করিব, তাহা তুমি ভুলিবে না, আমার আদেশে জেব্রিল তোমার শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিবে। (ত, হো,)

সূরা গাশিয়া।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। ২৬ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তোমার নিকটে কি কেয়ামতের বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে? ১। সেই দিবস কত মুখ বিমর্ষ হইবে। ২। (নরকের) কর্ম্মচারিগণ পরিশ্রান্ত হইবে। ৩। প্রজ্বলিত অনলে (কাফেরগণ) প্রবেশ করিবে। ৪। অত্যুষ্ণ প্রণালীর জল তাহাদিগকে পান করাণ হইবে। ৫। জরিয় ব্যতীত তাহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না *। ৬।+ তাহা (দেহকে) পরিপুষ্ট করে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না। ৭। সেই দিবস কত মুখ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। ৮।+ উন্নত স্বর্গে আপন (সৎকার্য্যের) যত্নেতে সন্তুষ্ট থাকিবে। ৯+১০। তুমি তাথায় অনর্থ বাক্য শুনিতে পাইবে না। ১১। তথায় জলপ্রণালী প্রাবাহিত। ১২। তথায় উচ্চ-সিংহাসন সকল আছে। ১৩।+ এবং সোরাহী সকল স্থাপিত। ১৪।+ এবং উপাধান সকল শ্রেণীবদ্ধ। ১৫।+ এবং শয্যা সকল বিস্তৃত আছে। ১৬। অনন্তর তাহারা কি উষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না যে কেমন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে? ১৭। এবং আকাশের দিকে—কেমন উন্নমিত হইয়াছে? ১৮। এবং পর্ব্বত শ্রেণীর দিকে—কেমন করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। ১৯। এবং পৃথিবীর দিকে—কেমন করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ২০। অন-

---

* এক প্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদের নাম জরিয়, তাহা যখন সরস থাকে তখন আরব্য লোকেরা তাহাকে শব্রক বলে। উষ্ট্রাদি পশু উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। শুষ্ক হইলে উক্ত উদ্ভিদ্‌কে জরিয় বলে, তখন কোন পশু তাহা স্পর্শও করে না। পরলোকে এই জরিয়ের আকারে আগ্নেয় বৃক্ষ হইবে। (ত, হো,)

স্তর তুমি উপদেশ দান কর, তুমি উপদেশদাতা ইহা বৈ নহে। ২১। তুমি তাহাদের প্রতি অধ্যক্ষ নও। ২২। কিন্তু যে ব্যক্তি বিমুখ হইয়াছে ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে পরমেশ্বর তাহাকে মহাদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৩+২৪। নিশ্চয় আমার দিকে তাহাদের পুনর্ম্মিলন। ২৫। তৎপর নিশ্চয় আমার নিকটে তাহাদের বিচার। ২৬। (র, ১)

সুরা ফজ্‌র্।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ঊননবতিতম অধ্যায়। ৩০ আয়ত।

দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঊষা কালের ও দশ রজনীর ও যুগল ও একাকীর এবং সেই রাত্রির যখন চলিয়া যায় শপথ *। ১+২+৩+৪। ইহার মধ্যে কি জ্ঞানবানের জন্য (জ্ঞানীর বিশ্বাস্য) শপথ আছে? ৫। এবং তুমি কি দেখ নাই যে তোমার প্রতিপালক স্তম্ভধারী সেই আদএরমের প্রতি যাহার সদৃশ নগর সকলে সৃষ্ট হয় নাই, কি করিয়াছি-

---

* অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মহরম মাসের প্রথম দিবসের ঊষার বা ইদকোরবাণের ঊষার শপথ। অথবা শুক্রবাসরীয় ঊষা ইত্যাদির শপথও হইতে পারে। জেলহজ্জার দশ রজনী যাহাতে হজ্জব্রতের অঙ্গবিশেষ অরফা হইয়া থাকে, অথবা মহরমের প্রথম দশ যামিনী যাহা হইতে অশুরা নির্দ্দিষ্ট, কিংবা রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রি শবে কদ্‌র যাহার মধ্যে আছে, অথবা শাবান মাসের মধ্য দশ রাত্রি যাহাতে সবে বরাত স্থিতি করে, তাহার শপথ। মান ও অপমান, ক্ষমতা ও কাতরা, জ্ঞান ও মূর্খতা, বল ও দুর্ব্বলতা, জীবন ও মৃত্যু, এ সমস্ত মানবসম্বন্ধীয় ভাব যুগল। অপমানশূন্য সম্মান, কাতরতা বিহীন ক্ষমতা, মূর্খতা হীন জ্ঞান, দুর্ব্বলতা শূন্য বল, মৃত্যুহীন জীবন এ সমস্ত ঐশ্বরিক ভাব একাকী, এই যুগল ও একাকীর শপথ। (ত, হো,)

লেন *? ৬+৭+৮। সমুদ জাতির প্রতি যাহারা প্রান্তরে (আশ্রয়ের জন্য) প্রস্তর কাটিয়া লইয়াছিল ও কীলকধারী ফেরওণের প্রতি যাহারা নগর সকলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, পরে তথায় অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল, তিনি কেমন করিয়াছিলেন? ৯+১০+১১+১২। +পরে তোমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতি শাস্তির কষাঘাত করিয়াছিলেন ১৩। +নিশ্চয় তোমার প্রতিপাল সঙ্কেতস্থানে আছেন। ১৪। অনন্তর কিন্তু মনুষ্য, যখন তাহাকে তাহার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন, পরে তাহাকে সম্মানিত করেন ও তাহাকে সম্পদ্‌ দান করেন, তখন বলে „আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন„। ১৫। এবং কিন্তু যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন, অনন্তর তাহার উপজীবিকা তাহার প্রতি খর্ব্ব করেন, তখন সে বলিয়া থাকে "আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করিয়াছেন„। ১৬। না না, বরং তোমরা অনাথকে সম্মান কর নাই। ১৭।+ এবং দরিদ্র দিগকে আহার দানে

---

* এরম আদজাতির এক সুপ্রসিদ্ধ মহা সমৃদ্ধ নগরের নাম। আদনামক পুরুষের নামানুসার তাহার বংশেরও নাম আদ হইয়াছে। আদের পুত্র শদাদ উক্ত এরম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে শদাদ এক জন মহা পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তিনি নয় শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। শদাদ পৃথিবীর নানা স্থান হইতে মণি মুক্তা ও মূল্যবান্‌ ধাতু প্রস্তরাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিন শত বৎসরে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগর নির্ম্মিত হইলে পর তিনি রাজধানী হইতে অনুচরবৃন্দ সহ তাহা দর্শন করিতে যাত্রা করেন। তখন পরমেশ্বর এক স্বর্গীয় দূত পাঠাইয়া দেন, তিনি এক মহা শব্দ করেন, তাহাতেই পথে তাহাদের মৃত্যু হয় ও এরম নগর অদৃশ্য হইয়া যায়। এরম নগরে যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রাসাদাদি ছিল তদ্রূপ কোন নগরে ছিল না। স্তম্ভধারীর অর্থ স্তম্ভযুক্ত পটমণ্ডপধারী, অর্থাৎ আদজাতি পটমণ্ডপে বাস করিত। (ত, হো,)

প্রবৃত্তি দান করিতেছ না। ১৮।+ এবং তোমরা প্রচুর ভোগে স্বত্ব ভোগ করিতেছ। ১৯।+ এবং প্রভূতপ্রেমে ধনকে প্রেম করিতেছ। ২০। নানা, যখন ভূমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ২১। +এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন, এবং দেবগণ বহুশ্রেণীতে (আসিবে)। ২২। এবং সেই দিবস নরক আনয়ন করা হইবে, সেই দিবস মনুষ্য (স্বীয় পাপ) স্মরণ করিবে, এবং কোথায় স্মরণ করা তাহার জন্য (উপকার হইবে)। ২৩। সে বলিবে "হায়! যদি আমি আপন জীবনের জন্য পুর্ব্বে (পুণ্য-কর্ম্ম) প্রেরণ করিতাম। ২৪। অনন্তর সেই দিবস তাঁহার শাস্তি অপেক্ষা শাস্তি দান কেহ করিবে না। ২৫।+ এবং তাঁহার বন্ধন অপেক্ষা বন্ধন কেহ করিবে না। ২৬। (মৃত্যুকালে বিশ্বাসী আত্মাকে বলা হইবে) "হে সুখী প্রাণ, তুমি প্রসন্নতা প্রাপ্ত, আপন প্রতিপালকের দিকে প্রসন্নভাবে ফিরিয়া যাও। ২৭+ ২৮। (কেয়ামতের দিন বলা হইবে) অনন্তর আমার দাসবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ কর। ২৯। এবং আমার স্বর্গলোকে প্রবেশ কর। ৩০। (র, ১)

সুরা বলদ।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) নবতিতম অধ্যায়। ২০ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। ১।+ বস্তুতঃ তুমি (হে মোহম্মদ,) এই নগরে বৈধ হইবে *। ২।+ এবং

---

* অর্থাৎ মহাতীর্থ বলিয়া মক্কা নগরে যুদ্ধাদি করা যে অবৈধ ছিল কিছু কালের জন্য তোমার সম্বন্ধে তাহা বৈধ হইবে। মক্কাতে যে হজরত জয়লাভ করিবেন তাহার এই অঙ্গীকার। (ত, হো,)

জন্মদাতার ও যাহা জাত হইয়াছে তাহার শপথ করিতেছি *। ৩। + সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে কষ্টের ভিতরে সৃজন করিয়াছি † ।৪। সে কি মনে করে যে তাহার উপর কোন ব্যক্তি কখন ক্ষমতা পাইবে না ? ৫। সে বলিয়া থাকে যে আমি ধন পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যয় করিয়াছি। ৬। সে কি মনে করে যে তাহাকে কেহ দেখে নাই ? ৭। আমি কি তাহার জন্য দুই চক্ষু ও এক জিহ্বা এবং অধরোষ্ঠ দ্বয় সৃষ্টি করি নাই ? ৮+৯। এবং (সত্য ও অসত্য) দুই পথ তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছি। ১০। অনন্তর সে কঠিন পথে আসিল না। ১১। এবং তোমাকে কিসে জানাইয়াছে যে কঠিন পথ কি? ১২। গ্রীবা (দাসত্ববন্ধন) মুক্ত করা। ১৩। অথবা ক্ষুধার দিবসে নিরাশ্রয় কুটুম্বকে বা ধূলিবিলুণ্ঠিত দীনহীনকে আহার দান করা। ১৪+১৫+১৬। তৎপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও পরস্পরকে সহিষ্ণুতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে ও পরস্পরকে দয়া সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছে তাহাদের অন্তর্গত হওয়া। ১৭। ইহারাই দক্ষিণ পার্শ্বস্থ। ১৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলীসম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে তাহারা বামপার্শ্বস্থ। ১৯। তাহাদের প্রতি অবরুদ্ধ অগ্নি হইবে ‡। ২০ (র, ১,)

---

* "জন্মদাতা" হজরত মোহম্মদ এবং "জাত" এব্রাহিম নামক তাঁহার পুত্র। এই দুইয়ের শপথ। (ত, হো,)

† অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও জীবনে মনুষ্য নানা প্রকার কষ্ট পাইবে। (ত, হো,)

‡ বিচারের দিন পুণ্যবান্ লোকেরা দক্ষিণ পার্শ্বে ও পাপী লোকেরা বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে। সেই বাম পার্শ্বস্থ পাপীদিগের জন্য অবরুদ্ধ অগ্নি থাকিবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে যে অগ্নিময় নরকে শাস্তিদান করা হইবে তাহার দ্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ করা যাইবে, তাহারা একবার যে তাহাতে প্রবেশ করিবে আর বাহির হইতে পারিবে না। (ত, হো,)

সুরা শম্‌স।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) একনবতিমত অধ্যায়। ১৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সূর্য্য ও তাহার কিরণের শপথ। ১। + এবং চন্দ্রের (শপথ) যখন তাহার (সূর্য্যের) অনুসরণ করে। ২। এবং দিবার (শপথ) যখন তাহাকে (সূর্য্যকে) প্রকাশ করে। ৩। এবং রজনীর (শপথ যখন তাহাকে আচ্ছাদন করে। ৪। এবং আকাশের ও (ঈশ্বরের) সেই (স্বরূপের) যাহা তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে (শপথ)। ৫। + এবং ভূমণ্ডলের এবং যাহা তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে + তাহার (শপথ)। ৬। + এবং জীবনের ও যাহা তাহাকে সঙ্গঠিত করিয়াছে তাহার (শপথ)। ৭। পরিশেষে তাহার পাপ ও তাহার সাধুতা তাহাকে তিনি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ৮। সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে (প্রাণকে) শুদ্ধ করিয়াছে নিশ্চয় সে মুক্ত হইয়াছে। ৯। এবং সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে প্রোথিত করিয়াছে সে নিরাশ হইয়াছে। ১০। সমুদ আপন ঔদ্ধত্যবশতঃ অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১১। যখন তাহাদের মহা হতভাগ্য ব্যক্তি সমুত্থান করিল তখন ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ (সালেহ) তাহাদিগকে বলিল 'ঈশ্বরের উষ্ট্রীকে রক্ষা কর ও তাহাকে জল পান করাও"। ১৩। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, পরে তাহাকে (উষ্ট্রীকে) (হত্যা করিতে) অনুসরণ করিল। অবশেষে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের অপরাধপ্রযুক্ত তাহাদের প্রতি মৃত্যু স্থাপন করিলেন, পরে তাহাদিগের প্রতি (শাস্তি) তুল্য করিলেন। ১৪। + এবং তিনি তাহার বিনিময়কে ভয় করেন না। ১৫। (র, ১)

সূরা লয়ল।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ২১ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

রজনীর শপথ যখন (জগৎ) আচ্ছাদন করে। ১।+ এবং নর ও নারীকে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে সেই (ঈশ্বরস্বরূপের শপথ) । ৩। + নিশ্চয় তোমাদের যত্ন (ক্রিয়ার ফল) বিভিন্ন হইবে। ৪। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তি দান করিয়াছে ও ধর্ম্মাচরণ করিয়াছে এবং শ্রেয়কে সত্য জানিয়াছে। ৫+৬।+ পরে আমি অচিরেই তাহাকে আরামের জন্য আরাম দান করিব। ৭। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে ও নির্ভয় হইয়াছে এবং কল্যাণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে আমি তাহাকে কষ্টদানের জন্য সাহায্য করিব। ৮+৯+১০। এবং যখন সে অধোমুখে পড়িবে তখন তাহা হইতে তাহার ধন (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করিবে না। ১১।+ নিশ্চয় আমার প্রতি (তাহার) পথপ্রদর্শনের (ভার)। ১২। এবং নিশ্চয় আমারই ইহলোক ও পরলোক। ১৩। অনন্তর তোমাদিগকে শিখা বিস্তৃত করিতেছে (এমন) অগ্নির ভয় প্রদর্শন করিলাম। ১৪। যে অসত্যারোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে সেই মহা হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত তথায় উপস্থিত হইবে না। ১৫+১৬। এবং যে ব্যক্তি আপন ধন বিতরণ করে ও পবিত্র হয় সেই পরম ধার্ম্মিককে অবশ্য সেই (অগ্নি) হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে। ১৭+১৮। এবং স্বীয় সমুন্নত প্রতিপালকের আনন অন্বেষণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্য বিনিময় দেওয়া যাইতে পারে (এমন) সম্পদ্ তাঁহার নিকটে নাই। ১৯+২০। এবং অবশ্য শীঘ্র সে সন্তুষ্ট হইবে *। ২১। (র, ১,)

---

* কাফের লোকেরা বলিয়াছিল যে বেলালকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব হইতে

সুরা জোহা।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ১১ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

মধ্যাহ্ন কালের এবং সায়াহ্নের যখন (জগৎ) আচ্ছাদন করে শপথ। ১+২। +তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমাকে শত্রু স্থির করেন নাই *। ৩। এবং অবশ্য তোমার জন্য পরলোক সংসার অপেক্ষা কল্যাণকর হইবে। ৪। এবং শীঘ্র তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন, পরে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ৫। তোমাকে তিনি কি নিরাশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, পরে আশ্রয় দান করেন নাই ? ৬। এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭। এবং তিনি তোমাকে নির্দ্ধন পাইয়াছিলেন, পরে ধনবান্ করিয়াছেন †। ৮। পরিশেষে কিন্তু নিরাশ্রয়ের প্রতি তুমি বল প্রয়োগ করিও না। ৯।

মুক্ত করা বিষয়ে আবুবেকর বাধ্য ছিল, পরমেশ্বর এই আয়ত দ্বারা এ কথা খণ্ডন করিলেন। (ত, হো,)

* কয়েকদিন প্রত্যাদেশ লাভ না করাতে হজরতের মন বিষণ্ণ ছিল, কোন কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তখন কাফেরগণ বলিতে লাগিল যে ইহার প্রভু ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তৎপর সুরা অবতীর্ণ হয়। প্রথমতঃ উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন কালের পরে অপরাহ্ণ বেলার শপথ হয়। অর্থাৎ বাহ্যেও ঈশ্বরের দুই শক্তি এবং অন্তরেও আলোক ও অন্ধকার হয়, উভয়ই ঈশ্বরের। ঈশ্বর অপেক্ষা কোন মনুষ্য অধিক ক্ষমতাবান্ নাই। (ত, শা,)

† খদিজাদেবী যেমন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রচুর ধন ছিল। হজরতের সঙ্গে বিবাহ হইলে পর সমুদায় ধনসম্পত্তি তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। (ত, শা,)

এবং কিন্তু প্রার্থীর প্রতি পরে ধমক দিও না। ১০। এবং কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দান পরে বর্ণন কর। ১১। (র, ১)

সুরা এন্‌শরাহ।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ৮ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তোমার জন্য কি তোমার বক্ষকে আমি উন্মুক্ত করি নাই* ? ১। এবং আমি তোমাহইতে তোমার ভার যাহা তোমার পৃষ্ঠকে ভগ্ন করিয়াছে নামাইয়াছি।২+৩।+এবং তোমার জন্য তোমার প্রসঙ্গ (প্রশংসা) উন্নত করিয়াছি।৪। অনন্তর নিশ্চয় কষ্টের সহিত আরাম আছে। ৫।+নিশ্চয় কষ্টের সহিত আরাম আছে। ৬। পরে যখন তুমি অবসর গ্রহণ করিবে তখন (সাধনায়) পরিশ্রম করিও। ৭। এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পরে অনুরক্ত হইও। ৮। (র, ১)

সুরা তিন।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৮ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আঞ্জির ও জয়তুন এবং তুর সিনিয়া ও এই নিরাপদ নগরের শপথ †। ১+২+৩। সত্য সত্যই আমি মনুষ্যকে অত্যুত্তম

---

* বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করা অর্থাৎ বক্ষঃবিদীর্ণ করা। কথিত আছে যে তাহা দুই বার হইয়াছিল। একবার শৈশব কালে হজরত যখন আপন ধাত্রী মাতা হলিমার গৃহে ছিলেন, তখন একদিন প্রান্তরে স্বর্গীয় দূত তাঁহার বুক বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার প্রেরিতত্ব লাভ হইলে পর মেরাজের দিন জেব্রিল ও মেকায়িল তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরিষ্কার করেন এবং হৃদয়কোষ বিশ্বাসজ্যোতিতে পূর্ণ করেন। (ত, হো,)

† তিন অর্থাৎ আঞ্জির ও জয়তুন এই দুইটী বিশেষ ফল। আঞ্জির অতি পবিত্র

সঙ্গঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। ৪। তৎপর তাহাকে নীচ অপেক্ষাও অধিক নীচে পরিণত করিয়াছি। ৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত, অনন্তর তাহাদের জন্য অক্ষুণ্ণ পুরস্কার আছে। ৬। অবশেষে ধর্ম্ম (দণ্ডপুরস্কারের বিধি প্রকাশ পাওয়ার) পর (হে মনুষ্য,) কিসে তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে? ৭। পরমেশ্বর কি আজ্ঞাপ্রচারকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাপ্রচারক নহেন? ৮। (র, ১)

সুরা অলক্।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ষড়্‌নবতিতম অধ্যায়। ১৯ আয়ত,।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সেই প্রতিপালকের নামের প্রসাদে তুমি পাঠ কর যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন *। ১। তিনি মনুষ্যকে ঘনীভূত শোণিতযোগে

ফল, সহজ পাচ্য সুরস ও ঔষধার্হ এবং অধিকতর লাভজনক। জয়তুন হইতে রুটিকার উপকরণও তৈল এবং ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ জন্য উহাকে উপাদেয় ফল বলে। অথবা তিন ও জয়তুন জেরুজিলমস্থ দুইটী মন্দিরের নাম। (ত,হো,)

* একদা হজরত হেরাগহ্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, অথবা গিরিশিখরে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত জেব্রিল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন "হে মোহম্মদ, পরমেশ্বর আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, তুমি এই মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বরনিয়োজিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।" ইহা বলিয়াই আদেশ করিলেন "পড়।" হজরত কহিলেন "আমি পাঠক নহি।" তখন তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। জেব্রিল তাঁহাকে ধরিয়া হেলাইলেন, পরে বলিলেন "পাঠ কর।" হজরত "আমি পাঠক নহি" বলিলেন। এইরূপ তিন বার হইল। কেহ কেহ বলেন জেব্রিল রত্নমাণিক্যখচিত একখানা গ্রন্থ স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হজরতের সম্মুখে ধারণ করিয়া পাঠ করিতে ক্রমশঃ তিন বার বলিয়াছিলেন। তাহাতে হজরত তদ্রূপ বলেন, ও পরে অচেতন হন। তখন জেব্রিল তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সকল আয়ত উচ্চারণ করেন। (ত, হো,)

সৃজন করিয়াছেন। ২। পাঠ কর, এবং তোমার সেই প্রতি-পালক মহাগৌরবান্বিত। ৩।+যিনি লেখনী যোগে (লিখিতে) শিক্ষা দিয়াছেন। ৪।+মনুষ্যকে তাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহা সে জানিত না। ৫। নানা, নিশ্চয় মনুষ্য আপনাকে সম্পন্ন দেখিলে ঔদ্ধত্য করিয়া থাকে। ৬+৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রতিগমন। ৮। উপাসনা কালে দাসকে যে নিবারণ করে তাহাকে তুমি কি দেখিয়াছ *? ৯+১০। দেখিয়াছ কি তুমি সে যদি সৎপথে থাকে অথবা ধর্ম্মবিবিষয়ে আদেশ করে। ১১+১২। দেখিয়াছ কি তুমি যদি অসত্যারোপ করে ও ফিরিয়া যায়। ১৩। তিনি কি (তাহা) জানেন নাই? যেহেতু ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন। ১৪। নানা, যদি নিবৃত্ত না হয় তবে আমি অবশ্য (তাহার) ললাটের (কেশ) টানিয়া ধরিব। ১৫।+সেই পাপী মিথ্যাবাদীর ললাট। ১৬। অনন্তর উচিত যে সে আপন পারিষদদি-গকে ডাকে। ১৭। সত্বর আমি পদাতিক (ফেরেস্তা) দিগকে ডাকিব। ১৮।+নানা, তুমি তাহার অনুগত হইও না, এবং (ঈশ্বরকে) প্রণাম কর ও (তাঁহার) সান্নিধ্যবর্ত্তী হও। ১৯। (র, ১)

সুরা কদর।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) সপ্ত নবতিতম অধ্যায়। ৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় আমি তাহাকে (কোরাণকে) শবেকদর রজনীতে

---

* অর্থাৎ আবুজহল বলিয়াছিল যে মোহম্মদকে উপাসনায় প্রণাম করিতে দেখিলে আমি তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিব। এক দিন তিনি নমাজ পড়িতেছি-লেন, কেহ যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল, সে দ্রুতগতি নিকটে আসিয়াই মলিনমুখে ও কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া গেল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি হইল?

অবতারণ করিয়াছি *। ১। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে শবেকদর কি? ২। শবেকদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩। সেই (রাত্রিতে) দেবগণ ও আত্মা সকল প্রত্যেক কার্য্যের জন্য আপন প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে অবতরণ করেন। ৪। উহা ঊষার অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কুশল। ৫। (র, ১)

সুরা বয়িনত।

(মদিনাতে অবতীর্ণ।) অষ্টনবতিতম অধ্যায়। ৮ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

গ্রন্থাধিকারী দিগের অন্তর্গত কাফেরগণ এবং অংশিবাদিগণ যে পর্য্যন্ত না উজ্জ্বল প্রমাণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত (বিদ্রোহিতায়) প্রতিনিবৃত্ত ছিল না। ১। ঈশ্বরের প্রেরিত (মোহম্মদ) সে পবিত্র পুস্তিকা সকল পাঠ করিয়া থাকে। ২। + তন্মধ্যে অক্ষুণ্ণ লিপি সকল আছে। ৩। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহারা (ইহুদি ও ঈসায়িগণ) তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর বৈ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ৪। এবং এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিতে এবং উপাসনাকে প্রতি-

---

সে বলিল যে, মোহম্মদের নিকটে এক গর্ত্ত দেখিলাম, তাহাতে এক প্রকাণ্ড সর্প মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* শবেকদর বা লয়লতোল্‌কদরের অর্থ সম্মানের রাত্রি। এই রজনীতেই [কোরাণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহার সম্মান। উহা রম্‌জান মাসের সপ্তবিংশতি রজনী। এই রাত্রিতে উপাসনা সাধনায় বিশেষ লাভ হয়। (ত, হো,)

স্থিত রাখিতে ও জকাতদান করিতে বৈ তাহাদিগকে আদেশ করা হয় নাই, ইহাই খাটি ধর্ম্ম। ৫। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারী দিগের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা ও অংশিবাদিগণ নরকানলে থাকিবে, তথায় নিত্যবাস করিবে, ইহারাই তাহারা যে অধম জীব। ৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে ইহারই তাহারা যে জীবশ্রেষ্ঠ। ৭। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে নিত্য স্বর্গোদ্যান সকল হয়, যাহার নিম্নদিয়া পয়ঃপ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তথায় তাহারা নিত্যবাসী হইবে, পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ও তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহার সম্বন্ধেই ইহা।৮। (র,১)

সুরা জেল্‌জাল।

(মদিনাতে অবতীর্ণ) ঊনশততম অধ্যায়। ৮ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(স্মরণ কর) যখন ভুমি স্বীয় কম্পনে কম্পিত হইবে। ১।+ এবং ভুমি স্বীয় ভারপুঞ্জ বাহির করিবে*। ২ +এবং মনুষ্য বলিবে ইহার কি হইল। ৩। সেই দিবস সে আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে †। ।৪। যেহেতু তোমার প্রতিপালক তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। ৫। সেই দিবস মনুষ্য বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে তাহাদের কর্ম্মপুঞ্জ (ক্রিয়ার ফল) তাহাদিগকে

---

* কেয়ামতের কিয়ৎ পুর্ব্বে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে তাহার ভিতরে স্বর্ণ রজতাদি যাহা কিছু আছে সমুদায় বাহির হইবে। তাহার কোন গ্রাহক থাকিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিচারের সময় পৃথিবী মনুষ্যের অপরাধ সকল বর্ণন করিবে। (ত,হো,)

প্রদর্শন করা যাইবে। ৬। অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করে সে তাহা দর্শন করিবে। ৭। এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ অকল্যাণ করে সে তাহা দেখিতে পাইবে। ৮। (র, ১)

সুরা আদিয়া।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) শততম অধ্যায়। ১১ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

দ্রুতগতি অশ্ববৃন্দের শপথ *। ১। + অনন্তর পদাঘাতে প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্গিরণকারী অশ্বের। ২। + অবশেষে উষাকালে লুণ্ঠনকারী (অশ্বারূঢ়ের শপথ) ৷ ৩। + অবশেষে ঘোটকবৃন্দ তখন (প্রাতঃকালে) ধূলী উৎক্ষেপ করে। ৪। + অনন্তর তখন (বিপক্ষের) এক দলের ভিতরে উপস্থিত হয়। ৫। নিশ্চয় মনুষ্য স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৬। এবং নিশ্চয় সেই এ বিষয়ে সাক্ষী। ৭। এবং নিশ্চয় সে ধনাসক্তিতে দৃঢ়। ৮। অনন্তর সে কি জানিতেছে না যে কবরে যে কিছু আছে যখন তাহা সমুত্থাপিত হইবে। ৯। + এবং যে কিছু হৃদয়ে আছে উপস্থিত করা যাইবে। ১০। + নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালক সেই দিবস তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে জ্ঞাতা। ১১। (র, ১,)

---

* ওমর আন্‌সারীর পুত্র মঞ্জরকে এক দল ধর্ম্মবন্ধু সহ হজরত বনিকননা পরিবারের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে উষাকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিবে, এবং অমুক দিবস ফিরিয়া আসিবে। মঞ্জর সসৈন্যে যাইয়া তদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে এক বৃহৎ নদী পার হইতে অধিক বিলম্ব হয়। তাহাতে কপট লোকেরা পরস্পর বলিতে থাকে যে সমুদায় সৈন্য দুস্তর প্রান্তরে মারা পড়িয়াছে, তাহাদের সংবাদ প্রদান করে এমন একটী লোকও অবশিষ্ট নাই। এতদুপলক্ষে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সুরা কারেয়া।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) একাধিক শততম অধ্যায়। ১১ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আঘাতকারী (কেয়ামত) *। ১।+আঘাতকারী কি? ২। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে আঘাতকারী কি হয়? ৩। যে দিবস মানবমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হইয়া যাইবে। ৪।+এবং পর্ব্বতশ্রেণী ধূনিত পশুরোম সদৃশ হইবে। ৫। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তির নিক্তি ভার হইবে, পরে সে সন্তোষের জীবনে থাকিবে। ৬+৭। এবং কিন্তু যে ব্যক্তির নিক্তি হাল্‌কা হইবে, পরে তাহার অবস্থানভূমি হাওয়িয়া হইবে। ৮+৯। কিসে তোমাকে জানাইয়াছে হাওয়িয়া কি? ১০। প্রজ্জ্বলিত বহ্নি। ১১। (র, ১)

সুরা তকাসোর।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়। ৮ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে পর্য্যন্ত না তোমরা (হে লোক সকল,) সমাধিক্ষেত্রে পহুঁছ সে পর্য্যন্ত (ধন) বাহুল্যের (গর্ব্ব) তোমাদিগকে আমোদিত রাখিল। ১+২। না না, অচিরেই তোমরা জানিতে পাইবে। ৩।+তৎপর না না, অচিরেই তোমরা জানিতে পাইবে। ৪।+না না, যদি তোমরা ধ্রুবতত্ত্ব জ্ঞাত হও তবে অবশ্য নরক দেখিবে। ৫+৬। তৎপর অবশ্য তাহাকে নিশ্চিত দৃষ্টিতে

---

* আঘাতকারী অর্থে কেয়ামত। সেই দিন ভয় ত্রাসেতে লোকের চিত্তকে আহত করিবে। (ত, হো,)

দেখিবে। ৭। তাহার পর সেই দিবস সম্পদ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে *।৮। (র, ১)

সুরা অস্র।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ত্র্যধিকশততম অধ্যায়। ৩ আয়ত।

(দাতাদয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কালের শপথ †। ১। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সংক্রিয়া সকল করিয়াছে, সত্যভাবে পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে এবং ধৈর্য্যের সহিত পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়াছে,তাহারা ব্যতীত নিশ্চয় (অন্য) মনুষ্য ক্ষতির মধ্যে আছে।২+৩। (র,১)

সুরা হুমজা।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) চতুরধিকশততম অধ্যায়। ৯ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

প্রত্যেক দোষঘোষণাকারীর প্রতি যে ধন সংগ্রহ করিয়াছে ও তাহা গণনা করিয়াছে আক্ষেপ ‡।১+২। সে মনে করিয়া থাকে যে তাহার ধন তাহাকে অমরত্ব দান করিবে।৩। না না, অবশ্য সে হোতমাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৪। এবং কিসে তোমাকে জানাই য়াছে হোতমা কি হয়? ৫। ঈশ্বরের প্রজ্বলিত বহ্নি। ৬।+যাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইবে। ৭। নিশ্চয় উহা (নরক) তাহাদের প্রতি দীর্ঘ স্তম্ভে দ্বার অবরুদ্ধ হয়। ৮+৯। (র, ১,)

---

* অর্থাৎ ধনসম্পদে আসক্ত হইয়া তোমরা যে সাধন ভজন হইতে বিরত হইয়াছ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে ও তাহার বিচার হইবে। (ত, হো,)

† মহাত্মা আবুবেকরকে আবুল আশাদল বলিয়াছিল "আবুবেকর, তুমি পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার ক্ষতি করিয়াছ, তাহাতেই এই সকল আয়ত অবতীর্ণ হয়। (তে, হো,)

‡ শরিফের পুত্র আখনস মগয়রার পুত্র অলিদের নিকটে হজরতের দোষ ঘোষণা করিত, অলিদও দোষ কীর্ত্তন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে পরমে'র আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

সুরা ফিল।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। ৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক গজস্বামীর সঙ্গে কেমন আচরণ করিয়াছিলেন *? ১। তাহাদের চক্রান্তকে তিনি কি বিফলতায় স্থাপন করেন নাই? ২। + এবং তিনি তাহাদের প্রতি

---

* আবরহানামক একজন ঈসায়ী এমন রাজ্যের অধিপতি ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া কাবামন্দির প্রদক্ষিণ ও তাহাকে বিশেষ সম্মান করে ইহা দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সে কাবার গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা এক পরম সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করে। তাহা দ্বারা দেশ দেশান্তরের লোকসকল বাধ্য হইয়া সেই মন্দিরকে গৌরব দান করিতে থাকে। বনি কেননা বংশীয় এক ব্যক্তি মন্দিরের সেবাতে নিযুক্ত ছিল। সে এক দিন রাত্রিতে উক্ত নব মন্দিরকে কোন দুষ্কর্ম্ম দ্বারা কলঙ্কিত করে এবং পলাইয়া যায়। এই বিবরণ সর্ব্বত্র প্রচার হয়। তখন হইতে লোক সকল আর সেই মন্দিরকে সম্মান করিতে আসে না। আব্‌রহা এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে বহু সৈন্যদল ও প্রকাণ্ড প্রাণ্ড হস্তী সঙ্গে করিয়া কাবামন্দির উৎখাত করার জন্য মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। মক্কার নিকটে আসিয়াই পশ্বাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। মক্কার প্রধান প্রধান লোকেরা ভয়ে এক পর্ব্বতের উপরে যাইয়া আশ্রয় লয়। আব্‌রহা সৈন্য সকল প্রথমতঃ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হস্তিযূথকে কাবামন্দিরের প্রতি প্রেরণ করে। হস্তিদলমধ্যে মহমুদনামক হস্তী অত্যন্ত বল-শালী ও বৃহৎকায় ছিল, সেই হস্তী মক্কা নগরের প্রাচীরের নিকটে যাইয়াই শিবি-রাভিমুখে ফিরিয়া আইসে। মাহুত বহুচেষ্টা করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই। প্রধান মাতঙ্গ বিমুখ হইয়া চলিয়া আসিলে পর সমুদায় মাতঙ্গ বেগে পলায়ন করে। আব্‌রহা এই ঘটনায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে অক-স্মাৎ দলে দলে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী আসিয়া আব্‌রহার সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে সৈন্যকুল সমূলে বিনষ্ট হয়। (ত, হো,)

দলে দলে বিহঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩। + (সেই পক্ষিসৈনা) তাহাদের প্রতি কর্দ্দমজাত (ক্ষুদ্র) প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে ছিল। ৪। + পরে তাহাদিগকে (পশু) ভক্ষিত শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় করিয়াছিল। ৫। (র, ১)

সুরা কোরেশ।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) ষড়ধিকশততম অধ্যায়। ৪ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কোরেশের সম্মিলন জন্য, তাহাদের সম্মিলন শীত গ্রীষ্মে বিদেশযাত্রায় হইয়াছে *। ১+২। অনন্তর উচিত যে তাহারা এই মন্দিরের সেই প্রতিপালককে অর্চ্চনা করে। ৩। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার সময় আহার দিয়াছেন ও ভয় হইতে নিঃশঙ্ক করিয়াছেন। ৪। (র, ১)

সুরা মাউন।

(মক্কাতে অবতীর্ণ) সপ্তাধিকশততম অধ্যায়। ৭ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে ব্যক্তি বিচারের দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করে, তুমি

---

* কোরেশগণ ব্যাণিজ্যার্থ দুইবার বিদেশে যাত্রা করিত, তাহারা শীত ঋতুতে এমনে গ্রীষ্ম ঋতুতে শামদেশে যাইত। লোকে তাহাদিগকে "আহলে হরম" অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী লোক বলিত ও বিশেষ সম্মান করিত। কনানার পুত্র নজরের উপাধি কোরেশ ছিল, তদনুসারে আরবের যে ব্যক্তি নজরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত সেই কোরেশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কোন কোন অভিজ্ঞ-লোকেরা বলেন যে মালেকের পুত্র নজরের পৌত্র কহরের এই উপাধি ছিল। তাহাদের প্রতি যে সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য পরমেশ্বর এই সুরা প্রেরণ করিয়াছেন। (ত, হো,)

তাহাকে কি দেখিয়াছ * ? ১। অনন্তর এ সে, যে ব্যক্তি নিরাশ্রয়কে দুঃখ দেয় এবং দরিদ্রকে আহার দানে প্রবৃত্তি দান করে না। ২+৩। অবশেষে সেই উপাসকদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপ, সেই যাহারা স্বীয় উপাসনায় হতচেতন। ৪+৫। সেই যাহারা কপটাচরণ করে। ৫।+এবং মাউন হইতে নিবৃত্ত রাখে †। ৬। (র, ১)

সুরা কওসর।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) অষ্টাধিকশততম অধ্যায়। ৩ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় তোমাকে আমি কওসর দান করিয়াছি ‡। ১।

---

* এই সুরার অর্দ্ধাংশ কাফেরদিগের প্রতি ও অর্দ্ধাংশ কপট লোকের প্রতি। দুরাত্মা আবুজহল কেয়ামতে বিশ্বাস করিত না, তাহা মিথ্যা বলিত। কোন অনাথ নিরাশ্রয় তাহার নিকটে অন্ন বস্ত্র প্রার্থনা করিলে তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আছে যে আবু সুফিয়ান এক উষ্ট্রের মাংস ভাগ করিতেছিল, একটি নিরাশ্রয় দুঃখী তাহার কিয়দংশ ভিক্ষা করে, তাহাতে সে তাহাকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করে, তদুপলক্ষে এই আয়ত সমুত্তীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† মাউন সেই সকল গৃহসামগ্রী যদ্দ্বারা লোকে পরস্পরকে সাহায্য দান করিয়া থাকে, যথা রন্ধনস্থালী পানপাত্র কুঠার কোদাল ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন জল, অগ্নি ও লবণ এই তিন সামগ্রী মাউন। (ত, হো,)

‡ একদা ওয়াইলের পুত্র আস, বনোসহমদ্বারের নিকটে হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করে, পরে হজরত চলিয়া যান এবং আস মন্দিরে উপস্থিত হয়। কতিপয় কোরেশ প্রধান পুরুষ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহার সঙ্গে কথা বলিতে ছিলে?" সে বলিল "অপুত্রক ব্যক্তির সঙ্গে।" খদিজাদেবীর গর্ভে তাহেরনামক হজরতের

অনন্তর তুমি আপন প্রতিপালকের জন্য নমাজ পড় ও উষ্ট্র বলিদান কর। ২। নিশ্চয় তোমার যে শক্র সেই নিঃসন্তান হয়। ৩। (র, ১)

সুরা কাফেরুণ।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) নবাধিকশততম অধ্যায়। ৬ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল হে কাফেরগণ,*।১।+ তোমরা যাহা পূজা করিয়া থাক আমি তাহাকে পূজা করি না। ২। এবং আমি যাহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি তোমরা তাহাকে অর্চ্চনা কর না। ৩। এবং তোমরা যাহার পূজা কর আমি তাহার পূজক নহি। ৪। এবং আমি যাহাকে পূজা করি তোমারা তাহার পূজক নও। ৫। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম আমার জন্য আমার ধর্ম্ম। ৬। (র, ১)

সুরা নস্‌র।

(মদিনাতে অবতীর্ণ।) দশাধিক শততম অধ্যায়। ৩ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন ঈশ্বরের সাহায্য উপস্থিত হইবে ✝ এবং (মক্কা) জয়

একপুত্র ছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আসের উক্তি শ্রবণ করিয়া হজরতের অন্তর বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। পরমেশ্বর তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা প্রেরণ করেন। কওসর শব্দের অর্থ বাহুল্য। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে আমি তোমাকে জ্ঞান ধর্ম্মাদি স্বর্গীয় সম্পদ্ বহু পরিমাণে প্রদান করিয়াছি। অথবা কওসর সপ্তম স্বর্গস্থ পয়ঃ প্রণালী বিশেষ তাঁহার কূল ও সোপানাদি স্বর্ণ মাণিক্য খচিত, মৃত্তিকা সুগন্ধ, হিমশিলা অপেক্ষা শুক্ল। অপিচ কওসর স্বর্গস্থ একমাসের পথব্যাপী বাপাবিশেষ। সেই সরোবরের জল দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র ও মৃগনাভি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। (ত, হো,)

* কতিপয় কোরেশ যথা আবুজহল, আস ও অলিদ এবং আমিয়া প্রভৃতি আব্বাসের বাচনিক হজরতকে বলিয়া পাঠায় যে তুমি এক বৎসর আমাদের উপাস্য দেবতাদিগকে অর্চ্চনা কর, আমরাও এক বৎসর তোমার ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিব। এই সংবাদ পহুঁছার সময়ই জেব্রিল আসিয়া এই সুরা উপস্থিত করেন। (ত, হো,)

* এই সুরা মক্কাজয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। (ত, হো,)

হইবে।১।+এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে ঐশরিক ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে।২।+অতএব আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর ও তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী।৩। (র ১)

সুরা লহব।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) একাদশাধিক শততত অধ্যায়। ৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আবুলহবের হস্ত বিনষ্ট হৌক। * ।১। তাহার ধন ও সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহা হইতে (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করে নাই ।২। অবশ্য সে এবং তাহার ভার্য্যা শিখাবিশিষ্ট অনলে উপস্থিত হইবে, তাহার গ্রীবা দেশে ইন্ধন উত্তোলক খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে †।৩+৫। (র, ১)

সুরা এখ্লাস।

(মক্কাতে অবতীর্ণ।) দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়। ।৪ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, তিনি এক মাত্র ঈশ্বর ‡।১। নিষ্কাম ঈশ্বর।২।

---

* আবুলহব দুই হস্তে এক প্রস্তর উত্তোলন করিয়া হজরতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† আবু লহবের আলয় হজরতের আলয়ের নিকটে ছিল, তাহার স্ত্রী ওম্মজমিলা দিবাভাগে কাঁটা সংগ্রহ করিয়া রাখিত, রাত্রিতে যে পথ দিয়া হজরত গমনাগমন করিতেন সেই পথে তাহা বিকীর্ণ করিত যেন হজরতের বসনপ্রান্তে বা চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়। হজরত নমাজের জন্য বাহিরে আসিয়া সেই কাঁটা সকল কুড়াইয়া লইতেন। ওম্মজমিলা এই পাপের জন্য নরকের ইন্ধন বহন করিবে। (ত, হো,)

‡ এক দল লোক হজরতকে বলিয়াছিল যে "মোহম্মদ, তোমার পরমেশ্বরের

তিনি জন্মদাতা নহেন ও জন্মগ্রহণও করেন নাই। ৩। এবং তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই।৪। (র, ১)

সুরা ফলক।

(মদিনাতে অবতীর্ণ।) ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়। ৫ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার অপকারিতা হইতে ও অন্ধকারের অপকারিতা হইতে যখন অন্ধকার বিকীর্ণ হয় এবং গ্রন্থি মধ্যে ফুতকারকারিণী (মায়াবিনী) নারীদিগের অপকারিতা হইতে এবং যখন হিংসা করে হিংসাকারীর অপকারিতা হইতে আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের প্রতি আশ্রয় লইতেছি। *।১+২+৩+৪+৫। (র, ১)

সুরা নাস।

(মদিনাতে অবতীর্ণ।) চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়। ৬ আয়ত।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

দানব ও মানব জাতীয় লুক্কায়িত কুমন্ত্রণাদায়কের অপকারিতা

বর্ণনা ত্বর, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব। তওরাতে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তুমি বল ঈশ্বর কি পদার্থ, তিনি কি আহার পান করিয়া থাকেন, তিনি কাহার উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কে?" তাহাতে পরমেশ্বর এই সুরা অবতারণ করেন। (ত, হো,)

* একজন ইহুদি বালক হজরতের সেবাতে নিযুক্ত ছিল। ইহুদি বংশীয় আসমের পুত্র লবিকের কন্যাগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহার যোগে হজরতের চিরুণীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সে হজরতের নামের প্রভাবে তৎ সাহায্যে রজ্জুর উপর আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতেছিল। হজরতকে জেব্রিল এই কথা জ্ঞাপন করেন। হজরত আলিকে পাঠাইয়া সেই রজ্জু আনয়ন করেন। তাহাতে সে এগারটী গ্রন্থি স্থাপন করিয়াছিল। জেব্রিল এগারটী আয়ত পাঠ করেন, এগার গ্রন্থি সেই রজ্জু হইতে খুলিয়া যায়। (ত, হো,)

হইতে যে মনুষ্যের অন্তরে কুমন্ত্রণা দান করে সেই মনুষ্যের প্রতি-পালক মনুষ্যের রাজা মনুষ্যের উপাস্য প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ১+২+৩+৪+৫+৬। (র, ১)

সমাপ্ত।

হজরত মোহম্মদের প্রার্থনা।

"হে ঈশ্বর, সমাধিমধ্যে আমা হইতে ভয় দূর কর, হে ঈশ্বর, মহাকোরাণের অনুরোধে আমাকে দয়া কর এবং আমার জন্য (তাহাকে) নেতা ও আলোক এবং সদুপদেশ ও করুণাস্বরূপ কর। হে ঈশ্বর, তাহার যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি স্মরণ করাইয়া দেও, এবং তাহার যাহা আমি জানি না, তাহা আমাকে শিক্ষা দাও, এবং দিবারাত্রি তাহার পাঠে আমাকে অধিকারী কর, হে নিখিল বিশ্বের পালক, তাহাকে আমার প্রমাণস্বরূপ কর।"
